হজ্জ ও ‘উম্‌রাহ্ নির্দেশিকা

(ইন্টারনেট সংস্করণ)

ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আকছেদ আলী
প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব
বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি), ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৪৪ ৮৬৫৬৬৯, ০১৯১৩ ৯৯৬৮০৮।

প্রথম প্রকাশ: মার্চ, ২০২৪ ইং

হজ্জ ও ‘উম্‌রাহ্‌ নির্দেশিকা

(ইন্টারনেট সংস্করণ)

সংকলন : ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আকছেদ আলী

প্রকাশক :

ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আকছেদ আলী

স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

ভূমিকা :

আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌! সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌'র। যিনি পরমকরুণাময় ও পরমদয়ালু। আল্লাহ্‌ সুব্‌হানুতা‘আলা এ সংস্করণের(অন লাইন) কাজটি করার জন্য আমাকে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সেজন্য আল্লাহ্‌ সুব্‌হানুতায়ালা’র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

হজ্জ পালনের নিয়ম-কানুন বা মাস‘আলা-মাসায়িল-এর তো নতুন নতুন কোন পরিবর্তন হয় না! ক্বুর্‌আন ও সহীহ্‌ হাদীছ-এর আলোকে অতীত যুগে যা ছিল এখনও তাই আছে এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে। শুধু পরিবর্তন হবে মানুষের যাতায়াত বা মাক্‌কা-মাদীনা-মুয্‌দালিফা-‘আরাফাত-মিনায় চলাচল করা বা তথায় অবস্থানের সুযোগ-সুবিধার বিষয়গুলো বা বর্তমান যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হজ্জ-এর পালনীয় বিষয়গুলো হজ্জ আদায়কারীদের জন্য কতটা সহজতর করা যায়। এ বইতে চেষ্টা করা হয়েছে যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে হজ্জে যাওয়ার সংকল্প থেকে শুরু করে হজ্জ সমাপন শেষে বাড়ী প্রত্যাবর্তণ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পালনীয় ও অন্যান্য অতিরিক্ত কিছু বিষয়(হজ্জের বাহিরে কোন কোন বিষয় যারা জানতে চায়) সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করতে। আমার উদ্দেশ্য হলো, যে কাজটা আপনি পালন বা আদায় করলেন তার পরের কাজটিই বা কি এবং সেখানে বিধি-নিষেধগুলোই বা কি কি রয়েছে? চেষ্টা করা হয়েছে ধর্মীয় বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ নন(অর্থাৎ ধর্মীয় লাইনে যারা পড়াশুনা করে নাই) এবং বৃদ্ধ বয়সে বইতে লিখিত বড় বড় দু‘আ-দরুদ মুখস্থ বা সঠিকভাবে আত্বস্থ করে হজ্জ আদায় করা তাদের জন্য অত্যান্ত কঠিন বিধায়, আপনার জানা বিষয়গুলোই ক্বুর্‌আন ও সহীহ্‌ হাদীছ-এর আলোকে ছোট ছোট আরবী দু‘আ বা তার বাংলা অর্থ দ্বারা বিধি-বিধানগুলোকে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা ও তার প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলো সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করে তা সহজতর করা। আপনার হাতে এমন একটা হজ্জ গাইড তুলে দেয়া যে একটি বইই যথেষ্ট(বলে বিবেচিত হতে পারে)। আপনাকে এ বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে যে, শুদ্ধভাবে হজ্জ আদায় করতে হলে ক্বুর্‌আন ও সহীহ্‌ হাদীছে যে নিয়ম-কানুন বা বিধি-বিধানগুলো রয়েছে সেগুলো পালনকালে যেন কোন ভুল-ত্রুটি করে না বসেন। আর মনের ভিতরে এধারণা পোষণ না করা যে বেশী বেশী আরবী দু‘আ-দরুদ না জানার কারণে আমার হজ্জ আদায় বুঝি পরিপূর্ণ হলো না।

যে সমস্ত ভাই-বোন হজ্জে যাওয়ার নিয়াত করেছেন এবং ভবিষ্যতেও যারা যাবেন তাদের জন্য বিশেষ উপদেশ/সতর্কবাণী হলো হজ্জে যেতে হলে আপনাকে হজ্জ পালনের নিয়ম-কানুন বা মাস‘আলা-মাসায়িল অবশ্যই জানতে হবে এটার

কোন বিকল্প নেই। হয়তো ভাবছেন হজ্জে গিয়ে কারো সাথে থেকে বা কারো মাধ্যমে জেনে জেনে আদায় করবেন। কারো কাছ থেকে না জানা বিষয় হয়তো জানা যেতে পারে, কিন্তু কারো মাধ্যম দিয়ে হজ্জ আদায় হয় না। কারণ হজ্জ-এর আহ্‌কাম বা বিষয়গুলো নিজে আদায় করতে হয়। আপনি বাজারে হরেক রংএর হরেক সাইজের হজ্জ সংক্রান্ত বই, পুস্তিকা বা লিফলেট পাবেন। কিন্তু কোনটা সঠিক বা সহীহ্ হাদীছ অনুযায়ী কোনটা অথেন্টিক(বিশুদ্ধ বা নির্ভরযোগ্য) সেটা আপনার পক্ষে যাচাই করা সম্ভব নয়। আমি হজ্জে যাওয়ার আগে থেকে দীর্ঘ সময় ধরে অর্থাৎ ২০০৭ইং থেকে কুর্‌আন-হাদীছ পড়া-শুনা, হজ্জ-উমরাহ্'র উপরে বাংলাদেশে প্রকাশিত অধিকাংশ বই(অল্প কয়েকটি বই ছাড়া অধিকাংশ বইতে বিদ্'আতী কথা-বার্তা বা দু'আ-দরুদ রয়েছে যা 'আমালযোগ্য নয়) অধ্যায়ন এবং ইন্টারনেট থেকে অথেন্টিক সহীহ্ হাদীছ যাচাই-বাছাই করে এ 'হজ্জ ও 'উম্‌রাহ্ নির্দেশিকা' বইটি চূড়ান্ত করেছি এবং এর বাহিরে হজ্জ সংক্রান্ত আর তেমন কিছু বিষয় সংযোজন করার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না।

হজ্জ-যাত্রীদের হাতে ব্যাপকভাবে বইটি পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি বর্তমান যুগে 'ইন্টারনেট' এমন একটি মাধ্যম যেখান থেকে অনেক মানুষ উপকৃত হতে পারে। আল্লাহ্ যেন আপনাকে সহীহ্-শুদ্ধভাবে 'হজ্জ ও 'উম্‌রাহ' পালনের তাওফিক দান করেন। বইটিতে কমপিউটার টাইপ জনিত কারণে বানানে ভূল-ভ্রান্তি থাকা অসম্ভব কিছু নয়! পরিশেষে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি আল্লাহ্ যেন আপনার সহীহ্-শুদ্ধভাবে হজ্জ পালনটাকে 'মাবরুর হজ্জ' হিসাবে কবুল করে নেন। আমিন! ইয়া রব্বিল 'আ-লামী-ন।

ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আকছেদ আলী

এ বইতে আরবী উচ্চারণগুলো বাংলায় লিখার ব্যাখ্যা

আরবী শব্দের উচ্চারণগুলো বাংলা অক্ষরে সঠিকভাবে লিখা যায় না বা সঠিক হয় না ভাষাগত কারণে। এ বইতে আরবী হরফ্‌-এর উচ্চারণ ও শব্দের লিপ্যন্তর/অক্ষরীকরণ/প্রতিবর্ণীকরণ(Transliteration)-গুলো যে ভাবে লিখার চেষ্টা করা হয়েছে সেগুলোর কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে বর্ণনা করা হলো। যেমন-

(১) بِ =বি, تِ =তি, ثِ =ছি (বে,তে,ছে ব্যবহার করা হয় নাই) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

(২) ع- ‘আইন্‌’ উচ্চারণ এর জায়গায় লিখা হয়েছে = ‘আ,‘ই,‘উ [উল্টা (‘) কমা] ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে এবং আগের বা ডানের হরফ্‌-এর সঙ্গে সাকিন হলে অর্থাৎ ‘আইন্‌’ এর উপর ‘যজম’ থাকলে পূর্বের হরফ্‌-এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়ার সময় ‘অ লিখা হয়েছে।

(৩) (ক) ১-আলিফ্‌ মাদ্‌-এর জায়গায় লিখা হয়েছে = আ-, মি- (হালকা ড্যাশ দিয়ে) ইত্যাদি।

(খ) ৩-আলিফ্‌ মাদ্‌-এর জায়গায় লিখা হয়েছে = আ**-**-, মী**-**- (১ম ড্যাশ মোটা ও ২য় ড্যাশ হালকা দিয়ে) ইত্যাদি।

(গ) ৪-আলিফ্‌ মাদ্‌-এর জায়গায় লিখা হয়েছে = **আ--, মী--** (২টি মোটা ড্যাশ দিয়ে) ইত্যাদি।

(৪) যেখানে ‘যজম বা তাশ্‌দীদ্‌-এর সহিত ডানের হরফ্‌ যোগ করে উচ্চারণ করতে হবে, সে জায়গায় অক্ষরের নিচে লিখা হয়েছে = ্ (হসন্ত)।

(৫) ক্বলক্বলা হরফ্‌-এর জন্য যেমন- قْ ‘ক্বাফ্‌’ এর জায়গায় লিখা হয়েছে = ক্ব, بْ ‘বা’ এর জায়গায় লিখা হয়েছে = ব্ব, دْ ‘দাল্‌’ এর জায়গায় লিখা হয়েছে = দ্দ ইত্যাদি।

(৬) حَ = হ এবং هَ = হা, লিখা হয়েছে, আরবী উচ্চারণকে বাংলায় লিপ্যন্তর করার সময়।

(৭) ا- (আলিফ) এর উপর ‘যজম’ থাকলে বা ء (হাম্‌যা) হরফ্‌ থাকলে, ডানের অক্ষরের সাথে মিলিয়ে পড়ার জন্য সে জায়গায় সোজা (’) কমা দিয়ে লিখা হয়েছে = **’অ্‌** (বাংলা হেচ্‌কী টানের মত)।

(৮) নুনে ‘সাকিন বা তান্‌উঈন’-এর বাম পাশে ‘ইখ্‌ফা’র যে কোন হরফ্‌ আসলে, সে জায়গায় অক্ষরের সঙ্গে লিখা হয়েছে = ং (বাংলা অনেশ্বরের মত)।

(৯) ت (তা) = **ত, ط= ত্ব, ث= ছ, س= স,** ص = স্‌, **স্ব; ذ= য, ز** = ঝ, **ج= জ, ظ= য্ব**, লিখা হয়েছে।

(১০) خ ص ض ط ظ غ ق ر উপর ـَ (যবর) থাকলে আরবী উচ্চারণ শুধু বাংলায় লিপ্যন্তর করে লিখার সময় (া-আকার) লিখা হয় নাই, কারণ ‘আকার’ লিখলে বর্ণিত হরফগুলো ‘পোর বা মোটা’ করে উচ্চারণ করা যায় না। উল্লেখিত হরফগুলোর মধ্যে ر হরফ্‌ ছাড়া বাকী ৭টি **‘হরুফি ইস্তিলা’**র হরফ্‌।

(১১) আরবী শব্দের সঙ্গে কোথাও বাংলার সংমিশ্রণ ঘটলে সেখানে আরবী শব্দের পর (-) বা সোজা (’) কমা লিখা হয়েছে, আরবী শব্দের উচ্চারণকে সঠিক ও পৃথক করার সুবিধার্তে।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিষয় — **পৃষ্ঠা**

১. হজ্জ-এর নিয়্যাত করা ১৮
২. হজ্জ যাত্রার প্রস্তুতি ২০
২.১. ধর্মীয় ও মানসিক প্রস্তুতি ২০
২.২. যাত্রা পূর্ব প্রস্তুতিতে প্রচলিত ভূল-ক্রুটি ও বিদ্'আত ২০
২.৩. আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি ২১
৩. হজ্জ-এর মাস্'আলা-মাসায়িল্ ২২
৩.১. হজ্জ প্রশিক্ষণ ২২
৩.২. হজ্জ সম্পর্কিত মাস্'আলা-মাসায়িল্ ও দু'আ-দরুদ ২৩
৩.৩. দু'আ ছানা ২৬
৩.৪. দরুদি ইব্বরাহীম্ ২৭
৩.৫. ইস্তিগ্ফার(ক্ষমা প্রার্থনা) ২৯
৩.৫.১. সাইয়্যিদুল ইস্তিগ্ফার ২৯
৩.৫.২. দু'আ মাছুরাহ্ ৩০
৩.৬. তাল্বিয়াহ্ ৩০
৩.৬.১. তাল্বিয়াহ্ পাঠের ফাজিলাত ৩১
৩.৭. যিক্‌র ৩১
৩.৮. কতিপয় সংক্ষিপ্ত বর্ণের পূর্ণাঙ্গ সঠিক উচ্চারণ ৩২
৪. বাংলাদেশ থেকে হজ্জ যাত্রা ৩৩
৪.১. সরকারী ব্যবস্থাপনায় ৩৩
৪.২. বেসরকারী হজ্জ এজেন্সি ব্যবস্থাপনায় ৩৩
৪.৩. স্বাস্থ্য পরীক্ষা ৩৪
৪.৪. পুলিশী ছাড়পত্র ৩৪
৫. তাওবাহ্ করা ৩৫
৫.১. তাওবায়্যি ইনাবাত্ ৩৫
৫.২. তাওবায়্যি ইস্তিজাবাত্ ৩৫
৫.৩. তাওবাহ্'র আবশ্যিকতা ৩৬
৫.৪. কি ভাবে তাওবাহ্ করবেন ৩৭
৬. পিতা-মাতা বা আত্মীয় স্বজন ৩৯
৭. সাফার্ সঙ্গী নির্বাচন করা ৪১
৭.১. মেয়েদের জন্য মাহ্‌রাম নির্বাচন ৪১
৭.২. মাহ্‌রাম কারা ৪২
৮. সাফার্-এর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ৪৩
৮.১. পুরুষের জন্য ৪৩

বিষয় **পৃষ্ঠা**

৮.২. মহিলা'র জন্য 44

৮.৩. পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য ৪৪

৯. হজ্জ-এর উদ্দেশ্যে গৃহ হতে নির্গমন ৪৫

৯.১. বাড়ী থেকে বের হওয়া পর্য্যায় - ১ .... ৪৫

৯.২. বাড়ী থেকে বের হওয়া পর্য্যায় - ২ .... ৪৬

৯.৩. বাড়ী থেকে বের হওয়া পর্য্যায় - ৩ .... ৪৭

৯.৩.১. সাফার্-এর দু'আ....৪৭

৯.৪. বাড়ী থেকে বের হওয়া পর্য্যায়- ৪ ....৪৮

৯.৫. বাড়ী থেকে বের হওয়া পর্য্যায়- ৫ ....৪৮

১০. ঢাকা হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্পে যা করণীয় ৫০

১০.১. ঢাকা হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্প ৫০

১০.১.১. ঢাকা হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্প পর্য্যায়- ১....৫০

১০.১.২. ঢাকা হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্প পর্য্যায়- ২ .... ৫১

১০.১.৩. ঢাকা হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্প পর্য্যায়- ৩ .... ৫১

১০.২.১. লাগেজ বুকিং ও বোডিং পাস-এর পূর্ব প্রস্তুতি- ১....৫২

১০.২.২. লাগেজ বুকিং ও বোডিং পাস-এর পূর্ব প্রস্তুতি- ২ ....৫২

১০.৩.১. বোডিং পাস ইস্যু ও ইমিগ্রেশন- ১....৫৩

১০.৩.২. বোডিং পাস ইস্যু ও ইমিগ্রেশন- ২ ....৫৩

১০.৪.১. ঢাকা বিমান বন্দর- ১ .... ৫৪

১০.৪.২. বিমানের ভিতরে প্রবেশ- ১ .... ৫৪

১০.৪.৩. বিমানের ভিতরে প্রবেশ- ২.... ৫৪

১০.৪.৪. বিমানের ভিতরে প্রবেশ- ৩ ....৫৫

১১. তায়াম্মুম ৫৬

১১.১. তায়াম্মুম কি এবং কেন....৫৬

১১.২. তায়াম্মুম-এর ফার্‌জ কয়টি....৫৬

১১.৩. তায়াম্মুম কিভাবে করবেন বা করার নিয়ম....৫৬

১২. মীক্বাত....৫৮

১২.১. মীক্বাত ও তার তাৎপর্য ৫৮

১২.২. কোন সময় থেকে মীক্বাত-এর সীমানা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে ৫৮

১২.৩. নাবী কারীম(সা:) কর্তৃক নির্দ্ধারিত মীক্বাত সীমানা কি পরিবর্তণ যোগ্য ৫৮

১২.৪. মীক্বাত কত প্রকার ৫৮

১২.৪.১. মীক্বাত-এ যামানী....৫৯

১২.৪.২. মীক্বাত-এ মাকানী....৫৯

১২.৪.২.১. মীক্বাত-এর বাহিরে বসবাসকারীদের মীক্বাত ৫৯

১২.৪.২.২. মীক্বাত-এর ভিতরে অথচ হরম-এর বাহিরে বসবাসকারীদের মীক্বাত ৬১

বিষয়	পৃষ্ঠা

১২.৪.২.৩. মাক্‌কা মুকার্‌রামা'র অধিবাসী এবং হরম-এর চৌহদ্দীতে বসবাসকারীদের মীক্বাত ৬১

১৩. ইহ্‌রাম ৬২

১৩.১. ইহ্‌রাম-এর প্রকারভেদ ৬২

১৩.২. ইহ্‌রাম-এর ওয়াজিব........ ৬২

১৩.৩. ইহ্‌রাম-এর সুন্নাত ৬২

১৩.৪. ইহ্‌রাম-এর নিষিদ্ধ কর্মসমুহ........ ৬৩

১৩.৫. ইহ্‌রাম বাঁধার পুর্বে প্রস্তুতি ও করণীয় ৬৫

১৩.৬. ইহ্‌রাম বাঁধার সময়........ ৬৬

১৩.৭. ইহ্‌রাম বাঁধার নিয়ম(পুরুষ) ৬৬

১৩.৭.১. গন্তব্য স্থান যদি জিদ্দা থেকে মাক্‌কা হয় ৬৬

১৩.৭.২. ইহ্‌রাম-এর বিধি-নিষেধ ৬৮

১৩.৭.৩. গন্তব্য স্থান যদি ঢাকা বা জিদ্দা থেকে সরাসরি মাদীনা হয়........ ৬৯

১৩.৭.৪. ইহ্‌রাম বাঁধার নিয়ম(মহিলা) ৬৯

১৩.৮. মীক্বাত ও ইহ্‌রাম বিষয়ক ভুল-ক্রুটি........ ৭০

১৩.৯. তালবিয়াহ্ পাঠের ক্ষেত্রে ভুল-ক্রুটি ৭১

১৪. হজ্জ ৭৩

১৪.১. হজ্জ-এর উদ্দেশ্য ৭৩

১৪.২. হজ্জ-এর ফাজিলাত ৭৩

১৪.৩. হজ্জ-এর কল্যাণ ও তাৎপর্য্য ৭৩

১৪.৪. হজ্জ ফার্‌জ হওয়া ৭৪

১৪.৫. হজ্জ-'উম্‌রাহ্ সম্পর্কে আল্লাহ্'র বিধান ৭৫

১৪.৬. হজ্জ ও 'উম্‌রাহ্'র শর্তসমূহ্ ৭৬

১৪.৭. হজ্জ ও 'উম্‌রাহ্'র সম্পর্কীত বিধি-নিষেধ ৭৭

১৪.৮. হজ্জ-'উম্‌রাহ্ 'মানত' করলে ৭৭

১৪.৯. মাব্‌রুর হজ্জ-এর শর্ত সমূহ........ ৭৮

১৪.১০. হজ্জ-এর মাস........ ৭৯

১৪.১১. হজ্জ-এর সময় ৭৯

১৪.১২. হজ্জ-এর প্রকার ৭৯

১৪.১২.১. হজ্জ তামাত্তু' ৮০

১৪.১২.২. হজ্জ-ই ক্বিরান........ ৮১

১৪.১২.৩. হজ্জ-ই ইফ্‌রাদ ৮১

১৪.১৩. বদলী হজ্জ........ ৮১

১৪.১৩.১. বদলী হজ্জ আদায়ে নিয়াত-এ মতপার্থক্য........ ৮২

১৪.১৩.২.বদলী হজ্জ আদায়ে বিধি-নিষেধ ৮২

১৪.১৪. হজ্জ-এর আহ্‌কাম........ ৮৩

১৪.১৫. হজ্জ-এর রুক্‌ন বা ফার্‌জ ৮৩

বিষয়	পৃষ্ঠা

১৪.১৫.১. ফার্‌জ-এর হুকুম ৮৪
১৪.১৬. হজ্জ-এর ওয়াজিব ৮৪
১৪.১৬.১.ওয়াজিব-এর হুকুম ৮৫
১৪.১৭. হজ্জ-এর সুন্নাতসমূহ ৮৫
১৪.১৭.১. সুন্নাত-এর হুকুম ৮৬
১৪.১৮. হজ্জ-এর খুত্‌বা ৮৬
১৪.১৯. হজ্জ ও ‘উম্‌রাহ্’র মাঝে পার্থক্য ৮৬
১৫. আকাশপথে বা স্থলযানে যাত্রার দু‘আ ৮৮
১৫.১. বিমানে সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় ৮৮
১৫.২. বিমানে আরোহণ করার পর ৮৮
১৫.৩. বিমান উড্ডয়নের সময় ৮৮
১৫.৪. বিমান থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ৮৯
১৫.৫. নৌ বা জলযানে যাত্রার দু‘আ ৮৯
১৬. সাফার্‌-এ স্বলাত ৯০
১৬.১. এক স্বলাত সংক্ষিপ্ত করণ ৯০
১৬.২. দুই স্বলাত একত্রীকরণ ৯০
১৬.৩. স্বলাত আদায়কারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা বা সুত্‌রা বিধান ৯২
১৭. জানাঝাহ্ স্বলাত ৯৩
১৭.১. জানাঝাহ্ স্বলাত-এর ফাজিলাত ৯৩
১৭.২. জানাঝাহ্ অর্থ কি ৯৩
১৭.৩. জানাঝাহ্ স্বলাত কোন প্রকারের ৯৩
১৭.৪. জানাঝাহ্ স্বলাত-এর ফার্‌জ ৯৩
১৭.৫. জানাঝাহ্ স্বলাত-এর ওয়াজিব সমূহ ৯৩
১৭.৬. জানাঝাহ্ স্বলাত-এর সুন্নাত সমূহ ৯৩
১৭.৭. জানাঝাহ্ স্বলাত পড়ার নিয়ম ৯৪
১৭.৮. মুরদাকে ক্ববর-এ রাখার দু‘আ ৯৬
১৭.৯. মৃতকে দাফন করার পর যে দু‘আ ৯৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৮. জিদ্দা বিমান বন্দরে যা করণীয় ৯৭
১৯. মাক্‌কা মুকার্‌রামা’য় প্রথম প্রবেশ ৯৮
১৯.১. মাক্‌কা’র আদব ও শিষ্টাচার ৯৮
১৯.২. মাক্‌কা’য় বাস থেকে নামার পর করণীয় ৯৯
২০. হরম কি ১০১
২০.১. ‘হরম’ এলাকার পূর্ব কথা ১০১
২০.২. ‘হরম’ সীমানা নির্দ্ধারণ ১০২

বিষয়	পৃষ্ঠা

২০.৩. 'হরম' এলাকার আয়তন ও পরিসীমা ১০২
২০.৪. 'হরম' সীমানায় চিহ্নিত নির্দিষ্ট দিকের পথের নাম ও দূরত্ব ১০২
২০.৫. হরম-এ কি কি কাজ নিষিদ্ধ ১০৩
২০.৬. হরম ও মীক্বাত কি পার্থক্য ১০৩
২১. আল্‌ মাস্‌জিদুল হর-ম এ প্রবেশ ১০৫
২১.১. আল্‌ মাস্‌জিদুল হর-ম অর্থ ১০৫
২১.২. আল্‌ মাস্‌জিদুল হর-ম নাম যে সমস্ত সূরা সমূহে....................১০৫
২১.৩. আল্‌ মাস্‌জিদুল হর-ম এর বর্তমান কাঠামো ১০৫
২১.৪. মাত্বফ্‌ চত্বরে প্রবেশের গেট সমূহ ১০৬
২১.৫. বেসমেন্ট চত্বরে প্রবেশের গেট সমূহ ১০৬
২১.৬. তৃতীয় তলায় যেতে হলে....................১০৬
২১.৭. আল্‌ মাস্‌জিদুল হর-ম এ প্রবেশ কালে করণীয় ১০৭
২১.৮. আল্‌ মাস্‌জিদুল হর-ম এ প্রবেশে বিধি-নিষেধ ১০৯
২১.৯. আল্‌ মাস্‌জিদুল হর-ম এ প্রবেশের সময় ভুল-ক্রটি ১০৯
২১.১০. কা'বা ঘর বা বায়তুল্লাহ্‌....................১১০
২১.১০.১. কা'বা'র নামসমূহ্‌ ১১০
২১.১০.২. কা'বা'র ইতিকথা ১১০
২১.১০.৩. কা'বা'র কাঠামো ও পরিচিতি....................১১৩
২১.১০.৪. কা'বা'র গিলাফ্‌....................১১৪
২১.১১. আল্‌ মাস্‌জিদুল হর-ম এ স্বলাত আদায় ১১৫
২২. 'উম্‌রাহ্‌ ১১৬
২২.১. বদলী 'উম্‌রাহ্‌ ১১৬
২২.২. এক সাফার্‌-এ একাধিক 'উম্‌রাহ্‌ করা যাবে কিনা ১১৬
২২.৩. 'উম্‌রাহ্‌'র মীক্বাত ১১৭
২২.৪. 'উম্‌রাহ্‌'র ফাজিলাত....................১১৭
২২.৫. 'উম্‌রাহ্‌'র ফার্‌জ....................১১৭
২২.৬. 'উম্‌রাহ্‌'র ওয়াজিব ১১৭
২২.৭. 'উম্‌রাহ্‌'র সুন্নাতসমূহ ১১৮
২২.৮. 'উম্‌রাহ্‌'র নিষিদ্ধ সময় ১১৮
২২.৯. 'উম্‌রাহ্‌'র ইহ্‌রাম বাঁধা ১১৮
২২.১০. 'উম্‌রাহ্‌'র ত্বওয়াফ্‌ ১১৮
২২.১০.১. ত্বওয়াফ্‌-এর ফাজিলাত ১১৮
২২.১০.২. ত্বওয়াফ্‌-এর প্রকারভেদ....................১১৯
২২.১০.২.১. ত্বওয়াফি কুদুম....................১১৯
২২.১০.২.২. ত্বওয়াফি যিয়ারহ্‌ বা ইফাযাহ্‌....................১২০

বিষয়	পৃষ্ঠা

২২.১০.২.৩. ত্বওয়াফি বিদা বা বিদায়ী ত্বওয়াফ্‌ ১২০
২২.১০.২.৪. ত্বওয়াফি 'উম্‌রাহ্‌ ১২০
২২.১০.২.৫. ত্বওয়াফি নায্‌র ১২০
২২.১০.২.৬. ত্বওয়াফি তাহিইয়্যা ১২০
২২.১০.২.৭. নাফ্‌ল ত্বওয়াফ্‌ ১২০
২২.১০.২.৮.'উম্‌রাহ্‌ আদায় কারীর জন্য বিদায়ী ত্বওয়াফ্‌-এর বিধান ১২০
২২.১০.৩. ত্বওয়াফ্‌-এর আহ্‌কাম সমূহ..১২১
২২.১০.৪. ত্বওয়াফ্‌ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত..১২১
২২.১০.৫. ত্বওয়াফ্‌-এর ওয়াজিব সমূহ..১২১
২২.১০.৫.১. ওয়াজিব-এর হুকুম হলো ১২২
২২.১০.৬. ত্বওয়াফ্‌-এর সুন্নাত সমূহ..১২২
২২.১০.৭. ত্বওয়াফ্‌-এর মধ্যে মাকরূহ্‌ কাজসমূহ ১২৩
২২.১০.৮. ত্বওয়াফ্‌ সম্পন্ন করার নিয়ম..১২৩
২২.১০.৯. রুক্‌নি ইয়ামানী ও হাজরি আস্‌ওয়াদ-এর ফাজিলাত ১২৬
২২.১০.১০. ত্বওয়াফ্‌ আদায়ে বিধি-নিষেধ..১২৭
২২.১০.১১. ত্বওয়াফ্‌-এ 'ইয্‌ত্বিবা' ও 'রমাল' সম্পর্কে মতভেদ..........................১২৮
২২.১০.১২. ত্বওয়াফ্‌ শেষে ২ রক্‌'আত স্বলাত আদায়....................................১২৮
২২.১০.১৩. ত্বওয়াফ্‌-এর সময় ভুল-ত্রুটি ১২৯
২২.১১. 'উম্‌রাহ্‌'র সা'ঈ ১৩১
২২.১১.১. নাফ্‌ল সা'ঈ প্রসঙ্গে ১৩১
২২.১১.২. সা'ঈ-এর রুকন..১৩১
২২.১১.৩. সা'ঈ-এর শর্ত..১৩২
২২.১১.৪. সা'ঈ-এর ওয়াজিব সমূহ ১৩২
২২.১১.৫. সা'ঈ-এর সুন্নাত সমূহ ১৩৩
২২.১১.৬. সা'ঈ সম্পন্ন করার নিয়ম..১৩৩
২২.১১.৭. সা'ঈ করার সময় ভুল-ত্রুটি ১৩৬
২২.১২. মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটা ১৩৭
২২.১২.১. মাথা মুন্ডন করার ফাজিলাত ১৩৭
২২.১২.২. হলাক্ব বা ক্বসর-এর সময় ভুল-ত্রুটি ১৩৮
২২.১৩. টীকা : ইয্‌ত্বিবা'..১৩৮
রমাল, ইস্তিলাম, হাজরি আস্‌ওয়াদ, মাত্বফ্‌..১৩৯
ত্বওয়াফ্‌ কালীন দূরত্ব, মুল্‌তাযাম, মিযাবী রহ্‌মাত ১৪০
হাতীম, মাক্বামি ইব্‌রাহীম, যমযম কূপ ১৪১
ত্বওয়াফ্‌ ও সা'ঈ আদায়কালে ফার্‌জ স্বলাত, স্বফা ১৪৩
মার্‌ওয়াহ ১৪৪
২৩. মাক্‌কা মুকার্‌রমা'র দর্শনীয় স্থান সমূহ ১৪৫
২৩.১. নাবী কারীম(সা:)-এর জন্মস্থান ১৪৫

বিষয় | পৃষ্ঠা

২৩.২. ক্কব্‌র সমূহ ১৪৫
২৩.২.১. ক্কব্‌র যিয়ারত-এর নিয়ম ১৪৫
২৩.২.২. আল্‌ মা‘আলা ক্কব্‌র স্থান ১৪৫
২৩.২.৩. হযরত আদম(আ:) ও বিবি হাওয়া(আ:)-এর ক্কব্‌র ১৪৫
২৩.৩.১. মাস্‌জিদ সমূহ(মাক্‌কা) ১৪৬
২৩.৩.১.১. মাস্‌জিদ-ই রয়াহ্‌ ১৪৬
২৩.৩.১.২. মাস্‌জিদ-ই জিন্‌ ১৪৬
২৩.৩.১.৩. মাস্‌জিদ-ই তান্‌‘ঈম ১৪৬
২৩.৩.১.৪. মাস্‌জিদ-ই যীতুয়া ১৪৮
২৩.৩.১.৫. মাস্‌জিদ-ই নামিরাহ্‌ ১৪৮
২৩.৩.১.৬. মাস্‌জিদ-ই মাশ্‌‘আরুল্‌ হর-ম ১৪৮
২৩.৩.১.৭. মাস্‌জিদ-ই খায়িফ্‌ ১৪৯
২৩.৩.১.৮. মাস্‌জিদ-ই হুজ্জা জুল্‌বার ১৪৯
২৩.৩.১.৯. মাস্‌জিদ-ই কাবাশ ১৪৯
২৩.৩.১.১০. মাস্‌জিদ-ই হযরত বিলাল(র.) ১৪৯
২৩.৩.১.১১. মাস্‌জিদ-ই জিইর্‌রানাহ্‌ ১৪৯
২৩.৩.২. মাস্‌জিদ সমূহ(তায়িফ্‌) ১৫০
২৩.২.২.১. মাস্‌জিদ-ই হযরত আব্বাস(র.) ১৫০
২৩.৩.২.২.মাস্‌জিদ-ই আল্‌ সাইল আল্‌ কাবির ১৫০
২৩.৩.২.৩. মাস্‌জিদ-ই আলী(র:) ১৫০
২৩.৩.২.৪. মাস্‌জিদ-ই রসুল(সা:) ১৫০
২৩.৪. পাহাড় সমূহ ১৫০
২৩.৪.১. জাবালি সাওর...১৫১
২৩.৪.২. জাবালি নুর ১৫১
২৩.৪.৩. জাবালি আবু কুবাইস ১৫১
২৩.৪.৪. জাবালি মাশ্‌‘আরুল্‌ হর-ম ১৫২
২৩.৪.৫. জাবালি রহ্‌মাত ১৫২
২৩.৫. মাক্‌কা মুকার্‌রামা’য় অবস্থান কালীন বিধি-নিষেধ.............................. ১৫২
২৪. মাক্‌কা মুকার্‌রমা’য় দু‘আ কবুল হওয়ার স্থান সমুহ ১৫৩
২৫. হজ্জ-এর আনুষ্ঠিকতা শুরু ১৫৪
২৫.১. হজ্জ-এর ১ম দিন(৮ই যিল্‌হজ্জ) করণীয়...১৫৪
২৫.১.১. হজ্জ-এর ইহ্‌রাম বাঁধা ও মিনা যাত্রা-১ ....১৫৪
২৫.১.২. মিনা যাত্রা- ২.. ১৫৫
২৫.১.৩. মিনা যাত্রা- ৩ .... ১৫৫
২৫.১.৪. মিনা বা ‘আরাফাহ্‌ তাঁবু হারিয়ে গেলে করণীয়....................................১৫৬
২৫.১.৫. মিনা যাত্রায় বিধি-নিষেধ ১৫৬
২৫.১.৬. ৮ই যিল্‌হজ্জ-এর ভুল-ত্রুটি ১৫৭

বিষয় **পৃষ্ঠা**

২৫.২. হজ্জ-এর ২য় দিন(৯ই যিল্‌হজ্জ) করণীয় ১৫৭
২৫.২.১. মিনা হতে 'আরাফাহ্‌ রওয়ানার সময়...............১৫৭
২৫.২.২. 'আরাফাহ্‌ দিনের ফাজিলাত ১৫৭
২৫.২.৩. যুহ্‌র ও 'আস্বর-এর স্বলাত একত্রীকরণের শর্তসমূহ...............১৫৮
২৫.২.৪. উকুফি 'আরাফাহ্‌ ১৫৯
২৫.২.৫. 'আরাফাহ্‌ দিবসের ভুল-ত্রুটি ১৬১
২৫.২.৬. 'আরাফাত-এর মায়দান হতে মুয্‌দালিফাহ্‌ প্রত্যাবর্তন...............১৬২
২৫.২.৬.১. মুয্‌দালিফাহ্‌ অবস্থান বা করণীয় ১৬৩
২৫.২.৬.২. মুয্‌দালিফাহ্‌ হতে কংকর সংগ্রহ ১৬৫
২৫.২.৬.৩. উকুফি মুয্‌দালিফাহ্‌'র ভুল-ত্রুটি ১৬৫
২৫.২.৬.৪. মুয্‌দালিফাহ্‌ হতে মিনা রওয়ানার সময় ১৬৫
২৫.৩. হজ্জ-এর ৩য় দিন(১০ই যিল্‌হজ্জ) করণীয়...............১৬৬
২৫.৩.১. কংকর মারা বা রমির উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য...............১৬৬
২৫.৩.১.১. রামী'র ফাজিলাত...............১৬৭
২৫.৩.১.২. কংকর মারার সময় ১৬৭
২৫.৩.১.৩. কংকর মারার নিয়ম ১৬৭
২৫.৩.১.৪. জাম্‌রাহ্‌ উখ্‌রাহ্‌-এ কংকর নিক্ষেপ ১৬৮
২৫.৩.১.৫. কংকর নিক্ষেপে বিধি-নিষেধ ১৬৮
২৫.৩.১.৬. কংকর নিক্ষেপের সময়কালীন ভুল-ত্রুটি...............১৬৯
২৫.৩.২. মিনায় অবস্থান বা করণীয়...............১৭০
২৫.৩.৩. কুর্‌বানী করা...............১৭০
২৫.৩.৩.১. সাত ভাগে কুরবানী দেয়া ১৭১
২৫.৩.৩.২. পশু যাবাহ্‌ করার স্থান ১৭১
২৫.৩.৩.৩. হাদ্‌ঈ বা কুরবানী'র সময়সীমা ১৭১
২৫.৩.৩.৪. দম, হাদ্‌ঈ ও কুরবানীর মধ্যে পার্থক্য কি ১৭২
২৫.৩.৩.৫. ব্যালটী হাজীদের ক্ষেত্রে ১৭২
২৫.৩.৩.৬. নন ব্যালটী হাজীদের ক্ষেত্রে...............১৭৩
২৫.৩.৪. মাথা মুন্ডানো ১৭৩
২৫.৩.৪.১. মাথা মুন্ডানোতে বিধি-নিষেধ...............১৭৩
২৫.৩.৫. ত্বওয়াফি যিয়ারত বা ত্বওয়াফি ইফাযাহ্‌...............১৭৪
২৫.৩.৫.১. ত্বওয়াফি যিয়ারত আদায়ের সময়সীমা সম্পর্কে মতভেদ ১৭৫
২৫.৩.৬. সা'ঈ করা ১৭৫
২৫.৩.৭. ত্বওয়াফ্‌ শেষে মিনায় রাত্রি যাপন ১৭৬
২৫.৪. **হজ্জ-এর ৪র্থ দিন (১১ই যিল্‌হজ্জ)** করণীয় ১৭৬
২৫.৪.১. কংকর মারা ১৭৬
২৫.৫. হজ্জ-এর ৫ম দিন (১২ই যিল্‌হজ্জ) করণীয় ১৭৭
২৫.৬. ১৩ই যিল্‌হজ্জ করণীয় ১৭৮

বিষয় **পৃষ্ঠা**

২৫.৬.১. মিনা হতে মাক্‌কা যাত্রা..১৭৮
২৫.৭. বিদায়ী ত্বওয়াফ্ ১৭৮
২৫.৭.১. বিদায়ী ত্বওয়াফ্-এর সময়কালীন ভুল-ত্রুটি ১৭৯
২৬. হজ্জ-এর ভুল-ত্রুটি ও ক্ষতিপূরণ...১৮১
২৬.১. কাফ্‌ফারাহ্ বা ক্ষতিপূরণ ১৮১
২৬.১.১. দম...১৮১
২৬.১.২. স্বদাক্বাত্ ১৮১
২৬.১.৩. স্বিয়াম ১৮২

তৃতীয় অধ্যায়

আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা সাফার্

২৭. আল্ মাদীনা যাত্রার উদ্দেশ্য ১৮৩
২৭.১. মাদীনা মুনাওয়ারা যাত্রা পথে ১৮৪
২৭.২. মাক্‌কা ও মাদীনা’র পথে মাস্‌জিদ সমূহ ১৮৪
২৭.২.১. যুল্-হুলাইফা বা মীক্বাত মাস্‌জিদ ১৮৫
২৭.২.২. মাস্‌জিদ-ই বাদ্‌র ১৮৫
২৭.৩. আল্ মাদীনা’য় সর্ব প্রথম প্রবেশ ১৮৫
২৭.৪. আল্ মাদীনা যিয়ারত কারীর আদব বা শিষ্টাচার...............................১৮৫
২৭.৫. বাস বা ট্রেন থেকে নামার পর করণীয়...১৮৬
২৭.৬. মাদীনা শহরের ফাজিলাত...১৮৬
২৮. মাস্‌জিদ-ই নাবাবী ১৮৮
২৮.১. মাস্‌জিদ-ই নাবাবী-তে প্রবেশ ১৮৯
২৮.২. মাস্‌জিদ-ই নাবাবী-তে কয়েকটি ঐতিহাসিক স্তম্ভ সমূহ.........................১৯০
২৮.২.১. ‘উস্তুওয়ানা ‘উফুদ্ বা প্রতিনিধিবর্গের স্তম্ভ ১৯০
২৮.২.২. ‘উস্তুওয়ানা হারস্ বা পাহারার স্তম্ভ ১৯০
২৮.২.৩. ‘উস্তুওয়ানা সারীর বা খাটের স্তম্ভ ১৯০
২৮.২.৪. ‘উস্তুওয়ানা আবু লুবাবা বা তাওবাহ্ স্তম্ভ ১৯০
২৮.২.৫. ‘উস্তুওয়ানা আয়িশা(আয়িশা স্তম্ভ) ১৯০
২৮.২.৬. ‘উস্তুওয়ানা হান্নানা বা মুখল্লাক্বহ্ বা সুবাস স্তম্ভ ১৯১
২৮.২.৭. ‘উস্তুওয়ানা জিব্‌রীল...১৯১
২৮.৩. মাস্‌জিদ-ই নাববী-তে মিহ্‌রাব ১৯১
২৮.৪. রওদ্বয়ি জান্নাহ্ বা রিয়াদ্বুন জান্নাহ ১৯২
২৮.৫. হুজ্‌রাহ্ নাবাবী’য়া বা নাবী(সা:)-এর ঘর ১৯২
২৮.৫.১. রসুল(সা:) ক্বব্‌র-এর ভিতরের চিত্র ১৯৫
২৮.৫.২. হুজ্‌রাহ্ নাবাবী’র দেয়াল স্পর্শ করা সম্পর্কে ১৯৬
২৮.৬. নাবী কারীম(সা:)-এর ক্বব্‌র যিয়ারত-এর সময় নিষিদ্ধ কর্মসমূহ.............১৯৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
২৮.৬.১. নাবী কারীম(সা:)-এর ক্কব্‌র যিয়ারত	১৯৬
২৮.৬.২. নাবী কারীম(সা:) ও তাঁর দুই সাহাবী'র ক্কব্‌র-এ সালাম পেশ করার নিয়ম	১৯৭
২৮.৬.৩. রসুল(সা:) সালাম-এর জবাব কিভাবে দেন	২০০
২৮.৭. মহিলারা কিভাবে রসুল(সা:)-এর ক্কব্‌র যিয়ারত	২০০
২৮.৮. রসুল(সা:)-এর ক্কব্‌র-এ অন্য জনের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছানোর ব্যাপারে	২০১
২৮.৯. মাস্‌জিদ-এ নাববী যিয়ারত কালীন ভুল-ত্রুটি	২০১
২৯. মাদীনা মুনাওয়ার'র দর্শনীয় স্থান সমূহ	২০৩
২৯.১. ক্কব্‌র সমূহ	২০৩
২৯.১.১.বাক্কী'ইল্ গার্‌ক্কাদ(ক্কবরস্থান)	২০৩
২৯.১.২. ক্কব্‌র যিয়ারত্ সম্পর্কে রসুল(সা:)-এর নির্দেশনা	২০৪
২৯.১.৩. ক্কব্‌র যিয়ারত্-এর আদব বা দু'আ পেশে বিধি-নিষেধ	২০৪
২৯.২. মাস্‌জিদ সমূহ	২০৪
২৯.২.১. মাস্‌জিদ-ই সাহাবা	২০৪
২৯.২.২. মাস্‌জিদ-ই 'উবাই	২০৫
২৯.২.৩. মাস্‌জিদ-ই ক্কুবা	২০৫
২৯.২.৪. মাস্‌জিদ-ই জুমু'আহ্	২০৫
২৯.২.৫. মাস্‌জিদ-ই গামামাহ্	২০৬
২৯.২.৬. মাস্‌জিদ-ই আবু বাকার(রঃ)	২০৬
২৯.২.৭. মাস্‌জিদ-ই আলী	২০৬
২৯.২.৮. মাস্‌জিদ-ই 'উমার(রঃ)	২০৬
২৯.২..৯. মাস্‌জিদ-ই হযরত বিলাল(র.)	২০৬
২৯.২.১০. মাস্‌জিদ-ই কিব্বলাতাইন	২০৬
২৯.২.১০.১. ক্কিব্‌লাহ্ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট ও তার বর্ণনা	২০৬
২৯.২.১০.২. মাস্‌জিদ-ই ক্কিব্‌লাতা'ঈন	২০৭
২৯.২.১১. মাস্‌জিদ-ই ফাতাহ	২০৮
২৯.২.১২. মাস্‌জিদ-ই সাল্‌মান ফার্‌সী	২০৮
২৯.২.১৩. মাস্‌জিদ-ই শায়্‌খ'ঈন	২০৮
২৯.২.১৪. মাস্‌জিদ ইজাবাহ	২০৯
২৯.২.১৫. মাস্‌জিদ-ই সাজ্‌দাহ	২০৯
২৯.২.১৬. মাস্‌জিদ-ই সাব'আ বা সাত মাস্‌জিদ	২০৯
২৯.৩. কয়েকটি যুদ্ধের বিবরণ	২১০
২৯.৩.১. বাদ্‌র যুদ্ধ	২১০
২৯.৩.২. 'উহুদ যুদ্ধ	২১০
২৯.৩.৩. খন্দক যুদ্ধ	২১১
২৯.৩.৪. হুদায়বিয়া'র সন্ধি	২১১
২৯.৩.৫. খয়্‌বার যুদ্ধ	২১২

বিষয়	পৃষ্ঠা
২৯.৩.৬. মুতার যুদ্ধ	২১২
২৯.৩.৭. মাক্‌কা বিজয়	২১২
২৯.৩.৮. হুনাইন যুদ্ধ	২১৩
২৯.৩.৯. তাবুক যুদ্ধ	২১৩
৩০. হজ্জ সমাপন ও দেশে প্রত্যাবর্তন	২১৪
৩০.১. বাড়ী প্রত্যাবর্তনের আদব	২১৪
৩০.১.১. বাড়ীর নিকটে পৌঁছা	২১৪
৩০.১.২. আত্মীয়-স্বজন ও এলাকাবাসীর করণীয়	২১৫

চতুর্থ অধ্যায় (বিবিধ)

৩১. অন্যান্য কতিপয় বিষয়ের পর্যালোচনা ও কিছু সমস্যার বিবরণ	২১৬
৩১.১. সাউদী আরবে বাংলাদেশীদের অবদান	২১৬
৩১.১.১. জিদ্দা হজ্জ টার্মিনাল নির্মাণ	২১৬
৩১.১.২. মিনা'র বর্তমান জাম্‌রাহ্ নির্মাণ	২১৬
৩১.১.৩. কা'বা'র গিলাফ্ বা 'কিস্‌ওয়া' ক্যালিওগ্রাফী	২১৭
৩১.১.৪. 'আরাফাত মাঠের নীম গাছ	২১৮
৩১.১.৫. বাংলাদেশী ক্লীনার	২১৯
৩১.২. হজ্জ-এর সময় মাক্‌কা'য় অবস্থান	২১৯
৩১.৩. মাসজিদুল হর-ম এ প্রথম প্রবেশ	২১৯
৩১.৪. স্বলাত আদায় কারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা	২২০
৩১.৫. ত্বওয়াফ্-এর কারণে অন্য স্বলাত আদায়কারীর অসুবিধা সৃষ্টি করা	২২০
৩১.৬. হুইল চেয়ার ব্যবহার সম্পর্কে	২২০
৩১.৭. বিভিন্ন স্থানে টয়লেট সুযোগ-সুবিধা	২২০
৩১.৭.১. আল্ মাস্‌জিদুল হর-ম এলাকায়	২২০
৩১.৭.২. মিনা ও আরাফাহ্'র মায়দান	২২১
৩১.৭.৩. মুয্‌দালিফাহ্'র মায়দান	২২১
৩১.৭.৪. মাস্‌জিদ-ই নাবাবী এলাকায়	২২১
৩১.৮. মাক্‌কা-'আরাফাহ্ মেট্রো ট্রেন	২২২
৩১.৯. মাক্‌কা থেকে মাদীনা'র পথে সুযোগ-সুবিধা	২২২
৩১.১০. মাদীনা'য় আবাসিক হোটেল ও মার্কেট	২২২
৩১.১১. মাস্‌জিদ-এ নাববী'র মেঝেতে কূপের চিহ্ন	২২৩
৩১.১২. মাক্‌কা-মাদীনা'য় খাবার হোটেল	২২৩
৩১.১৩. মিরাকেল	২২৩
৩১.১৪. রসুলুল্লাহ্ (সা:)-এর ক্বব্‌র থেকে লাশ চুরির খৃষ্টান ষড়যন্ত্র	২২৪
৩১.১৫. মহানাবী (সা:)-এর বিদায় হজ্জ-এর সংক্ষিপ্ত ভাষণ	২২৭

বিষয় **পৃষ্ঠা**

৩১.১৬. মাসজিদুল হর-ম এ এক ইমামের পিছনে স্বলাত আদায় শুরু ২২৮
৩১.১৭. মাত্বফ্ ও মাস্‌জিদ-ই নাবাবী চত্বরে স্থাপিত শীতল টাইলস-এর ইতিহাস .২৩০
৩১.১৮. 'উমরাহ্‌কারী, হজ্জযাত্রী বা হাজীদের কেউ মৃত্যু বরণ করলে কোথায় ২৩৩
৩১.১৮.১. কোন 'উমরাহ্‌কারী, হজ্জযাত্রী বা হাজী মাক্‌কা মুকাররমা'য় মৃত্যু ২৩৩
৩১.১৮.২. কোন 'উমরাহ্‌কারী, হজ্জযাত্রী বা হাজী মাদীনা মুনাওয়ারা'য় মৃত্যু ২৩৩
৩১.১৮.৩. আল্ মু'আল্লা ক্বব্‌রস্থানে কি ভাবে মৃতকে ক্বব্‌র দেয়া হয়..................২৩৩
৩১.১৯. মাক্‌কা ও মাদীনা'য় অসুস্থ হাজীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা ২৩৪
৩১.১৯.১. মাক্‌কা মুকার্‌রামা ২৩৪
৩১.১৯.২. মাদীনা মুনাওয়ারা ২৩৪
৩১.১৯.৩. ভ্রমণ কালীন সময়ের জন্য ডাক্তারী প্রেসকিপশন ২৩৪
৩১.২০. অন্যান্য যে সব সেবা রয়েছে...২৩৫
৩১.২০.১. লাগেজ লকারস্ ২৩৫
৩১.২০.২. হজ্জ ও 'উমরাহ্ সার্ভিস সেন্টার ২৩৫
৩১.২১. তায়িফ্ ভ্রমন ২৩৫
৩১.২২. ওয়াদিয়ে জিন বা জিন পল্লী ২৩৭
৩১.২৩. কোথায় কিভাবে ভ্রমন করবেন এবং দেখবেন.................................. ২৩৮
৩১.২৩.১. মাক্‌কা এলাকা ২৩৮
৩১.২৩.২. মাদীনা মুনাওয়ারা এলাকা ২৩৯
৩১.২৪. বিভিন্ন সময়ে হজ্জ অনুষ্ঠিত না হওয়ার কারণ ও বর্ণনা ২৪০
৩২. সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি.. ২৪৫
৩৩. মাস্‌জিদ-এ নাবাবী'র প্রাচীনতম অংশের নক্সা-২......................................২৪৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
('বিস্‌মিল্ লা-হির্ রহ্‌মা-নির্ রহী--ম্')

প্রথম অধ্যায়

১. হজ্জ-এর নিয়া-ত (اَلنِّيَاتُّ) করা

নিয়াত হলো একটি আরবী শব্দ। তার অর্থ হচ্ছে (মনে মনে অন্তরে) ইচ্ছা বা সংকল্প পোষণ করা অর্থাৎ নিয়াত-এর স্থান হলো ক্বল্‌ব্ব বা অন্তর, জিহ্বা নয়। নিয়াত না থাকলে কোন 'ইবাদাত'ই গ্রহণযোগ্য হবে না অর্থাৎ সকল 'ইবাদাত্-এর জন্যই নিয়াত করা আবশ্যক।

নাবী কারীম (স্বল্‌লাল্ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اِنَّمَا الْاَعْمَالَ بِنِيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى۔

উচ্চারণ : "ইন্নামাল্ আ'মা-লা বিন্ নিয়া-তি ওয়া ইন্নামা- লিকুল্লিম্‌রী-ইং মা-না ওয়া"।

বাংলা অর্থ : "প্রতিটি 'আমাল গ্রহণযোগ্য না অগ্রহণযোগ্য তা নিয়াত-এর উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উহাই রয়েছে যার সে নিয়াত করে"।[১]

শায়খ্ ওয়াছ্‌মীন(রহি:) পরিষ্কারভাবে বলেছেন, 'নিয়াত-এর স্থান হলো অন্তর, মুখে উচ্চারণ করে বলার কোন প্রয়োজন নেই'।[২]

আবার ফুযায়াল বিন্ ইয়ায্(রহি:) বলেছেন, 'আল্লাহ্ তো তোমার নিয়াত ও ইচ্ছাটাই দেখতে চান। 'আমাল-টি যদি আল্লাহ্'র উদ্দেশ্যে হয়, তবে তাকে বলা হয় ইখ্‌লাস। আর ইখ্‌লাস বিহীন নিয়াত হচ্ছে রিয়া বা মুনাফিক্বী বা অন্য কিছু'।[৩]

হজ্জ-এর নিয়াত অর্থ হজ্জ আদায়ের জন্য মনে মনে সংকল্প করা। রসুলুল্লাহ্ (স্বল্‌লাল্ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জ-এর নিয়াত বা সংকল্প করে, সে যেন তা দ্রুত সম্পন্ন করে'।[৪]

---

১. সহীহ্ বুখারী, হা/১ ও মিশকাত, হা/১; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ৫৩৫, পৃ: ২৭০।

২. আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃ.৮৫; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ৫৩৫, পৃ: ২৭০।

৩. তাফ্‌সীরুল উশ্‌রিল আখীর(বাংলা), সাউদী আরব, পৃ: ৮৭।

৪. আবু দাউদ, হা/১৭৩২; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮৩৬,১৯৭৪,২৯৬৬,৩৩৩০; দারিমী, হা/১৪২৫; ইর্‌ওয়াহ্, হা/৬০০৩; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/২৮৮৩; মিশকাত, হা/২৫২৩।

মনে মনে এমন তামান্না বা আকাংখা পোষণ করতে হবে যে, আমি আমার সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ ও ছাওয়াব অর্জনের জন্য আল্লাহ্'র ঘরে প্রার্থনা করার জন্য যাচ্ছি। প্রথমে আপনার নিয়াত'কে পরিশুদ্ধ করুন। মনে রাখবেন, পরিশুদ্ধ নিয়াত'ই যথেষ্ট নয়। আপনাকে বিশুদ্ধভাবে হজ্জ পালন করতে হলে নিম্নলিখিত ৪টি বিষয় আগে আপনাকে ঠিক করতে হবে। যেমন -

(১) সহীহ্ আক্বিদাহ্ বা বিশ্বাস সঠিক হতে হবে।

(২) হজ্জ আদায় করতে হবে নাবী (স্বল্লাল্ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশিত সুন্নাহ্ অনুযায়ী।

(৩) হজ্জ আদায়ের অর্থ সম্পদ হতে হবে বৈধ পথের রোজগার থেকে এবং

(৪) হজ্জ কাফিলা-তে একজন অভিজ্ঞ **'আলিম** থাকতে হবে, যিনি সহীহ্ শুদ্ধভাবে হজ্জ-এর প্রতিটি আহ্কাম পালন ও আদায় করবার জন্য দিকনির্দেশনা দিয়ে পরিচালিত করতে পারবেন।

নিয়াত-এর জন্য আরবীতে নির্দ্দিষ্ট কোন দু'আ না থাকলেও আপনি আল্লাহ্'র কাছে মনে মনে অন্তরে এভাবে সংকল্প করতে পারেন যে,

"ইয়া আল্লাহ্! একমাত্র আপনারই সন্তোষ্টি অর্জন ও আপনার নির্দেশিত ফার্‌জ 'ইবাদাত্ আদায় করবার জন্য আপনি আমাকে রিয়া-মুক্ত হজ্জ পালনের তাওফিক্ দিন, আমাকে শারিরীকভাবে সুস্থতা ও মনের দৃঢ়তা দান করুন এবং হজ্জ-কে আমার জন্য সহজ করে দিন"- আমিন!

২. হজ্জ (حَجّ) যাত্রার প্রস্তুতি

হজ্জ যাত্রার প্রস্তুতিতে দু’টি দিক রয়েছে। একটি ধর্মীয় ও মানসিক প্রস্তুতি, অপরটি দুনিয়াদারী বা বাহ্যিক প্রস্তুতি বা আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি।

২.১. ধর্মীয় ও মানসিক প্রস্তুতি :

পরিশুদ্ধভাবে নিয়াত করে নিজকে সর্বদা নেক ‘আমাল-এ রত রাখা, কারো দেনা-পাওনা বা ঋণ থাকলে তা মিটিয়ে ফেলা, আবু হুরাইরাহ্‌(র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুল (স্বল্‌লাল্ ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যে পর্যন্ত কোন মু’অ্‌মিন তার ঋণ পরিশোধ না করে, সে পর্যন্ত তার রুহ্‌(আত্মা) ঋণের সাথে লটকানো থাকে”।[৫]

সম্পূর্ণ দেনা-পাওনা আদায় না হলে এ সম্পর্কিত একটি তালিকা বা অসিয়তনামা বাড়ীতে রেখে যাওয়া উচিত, বেশী বেশী দান-খয়রাত করা, নাম উল্লেখ পূর্বক কাবীরাহ্‌ গুনাহ্‌সহ যে কোন গুনাহ্‌ খাতার জন্য বেশী বেশী করে তাওবাহ্‌ করা, ভালো লোকজনের সঙ্গে মিশা এবং খারাপ লোকদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা, বেশী বেশী কথা না বলা, কারো সঙ্গে হিংসা-মনোমানিল্য থাকলে তা মিটিয়ে ফেলা, সিনেমা-নাটক-সিরিয়াল দেখা ও গান-বাজনা ইত্যাদি শুনা থেকে বিরত থাকা, কাউকে গালি না দেয়া, কারো গীবত বা পরনিন্দা না করা, কারো সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হওয়া, কারো সঙ্গে কুট তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত না হওয়া, হালাল-হরম মেনে চলা, আয়-রোজগারটা পরিশুদ্ধভাবে হালাল পথের হওয়া, সবার সঙ্গে ব্যবহারে বিনয় ও নম্রতা বজায় রাখা, কেউ কষ্ট দিলেও স্বব্র করা ও ধৈর্য ধারণ করা, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে তাক্ব্‌ওয়াহ্‌ অবলম্বন তথা ইসলামী জীবন-বিধান যাপনের উপদেশ দান, হজ্জ-এর নিয়ম-কানুন বা আদব-কায়দা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং সর্বোতভাবে গুনাহ্‌-এর কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা ইত্যাদি।

২.২. যাত্রা পূর্ব প্রস্তুতিতে প্রচলিত ভূল-ত্রুটি ও বিদ্‌’আত :

(১) হজ্জ যাত্রাকে উপলক্ষ করে যাত্রা শুরুর পূর্ব মুহূর্তে ২ (দুই) রক্‌’আত স্বলাত আদায় করাকে অবশ্যই নিয়ম মনে করা।

(২) হজ্জ যাত্রার আগে ছাওয়াব মনে করে মিলাদের আয়োজন করা, মিষ্টি বিতরণ করা এবং নিকট আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে কান্নাকাটি করা।

---

৫. তিরমিযী, হা/১০৭৮,১০৭৯; ইব্‌নু মাযাহ্‌, হা/২৪১৩।

(৩) হজ্জ-এ যাওয়ার সময় আযান দেয়া অথবা এ উপলক্ষে ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন করা বা বাজানো।

(৪) বাতিল সুফীদের মতো করে ‘একমাত্র আল্লাহ্’কে সঙ্গী করে’ একাই হজ্জ যাত্রায় রওনা হওয়া।

(৫) একজন পুরুষের(অন্য) কোন মহিলা হজ্জ-যাত্রীর সঙ্গে তার মাহ্‌রাম হওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া।

(৬) একজন মহিলা হজ্জ-যাত্রী শারী‘আত’ই ‘মাহ্‌রাম’ ব্যতীত অন্য কাউকে ভাই বা অন্য কোন আত্মীয় হিসাবে পরিচয় দিয়ে ‘মাহ্‌রাম’ বানানো।

(৭) একাকী নারীর ক্ষেত্রে কোনো একটি আস্থাভাজন মহিলা দলের সঙ্গে ‘মাহ্‌রাম’ ছাড়াই হজ্জ-এ যাওয়া অথবা একইভাবে এমন কোন পুরুষের সঙ্গে গমন করা যিনি পুরো মহিলা দলের ‘মাহ্‌রাম’ হিসাবে নিজেকে দাবী করছেন।

(৮) হজ্জ-এর পরিপূর্ণতা হচ্ছে নিজ এলাকার ভিতর হতেই ইহ্‌রাম বাঁধা, এটা মানা বা বিশ্বাস করা।

(৯) হজ্জ যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে অথবা বিভিন্ন স্থানে পৌঁছানোর পর উচ্চঃস্বরে যিক্‌র করা অথবা উচ্চঃস্বরে ‘আল্লাহু আক্‌বার’ ধ্বনি দেয়া।

(১০) এ কথা বিশ্বাস করা যে, পায়ে হেঁটে হজ্জ করার ছাওয়াব ৭০ হজ্জ আর কোন কিছুতে আরোহণ করে হজ্জ করলে ৩০ হজ্জ-এর ছাওয়াব পাওয়া যায়।

২.৩. আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি :

সরকারী বা বেসরকারী যে ভাবেই হোক আপনাকে হজ্জ-এ যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। সরকারীভাবে গেলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যোগাযোগ এবং বেসরকারীভাবে গেলে সুপ্রতিষ্ঠিত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হজ্জ এজেন্সী(অনুমোদিত হলেও তারা ভাল সার্ভিস দেয় কিনা তা সঠিকভাবে জেনে নেয়া আবশ্যক) কার্যালয়ে যোগাযোগ পূর্বক ফরম সংগ্রহ করা(বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই হজ্জ সংক্রান্ত সব কার্যক্রম অন লাইন ভিত্তিক করা হয়েছে), পাসপোর্ট করা, ডাক্তারী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, হজ্জ-এ গমণকালে পুরুষ ও মহিলা প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করা, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কিছু আরবী কথোপকথন শিখে নেয়া, মাক্‌কা-মাদীনা-আরাফাহ্-মিনা-মুয্‌দালিফাহ্ সম্পর্কে জানা ও ম্যাপ সংগ্রহ করা, বাংলাদেশ হজ্জ মিশন ও দুতাবাস সম্পর্কে এবং হজ্জ-এ গমনের সময়সূচীসহ ইত্যাদি বিষয়ে জেনে নেয়া আবশ্যক।

সম্ভব হলে পাসপোর্ট ফটোকপি করে **‘রোটারী পাবলিক’** করিয়ে ১কপি বাসায় রেখে যাবেন এবং ১কপি সঙ্গে রাখবেন। প্রয়োজনে ছবি তুলে বা স্ক্যান করে আপনার মোবাইলেও রাখতে পারেন।

৩. হজ্জ-এর মাস্‌’আলা-মাসায়িল

হজ্জ-এ গমনেচ্ছুক একজন ব্যক্তিকে রওয়ানা হওয়ার পূর্ব হতেই হজ্জ আদায়ের নিয়ম-কানুন বা মাস্‌’আলা-মাসায়িল ও দু‘আ-দরুদ শিক্ষা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক বা বলা যেতে পারে ফার্‌জ।

আবু যুবাইর(র.) থেকে বর্ণিত এ ব্যাপারে রসুলুল্লাহ্(স্বল্‌লাল্ ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের হজ্জ-এর মাসায়িল শিখে রাখ। আমি জানি না, হয়তো এ বছরের পর আমি আর হজ্জ করতে পারবো না”।[৬]

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে জেনে রাখুন যে, হজ্জ বা ‘উম্‌রাহ্ আদায়ের জন্য সহীহ্ হাদীছ-এ কোথাও কোন কঠিন কঠিন বা বড় বড় দু‘আ-র বর্ণনা নেই, যে গুলোর কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো খুবই সহজ এবং ছোট ছোট দু‘আ যা আপনি অতি সহজেই মুখস্ত করে নিতে পারেন এবং এ বইতে সেগুলোই ক্বুর্‌আন ও সহীহ্ হাদীছ-এর আলোকে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। আপনি যদি নিজে হজ্জ-এর নিয়ম-কানুন না শিখেন বা না জানেন তা হলে এতো টাকা-পয়সা খরচ করে হজ্জ-এ যাচ্ছেন কেন বা কার উপর নির্ভর করে? এজেন্সীওয়ালারা আপনার হজ্জ করিয়ে দিবে সে আশায়। নিশ্চিত! যেনে রাখুন বাংলাদেশী এজেন্সীর(অধিকাংশ এজেন্সীর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে) উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করে হজ্জ করলে আপনার হজ্জ পরিশুদ্ধ না হওয়ার সম্ভবনাই বেশী। তারা আপনাকে নিয়ে যাচ্ছে টাকা উপার্যন করার জন্য, আপনাকে সহীহ্ শুদ্ধভাবে হজ্জ করানোর মাধ্যমে ছাওয়াব কামানোর জন্য নয়! যেনে রাখুন নিয়ম-কানুন বা মাস্‌আলা-মাসায়িল ও দু‘আ-দরুদ না জানা ব্যক্তির হজ্জ পরিশুদ্ধ না হওয়ার সম্ভবনাই বেশী।

৩.১. হজ্জ প্রশিক্ষণ :

সরকারী ব্যবস্থাপনায় হজ্জ যাত্রীদের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আঞ্চলিক কার্যালয় সমুহে সুবিধা মত সময়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে। হজ্জ যাত্রার পূর্বে ঢাকার হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্পে অবস্থানের সময় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ছাড়াও পাড়ার বা মহল্লার মাস্‌জিদ-এ মাস্‌জিদ-এ অভিজ্ঞ ‘আলিম-

---

৬. সহীহ্ মুসলিম, হা/১৬৯০; নাসাঈ, হা/৩০৬২।

গণের মাধ্যমেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। উল্লেখিত যে কোন স্থানে আপনি হজ্জ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

সরকারী বা বেসরকারী যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই হউক হজ্জ-যাত্রীদের আর একটা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া একান্ত প্রয়োজন সেটা হলো বিমানে টয়লেট ব্যবহারের নিয়ম কানুন সম্পর্কে। কারণ আমাদের দেশের অধিকাংশ হজ্জ-যাত্রীই প্রথমবারের মত বিমানে আরোহণ করতে যাচ্ছেন, ফলে তিনাদের পক্ষে বিমানের টয়লেট ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা বা অভিজ্ঞতা না থাকাটাই স্বাভাবিক। সেজন্য সরকারী বা বেসরকারী ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যারা দায়িত্বে থাকেন তাদের উচিৎ হবে ঢাকার হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্পে টয়লেট ব্যবহারের সচিত্র প্রতিবেদন দেখানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। মনে রাখবেন বিমানের টয়লেটটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়লে সবার জন্যই অসুবিধার কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে।

৩.২. হজ্জ সম্পর্কিত মাস্‌'আলা-মাসায়িল ও দু'আ-দরুদ :

হজ্জ সম্পর্কিত কিছু মাস্‌'আলা-মাসায়িল বা বিধি-বিধান বা বিধি-নিষেধগুলো এবং দু'আ-দরুদগুলো বিভিন্ন অনুচ্ছেদ-এর প্রয়োজনীয় জায়গায় সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচিত হবে এবং নিম্নে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি দু'আ-দরুদ উল্লেখ করা হলো। যথা-

আ'উযু বিল্‌লা-হ্ :

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

উচ্চারণ : "আ'উ-যুবিল্ লা-হি মিনাশ্ শায়্‌ত্বা-নির্ রজী--ম্"।

বাংলা অর্থ : 'আমি বিতাড়িত শায়ত্বন-এর কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহ্'র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[৭]

বিস্ মিল্‌লা-হ্ : بِسْمِ اللهِ -

(১) উচ্চারণ : "বিস্‌মিল্ লা-হ্"।

বাংলা অর্থ : "আল্লাহ্'র নামে শুরু করছি"।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

(২) উচ্চারণ : "বিস্‌মিল্ লা-হির্ রহ্‌মা-নির্ রহী--ম্"।

বাংলা অর্থ : "পরম করুণাময়, অতিদয়ালু আল্লাহ্'র নামে শুরু করছি"।[৮]

---

৭. সূরা আন্ নাহল(১৬): ৯৮

৮. সহীহ্ মুসলিম, হা/৪০০; আবু দাউদ, হা/৭৮৮; মিশকাত, হা/২২১৮; বায়হাক্বী, হা/২৩৭৭।

তাক্‌বীর(تَكْبِيْرُ) اَللّٰهُ اَكْـبَـرُ ۔

উচ্চারণ : “আল্‌ল-হু আক্‌বার্”।

বাংলা অর্থ : “আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ”।

তাক্‌বীর-ই তাশ্‌রীক্ব(تَكْبِيْرِ تَشْرِيْقِ) :

اَللّٰهُ اَكْـبَـرُ ، اَللّٰهُ اَكْـبَـرُ ، لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ ، وَاللّٰهُ اَكْـبَـرُ ، اَللّٰهُ اَكْـبَـرُ ، وَلِلّٰهِ الْحَـمْـدُ ۔

উচ্চারণ : “আল্‌ল-হু আক্‌বার্, আল্‌ল-হু আক্‌বার্, লা-- ইলা-হা ইল্ লাল্ ল-হু, ওয়াল্ ল-হু আক্‌বার্, আল্ ল-হু আক্‌বার্, ওয়া লিল্ লা-হিল্ হম্‌দ”।

বাংলা অর্থ : “আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আর আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা আল্লাহ্’র”।[৯]

৯ই যুল্‌হিজ্জাহ্ ফাজ্‌র স্বলাত আদায়ের পর থেকে ১৩ই যুল্‌হিজ্জাহ্ ‘আস্বর-এর স্বলাত পর্যন্ত প্রতি ফার্‌জ স্বলাত-এর পর তাক্‌বীর-ই তাশ্‌রীক্ব পাঠ করা **ওয়াজিব**। পুরুষরা সরবে এবং মহিলারা নীরবে পাঠ করবে।

কালিমা ত্বইয়্যিবাহ্(كَلِمَةً طَيِّبَةً -পবিত্র কথা/একত্ববাদ) :

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ ۔

উচ্চারণ : “লা-- ইলা-হা ইল্ লাল্ ল-হ্”।

বাংলা অর্থ : “একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা’বুদ নেই”।[১০]

কালিমা তাক্ব্‌ওয়া (كَلِمَةً تَقْوٰى - পবিত্রবাক্য) :

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّـدُ رَّسُــوْلُ اللّٰهِ ۔

উচ্চারণ : “লা-- ইলা-হা ইল্ লাল্ ল-হু মুহম্মাদুর্ রসুলুল্ ল-হ্”।

বাংলা অর্থ : “কোন উপাস্য নেই আল্লাহ্ ছাড়া, মুহাম্মদ সাল্‌লাল্ ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্’র রসুল”।[১১]

---

৯. দারাকুত্বনী, হা/১৭৫৬; যাদুল মা’আদ, ১/৪৩৩; আইনে রাসুল(ছা:) দো’আ অধ্যায়, পৃ.৭৪।

১০. সূরা ইব্‌রাহীম (১৪): ২৪; সূরা আস্ব স্বফ্‌ফাত(৩৭): ৩৫; সহীহ্ বুখারী, হা/২৫,৯৯; তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৪/৪৯১পৃ., ২/৫৩১পৃ.; তাফসীরে ড. আবু বাকার মোহাম্মদ যাকারিয়া (হাফি:)।

১১.সূরা আল্ ফাতাহ্(৪৮): ২৬; সূরা আস্ব স্বফ্‌ফাত: ৩৫ ও সূরা আল্ ফাতাহ্: ২৯; সহীহ্ বুখারী,

উল্লেখ্য যে, ক্বুর্‌আন বা হাদীছ-এর কোথাও এ বাক্যটি একত্রে বর্ণিত হয় নাই, তবে ক্বুর্‌আন-এর দু’টি সূরায় পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

তাস্‌বীহ্(تَسْبِيْحٌ - পবিত্রতা) : سُبْحَانَ اللّٰهِ ۔

উচ্চারণ : “সুব্‌হ-নাল্ ল-হ্”।

বাংলা অর্থ : “অতি পবিত্রতাময় আল্লাহ্”।[১২]

তাহ্‌মিদ্(تَحْمِيْدٌ - প্রশংসা) : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -

উচ্চারণ : “আল্ হম্‌দু লিল্ লা-হ্”।

বাংলা অর্থ : “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্’র”।[১৩]

কালিমা শাহাদাত (সাক্ষ্যবাক্য) :

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۔

উচ্চারণ : “আশ্‌হাদু আল্ লা-- ইলা-হা ইলাল্ ল-হু ওয়াহ্‌দাহু- লা- শারী-কা লাহু- ওয়া আশ্‌হাদু আন্‌না মুহম্মাদান্ ‘আব্‌দুহু- ওয়া রসু-লুহ্”।

বাংলা অর্থ : “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোন মা‘বুদ বা উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ ‘স্বল্‌লাল্ ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্’র বান্দা ও রসুল”।[১৪]

কালিমা তাওহীদ্(একত্ববাক্য) :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۔

উচ্চারণ : “লা-- ইলা-হা ইল্ লাল্ ল-হু ওয়াহ্‌দাহু লা- শারী-কা লাহু লাহুল্ মুল্‌কু ওয়া লাহুল্ হম্‌দু ওয়াহু ওয়া ‘আলা- কুল্লি শায়্‌ইং ক্বদী--র্”।

হা/২৭৩১, ২৭৩২; তাফসীরে ড. আবু বাকার মোহাম্মদ যাকারিয়া (হাফি:); সহীহ্ মুসলিম, হা/১৪৮, ১৫১; সহীহ্ ইবনু হিব্বান, হা/২১৮; হাদীসের নামে জালিয়াতি, ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর (রহি.), পৃ. ৪৭১-৪৭৩; তাবারী, আত্-তাফসীর ২৬/১০৫।

১২. সূরা আর্ রুম(৩০): ১৭

১৩. সূরা আল ফাতিহা(১): ২; সূরা আল্ কাহ্‌ফ(১৮): ১; সূরা লুক্বমান(৩১): ২৫; সূরা সাবা(৩৪): ১; সূরা ফাতির(৩৫): ১; সূরা আয্ যুমার(৩৯): ৭৪

১৪. সহীহ্ মুস্‌লিম, হা/৪৪৪; উকাবা ইব্‌নু ‘আম্‌র(র.) থেকে বর্ণিত; মিশকাত- ৩৯ পৃ.।

বাংলা অর্থ : "আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, সমস্ত রাজ্য ও রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান"।[১৫]

কালিমা তাম্‌জীদ্‌(গুণবাক্য) :

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ : "সুব্‌হ-নাল্‌ ল-হি ওয়াল্‌হম্‌দু লিল্‌ লা-হি ওয়া লা- ইলা-হা ইল্‌ লাল্‌ ল-হু ওয়াল্‌ ল-হু আক্‌বার্‌"।

বাংলা অর্থ : "অতি পবিত্রতাময় আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌'র জন্যই সমস্ত প্রশংসা, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ"।[১৬]

৩.৩. দু'আ ছানা-'অ্‌(ثَنَاءٌ) :

বইতে অনেক প্রকারের ছানা'র দু'আ দেখতে পাওয়া যায় তবে এখানে দু'টার কথা উল্লেখ করা হলো। যথা -

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَا يَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّ نَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ٥

(১) উচ্চারণ : "আল্‌ল-হুম্মা বা-ইদ্‌ বাইনী- ওয়া বাইনা খত্ব-ইয়া- ইয়া কামা- বা'আদ্‌তা বাইনাল্‌ মাশ্‌রিকি ওয়াল্‌ মাগ্‌রিবি, আল্‌ল-হুম্মা নাক্কিনী- মিনাল্‌ খত-ইয়া- কামা- ইউনাক্ক্‌ ক্বছ্‌ ছাওয়াবুল্‌ আব্ব্‌ইয়াদ্বু মিনাদ্‌ দানাসি, আল্‌ল-হুম্মাগ্‌সিল্‌ খত্ব-ইয়া- ইয়া বিল্‌মা-ই ওয়াছ্‌ ছাল্‌জি ওয়াল্‌ বারদ্‌"।

বাংলা অর্থ : "হে আল্লাহ্‌! আপনি আমার এবং আমার গুনাহ্‌গুলির মধ্যে এরূপ পরিমাণ দূরত্ব করুন, যে পরিমাণ দূরত্ব আপনি পূর্ব দিগন্ত ও পশ্চিম দিগন্তের মধ্যে রেখেছেন ; হে আল্লাহ্‌! আপনি আমাকে গুনাহ্‌ হতে এমন ভাবে পরিষ্কার করুন, যেমন সাদা কাপড় ধৌত করে ময়লা বিমুক্ত করা হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমার যাবতীয় পাপকে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দিন"।[১৭]

---

১৫. সহীহ্‌ মুসলিম ১/৪১৮, হা/৫৯৭, ১৩৮০; মিশকাত, হা/৯৬৭; রিয়াদুস সালেহিন, হা/১৪১৮; হিসনুল মুসলিম 'সালাত' অধ্যায় নং ২৫.৪।

১৬. মুসলিম, হা/৬৭৪০; ইফা: হা/৬৬০২; ইসে: ৬৬৫৫; মুসলিম ৩/১৬৮৫, হা/২১৩৭; হিস্‌নুল মুসলিম, 'ঘুম ও যিক্‌র' অধ্যায় নং ১৩০.৪।

১৭. সহীহ্‌ বুখারী, হা/৭৪৪; সহীহ্‌ মিশকাত, হা/৮১২; মিশকাত(বাংলা), হা/৭৫৬, ২/২৬৬পৃ;।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ۔

(২) উচ্চারণ : “সুব্‌হ-নাকা আল্‌ল-হুম্মা ওয়া বিহম্‌দিকা ওয়া তাবা-র কাস্‌মুকা ওয়া তা‘আ-লা- জাদ্দুকা ওয়া লা- ইলা-হা গায়্‌রুক্‌”।

বাংলা অর্থ : “ইয়া আল্লাহ্‌! আপনি পবিত্র আপনাকে স্মরণ করি আপনার প্রশংসার সহিত। আপনার নাম সত্যই বড় বারকাত্‌-ময়। আপনি অতীব গৌরবময় এবং আপনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই”।[১৮]

৩.৪. দরুদ্‌(দরুদি ইব্‌র্‌রাহীম) :

বইতে অনেক প্রকারের দরূদ্‌ দেখতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে দরুদি ইব্‌র্‌রাহীম’ই উত্তম যা আমরা স্বলাত আদায়ের বৈঠকে পাঠ করে থাকি।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍوَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ٥

(১) উচ্চারণ : “আল্‌ল-হুম্মা স্বলি‘আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া ‘আলা-- আ-লি মুহম্মাদ্দ্‌, কামা- স্বলায়তা ‘আলা-- ইব্‌র্‌র-হী-মা ওয়া ‘আলা-- আ-লি ইব্‌র্‌র-হী-মা ইন্নাকা হমীদুম্‌ মাজী--দ্‌, আল্‌ল-হুম্মা বা-রিক্‌ ‘আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া ‘আলা-- আ-লি মুহম্মাদ্দ্‌, কামা- বা-রক্‌তা ‘আলা-- ইব্‌র্‌র-হী-মা ওয়া ‘আলা-- আ-লি ইব্‌র্‌র-হী--ম্‌, ইন্নাকা হমীদুম্‌ মাজী--দ্দ্‌”।

বাংলা অর্থ : “হে আল্লাহ্‌! আপনি হযরত মুহম্মদ(স্বল্‌লাল্‌ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ নাযিল করুন যেমন অনুগ্রহ হযরত ইব্‌র্‌রাহীম(আ:) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি নাযিল করেছিলেন, নিশ্চয় আপনি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়, হে আল্লাহ্‌! আপনি হযরত মুহম্মদ (স্বল্‌লাল্‌ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি বারকাত্‌ নাযিল করুন যেমন হযরত ইব্‌র্‌রাহীম (আ:) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বারকাত্‌ নাযিল করেছিলেন, নিশ্চয় আপনি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়”।[১৯]

---

১৮. আবু দাউদ, হা/৭৭৬; সহীহ্‌ মিশকাত, হা/৮১৫; মিশকাত(বাংলা), হা/৭৫৯, ২/২৬৯পৃ:।

১৯. বুখারী, হা/৩৩৬৯-৭০, ৪৭৯৮, ৬৩৬০; তির্‌মিযী, হা/৪৮৩, ৪৮৫, ৩৫৪৬; ইব্‌নু মাযাহ্‌, হা/৯০৭, ৯০৮; মিশকাত, হা/৯১৯, ৯৩৩; মুসলিম, হা/৭৯৩-৯৪,৭৯৭-৯৮।

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ـ

(২) উচ্চারণ : "স্বল্লাল্ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লা--ম্"।

বাংলা অর্থ : "হে আল্লাহ্! নাবী'র উপর স্বলাত(দরুদ্) ও সালাম বর্ষিত হোক"।[২০]

ক্ষমা প্রার্থনা'র দু'আ :

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ـ

(১) উচ্চারণ : "আস্‌তাগ্ ফিরুল্ ল-হ্"।

বাংলা অর্থ : 'আমি আল্লাহ্'র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি'।[২১]

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

(২) উচ্চারণ : "আস্‌তাগ্ ফিরুল্ ল-হা ওয়া আতু-বু ইলাই-হ্"।

বাংলা অর্থ : "আমি আল্লাহ্'র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকটই তাওবাহ্ করছি বা তাঁর দিকে ফিরে আসছি"।[২২]

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

(৩) উচ্চারণ : "আস্‌তাগ্ ফিরুল্ ল-হাল্ 'আযী-মাল্লাযী- লা--ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল্ হাইয়্যুল্ ক্বাইয়্যু-মু ওয়া আতু-বু ইলাই-হ্"।

বাংলা অর্থ : "আমি আল্লাহ্'র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তিনি ছাড়া আর কোন হক্ক ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। আর আমি তাঁরই নিকট তাওবাহ্ করছি"।[২৩]

(৪) নিম্নবর্ণিত তাওবাহ্ বা ক্ষমা প্রার্থনার দলিলবিহীন বহুল প্রচলিত দু'আ :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتُوْبُ اِلَيْكَ مِنْهَا لَا اَرْجِعُ اِلَيْهَا اَبَدًا ـ اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذَنْبِىْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجعُنْدِىْ مِنْ عَمَلِىْ ـ

২০. সহীহ্ বুখারী, হা/৭৮; তিরমিযী, হা/৩৫৪৫; হাদিস সম্ভার, হা/১৬৯৫।

২১. সূরা আন্ নিসা(৪): ১০৬; সূরা আত্ তাওবাহ্(৯): ৮০

২২. সহীহ্ বুখারী, হা/৬৩০৭; হিসনুল মুসলিম 'যিকর ও ঘুম' অধ্যায়, নং ২৭.২২।

২৩. তিরমিযী, হা/৩৫৭৭; আবু দাউদ, হা/১৫১৭; মিশকাত, হা/২৩৫৩; সহীহ্ মুসলিম, হা/২৭০২।

উচ্চারণ : “আল্ ল-হুম্মা ইন্নী- আতু-বু ইলায়্কা মিন্হা- লা-আর্জি‘উ ইলায়্হা- আবাদা-, আল্ ল-হুম্মা মাগ্‌ফিরতুকা আঁও সা‘উ মিং যাম্বী- ওয়া রহ্‌মাতুকা আর্জা- ‘ইংদী- মিন্ ‘আমালী”।

বাংলা অর্থ : “ইয়া আল্লাহ্! আমি আমার সকল প্রকার গুনাহ্ হতে তাওবাহ্ করছি এবং পুন:রায় আর গুনাহে লিপ্ত হব না বলে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। ইয়া আল্লাহ্! আপনার ক্ষমা আমার গুনাহ্‌র চেয়ে অধিক প্রশস্ত এবং আমার ‘আমাল অপেক্ষা আপনার রহ্‌মাত্-এর উপরই আমার অধিকতর আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে”।

উপরোক্ত দু‘আটি একটি বানোয়াট দু‘আ ক্বুর্‌আন-হাদীছ তো দূরের কথা যাল্-যা‘ঈফ্ হাদীছেও এর কোন অস্তিত্ব নেই। অতএব এ দু‘আ পড়া থেকে বিরত থাকুন।

৩.৫. ইস্তিগ্‌ফার(ক্ষমা প্রার্থনা) :

৩.৫.১. সাইয়্যিদুল্ ইস্তিগ্‌ফার(ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দু‘আ) :

নাবী কারীম রসুলুল্লাহ্(স্বল্‌লাল্ ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইর্‌শাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এ ইস্তিগ্‌ফার’টি **সকালে** বিশ্বাসের সাথে পাঠ করবে তার **যদি সেদিন** মৃত্যু হয়, তাহলে ইন্ শা-- আল্লাহ্ সে জান্নাহ্-তী হবে। রাতে পড়লে রাতে মৃত্যু হলে ইন্ শা-- আল্লাহ্ আল্লাহ্ তায়ালা তাকে জান্নাহ্-তী করবেন।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ ০

উচ্চারণ : “আল্‌ল-হুম্মা আংতা রব্বী- লা-- ইলা-হা ইল্লা-- আংত্, খলাক্ক্‌তানী- ওয়া আনা ‘আব্বদুকা, ওয়া আনা ‘আলা- ‘আহ্‌দিকা ওয়া ওয়া‘অদিকা মাস্‌তাত্ব‘অতু, আ‘উ-যুবিকা মিং শার্‌রিমা- স্বনা‘তু আবু-উলাকা বিনি‘অমাতিকা ‘আলায়্ইয়া, ওয়া আবু-উ বিযাম্বী- ফাগ্‌ফির্‌লী- ফাইন্নাহু- লা-ইয়াগ্‌রুিয্ যুন-বা ইল্লা-- আংত্”।

বাংলা অর্থ : “হে আল্লাহ্! আপনি আমার রব্ব, আপনি ছাড়া আর কোন মা‘বুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আর আমি আপনার বান্দা। আমি আমার সাধ্যমত আপনার(তাওহীদ্-এর) অঙ্গীকার ও (জান্নাত্-এর) প্রতিশ্রুতির উপর রয়েছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করি,

আমার প্রতি আপনার নি'মাত-এর স্বীকৃতি প্রদান করছি। আমি আমার গুনাহ্ খাতা স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমাকে মাফ্ করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি ছাড়া আর কেউ গুনাহ্ সমূহের ক্ষমাকারী নেই"।[২৪]

৩.৫.২. দু'আ মাছূ-রহ্(مَأْثُوْرَةٌ) :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ○

উচ্চারণ : "আল্‌ল-হুম্মা ইন্নী- য্বলাম্‌তু নাফ্‌সী- য্বুলমান্ কাছীরাঁও ওয়ালা- ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনু-বা ইল্লা আংত্, ফাগ্‌ফির্‌লী- মাগ্‌ফিরতাম্ মিন্ 'ইন্‌দিকা ওয়ার্‌হম্‌নী- ইন্নাকা আংতাল্ গাফু-রুর্ রহী--ম্"।

বাংলা অর্থ : "হে আল্লাহ্! আমি আমার নিজের উপর যুলুম করেছি। আপনি ছাড়া অন্য কেহ গুনাহ্ মাফ্‌কারী নেই, অতএব আপনি নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করুন, দয়া করুন, নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাকারী, অত্যন্ত দয়ালু"।[২৫]

৩.৬. তাল্‌বিয়াহ্(تَلْبِيَةٌ) :

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَاشَرِيْكَ لَكَ۔

উচ্চারণ : "লাব্বাইকা আল্ ল-হুম্মা লাব্বাইক্, লাব্বাইকা লা- শারী-কা লাকা লাব্বাইক্, ইন্নাল্ হম্‌দা ওয়ান্ নি'অমাতা লাকা ওয়াল্‌মুলক্, লা- শারী-কা লাক্"।

বাংলা অর্থ : "আমি উপস্থিত, ইয়া আল্লাহ্! আমি উপস্থিত। আমি উপস্থিত, আপনার কোন শরীক নেই, আমি উপস্থিত। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নি'মাত আপনার এবং রাজত্বও আপনারই। আপনার কোন শরীক নেই"।[২৬]

---

২৪. সহীহ্ বুখারী, হা/৬৩০৬; মিশকাত, হা/২৩৩৫; আধু: প্রকা: হা/৫৮৬১; ইফা: হা/৫৭৫৪।

২৫. সহীহ্ বুখারী, হা/৭৯২; নাসাঈ, হা/১৩০৫।

২৬. সহীহ্ বুখারী, হা/১৫৪৯; মুসলিম, হা/১১৮৪; তিরমিযী, হা/৮২৫; আবু দাউদ, হা/১৮১২; মিশকাত, হা/২৫৪১; নাসাঈ, হা/২৭৪৮; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/২৯১৮; মুয়াত্বা মালিক, হা/১১৯২।

৩.৬.১. তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠের ফাজিলাত :

সাহ্‌ল ইব্‌নু স্ব'দ(র.) বলেন, রসুলুল্লাহ্‌(স্বল্‌লাল্‌ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যখন কোন মুসলিম তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ করে, তখন তার সাথে সাথে তার ডান ও বাম পাশের পাথর, গাছ, মাটির ঢিলাসহ সবকিছু তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ করে। এমনকি পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ করতে থাকে'।[২৭]

আবু হুরাইরহ্‌(র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ্‌(স্বল্‌লাল্‌ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যখন কোন ব্যক্তি ইহ্‌রাম বাঁধে, তাকে সুসংবাদ দেয়া হয়। আর যখন কোন ব্যক্তি তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ করে তখন সুসংবাদ দেয়া হয়'। বলা হলো, জান্নাত-এর সুসংবাদ দেয়া হয় কি? নাবী

কারীম(সা:) বললেন, হ্যাঁ'।[২৮]

আবু হুরাইরহ্‌(র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ্‌(সা:) বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি ইহ্‌রাম বাঁধলেই সূর্য তার পাপসমূহসহ অস্তমিত হয়'।[২৯]

৩.৭. যিক্‌র(ذِكْرٌ) বা স্মরণ :

'যিক্‌র' এর অর্থ ব্যাপক অর্থাৎ 'যিক্‌র' অর্থ নির্দ্ধারিত কয়েকটি শব্দ বা বাক্য মুখে উচ্চারণ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। 'যিক্‌র' অর্থ হচ্ছে সর্ব ক্ষেত্রে সর্ব অবস্থায় আল্লাহ্‌'কে স্মরণ করা অর্থাৎ (ক) ক্কুর্‌আন ও সুন্নাহ্‌'র আলোকে আল্লাহ্‌'কে স্মরণ করার 'ইবাদাত্‌-এর যত ক্ষেত্র বা মাধ্যম রয়েছে তার সব কিছুই 'যিক্‌র'-এর পর্য্যায়ভুক্ত এবং (খ) কর্মের মাধ্যম দিয়েও আল্লাহ্‌'র 'যিক্‌র' প্রকাশ করা যায়। এটা আবার ২(দুই) ধরণের হতে পারে, যেমন- (১) প্রথমত আল্লাহ্‌'র নির্দেশিত সৎ কর্ম সমূহের মাধ্যমে এবং (২) দ্বিতীয়ত আল্লাহ্‌'র নির্দেশিত অসৎ কর্ম থেকে নিজকে বিরত রেখে অথবা অসৎ কর্মকে প্রতিরোধের মাধ্যমেও হতে পারে।

এ সময়ে বেশী বেশী করে سُبْحَانَ اللهِ (সুব্‌হা-নাল্‌ ল-হ্‌)[৩০], اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল্‌-আম্‌দুলিল্‌ লা-হ্‌)[৩১], لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ('লা-- ইলা-হা ইল্‌ লাল্‌ ল-হ্‌')[৩২],

২৭. মিশকাত, হা/২৫৫০; তিরমিযী, হা/৮২৮; ইব্‌নু মাযাহ্‌, হা/২৯২১; আল্‌ জামি', হা/৫৭৭০।

২৮. সিলসিলাহ্‌ সহীহাহ্‌, হা/১৬২১; মু'জামুল আওসাত্ব, হা/৭৭৭৯।

২৯. সিলসিলাহ্‌ সহীহাহ্‌, হা/১৬২১; শু'আবুল ঈমান, হা/৩৭৪০; জামেউল হাদীছ, হা/১৯৮৮১।

৩০. রিয়াজুস সালেহিন, হা/১৪২১, ১৪৪০; সহীহ্‌ মুসলিম/২২৩; তিরমিযী, হা/৩৫১৭।

৩১. তিরমিযী, হা/৩৩৮৩; মিশকাত, হা/২৩০৬; ইব্‌নু মাযাহ্‌, হা/৩৮০০; রিয়াদুস সালেহিন, হা/১৪৪৫, ১৪৪৮; হিসনুল মুসলিম, 'যিক্‌র ও ঘুম' অধ্যায়-১৩০.১০।

৩২. তিরমিযী, হা/৩৩৮৩; মিশকাত, হা/২৩০৬; ইব্‌নু মাযাহ্‌, হা/৩৮০০; রিয়াদুস সালেহিন, হা/১৪৪৫, ১৪৪৮; হিসনুল মুসলিম, 'যিক্‌র ও ঘুম' অধ্যায়-১৩০.১০।

اَللّٰهُ اَكْـبَـرُ (আল্‌ ল-হু আক্‌বার্‌) [৩৩] ও اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ (আস্‌তাগ্‌ফিরুল্‌ ল-হ্‌) [৩৪] পাঠ করা সর্ব্বোত্তম যিক্‌র।

৩.৮. কতিপয় সংক্ষিপ্ত বর্ণের পূর্ণাঙ্গ সঠিক উচ্চারণ :

হযরত মুহাম্মদ(সা:): (সা:)-'স্বল্লাল্‌ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্‌লা--ম'।
হযরত ইব্‌রহীম(আ:) : (আ:) -'আলাইহিস্‌ সাল্‌লা--ম' ।
হযরত 'উমার(র:) : (র:) -'রদ্বিইয়্যাল্‌ ল-হু 'আন্‌হু' (পুরুষ হলে)।
হযরত আয়িশা(র.) : (র.) -'রদ্বিইয়্যাল্‌ ল-হু 'আন্‌হা' (মহিলা হলে)।
ইমাম বুখারী(রহি.) : (রহি.) -'রহিমাহুল্লাহ্‌'।

---

৩৩. রিয়াদুস সালেহিন, হা/১৪৪৮; তিরমিযী, হা/৩৪৬২।

৩৪. রিয়াদুস সালেহিন, হা/১৪২৩; সহীহ্‌ মুসলিম/৫৯১; তিরমিযী, হা/৩০০; আবু দাউদ, হা/১৫১৩; ইব্‌নু মাযাহ্‌, হা/৯২৮।

৪. বাংলাদেশ থেকে হজ্জ যাত্রা

বাংলাদেশ থেকে ২টি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হজ্জ-এর সাফার্ সম্পন্ন হয়ে থাকে। যথা :-

৪.১. সরকারী ব্যবস্থাপনায় :

সরকারী ব্যবস্থাপনার আওতায় আবার দুটি পদ্ধতি বা ক্যাটাগরী রয়েছে। **প্রথম** ক্যাটাগরীর হজ্জ-যাত্রীদের জন্য মাক্‌কা ও মাদীনা'য় প্রায় ১ কি:মি: এর মধ্যে এবং **দ্বিতীয়** ক্যাটাগরীর জন্য ১ কি:মি: এর অধিক দূরত্বে বাসা বরাদ্দ করা হয়। বাসা/হোটেল কাছে বা দূরে, মান উন্নত/অনুন্নত হওয়ার উপর ভিত্তি করেই **প্রথম** ও **দ্বিতীয়** ক্যাটাগরী নির্দ্ধারণ করা হয়। কেননা অন্যান্য খরচ উভয় ক্যাটাগরীর জন্যই সমান।

সরকারী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হজ্জ-এ যেতে হলে, ধর্ম-মন্ত্রণালয়ের বেঁধে দেয়া সময় ও নিয়ম অনুযায়ী টাকা জমা দিতে হবে। ধর্ম-মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরম পূরণ করে, যে কোন অনুমোদিত ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে প্রদত্ব রশিদ নিয়ে নিজ জেলা প্রশাসকের অফিসে রিপোর্ট করতে হবে। তবে বর্তমানে ই-মেইল মাধ্যমে হজ্জ-যাত্রীদেরকে নিবন্ধিত করা হচ্ছে এবং সব তথ্যই আপনি ই-মেইল মাধ্যমে জানতে পারবেন। আপনার জমা দেয়া টাকা যে সব খাতে ব্যয় করা হবে তা হলো নিম্নরুপ :

(১) বিমান ভাড়া

(২) এ্যাম্বারগেশন ফি

(৩) ভ্রমণ কর

(৪) ইনস্যুরেন্স ও সারচার্জ(ব্যাজ কার্ড, পুস্তিকা, কব্‌জি বেল্ট, আই টি সার্ভিস, হজ্জ ভিসা ইত্যাদি)।

(৫) সাউদী আরবের মুয়াল্লিম বা হজ্জ কনট্রাক্টর ফি

(৬) মাক্‌কা ও মাদীনা'য় বাড়ী ভাড়া

(৭) সাউদী আরবে অবস্থানকালীন খাওয়া-দাওয়া ও কুর্‌বানী খরচ যা হজ্জ যাত্রীদেরকে বাংলাদেশেই ফিরিয়ে দেয়া হয়।

৪.২. বেসরকারী হজ্জ এজেন্সী ব্যবস্থাপনায় :

বেসরকারী হজ্জ এজেন্সীর আওতায় বিভিন্ন ক্যাটাগরী রয়েছে। যেমন-বাসা/হোটেল কাছে বা দূরে, উন্নত/অনুন্নত হওয়ার উপর ভিত্তি করেই আপনি আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী ক্যাটাগরী নির্দ্ধারণ করতে পারেন। বেসরকারী হজ্জ এজেন্সী অবশ্যই সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক, এটা আপনি নিশ্চিত

হয়ে নিন এবং আপনার নির্বাচিত এজেন্সীর সাথে ষ্ট্যাম্পের উপর একটি চুক্তিনামা করে নেবেন তাতে বিস্তারিত সব কিছু লিখা থাকবে। অনেক এজেন্সী চুক্তি করতে চায় না বা চুক্তি করলেও সাউদী আরবে গিয়ে সেটা সঠিক ভাবে পালন করে না অর্থাৎ এজেন্সী আপনাকে যে প্রতিশ্রুতিই দিক তার বিপরীতটা মাথায় রেখেই মাক্‌কা'য় যেতে হবে এবং আপনাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সেজন্য বেসরকারী এজেন্সী নির্বাচন করার আগে আপনি যে সমস্ত হাজীগণ ইতিপূর্বে হজ্জ করে ফিরেছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি ভালো এজেন্সী নির্বাচন করা।

৪.৩. স্বাস্থ্য পরীক্ষা :

প্রতি জেলায় সিভিল সার্জনের নেতৃত্বে মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়ে থাকে। এ বোর্ডের মাধ্যমেই বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও মেনিনজাইটিস টিকা নেয়া বাধ্যতামুলক(‘কোভিড-১৯’ মহামারীর আগে) ছিল এবং এ বোর্ডের মাধ্যমেই টিকা প্রদান করা হতো এবং এ বোর্ড থেকেই মেডিকেল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হতো। জেলা পর্যায়ে এ কাজটি সম্পূর্ণ করা সম্ভব না হলে পরবর্তীতে ঢাকায় এসে হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্পে এটা করতে হতো। এ সনদ ব্যতীত হজ্জ করতে যাওয়া যেতো না(পূর্বে এ ধরণের নিয়ম ছিল)।

২০২০ ও ২০২১ সনে ‘কোভিড-১৯’ এর কারণে সাউদী সরকার কর্তৃক বিধি-নিষেধ আরোপ করার ফলে বাহিরের অন্য কোন দেশের লোকেরা হজ্জ আদায় করার জন্য যেতে পারে নাই।

অতএব সাউদী সরকার আগামী বা পরবর্তী বছরগুলোর জন্য কি ধরণের নিয়ম-কানুন জারী করে সেটা জেনে সেভাবে আপনাকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪.৪. পুলিশী ছাড়পত্র :

সরকারী ব্যবস্থাপনার হজ্জ-যাত্রীদের জন্য জেলা প্রশাসকগণ পুলিশ সুপারের নিকট ছাড়পত্রের জন্য হজ্জ-যাত্রীদের তালিকা প্রেরণ করেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শেষে হজ্জ অফিসে ছাড়পত্র সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন।

৫. তাওবাহ্ (تَوْبَةٌ) করা

আল্লাহ্'র নিকট ক্ষমা প্রার্থনার দু'টি দিক রয়েছে (১) তাওবাহ্ করা এবং (২) ইস্তিগ্‌ফার করা।

তাওবাহ্ : তাওবাহ্'র অর্থ হলো অনুতাপের সাথে পাপ পরিহার করে আল্লাহ্'র দিকে ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা।

ইস্তিগ্‌ফার : আর **ইস্তিগ্‌ফার** অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা।

উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে, ইস্তিগ্‌ফার বা ক্ষমা প্রার্থনা তাওবাহ্ বা ফিরে আসার একটি অংশ। তাওবাহ্'র জন্য মোটামোটি ৪টি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী (এক) গুনাহ্ সম্পর্কে 'ইল্‌ম থাকা, (দুই) অতীত গুনাহ্'র জন্য অনুতপ্ত হওয়া, (তিন) উপস্থিত গুনাহ্ অবিলম্বে ত্যাগ করা এবং (চার) ভবিষ্যতে গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে দৃঢ়সংকল্প হওয়া।[৩৫]

ইব্‌নু কুদামা মাক্‌দিসি(রহি:)-এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, গুনাহে্র কারণে সে আল্লাহ্ থেকে যে দুরে সরে যাচ্ছে এ কথার 'ইল্‌ম-ই যদি বান্দার জানা না থাকে, তাহলে সে অনুতপ্ত হবে কি ভাবে ? অনুতপ্ত না হলে সে আর ফিরেও আসবে না।

তাওবাহ্ ২ প্রকার। যথা :-

(১) তাওবায়্যি ইনাবাত এবং

(২) তাওবায়্যি ইস্তিজাবাত।

৫.১. তাওবায়্যি ইনাবাত :

আল্লাহ্ তায়ালা'র আযাব-এর ভয়ে যাবতীয় মন্দ কাজ হতে তাওবাহ্ করাকে তাওবায়্যি ইনাবাত বলে।

৫.২. তাওবায়্যি ইস্তিজাবাত :

আল্লাহ্ তায়ালা'র মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সম্মুখে নিজকে অক্ষম ও ক্ষুদ্র মনে করে লজ্জিত হয়ে এভাবে তাওবাহ্'য় অনুতাপ করা যে, আমি ক্ষুদ্র ও দুর্বল শক্তিতে যা কিছু 'ইবাদাত্ করেছি উহা সর্বশক্তিমান, সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান আল্লাহ্ তায়ালা'র শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের কাছে নিতান্তই নগণ্য, কোন হিসাবেই আশার যোগ্য নহে। এরুপভাবে তাওবাহ্ করাকে তাওবায়্যি ইস্তিজাবাত বলে।

যে সব কথা ও কাজ আল্লাহ্ রব্বিল্ 'আলামীন অপছন্দ করেন তা বর্জন করে, যে সব কথা ও কাজ তিনি পছন্দ করেন তার দিকে ফিরে যাওয়া। সাথে সাথে অতীতে এ ধরণের কাজে জড়িয়ে যাওয়ার বিষয়ে ঐকান্তিকভাবে অনুতাপ ব্যক্ত

---

৩৫. সূরা আন্ নিসা(৪): ১১০, তাফসীরে ড. আবু বাকার মোহাম্মদ যাকারিয়া(হাফি:)।

করা। কাজগুলো পরিত্যাগ করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করা। আল্লাহ্ তায়ালা'র পছন্দের কাজগুলো করা ও অপছন্দের কাজগুলো ত্যাগ করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া। কেবল কৃত পাপের জন্য তাওবাহ্ নয় বরং অতীতের সকল পাপের জন্যই তাওবাহ্ করা।

রসুলুল্লাহ্ সাল্‌লাল্ ল-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি পাপ থেকে তাওবাহ্ করে সে এমন হয়ে যায়, যেন তার কোন পাপই নেই"।[৩৬]

রসুলুল্লাহ্ সাল্‌লাল্ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আদম সন্তান সবাই পাপ করে থাকে, আর পাপীদের মধ্যে তারাই অধিক উত্তম যারা বেশী বেশী তাওবাহ্ করে"।[৩৭]

রসুলুল্লাহ্ সাল্‌লাল্ ল-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্‌র শপথ! আমি প্রত্যহ আল্লাহ্'র কাছে ৭০(সত্তর) বারেরও বেশী তাওবাহ্ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি"।[৩৮]

রসুলুল্লাহ্ সাল্‌লাল্ ল-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্'র নিকট তাওবাহ্ করো, নিশ্চয় আমি তাঁর নিকট প্রতিদিন ১০০ বার তাওবাহ্ করে থাকি"।[৩৯]

৫.৩. তাওবাহ্'র আবশ্যিকতা :

তাওবাহ্'র আবশ্যিকতা বিষয়ে পবিত্র ক্বুর্আন-এ আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ۭ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ

উচ্চারণ : "ইয়া--আয়ুউ হাল্লা যী-না আ-মানু- ত-বু-- ইলাল্ ল-হি তাওবাতাং নাসু-হ-, 'আসা- রব্বুকুম্ আঁইউ কাফ্ফির 'আংকুম্ সাইইআ-তিকুম্ ওয়া ইয়ুদ্দ্ খিলাকুম্ জান্নাতিং তাজ্‌রী- মিং তাহ্‌তি হাল্ আন্ হা--র্"।

বাংলা অর্থ : 'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা(গুনাহ খাতার জন্য) আল্লাহ্'র দরবারে তাওবাহ্ করো- একান্ত খাঁটি তাওবাহ্ (তাওবাতুন্ নাসুহা), আশা করা যায় (এর ফলে) তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং এর বিনিময়ে(পরকালে) তিনি তোমাদের এমন(সুরম্য) জান্নাত্-এ প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে(সুপেয়) ঝর্ণাধারা'।[৪০]

---

৩৬. ইবনু মাযাহ্, হা/৪২৫০।

৩৭. তিরমিযী, হা/২৪৯৯; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/৪২৫১; মুসনাদে আহমাদ, হা/১২৬৩৭।

৩৮. বুখারী, হা/৬৩০৭; আধুনিক প্রকা: হা/৫৮৬২; ইফা: হা/৫৭৫৪।

৩৯. মুসলিম, হা/৬৭৫২, ৬৭৫৩; ইফা: হা/৬৬১৩, ৬৬১৪; ইসে: ৬৬৬৭, ৬৬৬৮।

৪০. সূরা আত্ তাহ্‌রীম(৬৬): ৮

আবার

وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

উচ্চারণ: "ওয়া তু-বু-- ইলাল্ ল-হি জামী-'আন্ আয়্যুহাল্ মু'মিনু-না লা'আল্ লাকুম্ তুফ্‌লি হু--ন্"।

বাংলা অর্থ: 'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা(আগের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য) তোমরা সবাই আল্লাহ্ তায়ালা'র কাছে তাওবাহ্ করো, আশা করা যায় তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে'।[৪১]

ইব্‌নু কুদামা মাক্‌দিসি(রহিঃ) বলেন, সব সময় তাওবাহ্ করা আবশ্যক। কারণ আমরা প্রতিনিয়ত কোন না কোন পাপে লিপ্ত হয়েই পড়ি। যদি আমাদের শরীর গুনাহ্ থেকে পবিত্র থাকে, তাহলে দেখা যায় অন্তর গুনা্হ থেকে মুক্ত নয়। আবার অন্তর গুনাহ্ থেকে মুক্ত থাকলে, দেখা যায় শায়ত্বান এর নানা ওয়াস ওয়াসা পেরেশান করে রাখছে। এসব থেকে মুক্ত থাকলে, দেখা যাবে সময়টা কাটছে অলসতা ও অবহেলায়। এটাও একজন মুসলিম-এর জন্য কাম্য নয়। আর তাই তাওবাহ্'র বিকল্প নেই। অতএব সবসময়, সর্ব অবস্থায় তাওবাহ্ করা আবশ্যক।

৫.৪. কি ভাবে তাওবাহ্ করবেন :

সাফার্ শুরুর পূর্বে সরল মনে তাওবাহ্ করতে হবে। যদি কাহারও কোন আর্থিক অথবা দৈহিক হক থেকে থাকে তাহলে উহা যথাসম্ভব আদায় করার চেষ্টা করবেন অথবা মাফ্ চেয়ে নেবেন। লেনদেন পরিষ্কার করে নেবেন এবং ভূল-ত্রুটির জন্য মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবেন। কারো দেনা থাকলে তা পরিশোধ করতে হবে। যদি পাওনাদার বা হক্‌দার বা তাহার উত্তরাধিকারীদের ঠিকানা জানা সম্ভব না হয় বা পাওয়া না যায়, তাহলে ঐ পাওনা টাকা-পয়সা বা মাল-সম্পদ আসল মালিকের পক্ষ হতে স্বদাক্কাহ্ করে দেবেন এবং নিজে উহা দ্বারা কোন প্রকার ছাওয়াব আসা করবেন না।

যে কোন মুসলিম যদি কোন পাপ কাজ করে ফেলে, অত:পর অনুতপ্ত হয়ে ২ (দুই) রক্'আত 'স্বলাতুত্ তাওবাহ্' স্বলাত আদায় করে আল্লাহ্'র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে তাকে মাফ্ করে দেয়া হবে'।[৪২]

---

৪১. সূরা আন্ নূর(২৪): ৩১

৪২. আবু দাউদ, হা ২/৮৬; তিরমিযী, হা ২/২৫৭; মিশকাত, হা/১৩২৪; ফিক্কহুস সুন্নাহ্ ১/১৫৯।

গুসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবেন বা সম্ভব না হলে উযু করে নেবেন। তারপর তাওবাহ্'র নিয়াত-এ ২(দুই) রক্'আত স্বলাত আদায় করবেন, দরুদি ইব্ব্রহীম পাঠ, নিজের গুনাহ্ ও ভুল-ত্রুটির জন্য কান্নাকাটি করে আল্লাহ্'র কাছে মাফ্ চেয়ে ক্বুর্আন-হাদীছে উল্লেখিত সহীহ্ দু'আ পাঠ করবেন।

দেখুন অনুচ্ছেদ-৩ ও ক্ষমা প্রার্থনা'র দু'আ ক্রমিক নং ৩.৫.১ ও ৩.৫.২ (পৃঃ ২৯,৩০) সাইয়্যিদুল্ ইস্তিগ্ফার ও দু'আ মাছুরাহ্, এ দু'আ দু'টিও সাজদাহ্ ও সালাম ফিরানোর আগে শেষ বৈঠকে পাঠ করা উত্তম।

৬. পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজন

হজ্জ-এর নিয়াত ও গমনের পূর্বে যে হজ্জ-যাত্রীর পিতা-মাতা জীবিত আছেন আর তাঁরা দেশে থাকছেন, সে হজ্জ-যাত্রী তার হজ্জ-এ যাওয়ার পূর্বে পিতা-মাতার প্রয়োজন ও খিদ্‌মাত-এর সার্বিক বিষয়ের সুব্যবস্থা করে যাবেন। যদি তাঁরা অসুস্থতা ও শারীরিক দূর্বলতাজনিত কারণে তার খিদ্‌মাত-এর মুখাপেক্ষী না থাকেন বা তাদের মৃত্যুর আশঙ্কা না থাকে, তা হলে তাঁদের অনুমতি ছাড়া হজ্জ গমনে কোন দোষ নেই। কখনো তাদের মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে বিশেষভাবে ক্ষমা চেয়ে যাবেন, তাদের থেকে বিশেষ দু‘আ নিয়ে যাবেন।

তবে নাফল হজ্জ-এর ক্ষেত্রে মাতা-পিতার অনুমতি ব্যতীত হজ্জ-এ গমন করা সর্ব্বাস্থায় মাকরুহ্।

আবার যদি এ হজ্জ মুবারক্ সাফার্-এ পিতা-মাতা উভয়ে অথবা একজন সাথে থাকেন, তাহলে তাঁদের প্রতি বিশেষ যত্নশীল হবেন। তাঁদেরকে মাস্‌জিদ আল্ হর-ম(حَرَامٌ)-এ আনা-নেয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নবান হোন। মনে রাখবেন, দু‘আ কবুলের স্থানগুলোতে আপনি তাঁদের দু‘আ-র বারকাত্ পাবেন।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের যেমন অধিকার রয়েছে, তদ্রুপ সন্তানের প্রতিও রয়েছে পিতা-মাতার বিশেষ অধিকার।

পিতা-মাতার ব্যাপারে পবিত্র ক্কুর্‌আন আল্ কারীম-এ আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, “তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো ‘ইবাদাত্ না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন বা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের ‘উফ্’ বলো না এবং তাদের ধমক দিবে না, তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে”।[৪৩]

তাছাড়াও ক্কুর্‌আন আল্ কারীম-এর বিভিন্ন সূরায় আল্লাহ্ তায়ালা পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও তাঁদের খিদ্‌মাত করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন।[৪৪]

হযরত আবু হুরইরাহ্(র.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ্ সাল্‌লাল্ ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “ধুলায় অবলুণ্ঠিত হোক তার নাক, ধূলায় অবলুণ্ঠিত হোক তার নাক, ধূলায় অবলুণ্ঠিত হোক তার নাক। জিজ্ঞেস করা হলো, কার হে আল্লাহ্’র রসুল! বললেন, সেই ব্যক্তির যে তার পিতা-মাতার একজনকে পেয়েছে

---

৪৩. সূরা আল্ ইস্‌রাহ্/বানী ইস্‌রাইল(১৭): ২৩

৪৪. সূরা আন্ নিসা(৪): ৩৬; সূরা আল্ ‘আংকাবুত(২৯): ৮; সূরা লুকমান(৩১): ১৪,১৫

কিংবা উভয়কে বার্ধক্যে উপনীত অবস্থায় পেয়েছে। অতঃপর তাদের খিদ্‌মাত করে জান্নাত্-এ প্রবেশ করতে পারলো না”।[৪৫]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু ‘আম্‌র(র.) বলেন, নাবী কারীম(সাঃ) বলেছেন, “পিতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহ্’র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতেই আল্লাহ্’র অসন্তুষ্টি নিহিত”।[৪৬]

নাবী কারীম(সাঃ) বলেছেন, “পিতা জান্নাত্-এর দরজা সমূহের উত্তম দরজা”।[৪৭]

ক্বুর্‌আন আল্ কারীম-এ আল্লাহ্ তায়ালা ইর্‌শাদ করেছেন, “লোকে কি ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করে। বলুন, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতার জন্য”।[৪৮]

এ আয়াতে সন্তানের ধন-সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পিতা-মাতার হকের কথা বলা হয়েছে।

পিতা-মাতা জীবিত বা মৃতই হোক তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহারের আরো একটি উত্তম উপায় হচ্ছে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদাচরণ করা।[৪৯] নাবী কারীম(সাঃ) পিতা-মাতার সাথে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। মুরুব্বী আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয় হোক সকলের সাথেই সুন্দর ব্যবহার করা কর্তব্য।

অতএব আপনি হজ্জ-এ গমনের পূর্বে একমাত্র জীবিত পিতা-মাতা ছাড়া অন্য কারো অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। পিতা-মাতা বেঁচে না থাকলে নিকট আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের সাথে দেখা সাক্ষাত করে ক্ষমা ও দু‘আ প্রার্থনা করে বিদায় নিয়ে যাওয়া উত্তম।

৪৫. মুসলিম, হা/৬৪০৪, ৬৪০৫; ইফাঃ হা/৬২৭৯, ৬২৮০; ইসেঃ ৬৩২৮, ৬৩২৯।

৪৬. তির্‌মিযী, হা/১৮৯৯; সহীহ্ সিলসিলাহ্ সহীহাহ্, হা/৫১৫।

৪৭. তির্‌মিযী, হা/১৯০০; সিলসিলাহ্ সহীহাহ্, হা/৯১০; মিশকাত, তাহ্‌ক্বীক ছানী, হা/৪৯২৮।

৪৮. সূরা আল্ বাক্বরহ্(২): ২১৫

৪৯. মুসলিম, হা/৬৪০৮, ৬৪০৯; তিরমিযী, হা/১৯০৩; ইফাঃ হা/৬২৮৩, ৬২৮৪; ইসেঃ হা/৬৩৩২, ৬৩৩৩।

৭. সাফার্ (سَفَرٍ) সঙ্গী নির্বাচন করা

আপনি সরকারী বা বেসরকারী হোক যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই হজ্জ-এ যেতে চান অর্থাৎ যে গ্রুপের সঙ্গে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনার সে গ্রুপে একজন হকপন্থী ভাল সাফার্ সঙ্গী বা হজ্জ-এর আদব বা 'আমাল ও মাস্'আলা-মাসায়িল জানা 'আলিম পাওয়া গেলে সবচেয়ে উত্তম। তাছাড়া অন্যান্য সাফার্ সঙ্গীগণও যেন নেক 'আমাল-কারী হয় সেদিকেউ খেয়াল রাখতে হবে।

৭.১. মেয়েদের জন্য মাহ্‌রাম(مَحْرَمٌ) নির্বাচন :

কোন মহিলা 'মাহ্‌রাম' ছাড়া হজ্জ-এ যেতে পারবেন না।[৫০] ক্বুর্'আন আল্ কারীম-এ কোন কোন পুরুষগণ 'মাহ্‌রাম' সে সর্ম্পকে সরাসরি কোন আয়াত বা নির্দেশনা নেই, তবে সূরা 'নিসা' আয়াত নং ২২-২৩ তে উল্লেখ রয়েছে, পুরুষরা কোন কোন মেয়েদেরকে বিয়ে করতে পারবে না বা হরম (حَرَمٌ) করা হয়েছে অর্থাৎ স্বামী ছাড়া **মাহ্‌রাম** হলো সেই পুরুষ যে পুরুষের সঙ্গে মহিলার বিবাহ স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ, সে পুরুষগুলোকেই **মাহ্‌রাম** বলা হয়, তার একটা বর্ণনা রয়েছে। যথা- মা, দুধ মা, শ্বাশুড়ী, দাদী, নানী, আপন বোন, দুধ বোন, ফুফু, খালা, ভাইদের কন্যাগণ, বোনদের কন্যাগণ, স্ত্রীদের কন্যাগণ, পুত্রদের স্ত্রীগণ, পুত্রদের কন্যাগণ।[৫১]

হযরত আবু হুরইরাহ্(র.) এর বর্ণনা মতে রসুলুল্লাহ্(সাল্লাল্ ল-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে মহিলা আল্লাহ্ ও আখিরাত্-এর উপর ঈমান রাখে তার সাথে কোন 'মাহ্‌রাম' পুরুষ ব্যতীত তার জন্য একদিনের পরিমাণ দূরত্বের পথ সাফার করা বৈধ নয়"।[৫২]

আবার আবু সাঈদ(র.) বর্ণনা থেকে, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্ ল-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোন মহিলা যেন তিন দিন বা তার অধিক দূরত্বের পথ সাথে তার পিতা, ভাই, ছেলে, স্বামী অথবা কোন 'মাহ্‌রাম' পুরুষ ব্যতীত তিন দিন বা তার অধিক দূরত্বের পথ সাফার্ না করে"।[৫৩]

---

৫০. সহীহ্ বুখারী, হা/১৮৬২; মুসলিম, হা/১৩৪১।

৫১. আবুদাউদ, হা/২০৫৫; নাসাঈ, হা/৩৩০৩।

৫২. সহীহ্ বুখারী, হা/১০৮৮; সহীহ্ আবু দাউদ, হা/১৫১৬, ১৫১৭; মুসলিম, হা/১৩৩৯; তিরমিযী, হা/১১৭০; মুসনাদে আহমাদ, হা/৭১৮১, ৭৩৬৬; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/২৮৯৯; দারিমী, হা/২৬৭৮।

৫৩. ইব্‌নু মাযাহ্, হা/২৮৯৮; মুসলিম, হা/৮২৭, ১৩৪০; তিরমিযী, হা/১১৬৯; আবু দাউদ, হা/১৫১৮;

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোন মহিলা যদি আর্থিকভাবে স্বচ্ছলও হয় তবে তার হজ্জ ফার্‌জ হওয়ার জন্য **‘মাহ্‌রাম’** শর্ত। মাহ্‌রাম না থাকা বা না পাওয়ার কারণে তার জন্য হজ্জ আদায় করা জায়িয হবে না।

বর্তমানে বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে যে, কিছু কিছু বেসরকারী এজেন্সী কোন কোন মহিলার মাহ্‌রাম না থাকা সত্ত্বেও অন্য ব্যক্তিকে মিথ্যা বা অনৈতিকভাবে মাহ্‌রাম দেখিয়ে আর্থিক লাভের আশায়(এ ধরণের জালিয়াতির জন্য আপনাকে আল্লাহ্‌’র কাছে জবাবদিহীর সন্মুখীন হতে হবে) মহিলাদের একটি গ্রুপের সাথে হজ্জ করাচ্ছেন, যা **হরম** এবং সে হজ্জ হবে না।

কোন মহিলার যদি মাহ্‌রাম না থাকে বা না পাওয়া যায় বা সারা জীবনেও না পাওয়া যায়, তবে তাকে মৃত্যুর আগে **বদলী হজ্জ** করার ওসিয়াত্‌ করে যেতে হবে, এটা **ওয়াজিব**। আর তিনি যদি ভেবে থাকেন আমি নিজেই করবো, তবে যেনে রাখুন আপনার অর্থ ও শক্তি-সামর্থ্য থাকলেও হজ্জ হবে না এবং আপনি গুনাহ্‌গার হবেন। ক্বুর্‌আন ও সুন্নাহ্‌’র বাহিরে নতুন করে কোন বিদ্‌‘আত সৃষ্টি করার কোন সুযোগ কারোরই নেই।

৭.২. মাহ্‌রম কারা :

ইসলামী শারিয়াত্‌-এ যাদের সাথে বিবাহ্‌ চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ তারাই মাহ্‌রাম-এর অন্তর্ভূক্ত।

নিম্নবর্ণিত পুরুষগণই মেয়েদের **মাহ্‌রাম** হিসাবে বিবেচিত হবেন। যথা-

১. <u>বাবার মত(৫ জন)</u>

(১) নিজের বাবা
(২) দুধ বাবা
(৩) আপন চাচা
(৪) আপন মামা
(৫) শ্বশুর

২. <u>ছেলের মত(৪ জন)</u>

(১) নিজের ছেলে
(২) ভাইয়ের ছেলে(ভাতিজা)
(৩) বোনের ছেলে(ভাগ্নে)
(৪) মেয়ের জামাতা

৩. <u>ভাইয়ের মত(৫ জন)</u>

(১) আপন ভাই
(২) দুধ ভাই
(৩) দাদা ভাই
(৪) নানা ভাই
(৫) নাতি(ছেলে বা মেয়ের পক্ষের ছেলে)

মুসনাদে আহমাদ, হা/২৭৬৩৭, ২৭৬৪২; দারিমী, হা/২৬৭৮।

৮. সাফার্‌-এর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

যারা প্রথম বাড়ীর বা দেশের বাহিরে যাচ্ছেন তাদের কিছু ছোট-খাট বিষয় সম্পর্কে একটু ধারনা নেয়া আবশ্যক। কারণ আপনি বাড়ীতে ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী ও আত্নীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত ছিলেন কোন সমস্যা অনুভব করেন নাই। কিন্তু বাহিরে গেলে সমস্যা হতে পারে তাই হজ্জ-এ যাওয়ার আগে এ বিষয় গুলোর প্রতি খেয়াল রাখবেন। যেমন- আপনার প্রয়োজনীয় মালামাল বহণের জন্য একটি চামড়া/ক্যানভাসের/রেকসিনের বড় লাগেজ ট্রলি ব্যাগ (টিনের ট্রাংক ব্যবহার করতে দেয়া হয় না) লাগবে এবং মাক্‌কা থেকে মিনা, মুযদালিফাহ্‌ ও 'আরাফাহ্‌ সাফার্‌ ও অবস্থানের সময় একটা ছোট হাত বা ঘাড়ে ঝুলানো ব্যাগ লাগবে। আপনি হয়তো চিন্তা করছেন হজ্জ-এ রওয়ানা হওয়ার ১/২ দিন আগে কিনে নিবেন, মোটেই তা করবেন না। কারণ রওয়ানা হওয়ার সময় দেখলেন ব্যাগের চেইনটা ঠিকমত লাগছে না, কোন স্থানে ব্যাগের সেলাইটা ঠিক নেই বা অন্য কোন সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই সাফার্‌ শুরুর ১৫ দিন বা ১ মাস আগেই কিনে ফেলুন। দুই ফিতার স্যান্ডেল আগে কিনে নিয়ে বাড়ীতে পরে ব্যবহার উপযোগী করে নিন। কারণ ওখানে স্যান্ডেল পায়ে দিয়েই মাইলের পর মাইল আপনাকে হাঁটতে হবে, আরো খেয়াল রাখবেন স্যান্ডেলটা যেন মজবুত, টেকসই ও আরামদায়ক হয়। হয়তো কেউ নতুন লুঙ্গি বা গামছা নিয়ে যেতে চান, সাধারণতঃ নতুন গামছার রং উঠে থাকে বা লুঙ্গিতে অত্যাধিক মাড় দেয়া থাকে যে কারণে নতুন অবস্থায় পরে বা ব্যবহারে আরাম পাওয়া যায় না। তাই ১/২ মাস আগেই কিনে নিন এবং সেগুলো বাসায় ব্যবহার করে সহজ ব্যবহারের উপযোগী করে নিন। আবার আপনার বয়স হয়েছে ভালোভাবে চোখে দেখেন না, সে জন্য ২/৩টা সূচে কয়েক রঙ্গের সুতা বাড়ী থেকেই ভরে নেবেন। ইহা ছাড়াও আরো ছোট-খাট অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে, সেগুলো যাওয়ার আগেই আপনি ঠিক করে নেবেন, সাফার্‌-এ গিয়ে যেন আপনাকে ছোট-খাটো কোন সমস্যায় পড়ে কষ্ট পেতে না হয়।

৮.১. পুরুষের জন্য :

(১) ইহ্‌রাম এর জন্য সাদা(৪৫ ইঞ্চি বহর) কাপড়/তোয়ালে(৩+২.৫) গজ করে- (২+অতিঃ ১) সেট, (২) পায়জামা- (২+ অতিঃ ১) সেট, (৩) সাদা/রঙ্গিন পাঞ্জাবী (২+ অতিঃ ২) সেট, (৪) টুপি- ২/৩টি, (৫) লুঙ্গি (সাদা/রঙ্গীন) - ৩টা, (৬) গেন্‌জি- ৩/৪টা, (৭) অন্তবাস- ৩/৪টি, (৮) স্যান্ডেল দুই ফিতাওয়ালা (স্পজ/চামড়া) - ২ জোড়া, (৯) চশমা- ২টি, (১০) ঘড়ি- ১টি, (১১) শাল/চাদর- ১টা, (১২) গামছা- ১টি, (১৩) তোয়ালে

বড়/ছোট- (১+১) টি, (১৪) মিস্‌ওয়াক- ২টি, (১৫) টুথ ব্রাস- ২টি, (১৬) রেজর- ২টি, (১৭) সেভিং জেল/ক্রীম- ১টি, (১৮) ছোট কাঁচি- ১টি, (১৯) চিরুণী- ১টা, (২০) প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র।

৮.২. মহিলা'র জন্য :

(১) বোরকা- ২/৩ সেট, (২) মাথার টুপি/স্কার্ফ- ২/৩ টি, (৩) শাড়ী- ৩/৪ টা, (৪) ব্লাউজ- ৫/৬টা, (৫) পেটিকোট- ৪/৫টি, (৬) সালোয়ার (উপরে রাবার লাগানো) - ৩/৪ সেট, (৭) কামিজ- ৩/৪সেট, (৮) পায়ের মোজা- ২ জোড়া, (৯) সেন্ডেল দুই ফিতাওয়ালা (স্পঞ্জ/চামড়া) - ২ জোড়া, (১০) পামসু জুতা- ২ জোড়া, (১১) চশমা- ২টি, (১২) ঘড়ি- ১টি, (১৩) শাল/চাদর- ১টা, (১৪) ওড়না- ৩/৪টি, (১৫) গামছা- ১টি, (১৬) মিসওয়াক- ২টি, (১৭) টুথ ব্রাস- ২টি, (১৮) চিরুণী- ১টা, (১৯) প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র।

৮.৩. পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য(যদি স্বামী-স্ত্রী একত্রে যান) :

(১) আল্ ক্বুর্‌আন (১+১) টি, (২) ধর্মীয় বই- ১/২টি, (৩) হজ্জ-এর মাস্'আলা-মাসায়িল্ বই- ১/২টি, (৪) মাক্‌কা-মাদীনা'র ম্যাপ- ১টা, (৫) জায়নামাজ (পাতলা) - ২টি, (৬) তাজ্‌বী (যদি ব্যবহারে অভ্যস্থ হন) - ২টি, (৭) পেস্ট (১৫০ গ্রাম) - ২টি, (৮) খিলাল- ১ বক্‌স, (৯) নখ কাটা মেশিন- ১টি, (১০) ব্লেড- ১প্যাকেট, (১১) প্লেট/গ্লাস (মেলামাইন) - ২টি করে, (১২) আয়না- ২টি, (১৩) কোল্ড ক্রীম- ১টি, (১৪) টয়লেট পেপার- ৩/৪টি, (১৫) টিস্যু পেপার বক্স- ৩/৪টি, (১৬) বালিস (বাতাস দেয়া) - ২টি, (১৭) সুই-সুতা- ১/২টি, (১৮) সাবান (লাক্স) - ২টি, (১৯) সাবান (কাপড় কাচা) - ২টি, (২০) ছাতা- ২টি, (২১) সুতলী/দড়ি- সামান্য, (২২) সাদা কাগজ/প্যাড- সামান্য, (২৩) কলম/বলপেন- ২টি, (২৪) তায়াম্মুম মাটির ঢিলা- ২টি, (২৫) কম্পাস (দিক দর্শন যন্ত্র) - ১টি, (২৬) সরিষা/নারিকেল তৈল (২০০গ্রাম) - ১টি, (২৭) লিপ জেল -২টি, (২৮) ২ ইঞ্চি চওড়া বান্ডিং টেপ- ১ টি, (২৯) স্যান্ডেল রাখার জন্য পাতলা কাপড়ের ব্যাগ- ৩/৪ টি, (৩০) ছোট চাকু- ১ টি, (৩১) কালো কাপড়- ৪/৫ গজ(প্রয়োজনে চারিদিকে ঝুলিয়ে মহিলাদের জন্য আলাদা ভাবে পর্দা রক্ষা করার জন্য), (৩২) সাউদী আরবে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে চাইলে সঙ্গে ২টি সেট নিয়ে যাবেন, ওখানে(হজ্জ প্যাকেজ) মোবাইল সিম পাওয়া যায়।

৯. হজ্জ-এর উদ্দেশ্যে গৃহ হতে নির্গমন

৯.১. বাড়ী থেকে বের হওয়া পর্য্যায় - ১ :

(১) হজ্জ ফ্লাইটের তারিখ ও বিমানবন্দর হতে দূরত্বের উপর ভিত্তি করে আপনার হজ্জ এজেন্সী আপনাকে ফ্লাইটের দিনই বিমানবন্দরে অথবা এর ২/১ দিন আগে হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্পে নিয়ে যাবেন।

(২) যেহেতু অধিকাংশ হজ্জ-যাত্রী বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসেন, তাই তাদেরকে কেন্দ্র করেই ধরে নেয়া যায় যে, প্রথমেই আপনাকে ঢাকা হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হবে।

(৩) মালামালের তালিকা অনুযায়ী ব্যাগ গোছান, বড় আকারের একটি মেইন ব্যাগ(যেটি লাগেজে চলে যাবে) করবেন(ওজন আনু: ১৫-২০ কেজির বেশী না হয়, কারণ আপনি মাক্কা/মাদীনা'য় কোন জিনিস কিনলে আর আনতে পারবেন না অর্থাৎ ফেরৎ আসার সময় মেইন লাগেজের সর্ব্বোচ্চ ওজন হবে ৩০কেজি) এবং ছোট আকারের হাত ব্যাগটি করবেন(ওজন আনু: ৫-৬ কেজি)। সঙ্গে রাখার ছোট ব্যাগটিতে দরকারী কাগজপত্র(যেমন- পাসপোর্ট, বিমান টিকিট, অনুমতিপত্র, সামান্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র, তায়াম্মুম করার মাটি ইত্যাদি) নিবেন।

(৪) গৃহ হতে বাহির হওয়ার পুর্বে ও পরে পারলে কিছু দান-খয়রাত করবেন। গৃহ হতে বের হওয়ার সময় চিন্তিত ও বিমর্ষ অবস্থায় বের হবেন না। বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় শান্ত ও অতিশয় আনন্দচিত্তে আপনার পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিন। যদি আপনার পরিবারের ২/১ জন সদস্য বা ছেলে-মেয়েরা আপনাকে বিদায় জানানোর জন্য কিছু পথ এগিয়ে দিতে আসেন, তাহলে ভালো হয়।

(৫-১) আনাস্‌ ইব্‌নু মালিক(র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুল(সা:) বলেছেন, যে বাড়ী বা ঘর হতে বের হওয়ার সময় (প্রথমে বাহিরে বাম পা দিয়ে) বলবে,

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

উচ্চারণ : "বিস্‌মিল্‌ লা-হি তাওয়াকাল্‌তু 'আলাল্‌ ল-হি ওয়ালা- হওলা ওয়ালা- ক্বুওয়াতা ইল্লা- বিল্‌ লা-হ্‌"।

বাংলা অর্থ : "আল্লাহ্‌'র নামে তাঁরই উপর নির্ভর করে বের হচ্ছি, তাঁর সাহায্য ছাড়া কোন সৎ কাজই সমাধা হয় না এবং অসৎ কাজ হতেও বেঁচে থাকা যায় না"।[৫৪]

(৫-২) উম্মু সালামা(রদ্বিইয়াল্‌ ল-হু 'আন্‌হা) থেকে বর্ণিত রসুল(সা:) আমার ঘর থেকে বের হলেই আকাশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলতেন,

---

৫৪. মিশকাত, হা/২৪৪৩; তিরমিযী, হা/৩৪২৬; আবু দাউদ, হা/৫০৯৫।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْاَظْلِمَ اَوْاُظْلَمَ اَوْاَجْهَلَ اَوْيُجْهَلَ عَلَىَّ۔

উচ্চারণ : "আল্ল-হুম্মা ইন্নী- আ'উ-যুবিকা আন্ আদ্বিল্লা আও উদ্বল্লা, আও আঝিল্লা আও উঝাল্লা, আও আয্বলিমা আও উয্বলামা, আও আজ্হালা আও ইউজ্হালা 'আলাইয়্যা"।

বাংলা অর্থ : 'হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই বিপথগামী হওয়া, বিপথগামী করা, গুনাহ্ করা বা গুনাহের দিকে ধাবিত হওয়া, উৎপীড়ন করা, উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া হতে'।[৫৫]

৯.২. বাড়ী থেকে বের হওয়া পর্য্যায় - ২ :

(১) নিজের পরিবার, আত্নীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের নিকট থেকে বিনম্রচিত্তে বিদায় নিবেন এবং পরস্পরের উদ্দেশ্যে নিম্নের দু'আ পাঠ করবেন,

اَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَا نَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ۔

উচ্চারণ : "আস্তাও দি'উল্ ল-হা দী-নাকুম্ ওয়া আমা- নাতাকুম্ ওয়া খওয়া- ত-মা আ'মা- লিকুম্"।[৫৬]

বাংলা অর্থ : "আপনাদের দ্বীন, আপনাদের আমানাত সমূহ ও আপনাদের শেষ 'আমল সমূহকে আল্লাহ্'র হিফাজাত-এ ন্যাস্ত করলাম"।

এখানে 'আমানাত সমূহ' অর্থ হচ্ছে 'দায়-দায়িত্ব সমূহ' এবং 'শেষ 'আমাল' অর্থ হচ্ছে 'মৃত্যুকালীন সুন্দর 'আমাল'। একজন ব্যক্তি হলে 'কুম' এর স্থলে 'কা' পড়তে হবে এবং তার ডান হাত ধরে দু'আ-টি পাঠ করে পরস্পরকে বিদায় দিবেন।

(২) যাদেরকে ছেড়ে আপনি হজ্জ-এর উদ্দেশ্যে সাফার্-এ যাচ্ছেন তাদেরকে ধর্ম-কর্মের ব্যাপারে নাসিয়াত্-উপদেশ দেয়া এবং তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন আল্লাহ্ যদি আমাকে ফিরিয়ে না আনেন তাহলে তোমরা সবাই আমাকে মাফ্ করে দিও এবং আপনি তাদের উদ্দেশ্য করে বলবেন,

'আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্'র হিফাজাত্-এ রেখে যাচ্ছি, যার হিফাজাত্-এ থাকা কেউই ক্ষতিগ্রস্থ হয় না'।

আর পরিবার সদস্যরা এ বলে আপনার জন্য দু'আ করবে 'আল্লাহ্ যেন আপনাকে সুস্থ রাখেন'।

---

৫৫. মিশকাত, হা/২৪৪২; ইব্নু মাযাহ্, হা/৩৮৮৪; নাসাঈ, হা/৫৪৮৬; আবু দাউদ, হা/৫০৯৪।

৫৬. মিশকাত, হা/২৪৩৫; তিরমিযী, হা/৩৪৪২; আবু দাউদ, হা/২৬০০; ইব্নু মাযাহ, হা/২৮২৬।

৯.৩. বাড়ী থেকে বের হওয়া পর্য্যায় - ৩ :

তারপর বাসা থেকে বের হয়ে রিক্সা, ট্যাক্সি, কার, বাস, ট্রেনে বা অন্যকোন যানবাহনে উঠার পর নিম্নের সাফার্-এর দু‘আ-টি পাঠ করুন,

৯.৩.১. সাফার্-এর দু‘আ :

ইব্‌নু ‘উমার(র.) বলেন, নাবী কারীম রসুলুল্লাহ্(সা:) যখন সাফার-এর উদ্দেশ্যে বাহণে আরোহণ করতেন, তখন তিনি ৩ বার ‘আল্লাহু আক্‌বার’ বলে এ দু‘আ পড়তেন-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ، وَاِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهٗ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْۤ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاۤءِ السَّفَرِ وَكَاۤبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْۤءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ ٥

উচ্চারণ : “আল্‌ল-হু আক্‌বার, আল্‌ল-হু আক্‌বার্, আল্‌ল-হু আক্‌বার্, সুব্বহ-নাল্লাযী- সাখ্‌খর লানা- হা-যা- ওয়ামা- কুন্না- লাহু- মুক্ব্‌রিনী--ন্, ওয়া ইন্না-- ইলা- রব্বিনা- লামুংক্বলিবু--ন্, আল্‌ল-হুম্মা ইন্না- নাস্‌আলুকা ফী- সাফারিনা-হা-যাল্ বির্‌র ওয়াত্ তাক্ব্‌ওয়া-, ওয়া মিনাল্ ‘আমালি মা-তার্‌দ্ব-, আল্‌ল-হুম্মা হাওয়িন্ ‘আলাইনা- সাফারনা- হা-যা- ওয়াত্বওয়্যি ‘আন্না- বু‘অদাহ্, আল্‌ল-হুম্মা আংতাস্ব্ স্ব-হিবু ফিস্‌সাফারি ওয়াল্ খলী-ফাতু ফিল্ আহ্‌ল, আল্‌ল-হুম্মা ইন্নী--আ‘উ-যুবিকা মিং ওয়া‘ছা-- ইস্ সাফারি ওয়াকা--বা তিল্ মাংযর্, ওয়া সু--ইল্ মুংক্বলাবি ফিল্ মা-লি ওয়াল্ আহ্‌ল” ।[৫৭]

বাংলা অর্থ : ‘আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, পাক পবিত্র সেই মহান সত্ত্বা যিনি আমাদের জন্য উহাকে বশীর্ভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা উহাকে বশীর্ভূত করতে সক্ষম ছিলাম না, আর আমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবো আমাদের প্রতিপালকের নিকট। হে আল্লাহ্! আমাদের এই সাফার্-এ আমরা

---

৫৭. সহীহ্ মুসলিম ২/৯৭৮, হা/১৩৪২; মুসলিম (বাংলা), হা/৩১৬৬; ইব্‌নু খুযাইমা, হা/২৫৪২; ইফা: হা/৩১৪১; ইসে: হা/৩১৩৯।

আপনার নিকট প্রার্থনা জানাই পূণ্য আর তাক্ব্ওয়া’র জন্য এবং আমরা এমন ‘আমাল-এর সামর্থ্য আপনার কাছে চাই, যা আপনি পছন্দ করেন। হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য এই সাফার্-কে সহজ সাধ্য করে দিন এবং উহার দূরত্বকে আমাদের জন্য হ্রাস করে দিন। হে আল্লাহ্! আপনিই এ সাফার্-এ আমাদের সাথী, আর(আমাদের গৃহে রেখে আসা) পরিবার-পরিজনের আপনি (খলিফা) রক্ষণাবেক্ষণকারী। হে আল্লাহ্! আমরা আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি সাফার্-এর ক্লেশ হতে এবং অবাঞ্চিত কষ্টদায়ক দৃশ্য দর্শন হতে এবং সাফার্ হতে প্রত্যাবর্তনকালে সম্পদ ও পরিজনের ক্ষয়ক্ষতির অনিষ্টকর দৃশ্য দর্শন হতে’।

৯.৪. বাড়ী থেকে বের হওয়া পর্য্যায় - ৪ :

(১) হজ্জ-এর সাফার্-এ যখন বাস অথবা ট্রেন স্টেশনে পৌঁছবেন তখন সাফার্-সঙ্গী ও সমবেত সকলের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। আপনার দলনেতা বা আমীর-এর নির্দেশনা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। অত:পর আপনার মালামাল নিয়ে পরিবহণে উঠুন এবং চুড়ান্তভাবে আপনার পরিচিত জনদের কাছ থেকে বিদায় নিন।

(২) যখন ৩ জন বা এর অধিক লোক কোন দূরবর্তী স্থানে সাফার্-এর উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন তাদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্বাচন করে নেয়া উত্তম। তাই আমীর-এর নির্দেশনা শুনুন ও দলের শৃংখলা বজায় রাখুন।[৫৮]

(৩) ভ্রমণ অবস্থায় আপনি আরাম করে বসুন। সম্ভব হলে হজ্জ বিষয়ক বই পড়ুন অথবা দু‘আ ও যিক্‌র-এ রত থাকুন। কেননা মুসাফির্-এর দু‘আ আল্লাহ্ কবুল করেন।

(৪) সাফার্-এর সময় যানবাহনে আপনি ঘুমাতে অভ্যস্থ হলে ঘুমিয়ে যেতে পারেন অথবা আপনি আপনার অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে হজ্জ সর্ম্পকিত বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। তবে সময় কাটানোর জন্য অযথা গল্প করা থেকে বিরত থাকুন।

৯.৫. বাড়ী থেকে বের হওয়া পর্য্যায় - ৫ :

(১) সাফার্-এর সময় স্বলাত ক্বস্বর পড়তে হয়।[৫৯]

(২) সাফার্ অবস্থায় যদি জুমু‘আ’র স্বলাত আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে যুহ্‌র স্বলাত-ই আদায় করতে হবে। কাউকে পাওয়া গেলে জিজ্ঞাসা করে ক্বিব্‌লাহ্

---

৫৮. আবু দাউদ, হা/২২৪১।

৫৯. সূরা আন্ নিসা(৪): ১০১; মুসলিম, হা/১৪৫৮; ইফা: হা/১৪৪৩; ইসে: হা/১৪৫৩।

ঠিক করে নিন অথবা বর্তমানে মোবাইল সেট থেকেও সেটা নির্ণয় করে নেয়া যায়। আর যদি কোন ভাবেই সেটা সম্ভব না হয়, তাহলে কোন একদিকে ক্বিব্‌লাহ্ নির্দ্ধারন করবেন।[৬০]

(৩) খাওলাহ্ বিন্‌তি হাকীম(র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুল(সা:) বলেছেন, 'যদি কেউ কোন স্থানে গমন করে বা সাফার-এ কোথাও থামে এবং নীচের দু'আ-টি বলে, তাহলে ঐ স্থান পরিত্যাগের আগে কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না'।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۔

উচ্চারণ : "আ'উ-যু বিকালিমা- তিল্‌লা-হিত্ তা--ম্মা-তি মিং শার্‌রিমা-খলাক্ব্‌"।

বাংলা অর্থ : "আমি আল্লাহ্'র পরিপূর্ণ কালাম সমূহের দ্বারা তাঁর সকল সৃষ্টির অনিষ্ট হতে আশ্রয় কামনা করছি"।[৬১]

---

৬০. সূরা আল্ বাক্বরহ্(২): ২৩৯; আবু দাউদ, হা/১২২৪- ২৮।

৬১. সহীহ্ মুসলিম, ৪/২০৮০-৮১, হা/২৭০৮; তিরমিযী, হা/৩৪৩৭; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/৩৫১৮,৩৫৪৭।

১০. ঢাকা হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্পে যা করণীয়

১০.১. ঢাকা হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্প :

ঢাকা হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্প কেন? আমরা সচরাচর বলে থাকি ঢাকা হাজী ক্যাম্প বা ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প। এটা বলা ভূল, কারণ এখানে কোন হজ্জ হয় না বা কোন হাজী সাহেব থাকেন না। হজ্জ যাত্রাকালে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত হজ্জ-যাত্রীগণ অস্থায়ীভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেজন্য এটার নাম বলতে হবে **ঢাকা অস্থায়ী হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্প** অর্থাৎ ঢাকা হাজী ক্যাম্প বা ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প নয়।

১০.১.১. ঢাকা হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্প পর্য্যায় -১ :

(১) ঢাকা হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্প হচ্ছে ঢাকার বাহির হতে আগত হজ্জ-যাত্রীদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র। এখানে বিভিন্ন জেলা বা উপ-জেলা থেকে দলে দলে হজ্জ-যাত্রীরা এসে ২/১ দিন অবস্থান করেন এবং বিমানের সিডিউিল অনুযায়ী হজ্জ-যাত্রীগণ ক্যাম্প থেকে বিমানের উদ্দেশ্যে এয়ারপোর্টে গমন করেন।

(২) আপনার হজ্জ এজেন্সি হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্পে আপনার থাকার জন্য ২য়/৩য় তলায় ছোট ছোট ডরমিটরী রুমে থাকার ব্যবস্থা করতে পারেন। হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্পের নীচ তলায় মাস্‌জিদ রয়েছে এবং অন্যান্য অংশ অফিসিয়াল কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(৩) এখানে কিছু খাবার ক্যান্টিন আছে যা ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। আপনি অথবা আপনার হজ্জ এজেন্সির মাধ্যমে এখান থেকে খাবার এর ব্যবস্থা করতে পারেন। আপনি এখানে কিছু মানি এক্সচেঞ্জার পাবেন এবং চাইলে টাকা রিয়েল করে নিতে পারেন।

(৪) ঢাকা হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্পে উপস্থিত হয়ে প্রথমে আপনাকে মেডিকেল কাউন্টারে কর্তব্যরত ডাক্তার দ্বারা আপনার হেলথ সার্টিফিকেট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে, ‘কোভিড-১৯’ টিকার দ্বিতীয় ডোজ বা তৃতীয় বুস্টার ডোজ কতদিন আগে নিয়েছেন এবং উহার সার্টিফিকেট দেখাতে হবে ও সঙ্গে করে সাউদী আরব নিয়ে যেতে হবে। জেলা মেডিকেল বোর্ড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দস্তখত করা রক্তের গ্রুপসহ অন্যান্য রোগ নির্ণয় তথ্যাবলীর ফরম, সদ্য তোলা পাসপোর্ট ও ষ্ট্যাম্প সাইজের চাহিদা মাফিক ছবি ও অন্যান্য কাগজপত্র।

(৫) এখানে আপনার হজ্জ এজেন্সী হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্পের অফিস থেকে বিভিন্ন কাগজপত্র পরীক্ষা করবেন। তবে এজেন্সীর নিকট হতে ঢাকা থেকে জিদ্দা, জিদ্দা/মাক্‌কা থেকে মাদীনা, মাদীনা/জিদ্দা থেকে ঢাকা যাওয়া-আসার একটি পূর্ণাঙ্গ টাইম সিডিউলে চুক্তি করে নেবেন, যাতে পরবর্তীতে যাওয়া-আসার তারিখ নিয়ে কোন সমস্যায় পড়তে না হয়।

প্রথমে **মাক্‌কা** না **মাদীনা** অথবা ঢাকা থেকে সরাসরি মাদীনা এয়ারপোর্ট কিনা, যেহেতু মাদীনা-তেও বিমানবন্দর রয়েছে।

১০.১.২. ঢাকা হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্প পর্য্যায় - ২ :

(১) এখানে হজ্জ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, আপনি এতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। এখান থেকে মাক্‌কা, মাদীনা ও মিনার তাঁবুর মানচিত্র বিতরণ করা হয়, তা সংরক্ষণ করে রাখুন।

(২) হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্পে থাকার সময় সতর্ক থাকুন। কারণ এখান থেকে অনেক সময় টাকা, মোবাইল ফোন ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী হারিয়ে বা চুরি হয়ে যেতে পারে।

(৩) মনে রাখবেন হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্প একটি ধুমপান মুক্ত এলাকা, এখানে আপনার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনরা আপনার সাথে দেখা করতে পারেন নীচ তলায়। কারণ তাদের ২য়/৩য় তলার ডরমিটরী রুমে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয় না।

(৪) হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্পে অবস্থানকালে হজ্জ অফিস হতে বিভিন্ন সময় মাইকযোগে যে সকল বিষয় প্রচার করা হয় তা মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং প্রয়োজনে নোট করার বিষয় হলে নোট করে রাখবেন।

(৫) এখানে ফ্রি সাউদী মোবাইল সিমকার্ড(মোবাইলী/জেইন কোম্পানী) পাওয়া যায় অথবা ইন্টারনেট প্যাকেজসহ সিমকার্ড কিনতেও পারেন।

১০.১.৩. ঢাকা হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্প পর্য্যায় -৩ :

(১) আপনার প্রয়োজনীয় মালামাল পরিবহণের জন্য যে বড় ট্রলি ব্যাগটি (লাগেজ) রয়েছে তার গায়ের উপর ইংরেজীতে এজেন্সির নাম ও নম্বর, নিজের নাম, ঠিকানা, পাসপোর্ট নম্বর ও মোবাইল নম্বর লিখতে হবে।

(২) তাছাড়া পাসপোর্ট নম্বর, বিমান টিকেট ও ব্যাংক ড্রাফট চেক/নম্বর নোট বুকে বা কাগজে সতর্কতার সাথে লিখে রাখবেন যেন তা হারিয়ে গেলেও নম্বর বলতে সক্ষম হন।

(৩) হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্প হতে জিদ্দা বিমান বন্দর যাওয়া পর্যন্ত বিমান টিকেট, পাসপোর্ট, ভিসা, হেলথ সার্টিফিকেট ও রিয়াল/ড্রাফট ইত্যাদি রাখার একটি ছোট ব্যাগ(সেলাইটা যেন ভাল ও মজবুত হয়) গলায় ঝুলিয়ে রাখবেন।

(৪) আগে থেকে গ্রুপ নির্বাচন করা হয়ে না থাকলে, হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্পে অবস্থানকালে একই ফ্লাইটের সমমনা ১০/১৫ জন হজ্জ-যাত্রী মিলে একটি গ্রুপ তৈরী করে নেয়া ভাল এবং গ্রুপের প্রত্যেকের নাম ও ঠিকানা প্রত্যেকের নিকট রাখা উচিত। অন্যথায় সাউদী আরবে চলাফেরা ও খাওয়া-দাওয়া করতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

(৫) আবার জিদ্দা থেকে মাক্‌কা’য় বাসে যাওয়ার সময় প্রতিটি বাসের আসন সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বাস ছাড়বে না। যে কারণে হজ্জ-যাত্রীগণকে ঢাকা হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্প হতেই নির্দ্দিষ্ট কয়েক জনের একটি দল ঠিক করে একই ফ্লাইটে যাওয়া উত্তম, অন্যথায় জিদ্দায় অনেক সময় ধরে বসে থাকতে হতে পারে।

১০.২.১. লাগেজ বুকিং ও বোডিং পাস-এর পূর্ব প্রস্তুতি - ১ :

(১) হজ্জ যাত্রার প্রস্থান প্রক্রিয়ার কাজ(বড় ব্যাগ জমা ও বোডিং পাস সংগ্রহ করণ) ঢাকা হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্প থেকে শুরু হতে পারে অথবা বিমান বন্দর হতেও শুরু হতে পারে, এটা নির্ভর করে বিমান কর্তৃপক্ষ ও সরকারের সিদ্ধান্তের উপর। সাধারণত বাংলাদেশ বিমান এর প্রস্থান প্রক্রিয়ার কার্যক্রমগুলো হয়ে থাকে ঢাকা হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্প থেকে এবং সাউদী এয়ারলাইনস-এর কার্যক্রমগুলো হয়ে থাকে ঢাকা বিমানবন্দর থেকে।

(২) আপনি যদি ঢাকা শহরের মধ্য থেকে সরাসরি আসেন, তবে আপনার হজ্জ এজেন্সির সাথে কথা বলে জেনে নিন(আগে থেকে যদি জানা না থাকে) আপনার ফ্লাইট কোন এয়ারলাইন্সে এবং প্রথমে কোথায় রিপোর্ট করতে হবে ঢাকা হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্পে না ঢাকা বিমানবন্দরে। এখানে এটা উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, সব হজ্জ-যাত্রীগণই প্রথমে ঢাকা হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্পে আসেন এবং তারপর বিমানের উদ্দেশ্যে বিমানবন্দরে যান।

(৩) যখন ফ্লাইটের সময় নিকটবর্তী হবে অর্থাৎ বিমান ছাড়ার ৫/৬ঘন্টা আগে হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্পে ও বিমানবন্দরে ফ্লাইটের সিডিউল ঘোষণা করা হয়, তখন আপনি আপনার লাগেজপত্র গুছিয়ে নিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

১০.২.২. লাগেজ বুকিং ও বোডিং পাস-এর পূর্ব প্রস্তুতি- ২ :

(১) আপনার হজ্জ এজেন্সির পরিকল্পনা অনুসারে যদি প্রথমে জিদ্দায় যান, তাহলে আপনার বাড়ী থেকে অথবা হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্প থেকে অথবা বিমানবন্দর থেকেই নিয়াত ও তাল্‌বিয়াহ পড়া ছাড়া শুধুমাত্র ইহ্‌রাম এর কাপড় পরিধান করে নিবেন(গন্তব্য স্থান যদি প্রথমে মাক্‌কা হয়)। কারণ বিমানে ইহ্‌রাম এর কাপড় পরিধান করা দৃষ্টিকটু ও কঠিন কাজ এবং ইহ্‌রাম কোথায় কিভাবে বাঁধতে হবে তার বিস্তারিত আলোচনা অনু: ১৩ তে দেখুন।

(২) এজেন্সীর কথামত ঢাকা হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্পে ইহ্‌রাম বাঁধবেন না। কারণ ইহ্‌রাম বাঁধা হলো ‘উম্‌রাহ্‌ বা হজ্জ-এর **প্রথম ফারজ**। ইহ্‌রাম বাঁধা হাদীছ অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতিতে না হলে আপনার ‘উম্‌রাহ্‌ আদায় হবে না।

(৩) হজ্জ এজেন্সীর পরিকল্পনা অনুসারে যদি প্রথমে মাদীনা'য় যান(গন্তব্য স্থান যদি প্রথমে মাদীনা হয়)। তাহলে ঢাকা হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্পে ইহ্‌রাম এর কাপড় পরিধান করতে হবে না।

১০.৩.১. বোডিং পাস ইস্যু ও ইমিগ্রেশন- ১ :

(১) হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্পে অথবা বিমানবন্দরে আপনার দলনেতা বা আমীর-এর নির্দেশনা অনুযায়ী সব লাগেজগুলো নিয়ে প্রথমে লাইন ধরে বিমান টিকেট হাতে নিয়ে কাষ্টমস চেকিং ও সমস্ত লাগেজগুলো(অর্থাৎ আপনার কাছে ছোট-বড় ব্যাগ বা যা কিছুই থাক সবই) স্কেনিং মেশিনে স্কেনিং সম্পন্ন হওয়ার পর তা সংগ্রহ করুন।

(২) স্কেনিং সম্পন্ন শেষে এগুলো সংগ্রহ করার পর আপনার এয়ার লাইন্সের বোডিং পাস প্রদান ও লাগেজ বুকিং কাউন্টারে পুণ:রায় লাইনে দাঁড়ান। একজন একজন করে বুকিং সম্পন্ন হওয়ার পর আপনি একেবারে কাউন্টারের নিকটবর্তী হলে, এখানে আপনি আপনার বিমান টিকেট ও ভিসা কাগজ কাউন্টারে জমা দিন এবং আপনার বড় লাগেজটি ওয়েট মেশিনের উপর রাখুন। এখানে উল্লেখ্য যে, আপনার লাগেজটি নির্দ্ধারিত ওজনের বেশী হওয়া যাবে না(যা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে), বেশী হলে লাগেজ বুকিং নিবে না।

(৩) এখানে আপনার লাগেজটি ওজনের পর লাগেজে একটি স্টিকার লাগিয়ে বিমানের কার্গোতে পাঠিয়ে দিবে এবং পাসপোর্ট, ভিসা ও বিমান টিকেট চেক করার পর আপনার নামে বিমানের সিট নম্বর দিয়ে একটি বোডিং পাস ইস্যু করা হবে এবং উক্ত বোডিং পাসের নীচের পিঠে আপনার লাগেজ বুকিং নম্বর এর স্টিকারটিও লাগানো থাকবে এবং জিদ্দা এয়ারপোর্টে গিয়ে আপনার লাগেজের সঙ্গে লাগানো নম্বরটির সঙ্গে মিলিয়ে আপনার লাগেজটি সনাক্ত করতে হবে, অতএব যত্ন সহকারে স্টিকারটি সংরক্ষণ করুন।

১০.৩.২. বোডিং পাস ইস্যু ও ইমিগ্রেশন- ২ :

(১) তারপর আপনি আপনার কাছে রাখা ছোট হাত ব্যাগটি ও বোডিং পাসটি নিয়ে ইমিগ্রেশন অফিসের দিকে অগ্রসর হয়ে সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়ান।

ইমিগ্রেশন অফিসার আপনার পাসপোর্ট চেক করবেন এবং ইমিগ্রেশন সীল লাগাবেন। তিনি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে পারেন, যেমন আপনি সরকারী চাকুরীজিবী হলে দাপ্তরিক অনাপত্তিপত্র দেখতে চাইতে পারেন। ইমিগ্রেশন -এর কাজ শেষ হলে হজ্জ-যাত্রীদের বিশ্রাম কক্ষে গিয়ে বসুন ও দু'আ-যিক্‌র করতে থাকুন। এরপর হজ্জ-যাত্রী পরিবহণ বাস এসে বিমানবন্দরে নিয়ে যাবে।

১০.৪.১. ঢাকা বিমানবন্দর - ১ :

(১) বিমানবন্দরে বাস থেকে নামার পর নির্দ্দিষ্ট গেট নম্বরে গিয়ে লাইনে দাঁড়ান এবং একজন একজন করে ভিতরে প্রবেশ করে বিমানবন্দরের নির্দ্দিষ্ট কাউন্টারে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষ করুন। এখানে আপনার বোর্ডিং পাস ও ছোট হাত ব্যাগের মালামাল সিকিউরিটি(নিরাপত্তা) চেকিং করিয়ে বিমানে আরোহণ করার জন্য বিশ্রাম কক্ষে গিয়ে অপেক্ষা করুন।

(২) বিমানবন্দরে হজ্জ-যাত্রীদের জন্য আপ্যায়ন হিসাবে বিভিন্ন মহল থেকে কিছু খাবার ও পানীয় দেয়া হয়। চাইলে এগুলো আপনি গ্রহণ করতে পারেন।

(৩) ফ্লাইটের সময় নিকটবর্তী হলে আবার সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়াবেন এবং লাইন ধরেই বিমানে উঠবেন। এখানে বিমানে আরোহণ করার সময় কোন দু‘আ পড়তে হবে অনু: ১৫-তে দেখুন।

১০.৪.২. বিমানের ভিতরে প্রবেশ- ১ :

(১) বিমানে উঠে আপনার নির্দ্দিষ্ট আসন কোনটি তা ঠিক করার জন্য বিমান ক্রুদের সহায়তা নিন এবং আপনার মাথার উপরের বক্সে আপনার ছোট হাত ব্যাগটি রাখুন।

(২) এরপর আপনার পরিচিত জনদের ফোন করে আপনার অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করুন এবং অল্প সময় কথা বলা শেষ করে আপনার মোবাইল ফোনটি বন্ধ করে রাখুন অথবা উড্ডয়নের আগে এরোপ্লেন মোডে দিয়ে রাখুন। আপনার সিটটি সোজা করে রাখুন এবং সিট বেল্ট বেঁধে নিন অথবা না পারলে আপনার পাশের জনের সাহায্য গ্রহণ করুন। এখন বিমানে উঠে বসার পর যে দু‘আ-টি পাঠ করতে হয়, তা পাঠ করুন অনু: ১৫-তে দেখুন।

(৩) বিমান ক্রুদের ঘোষিত নির্দেশনাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনুন। বিমান ক্রু যখন যাত্রী সংখ্যা গণনা করবেন তখন আপনি সিটে বসে থাকুন।

(৪) সাধারণত হজ্জ-যাত্রীদের জন্য বিমান ১তলা অথবা ২য় তলা বিশিষ্ট বোয়িং ৭৪৭/৭৭৭ বিমান ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি বিমান প্রায় ৪৫০-৫৫০ জন যাত্রী বহণ করতে পারে।

(৫) বিমান উড্ডয়নের সময় যে দু‘আ-টি পড়তে হয় অনু: ১৫-তে দেখুন এবং উড্ডয়নের(৫/৬ মিনিট) পর সিট বেল্ট খুলে সিটটি পিছনের দিকে হেলিয়ে দিয়ে আরাম করে ঘুমিয়ে যেতে পারেন অথবা মনে মনে দু‘আ ও যিক্‌র করতে থাকুন।

১০.৪.৩. বিমানের ভিতরে প্রবেশ- ২ :

(১) বিমান সাধারণত ঘন্টায় ৯০০-৯৫০ কি:মি: গতিতে এবং সমুদ্র লেবেল থেকে ৩০-৩৬ হাজার ফুট উপর দিয়ে উড়ে যায়। ঢাকা থেকে সাউদী আরবের জিদ্দা বিমানবন্দরে পৌঁছতে সাধারণত ৫:৩০-৬:৩০ঘন্টা সময় লাগে।

(২) অতএব বিমানে এ দীর্ঘ সময় ভ্রমনকালে কুর্‌আন তিলাওয়াত্‌, যিক্‌র, দু'আ-দরূদ পাঠ ইত্যাদি 'ইবাদাত্‌-এ রত থাকবেন। সঙ্গে বা মোবাইলে সহীহ্‌ দু'আ-দরূদ 'হিসনুল মুসলিম'(সাউদী প্রিন্ট, কারণ বাংলাদেশ প্রিন্টে অনেক পরিবর্তন করেছে) বইটি সঙ্গে রাখতে পারেন।

(৩) বিমানে ১ বার লান্স বা ডিনার ও ১ বার হালকা খাবার পরিবেশন করা হয়ে থাকে।

(৪) বিমানে অবস্থানকালে টয়লেটে টয়লেট পেপার ব্যবহার করবেন এবং ব্যবহারকৃত টয়লেট পেপার কমোডের মধ্যে ফেলবেন না, কারণ ময়লা পেপার ভিতরে ফেললে কমোডের পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে ও টয়লেট ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। বেসিনের পার্শ্বেই ময়লা পেপার ফেলার জন্য আলাদা বক্স আছে তাতে ফেলুন। বক্সের ঢাকনাটি একটি পৃথক সুইজের মাধ্যমে খোলা ও বন্ধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করবেন না, কারণ বিমানের সংরক্ষিত পানি সীমিত।

(৫) বিমানের ওয়াশরুমে কখনই উযু করবেন না, তায়াম্মুম করে স্বলাত আদায় করবেন এবং তায়াম্মুম-এর মাটি সঙ্গে নিয়ে নিবেন। আবার বিমানে তায়াম্মুম করার ব্যবস্থাও রাখা থাকে।

১০.৪.৪. বিমানের ভিতরে প্রবেশ- ৩ :

(১) বিমান মীক্বাত-এর কাছাকাছি চলে এলে প্রায় ২৫-৩০মিনিট পূর্বেই বিমান কর্তৃপক্ষ ইহ্‌রাম-এর প্রস্তুতির জন্য ঘোষণা দিয়ে থাকেন(অর্থাৎ যারা প্রথমে মাক্‌কা'য় যাবেন) এবং কিভাবে 'উম্‌রাহ্‌'র ইহ্‌রাম বাঁধবেন তার বিস্তারিত আলোচনা অনু: ১৩-তে দেখুন।

(২) জিদ্দা বিমানবন্দরে বিমান অবতরণের পর আপনি বিমান থেকে নামার সময় আপনার ছোট হাত ব্যাগটি সঙ্গে নিয়ে নামুন এবং বিমান থেকে নীচে নামার সময় যে দু'আ পড়তে হয় সেটা অনু: ১৫-তে দেখুন এবং যাত্রা পথে কোথাও অবতরণ করে এ দু'আ পাঠ করতে হয় অনু: ৯(পৃষ্ঠা-৪৯) দেখুন। নীচে নামার পর হজ্জ-যাত্রীদের জন্য নির্দ্ধারিত বিশ্রাম কক্ষে বা স্থানে গিয়ে অপেক্ষা করুন।

১১. তায়াম্মুম (تَيَمُّمٍ)

১১.১. তায়াম্মুম কি এবং কেন?

"তায়াম্মুম" শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা করা। তায়াম্মুম উযু ও গুসল উভয়ের পরিবর্তে করা যায়। পবিত্র ক্বুর্‌আন আল্ কারীম-এ আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সাফার্-এ থাক অথবা তোমাদের কেহ শৌচাগার(প্রস্রাব-পায়খানার পর) হতে আগমন করে অথবা তোমরা স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হও এবং পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসাহ্ করবে। আল্লাহ্ তোমাদের কষ্ট দিতে চাননা, বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর"।[৬২]

হুযাইফাহ্(র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুল(সা:) বলেছেন, "যখন আমরা পানি না পাবো তখন যমীনের মাটিকে আমাদের জন্যে ত্বহারাত্ ও পবিত্রতা লাভের মাধ্যমরূপে পবিত্র করে দেয়া হয়েছে"।[৬৩]
অর্থাৎ তায়াম্মুম করে স্বলাত আদায় করাকে জায়িয করা হয়েছে।

১১.২. তায়াম্মুম এর ফার্‌জ কয়টি :

তায়াম্মুম এর ফার্‌জ ৩(তিন) টি। যথা -

(১) পবিত্রতা অর্জনের জন্য(মনে মনে অন্তরে) নিয়াত করা।[৬৪]

(২) মুখ মন্ডল মলা বা মাসাহ্ করা এবং

(৩) হস্তদ্বয় মলা বা মাসাহ্ করা।

১১.৩. তায়াম্মুম কি ভাবে করবেন বা করার পদ্ধতি :

প্রথমে(মনে মনে অন্তরে) নিয়াত করে 'বিস্‌মিল্‌লা-হ্' পড়ে[৬৫] তায়াম্মুম শুরু করতে হবে। তারপর(**প্রথম- মত**) দু'হাতের তালু পাক মাটির উপর একবার মেরে হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে অতিরিক্ত মাটি ফেলে দিয়ে প্রথমে সমস্ত মুখমন্ডল, তারপর দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত(প্রথমে বাম হাত দিয়ে ডান কব্জি থেকে আঙ্গুলের নিম্নদিকে একবার টেনে নিয়ে যাবে এবং ডান হাত দিয়ে বাম হাতেও অনুরূপ করবে) একবার মাসাহ্ করবে।[৬৬] হাদীছ-এর এ মতটাকে কোন কোন ইমাম সহীহ্ ও 'মারফু' হাদীছ বলেছেন।[৬৭]

---

৬২. সূরা আল্ মা'ইদাহ্(৫): ৬

৬৩. সহীহ্ মুসলিম, হা/৫২২; মিশকাত, হা/৫২৬; সহীহ্ আল্ জামি', হা/৪২২৩; ইর্‌ওয়া, হা/২৮৫।

৬৪. বুখারী, হা/১; মিশকাত, হা/১।

৬৫. তিরমিযী, হা/২৫; মিশকাত, হা/৪০২; মিশকাত (বাংলা), হা/৩৭০, ২য় খন্ড পৃ: ৮২।

৬৬. বুখারী, হা/৩৩৮; মিশকাত, হা/৫২৮; মিশকাত (বাংলা), হা/৪৯৩, ২য় খন্ড পৃ: ১৩৫-৩৬।

৬৭. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ্ মিশকাত, হা/৫২৮ 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ-১০; বুলুগুল মারাম বাংলা- ১ম খন্ড,

(দ্বিতীয়- মত) দু'হাতের তালু পাক মাটির উপর একবার মেরে হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে অতিরিক্ত মাটি ফেলে দিয়ে সমস্ত মুখমন্ডল মাসাহ্ করতে হবে, যাতে চুল পরিমাণ স্থানও বাদ না যায়।

এরপর দ্বিতীয় বারও প্রথম বারের মত মাটির উপর হাত মেরে বাম হাত দিয়ে ডান হাতের আঙ্গুলের পিঠের দিক থেকে শুরু করে কনুইসহ মাসাহ্ করতে হবে এবং তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাত মাসাহ্ করতে হবে। হাতে কোন ঘড়ি বা আংটি থাকলে তা সরিয়ে তার নিচেও মাসাহ্ করা জরুরী।[৬৮]

দুইবার হাত মারা ও কনুই পর্যন্ত মাসাহ্ করার হাদীছ-টিকে ইমাম হাকিম (রহি:) ও ইমাম বায়হাক্বী(রহি:) সহীহ্ বলেছেন এবং হাদীছ-এর অন্যান্য ইমাম ও 'আলীম-গণ হাদীছ'টিকে দুর্বল বলেছেন।[৬৯]

আবার কেহ কেহ হাদীছ'টিকে যা'ঈফ বলেছেন।[৭০]

পৃ. ১৮৩-১৮৪।

৬৮. আবু দাউদ হা/৩৩০, অনুচ্ছেদ-১২৪; মিশকাত, হা/৪৬৬ 'পবিত্রতা' অধ্যায়- ৩, অনুচ্ছেদ- ৬।

৬৯. বুলুগুল মারাম(বাংলা- ১ম খন্ড), পৃ. ১৮৫।

৭০. আবু দাউদ, হা/৩৩০, অনুচ্ছেদ-১২৪; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ্, মিশকাত, হা/৪৬৬ 'পবিত্রতা' অধ্যায়- ৩, অনুচ্ছেদ-৬।

১২. মীক্ব-ত (مِيْقَاتِ)

'মীক্বাত'-এর শাব্দিক অর্থ হলো নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায়। প্রচলিত অর্থে মীক্বাত হলো সেই স্থান যেখানে পৌঁছার পর হজ্জ-যাত্রীগণ 'উম্‌রাহ্‌ বা হজ্জ-এর ইহ্‌রাম বাঁধেন। 'উম্‌রাহ্‌ বা হজ্জ-এর মীক্বাত বিভিন্ন দেশের হজ্জ-যাত্রীদের জন্য স্থান ও দূরত্বের পার্থক্য রয়েছে অর্থাৎ ইহ্‌রাম ব্যতীত যে স্থান অতিক্রম করা যায় না অথবা যে সময়ের পুর্বে 'উম্‌রাহ্‌ বা হজ্জ-এর ইহ্‌রাম বাঁধা যায় না সেটাই হলো **'মীক্বাত'**।

১২.১. মীক্বাত ও তার তাৎপর্য :

বেশ দূর থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে রওয়ানা হওয়া আল্লাহ্‌'র পানে ছুটে যাওয়ার ইচ্ছা ও আগ্রহকে আরো মজবুত ও পরিপক্ক করে তোলে। মীক্বাত-এ পৌঁছার পর হজ্জ-যাত্রীগণ লাভ করেন প্রেম ও বিশ্বাস এবং চিন্তা ও আধ্যাত্বিকতার এক নতুন উপলব্ধি, নতুন চেতনা। হজ্জ-যাত্রীদের হৃদয়ে এমন অনুভুতি জাগ্রত হয় যে, মহামহিমের শাহী দরবারের দ্বার প্রান্তে তাঁরা উপনীত হয়েছেন। এ জন্যই হয়তো, হজ্জ-এ মীক্বাত-এর বিধান রাখা হয়েছে।

১২.২. কোন সময় থেকে মীক্বাত-এর সীমানা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে :

আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস(র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নাবী(সা:) মীক্বাত-এর সীমানা নির্দ্ধারণ করেছেন।[৭১] 'উম্‌রাহ্‌ বা হজ্জ-যাত্রীগণ কোন দেশ থেকে কোন পথে মাক্‌কা ভ্রমণ করবে বা সুবিধা হবে সেটার উপর ভিত্তি করেই মীক্বাত-এর স্থান বা সীমানা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমান জরীপ থেকে জানা যায় যে, মীক্বাত সীমানা বেষ্টনীর পরিসীমা প্রায় ৯৫০ কি:মি: এবং মীক্বাত-এর আয়তন প্রায় ৩৭,৬০০ বর্গ কি:মি:।[৭২]

১২.৩. নাবী কারীম(সা:) কর্তৃক নির্দ্ধারিত মীক্বাত সীমানা কি পরিবর্তণ যোগ্য :

নাবী কারীম(সা:) কর্তৃক নির্দ্ধারিত মীক্বাত সীমানা পরিবর্তণ যোগ্য নয়। তবে তিনি যেটা বলে গেছেন, কোন কারণে যদি নির্দ্ধারিত স্থান দিয়ে মানুষের যাতায়াতে অসুবিধা হয় তাহলে কাছাকাছি সমান্তরাল স্থান ব্যবহার করবে। যেমন- বর্তমানে **'আল্‌ জুহ্‌ফাহ্‌'** মীক্বাত স্থানটি পরিত্যক্ত হওয়ায় উহার কাছাকাছি **'রবাগ'**(পশ্চিম দিকে) নামক স্থান থেকে হজ্জ-যাত্রীগণ ইহ্‌রাম বাঁধেন।

১২.৪. মীক্বাত কত প্রকার :

হজ্জ-এর মীক্বাত হলো ২(দুই) প্রকার। যথা :-

---

৭১. সহীহ বুখারী, হা/১৫২৭; আধু:প্রকা: হা/১৪২৮; ইফা: হা/১৪৩৪।

৭২. Book- Mapping The Sacred: The Haram Region of Makkah(Milel ve Nihal, 14(2), 24-47) by Khalid El-Awaisi(2017).

(১) মীক্বাতি যামানী এবং

(২) মীক্বাতি মাকানী

১২.৪.১. মীক্বাতি যামানী বা কাল বিষয়ক মীক্বাত :

অর্থাৎ হজ্জ ও 'উম্‌রাহ্'র নির্দিষ্ট সময় হওয়া। প্রকৃতপক্ষে 'উম্‌রাহ্ পালনের কোনো নির্ধারিত সময় নেই, বছরের যে কোন সময় 'উম্‌রাহ্ করা যায়। কিন্তু হজ্জ পালনের জন্য নির্ধারিত সময় রয়েছে। তাই মীক্বাতি যামানী হচ্ছে হজ্জ-এর মাসসমূহ। পবিত্র ক্বুর্‌আন আল্ কারীম-এ আল্লাহ্ বলেন, **'হজ্জ-এর জন্য রয়েছে কয়েকটি নির্দিষ্ট মাস'**।[৭৩] এ নির্দিষ্ট মাসগুলো হলো শাওয়াল্, যুল্‌ক্ব'দাহ্ ও যুল্‌হিজ্জাহ্ মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত। যেহেতু শাওয়াল্ মাস থেকে হজ্জ-এর মাস শুরু হয়, তাই শাওয়াল্ মাসের ১ তারিখের পূর্বে হজ্জ-এর ইহ্‌রাম বাঁধা যাবে না।

১২.৪.২. মীক্বাতি মাকানী বা স্থান বিষয়ক মীক্বাত :

মীক্বাতি মাকানী হচ্ছে সেসব স্থান যেস্থান হতে হজ্জ ও 'উম্‌রাহ্ পালনের ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব। মীক্বাতি মাকানী আবার ৩(তিন) প্রকার। যথা :-

(ক) মীক্বাত-এর বাহিরে বসবাসকারীদের জন্য মীক্বাত।

(খ) মীক্বাত-এর ভিতরে অথচ হরম এর বাহিরে বসবাসকারীদের জন্য মীক্বাত।

(গ) মাক্‌কা মুকার্‌রমা'র অধিবাসী এবং হরম-এর চৌহদ্দীতে বসবাসকারীদের জন্য মীক্বাত।

১২.৪.২.১. মীক্বাত-এর বাহিরে বসবাসকারীদের মীক্বাত :

মীক্বাত-এর বাহিরে বসবাসকারীদের জন্য ৫টি মীক্বাত রয়েছে।[৭৪] মাক্‌কা(কা'বা) থেকে মীক্বাত সমূহের দূরত্ব ও স্থানের বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো। যথা :-

(১) ইয়া লাম্‌লাম্(يَلَمْلَمَ) :[৭৫] এ মীক্বাত'টি মাক্‌কা থেকে দক্ষিণ দিকে ১০০ কি:মি: দূরত্বে অবস্থিত। ইয়ালাম্‌লাম্ একটি পর্বতের নাম। ইয়ামিনবাসী ও পাক-ভারত-বাংলাদেশসহ প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্য হতে আগমনকারীদের জন্য মীক্বাত ছিল, যখন সমুদ্র পথে জাহাজযোগে মাক্‌কা'য় হজ্জ আদায় করতে যেতো। বর্তমানে এটি পরিত্যক্ত থাকায় এখানে অবস্থানরত বা এ পথের যাত্রীরা **'সা'দিয়া'** নামক স্থান থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে থাকেন।

---

৭৩. সূরা আল্ বাক্বারহ্(২): ১৯৭

৭৪. সহীহ বুখারী, হা/১৫২৪; মুসলিম, হা/১১৮২; মিশকাত, হা/২৫১৭; নাসাঈ, হা/২৬৫১-২৬৫৮; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/২৯১৪, ২৯১৫।

৭৫. সহীহ বুখারী, হা/১৫২৪,১৫২৬; মুসলিম, হা/২৬৯৩।

বর্তমানে বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান-এর হজ্জ-যাত্রীগণ বিমানযোগে জিদ্দা হয়ে মাক্‌কা'য় যান বিধায় ইয়ালাম্‌লাম্‌ আর পড়ে না। বিমান **'ক্বর্‌নাল্‌ মানাঝিল্‌'** (তায়িফ্‌-এ) নামক এলাকা দিয়ে অতিক্রম করে বিধায় বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান-এর হজ্জ-যাত্রীদের বর্তমান মীক্বাত হলো **'ক্বর্‌নাল্‌ মানাঝিল্‌'**।

(২) ক্বর্‌নাল্‌ মানাঝিল্‌(قَرْنَ الْمَنَازِلِ) :[৭৬] মীক্বাত'টি মাক্‌কা থেকে পূর্ব দিকে ৮২ কিমিঃ দূরত্বে অবস্থিত। এ জায়গার বর্তমান নাম **'আল্‌ সাইল্‌ আল্‌ কাবীর'**, যা তায়িফ্‌-এর কাছাকাছি। সাউদী আরবের রিয়াদ, দাম্মাম ও তায়িফবাসীগণ; অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর; কাতার, কুয়েত, আরব আমিরাত, বাহ্‌রাইন, ওমান, ইরাক, ইরানসহ অন্যান্য উপসাগরীয় অঞ্চল হতে আগমনকারীদের মীক্বাত।

(৩) যাতি 'ইর্‌ক্ব(ذَاتِ عِرْقٍ) :[৭৭] এ মীক্বাত'টি মাক্‌কা থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে ৯০ কি:মি: দূরত্বে অবস্থিত। এটা ইরাকবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তবে বর্তমানে ইরাকবাসীরা ব্যবহার করে না। অন্যান্য দেশ থেকে যারা এ পথে আসবে, এটি তাদের মীক্বাত এবং এ মীক্বাত'টিকে ৩টি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা- প্রথমটির নাম **মাস্‌লাখ**, দ্বিতীয়টির নাম **কুমারাহ্‌** এবং তৃতীয়টির নাম **যাতি 'ইর্‌ক্ব**, এখানে একটি মীক্বাত মাস্‌জিদ রয়েছে। এ ৩টি অংশের যে কোন স্থান থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধা যাবে।

(৪) যুল্‌ হুলাইফাহ্‌(ذُوالْحُلَيْفَةِ) :[৭৮] এ মীক্বাত'টি মাদীনা থেকে দক্ষিণে ১০ কি:মি: দূরত্বে অবস্থিত এবং মাক্‌কা থেকে উত্তর দিকে ৪২০ কি:মি: দূরত্বে মাদীনা'র পথে অবস্থিত। বর্তমান নাম **'আব্বইয়ার-ই আলী'। এটা** মাদীনা-বাসী এবং এ পথ হয়ে যারা মাক্‌কা'য় আসেন তাদের মীক্বাত।

(৫) আল্‌ জুহ্‌ফাহ্‌(اَلْجُحْفَةُ) :[৭৯] এ মীক্বাত'টি মাক্‌কা থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে ১৮৬ কি:মি: দূরত্বে অবস্থিত। বর্তমানে এ জায়গাটি পরিত্যক্ত হওয়ায় **'রবাগ'**(পশ্চিম দিকে) নামক স্থান থেকে হজ্জ-যাত্রীগণ ইহ্‌রাম বাঁধেন। সাউদী

---

৭৬. সহীহ বুখারী, হা/১৫২৪,১৫২৬,১৫২৯-৩১; মুসলিম, হা/২৬৯৩।
৭৭. আবু দাউদ, হা/১৭৩৯; মিশকাত, হা/২৫১৭; সুনানে দ্বারাকুৎনী, হা/২৫২৮।
৭৮. সহীহ বুখারী, হা/১৫২৪,১৫২৬,১৫২৯-৩১; মুসলিম, হা/২৬৯৩।
৭৯. সহীহ বুখারী, হা/১৫২৪,১৫২৬,১৫২৯-৩১; মুসলিম, হা/২৬৯৩।

আরব-এর উত্তরাঞ্চলীয় এলাকার লোকজন, পশ্চিম ও উত্তর আফ্রিকার, লেবানন, সিরিয়া, মিস্বর (مِصْرَ, **'মিশর'** লিখা ভূল), জর্ডান ও ফিলিস্তিন-বাসীরা এ জায়গা থেকে ইহ্‌রাম বাঁধেন।

হাদীছ অনুযায়ী মীক্বাত-এর বাইরে থেকে আসা হজ্জ-যাত্রীদের জন্য মীক্বাত থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা **ওয়াজিব**। তবে যারা উল্লেখিত মীক্বাত সীমানার অভ্যন্তরে বসবাস করেন তাদের অবস্থানের জায়গাটাই হলো তাদের জন্য মীক্বাত। যদি কারো পথে ২(দুই) টি মীক্বাত পড়ে তাহলে প্রথম মীক্বাত থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধা উত্তম। তবে দ্বিতীয় মীক্বাত থেকেও ইহ্‌রাম বাঁধা যায়।

১২.৪.২.২. মীক্বাত-এর ভিতরে অথচ হরম-এর বাহিরে বসবাসকারীদের মীক্বাত :

মীক্বাত-এর ভিতরে অথচ হরম-এর বাহিরে বসবাসকারীদের জন্য মীক্বাত হলো সমগ্র **'হিল্ল'**(حِلّ) এলাকা অর্থাৎ হরম-এর চৌহদ্দীর বাহিরের এলাকা। এখানে ঐসব কাজ হালাল, যা হরম-এর অভ্যন্তরে নিষিদ্ধ। তাদেরকে হজ্জ ও 'উম্‌রাহ্‌'র জন্য 'হিল্ল' এলাকা হতে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে অথবা নিজ নিজ বাসস্থান হতে ইহ্‌রাম বাঁধা সবচেয়ে উত্তম।

১২.৪.২.৩. মাক্‌কা মুকার্‌রামা'র অধিবাসী এবং হরম-এর চৌহদ্দীতে বসবাসকারীদের মীক্বাত :

যারা মাক্‌কা মুকার্‌রমা'য় ও হরম সীমানার ভিতরে বসবাস করেন তাদের জন্য হজ্জ-এর ইহ্‌রাম-এর মীক্বাত সমগ্র **'হরম'** এলাকা অর্থাৎ স্ব স্ব গৃহ থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধবে।[৮০]

আর 'উম্‌রাহ্‌'র জন্য ইহ্‌রাম-এর মীক্বাত সমগ্র **'হিল্ল'**(حِلّ) এলাকা। তবে সহীহ্‌ বুখারীর আলোচ্য হাদীছ'টির আলোকে 'বুলুগুল মারাম'-এর ব্যখ্যাকার আল্লামা ছান্‌'আনী(রহি.) বলেন, মাক্‌কা-বাসীর হজ্জ ও 'উম্‌রাহ্‌'র ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান হলো 'মাক্‌কা'।[৮১] তিনি আরো বলেন, 'উম্‌রাহ্‌'র ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য মাক্‌কাবাসীকে তান্‌'ঈম-এ যেতে হবে মর্মে বর্ণিত আছারগুলো যা'ঈফ এবং সহীহ্‌ হাদীছের বিরোধী। তান্‌'ঈম থেকে ইহ্‌রাম বাঁধার প্রমাণে আয়িশা(র.)-এর যে হাদীছ'টি উল্লেখ করা হয়েছে, তা ছিল আয়িশা(র.)-এর অন্তরের প্রশান্তির জন্য।[৮২]

---

৮০. সহীহ্‌ বুখারী, হা/১৫২৪; মুসলিম, হা/১১৮১; নাসাঈ, হা/২৬৫৪।

৮১. মাসিক আল্‌ ইতিছাম, মে/২০২১(৫ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃ.৭), শায়েখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ।

৮২. সুবুলুস সালাম, ২/৪৭৭; মাসিক আল্‌ ইতিছাম, মে/২০২১(৫ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃ.৭), শায়েখ আব্দুর

১৩. ইহ্‌র-ম (إِحْرَامٌ)

ইহ্‌রাম-এর উদ্দেশ্য হলো, গাফ্‌লতি ও বিস্মৃতির জমাট অন্ধকার দুর করে হজ্জ-যাত্রীদের অন্তরে ঈমানী চেতনা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগ্রত করা এবং হিদায়াত্-এর নুরে তা আলোকিত করা। ইহ্‌রাম-এর পর তালবিয়াহ্ পাঠ যেন ক্বিয়ামাত্-এর দিন আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেয়ার সমতুল্য। ইহ্‌রাম শব্দের অর্থ হলো **হরম**(حَرَمٌ) বা নিষিদ্ধ করা অর্থাৎ কতিপয় হালাল কর্মকে নিজের জন্য নিষিদ্ধ করে নেয়া।

১৩.১. ইহ্‌রাম-এর প্রকারভেদ :

ইহ্‌রাম ৪ (চার) প্রকার। যথা :-

(১) শুধুমাত্র 'উম্‌রাহ্'র জন্য ইহ্‌রাম(যা হজ্জ-এর মাস সমূহের পূর্বে বা পরে)।

(২) হজ্জ-এর মাস সমূহে শুধু 'উম্‌রাহ্'র জন্য ইহ্‌রাম(যা শুধুমাত্র হজ্জ-এ তামাত্তু' আদায়কারীদের জন্য)।

(৩) হজ্জ এবং 'উম্‌রাহ্'র জন্য একসাথে ইহ্‌রাম(যা শুধুমাত্র হজ্জ-এ ক্বিরান আদায়কারীদের জন্য)।

(৪) **শুধু** হজ্জ-এর জন্য ইহ্‌রাম(যা শুধুমাত্র হজ্জ-এ ইফ্‌রাদ আদায়কারীদের জন্য)।

১৩.২. ইহ্‌রাম-এর ওয়াজিব :

ইহ্‌রাম-এর ওয়াজিব ২ টি। যথা :-

(১) মীক্বাত হতে ইহ্‌রাম বাঁধা এবং

(২) ইহ্‌রাম-এর নিষিদ্ধ বিষয়াদি হতে বিরত থাকা।

১৩.৩. ইহ্‌রাম-এর সুন্নাত সমূহ :

ইহ্‌রাম-এর সুন্নাত ৯ টি। যথা :-

(১) হজ্জ-এর মাস সমূহে ইহ্‌রাম বাঁধা।

(২) নিজ দেশের মীক্বাত হতে ইহ্‌রাম বাঁধা(যদি নিজ দেশের মধ্যে মীক্বাত-এর স্থান অতিক্রম করা হয়)।

(৩) ইহ্‌রাম-এর পুর্বে গুসল(মোস্তাহাব) অথবা উযু করা।

(৪) সেলাই বিহীন সাদা চাদর ও লুঙ্গি(শুধু দু'টি কাপড়)[৮৩] পরিধান করা। ইহ্‌রাম-এর চাদরের দুই প্রান্ত সেলাই করা যাবে না বা চাদরে গিরা দেয়া অথবা পিন বা টিপ বুতাম দ্বারা আটকানো যাবে না।

রাজ্জাক বিন ইউসুফ।

৮৩. মুসনাদে আহমাদ, হা/৪৮৯৯।

(৫) ২(দুই) রক্'আত নাফল স্বলাত আদায় করা।

(৬) তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করা।

(৭) ৩(তিন) বার তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করা।

(৮) উচ্চঃস্বরে তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করা(পুরুষদের জন্য)।

(৯) ইহ্‌রাম-এর নিয়াত করার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা।

১৩.৪. ইহ্‌রাম-এর নিষিদ্ধ কর্মসমুহ :

হজ্জ বা 'উম্‌রাহ্'র উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বাঁধার ফলে কিছু কর্ম বা বিষয়সমূহ নিষিদ্ধ বা হরম হয়ে যায়, যা ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে হালাল ছিল। যথা -

(১) চুল কাটা বা তুলে ফেলা : শরীরের যে কোন অংশ থেকে চুল কাটা বা উঠিয়ে ফেলা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই নিষিদ্ধ।[৮৪]

(২) নখ কাটা : হাত-পায়ের নখ কাটা বা তুলে ফেলা যাবে না। এটি নারী-পুরুষ সকলের জন্য একই হুকুম।[৮৫]

(৩) সুগন্ধী ব্যবহার করা : শরীরে বা কাপড়ে যে কোন ধরণের সুগন্ধী যেমন- সুগন্ধী সাবান, আতর, বডি স্প্রে, হ্যান্ড ওয়াস, পেস্ট ও ফুলের মালা বা সুগন্ধী জাতীয় যে কোন জিনিসের ঘ্রাণও নেয়া যাবে না। এমনকি ইহ্‌রাম অবস্থায় কেউ মারা গেলেও সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না।[৮৬]

(৪) মাথা ও মুখ ঢাকা : পুরুষদের কোন কিছু দিয়ে মাথা ও মুখ ঢাকা নিষেধ। কাপড় বা কাপড় জাতীয় জিনিস দ্বারা মুখ মোছা(তবে ভূল বশতঃ যদি কেউ মুখ মুছে ফেলে বা ঘুমন্ত অবস্থায় মুখ ঢেকে ফেলে তাহলে তাকে ফিদিয়া বা দম দিতে হবে না) যাবে না (আবার ছাতা বা গাড়ীর ছায়ায় অবস্থান করা কিংবা মাথার উপর বোঝা চাপানো দোষণীয় নয়)। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'তোমরা কোন ভূল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। কিন্তু সে ব্যাপারে তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম করুণাময়'।[৮৭]

(৫) পুরুষের জন্য সেলাইকরা কাপড় পরিধান করা : পুরুষের জন্য সেলাইযুক্ত কাপড় যেমন- পায়জামা, টুপি, পাগড়ী, মোজা ইত্যাদি পরা নিষেধ (ভুল করে বা অজ্ঞতা বশতঃ পরিধান করলে ফিদিয়া দিতে হবে না। তবে যখনই সে নিষিদ্ধ বিষয়টির হুকুম জানবে কিংবা স্মরণ আসবে, তখনই নিষিদ্ধ বস্তুটি

---

৮৪. সূরা আল্ বাক্বরহ্(২): ১৯৬; সহীহ্ বুখারী, হা/১৫৬৬; মুসলিম, হা/১২২৯।

৮৫. সহীহ্ মুসলিম, হা/৫২৩২; মিশকাত, হা/১৪৫৯।

৮৬. সহীহ্ বুখারী, হা/১২৬৬; সহীহ্ মুসলিম, হা/১২০৬।

৮৭. সূরা আল্ আহ্যাব(৩৩): ৫

পরিত্যাগ করা তার উপর **ওয়াজিব** হয়ে যাবে)।[৮৮] তবে টাখনুর নীচ পর্যন্ত থাকে এমন ডিজাইনের জুতা, স্যান্ডেল, মোজা পরতে পারবে।[৮৯]

(৬) স্থলজপ্রাণী শিকার করা : আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'ইহ্‌রাম অবস্থায় তোমাদের জন্য স্থলজপ্রাণী শিকার করা হরম করা হয়েছে'।[৯০] এ আয়াত দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, ইহ্‌রাম অবস্থায় স্থলজপ্রাণী শিকার করা যাবে না এবং শিকারে সহযোগিতা করাও যাবে না। যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার করে, তাহলে তার কাফ্‌ফারহ্ স্বরুপ **দম** আদায় ওয়াজিব হবে।[৯১]

তবে অনিচ্ছাকৃত বা ভূলবশতঃ প্রাণী হত্যা করলে কাফ্‌ফারহ্ দিতে হবে না বা জলজ প্রাণী শিকার করা জায়িয।

হাদীছে পাঁচ প্রকার বন্য বা হিংস্র প্রাণী হত্যা করার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হলো বিচ্ছু, চিল, কাক, ইঁদুর ও দংশনকারী কুকুর।[৯২]

ইহা ছাড়াও আরো যেগুলো ক্ষতিকারক এ শ্রেণীভুক্ত হবে যেমন- বাঘ, নেকড়ে বাঘ, সিংহ, ভীমরুল, সাপ ইত্যাদি মারা না জায়িয নয়। আবার মশা, মাছি, পতঙ্গ, গুই সাপ, গিরগিটি, টিকটিকি, বেজী, সর্ব প্রকার সরীসৃপ এবং বিষাক্ত প্রাণীর হত্যার জন্যও কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না, তবে না মারাই ভালো।

তবে ব্যাঙ,[৯৩] পিঁপড়া,[৯৪] মধুমক্ষিকা বা মৌমাছি,[৯৫] হুদ হুদ পাখী[৯৬] বা কাঠঠোকরা/মহনচুড়াই(বাংলাদেশে বলে) বা Hoopoe or Hoopoo (ইংরেজীতে) ও চড়ুই সদৃশ বাজপাখী এ ৪/৫টি প্রাণী মারা নিষেধ। ইহা ছাড়া উকুন ও টিডিড(ফড়িং সদৃশ মরুভূমিতে জন্মে) মারাও নিষেধ। তবে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবেই হউক বধ করে তাহলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।[৯৭]

---

৮৮. ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ৪৯১।

৮৯. সহীহ্ বুখারী, হা/১২৬৬।

৯০. সূরা আল্ মা'ইদাহ্(৫): ১ ; সহীহ্ বুখারী, হা/১৮২৬, ১৮২৮, ১৮২৯।

৯১. সূরা আল্ মা'ইদাহ্(৫): ৯৫, ৯৬

৯২. মুসলিম(বঙ্গানুবাদ), হা/২৩৫৩-২৩৫৮; সহীহ্ বুখারী, হা/১৮২৬, ১৮২৮, ১৮২৯; নাসাঈ, হা/২৮২৮-২৮৩০; তিরমিযী, হা/৮৩৭, ৮৩৮; ইবনু মাযাহ্, হা/৩০৮৭,৩০৮৯; বুলুগুল মারাম (বাংলা, ১ম খন্ড), পৃঃ ৭৩০।

৯৩. ইব্‌নু আব্বাস(র.) হতে বর্ণিত, আবু দাউদ, হা/৫২৬৭।

৯৪. আবু হুরাইরাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিরমিযী, হা/২৬৮৫; নাসাঈ, হা/৪৩৮৫।

৯৫. শামায়িলি তিরমিযী, হা/১২১।

৯৬. সূরা আল্ নামল(২৭): ২০

৯৭. হজ্জ ও মাসায়েল, মূলঃ হযরত মাওঃ আলহাজ্জ আল্ ক্বারী সাঈদ আহমদ, ভারত; ৫ম মুদ্রণ ও অনুবাদ মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী, বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী/২০০১ইং, পৃ.১৮৮।

(৭) বিবাহ করা এবং বিবাহের প্রস্তাব দেয়া : ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ করা, বিবাহের প্রস্তাব দেয়া এবং কারো বিবাহে ঘটকালী করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।[৯৮]

(৮) স্বামী-স্ত্রী মিলন ও মিলন ছাড়া যৌনতৃপ্তি মিটানো : আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'হজ্জ-এর জন্য রয়েছে নির্ধারিত কয়েকটি মাস। অতএব, যে ব্যক্তি ওই মাসসমূহে হজ্জ পালন করবে, সে যেন যৌনকর্ম, অশ্লীলতা, অবাধ্যতা ও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত না হয়'।[৯৯] এ আয়াত প্রমাণ করে যে, স্বামী-স্ত্রী মিলন ছাড়াও যৌনতৃপ্তি মিটানো নিষেধ।

ইহ্‌রাম অবস্থায় যদি কারো স্ত্রী মিলন ঘটে, তাহলে (ক) হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে, (খ) হাজ্জী-গণের সাথে হজ্জ-রত অবস্থায় থাকতে হবে, (গ) দম দিতে হবে এবং (ঘ) বেঁচে থাকলে পরের বছর অবশ্যই হজ্জ পালন করতে হবে।[১০০]

(৯) নাকে-মুখে মাস্ক ব্যবহার করা যাবে না।

এসব কাজ নিষিদ্ধ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ইহ্‌রাম ধারণকারীর অন্তরে দীনতা, ক্ষুদ্রতা তথা 'আব্বদিয়াত্-এর অনুভুতি এবং আল্লাহ্ তায়ালা'র বড়ত্ব, মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিচার দিনের কৈফিয়ত তলবের অনুভুতি জাগ্রত করা।

১৩.৫. ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্ব প্রস্তুতি বা করণীয় :

ইহ্‌রাম-এর কাপড় যদি নতুন হয় তাহলে ক্রয়ের পর ধৌত করে ইস্ত্রী করে নিবেন, তাতে কাপড়টা একটু নরম হবে এবং পরিধান করে আরাম পাবেন। হজ্জ যাত্রা/গমনের আগে বা ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে আপনি ক্ষৌরকর্ম অর্থাৎ বগল ও নাভীর নীচের লোম পরিষ্কার করুন, নখ কাটুন(মাথার চুল কাটার দরকার নেই) এবং তারপর গুসল(মোস্তাহাব) করে শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার করুন, কিন্তু ইহ্‌রাম-এর কাপড়ে কোন সুগন্ধি লাগাতে পারবেন না। তারপর নিয়াত ও তাল্‌বিয়াহ্ পড়া ব্যতীরেখে বাড়ী বা ঢাকার হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্প হতে শুধুমাত্র ইহ্‌রাম-এর কাপড় পরিধান করে নিতে পারেন[১০১], তবে **ইহ্‌রাম বাঁধা যাবে না**।

যে তিনটি কাজের মাধ্যমে আপনার ইহ্‌রাম বাঁধা সম্পন্ন হবে তা হলো-(ক) ইহরাম-এর জন্য সেলাইবিহীন দু'টুকরা সাদা কাপড় পরিধান করা, (খ) বিমানযোগে গেলে বিমান কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দেয়ার পর প্রস্তুতি গ্রহণ ও মনে মনে

৯৮. ইব্‌নু মাযাহ্, হা/১৯৬৬।

৯৯. সূরা আল্ বাক্করহ্(২): ১৯৭

১০০. মুস্‌তাদারকি হাকিম, হা/২৩৭৫।

১০১. ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ৪৬৫; প্রশ্নো: আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ১২২৭, পৃ. ৫৭০।

নিয়াত করা(ফার্‌জ) এবং আরবীতে মুখে উচ্চারণ করে(সুন্নাত) **'লাব্বাইকা 'উম্‌রতান্‌'** বলা, এরপর (গ) উচ্চঃস্বরে ৩ বার তালবিয়াহ্‌ পাঠ করা।

আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, সেলাই বিহীন কাপড় পরিধান করা মানেই ইহ্‌রাম বাঁধা নয়!

১৩.৬. ইহ্‌রাম বাঁধার সময় :

বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত হজ্জ-যাত্রীগণ 'উম্‌রাহ্‌ বা হজ্জ পালন করার উদ্দেশ্যে মাক্‌কা'য় যাবেন, তিনাদের মীক্বাত থেকে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে। এজেন্সীর লোকদের কথামত ঢাকার হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্প থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা যাবে না। কারণ হাদীছ-এ ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য কোন দেশের কথা উল্লেখ করা হয় নাই, উল্লেখ করা হয়েছে নির্দ্ধারিত মীক্বাত(দেশের কথা তখন আসবে যখন মীক্বাত-এর স্থানটি ঐ দেশের মধ্যে পড়বে অথবা যে দেশটি মীক্বাত-এর সমান্তরাল রেখা বরাবর পড়বে) থেকে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে[১০২], যখন উহা অতিক্রম করা হয় এবং এটাই সঠিক বিধান। এটার অন্যথা হলে আপনার ইহ্‌রাম বাঁধা হলো না, আর আপনার ইহ্‌রাম বাঁধা সঠিক না হলে 'উম্‌রাহ্‌ আদায়ও হবে না। কারণ ইহ্‌রাম বাঁধা হলো 'উম্‌রাহ্‌ বা হজ্জ-এর জন্য **প্রথম রুকন্‌ বা 'ফার্‌জ'**।

১৩.৭. ইহ্‌রাম বাঁধার নিয়ম(পুরুষ) :

১৩.৭.১. গন্তব্য স্থান যদি জিদ্দা থেকে মাক্‌কা হয় :

ঢাকার হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্প হতে বিমানে ওঠার আগে শুধুমাত্র ইহ্‌রাম-এর কাপড়টা পরে নিবেন। কারণ বিমানের মধ্যে ইহ্‌রাম-এর কাপড় পরিধান করা দৃষ্টিকটু দেখায় এবং কাজটিও কঠিন, তবে নিয়াত ও তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ করা থেকে বিরত থাকুন যা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য বিমানে উঠার পর বিমান কর্তৃপক্ষের ঘোষণার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। কারণ যারা বিমান যোগে হজ্জ-এ যাচ্ছেন বিমান কর্তৃপক্ষ নির্দ্ধারিত মীক্বাত অতিক্রমের ২৫/৩০মিনিট পূর্বেই ইহ্‌রাম বাঁধার প্রস্তুতির জন্য ঘোষণা দিয়ে থাকেন(বিমান যাত্রী বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশবাসীদের বর্তমান মীক্বাত হলো **'ক্বার্‌নাল্‌ মানাঝিল্‌'**, তায়িফ্‌-এর কাছাকাছি)। উল্লেখ্য যে, এ মীক্বাত থেকে জিদ্দা বিমান বন্দরে পৌঁছতে মাত্র ৭/৮ মিনিট সময় লাগে।

বিমান কর্তৃপক্ষের ঘোষণার আগে বা পরে(জিদ্দা বিমান বন্দরে পৌঁছার কমপক্ষে ২৫/৩০মিনিট পূর্বে আপনি প্রস্তুতি গ্রহণ করুন) আপনার উযু না থাকলে আপনি উযু বা তায়াম্মুম করে নিবেন এবং কেহ যদি বিমানে আরোহণের আগে

---

১০২. বুখারী, হা/১৫২৪; মিশকাত, হা/২৫১৬; মিশকাত(বঙ্গানুবাদ), হা/২৪০২, ৫ম খন্ড, পৃ: ১৭৯।

ইহ্‌রাম-এর কাপড় পরিধান না করে থাকেন, তবে তিনি এখন ইহ্‌রাম-এর সেলাই বিহীন একখানা সাদা লুঙ্গি ও একখানা সাদা চাদর পরিধান করবেন[১০৩] বা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ‘উম্‌রাহ্’র ইহ্‌রাম-এর নিয়াত-এ মাথায় টুপি দিয়ে অর্থাৎ মাথা আবৃত করে ২ (দুই) রক্‌‘আত স্বলাত আদায় করতে পারেন(যদি ফার্‌জ স্বলাত-পর ইহ্‌রাম বাঁধা হয়, তাহলে স্বতন্ত্র স্বলাত-এর প্রয়োজন নেই। তাছাড়া ইহ্‌রাম-এর জন্য স্বতন্ত্র কোন স্বলাত বা নামায নেই)।[১০৪] প্রথম রক্‌‘আত-এ সূরা ‘কাফিরুন’ ও ২য় রক্‌‘আত-এ সূরা ‘ইখ্‌লাস’ পাঠ করবেন। নিম্নের হাদীছ-এ স্বলাত আদায়ের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু উক্ত সূরা দ্বয়ের কথা বর্ণিত নেই।[১০৫]

তারপর সালাম ফিরিয়ে ‘উম্‌রাহ্’র নিয়াত-এ(মনে মনে অন্তরে নিয়াত করা ফার্‌জ) এটা পোষণ করুন যে, “ইয়া আল্লাহ্! আমি ‘উম্‌রাহ্ পালনের নিয়াত করছি, উহা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং কবুল করুন” এবং আরবীতে মুখে উচ্চারণ করে(সুন্নাত) বলুন لَبَّيْكَ عُمْرَةً (**“লাব্বাইকা ‘উম্‌রতান্”**- ‘আমি উপস্থিত ‘উম্‌রাহ্’র জন্য’)[১০৬] / اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً(**“আল্ ল-হুম্মা লাব্বাইকা ‘উম্‌রতান্”**- ‘হে আল্লাহ্! আমি উপস্থিত ‘উম্‌রাহ্’র জন্য’)।

অত:পর উচ্চ:স্বরে[১০৭] ৩ বার **‘ইহ্‌লাল্’** বা **‘তাল্‌বিয়াহ্’** পাঠ করুন,

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَاشَرِيْكَ لَكَ۔

উচ্চারণ : “লাব্বাইকা আল্ ল-হুম্মা লাব্বাইক্, লাব্বাইকা লা- শারী-কা লাকা লাব্বাইক্, ইন্নাল্ হম্‌দা ওয়ান্ নি‘অমাতা লাকা ওয়াল্‌মুলক্, লা- শারী-কা লাক্”।

বাংলা অর্থ : ‘আমি উপস্থিত, ইয়া আল্লাহ্! আমি উপস্থিত। আমি উপস্থিত, আপনার কোন শরীক নেই, আমি উপস্থিত। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নি‘মাত আপনার এবং রাজত্বও আপনারই। আপনার কোন শরীক নেই’।[১০৮]

---

১০৩. সহীহ্ বুখারী, হা/১৮৪১-৪৩; মুসলিম, হা/১১৭৮; মুসনাদে আহমাদ, হা/৪৮৯৯।

১০৪. সহীহ্ বুখারী, হা/১৫৫১; মুসলিম, হা/১১৮৪; মিশকাত, হা/২৫৫১।

১০৫. মুসলিম, হা/২৭০৪; ইফা: হা/২৬৮১; ইসে: হা/২৬৮০।

১০৬. মুসলিম, হা/১২১৬, ১২৩২, ১২৫১; সহীহ্ বুখারী, হা/১৫৭০; নাসাঈ, হা/২৭২৯; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ১২২৫, পৃ. ৫৬৯।

১০৭. আবু দাউদ, হা/১৮১৪; মিশকাত, হা/২৫৪৯; তিরমিযী, হা/৮২৯; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/২৯২২-২৪।

১০৮. সহীহ্ বুখারী ৩/৪০৮, হাদীস নং ১৫৪৯; মুসলিম ২/৮৪১, হাদীস নং ১১৮৪; ইব্‌নু

তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ শেষে 'দরুদ' পাঠ এবং যা ইচ্ছা প্রার্থনা করে দু'আ/মুনাজাত করুন এবং তারপর বাংলায় এ বলে শেষ করুন যে, "ইয়া আল্লাহ্! আমি আপনার সন্তোষ্টি ও জান্নাত্-এর প্রত্যাশা করছি এবং আপনার ক্রোধ ও জাহান্নাম হতে পানাহ্ চাইছি"।

১৩.৭.২. ইহ্‌রাম-এর বিধি-নিষেধ :

(১) এখন ইহ্‌রাম বাঁধা সমাপ্ত হওয়ার পর কতিপয় কর্ম নিষিদ্ধ বা হরম(حَرَامٌ) হয়ে গেল, যা আগে হালাল ছিল।

(২) যদি পরিহিত ইহ্‌রাম-এর কাপড় নাপাক বা অন্য কোন কারণ বশত: পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়, তবে সেটা পরিবর্তন করা যাবে বা নিচেরটা নাপাক হয়ে গেলে গায়েরটা পরেও স্বলাত আদায় করা যাবে।

(৩) ইহ্‌রাম অবস্থায় টাখনুর নীচে জুতা পরিধান করা, আংটি ও চশমা ব্যবহার করা, কানে শ্রবণযন্ত্র লাগানো, হাতে ঘড়ি বাঁধা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা টাকা-পয়সা রাখার জন্য বেল্ট ও পেটি ব্যবহার করা যাবে।

(৪) সূর্যের তাপ বা বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য ছাতা ব্যবহার করা যাবে।[১০৯]

(৫) ইহ্‌রাম বাঁধার পর যদি কারো হাড় ভেঙ্গে গেলো অথবা যে ল্যাংড়া হয়ে গেলো, সে ইহ্‌রাম মুক্ত হয়ে গেলো। তাকে পরবর্তী বছর হজ্জ করতে হবে।[১১০]

(৬) (ক) কেহ যদি 'উম্‌রাহ্'র ইহ্‌রাম-এর মধ্যে ইহ্‌রাম-এর নিষিদ্ধ কোন কর্ম সম্পাদন করে ফেলে বা হয়ে যায়, তাহলে হজ্জ-এর ইহ্‌রাম-এর ন্যায়ই **স্বদাক্বত্ ওয়াজিব** হয়।

(খ) ইহ্‌রাম-এর নিষিদ্ধ কোন কাজ যদি ওযরবশতও হয়ে থাকে তাতেও **ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব** হবে।

(৭) (ক) কেহ যদি মাক্‌কা'য় বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজনের বাসায় বেড়াতে বা স্বলাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মাস্‌জিদুল হরম যায়, তাহলে তাকে ইহ্‌রাম পড়তে হবে না।

(খ) কিন্তু মাক্‌কা'য় প্রবেশের পর যদি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে 'উমরাহ্ আদায় করতে চায়, তাহলে তাকে 'হরম' বাউন্ডারীর বাহিরে গিয়ে অর্থাৎ 'হিল্ল' এরিয়া বা মীক্বাত থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে আসতে হবে।

মাযাহ্, হা/২৯১৯, ২৯২০; তিরমিযী, হা/৮১৭, ৮৫৬; সিলসিলাহ্ সহীহাহ্, হা/২১৪৬।

১০৯. সহীহ্ মুসলিম, হা/১২৯৮; মিশকাত, হা/২৬৮৭; আবু দাউদ, হা/১৮৩১।

১১০. আবু দাউদ, হা/১৮৬২; তিরমিযী, হা/৯৪০; নাসাঈ, হা/২৮৬০, ২৮৬১; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/৩০৭৭, ৩০৭৮; মুসনাদে আহ্‌মাদ, হা/১৫৩০৪; বুলুগুল মারাম, হা/৭৮১।

১৩.৭.৩. গন্তব্য স্থান যদি ঢাকা বা জিদ্দা থেকে সরাসরি মাদীনা হয় :

তাহলে ঢাকার হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্পে ইহ্‌রাম-এর কাপড় পরিধান করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ হলো তিনারা যেহেতু হরম এলাকায় প্রবেশ করছেন না। মাদীনা মুনাওয়ারা থেকে মাক্‌কা আসার সময় **'আব্বইয়ার-ই আলী'** নামক জায়গা থেকে 'উম্‌রাহ্'র নিয়াত-এ ইহ্‌রাম বেঁধে মাক্‌কা'য় আসতে হবে।

১৩.৭.৪. ইহ্‌রাম বাঁধার নিয়ম(মহিলা) :

মহিলাদের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার পার্থক্য হল এই যে, মাথা ঢেঁকে রাখা **ওয়াজিব**, হস্তদ্বয়ে দস্তানা বা হাত মোজা পরিধান করা ও কাপড় দ্বারা মুখ আবৃত করা যাবে না[১১১] অর্থাৎ যে কাপড় মুখের সঙ্গে লেগে থাকে, তবে মাথার উপর দিয়ে নেকাব-এর কাপড়টা এমন ভাবে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে মুখ ঢাকতে হবে, যেন সে কাপড়টা মুখের সঙ্গে লেগে না থাকে। ইহ্‌রাম অবস্থায় নারীর চেহারা খুলে রাখা শারী'আত-এর নির্দেশ[১১২], তবে পরপুরুষ যদি আপনার সামনে দিয়ে অতিক্রম করেন অথবা আপনি সামনে দিয়ে অতিক্রম করেন তাহলে এমতাবস্থায় মুখমন্ডল ঢাকা আল্লাহ্'র নির্দেশ[১১৩] (তবে যাদের বয়স ৫৫বছর অতিক্রম করেছে তাদের মুখ না ঢাকলেও অসুবিধা নেই) এবং সেলাইযুক্ত যে কোন রঙ্গীন কাপড় পরিধান করা জায়িয অর্থাৎ যে পোষাক পরে মহিলা ইহ্‌রাম বাঁধবে সেটাই হলো মহিলাদের ইহ্‌রাম-এর পোষাক। জুতা, মোজা ও অলংকার ব্যবহার করাও মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়।

ইহ্‌রাম বাঁধার পুর্বে যদি কোন নারী প্রাকৃতিক কারণে অপবিত্র হয়ে যান বা হয়ে থাকেন তাহলে উযু-গুসল করে স্বলাত ব্যতীত নিয়াত ও তাল্‌বিয়াহ্ পড়ে (উচ্চ:স্বরে নয় নীরবে) ইহ্‌রাম বেঁধে নেবেন(তবে এ সময় কোন টেবলেট খাওয়া যাবে না)।[১১৪] এ সময় কালীন শুধু **'ত্বওয়াফ্'** পালন করা ব্যতীত 'উম্‌রাহ্ ও হজ্জ-এর সমস্ত কাজ নির্ধারিত নিয়মে পালন করবেন।[১১৫] কিন্তু এ সময় মাস্‌জিদুল হর-ম (حَرَامٌ)-এর ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন না, তবে মাস্‌জিদুল হর-ম এর বাহিরের চত্বরে আসতে পারবেন এবং এখানে বসে দু'আ-দরুদ পড়তে পারবেন। পরিষ্কার হওয়ার পর ত্বওয়াফ্ ও সাঈ আদায় করবেন।

---

১১১. সহীহ্ বুখারী, হা/১৮৩৮; আবু দাউদ, হা/১৩০৬, ১৬০০; তিরমিযী, হা/৮৩৩; মুওয়াত্বা মালিক, হা/৭০৯; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ১২৩৬, পৃ.৫৭৩।

১১২. ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ৪৮১।

১১৩. মুওয়াত্বা মালিক, হা/১১৭৬; হাকেম, হা/১৬৬৮; বায়হাকী, হা/৯৩১৬; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ১২৩৫, পৃ. ৫৭২।

১১৪. সহীহ্ মুসলিম, হা/১২১৮।

১১৫. সহীহ্ বুখারী, হা/২৯৪, ৩০৫; মুসলিম ১৫/১৭, হা/১২১১।

মহিলাদের জন্য উচ্চ:স্বরে তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করা নিষিদ্ধ। শুধু নিজে কানে শুনতে পায় এমন শব্দে পাঠ করতে হবে।

১৩.৮. মীক্বাত ও ইহ্‌রাম বিষয়ক ভুল-ত্রুটি :

(১) বর্তমানে এজেন্সীর লোকদের কথামত ঢাকার হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্প থেকে 'উম্‌রাহ্'র নিয়াত-এ ইহ্‌রাম বেঁধে অনেকেই মাক্‌কা'য় যাচ্ছেন, এটা করা যাবে না। কারণ ইহ্‌রাম বাঁধার ব্যাপারে নাবী কারীম রসুলুল্লাহ্(স্বল্‌লাল্ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশনা হলো, আপনার জন্য নির্দ্ধারিত মীক্বাত থেকে আপনাকে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে, মীক্বাত হলো একটি নির্দ্ধারিত স্থান, যে স্থান ইহ্‌রাম বাঁধা ছাড়া অতিক্রম করা যায় না অর্থাৎ মীক্বাত থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা **ওয়াজিব**। অতএব উক্ত স্থান থেকেই আপনাকে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে।[১১৬]

আপনি ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য নিয়াত করার পর যে তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করছেন সেটার অর্থ কি(**"লাব্বাইকা আল্ ল-হুম্মা লাব্বাইক্, ..."** বাংলা অর্থ - 'আমি উপস্থিত, ইয়া আল্লাহ্! আমি উপস্থিত, ...)। তাহলে এর কি অর্থ হলো! আপনি ঢাকার হজ্জ-যাত্রী ক্যাম্প থেকেই আল্লাহ্-কে বলছেন, "আমি উপস্থিত, ইয়া আল্লাহ্! আমি উপস্থিত"। এ উপস্থিতির কথা আপনাকে বলতে হবে মীক্বাত-এ উপস্থিত হয়ে (দেখুন অনু: ২০, পৃষ্ঠা-৯৮, 'হরম ও মীক্বাত এর পার্থক্য')।

(২) আবার অনেক হজ্জ-যাত্রী ইহ্‌রাম না বেঁধেই স্বীয় মীক্বাত অতিক্রম করে মীক্বাত-এর ভিতর অবস্থিত কোন শহর যেমন জিদ্দা বা অন্য কোন স্থানে পৌঁছে সেখান থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে থাকেন। এটা রসুল(স্বল্‌লাল্ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশনার বিপরীত। কেননা তিনি বলেছেন, **'প্রত্যেক হজ্জ-যাত্রী ঐ মীক্বাত-এ ইহ্‌রাম বাঁধবে যে মীক্বাত দিয়ে সে আগমন করবে'**।

(৩) অতএব কোন হজ্জ-যাত্রী যদি মীক্বাত অতিক্রম করে চলে যান, তবে তার উপর **'ওয়াজিব'** হল মীক্বাত-এ ফিরে আসা এবং সেখান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা, যদি তা সম্ভব হয়। নতুবা মাক্‌কা'য় পৌঁছে তাকে পশু কুর্‌বানী করে **'ফিদিয়া বা দম'** দিতে হবে এবং এর সম্পূর্ণ গোশতই মাক্‌কা'র গরীব মিস্‌কিন-দেরকে খাওয়াতে হবে। এ নির্দেশনা আকাশপথ, স্থলপথ ও সমুদ্রপথের সকল যাত্রীর প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য।

(৪) তবে যে বিমানে সাউদী আরব যাওয়ার পথে অন্য দেশে ট্রানজিট বা যাত্রা বিরতী আছে, তাহলে উক্ত দেশ থেকে জিদ্দা এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে যে মীক্বাত পড়বে সে মীক্বাত থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে।

---

১১৬. সহীহ্ বুখারী, হা/১৫২৪,১৫৫১।

(৫) আবার কেহ যদি ইহ্‌রাম-এর কাপড় পরিধান করেছেন, কিন্তু ভূলে নিয়াত করেন নাই জিদ্দা এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছেন, তাহলে কি করবেন? জিদ্দায় নিয়াত ও তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ করে ইহ্‌রাম বেঁধে নিবেন, তবে মাক্‌কা'য় গিয়ে **'দম'** দিতে হবে।

(৬) যদি কোন হজ্জ-যাত্রী প্রচলিত ৫(পাঁচ) মীক্কাত-এর কোন একটি দিয়েও প্রবেশ না করেন, তবে তিনি প্রথমে যে মীক্কাত-এর সমান্তরাল দিয়ে অতিক্রম করবেন, সেখান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবেন।

(৭) ইহ্‌রাম-এর নিয়াত করার পূর্বে যে ২(দুই) রক্‌'আত নাফল স্বলাত আদায় করা হয়, সেটা মাথা আবৃত করে আদায় করতে হবে(যেহেতু আপনি নিয়াত করার পূর্বেই স্বলাত আদায় করছেন) এবং ইহ্‌রাম-এর নিয়াত করার পর মাথা আবৃত করে স্বলাত আদায় করা নিষিদ্ধ। এ ২(দুই) রক্‌'আত স্বলাত-কে অবশ্যই নিয়ম মনে করা, কারণ ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য স্বতন্ত্র কোন স্বলাত নেই।

(৮) ইহ্‌রাম বাঁধার পর গুসল করা যাবে।[১১৭] প্রয়োজনে ইহ্‌রাম-এর কাপড় খুলে রেখে গামছা পরে গুসল করা যাবে। তবে সমস্ত শরীর জোরে জোরে ঘষে গুসল করা, মাথা-হাত-পা এবং শরীরের যে কোন স্থান চুলকানো যাবে না, তবে হালকাভাবে চুলকানো যেতে পারে যাতে কোন লোম উঠে না যায়। মাথা আঁচড়ানো উচিত নয়, কারণ মাথা আঁচড়াতে গেলে চুল পড়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

(৯) রঙ্গীন কাপড় দিয়ে পুরুষরা ইহ্‌রাম বাঁধতে পারবেন না[১১৮] ইহ্‌রাম এর কাপড় সাদা হতে হবে।

(১০) ইহ্‌রাম-এর কাপড় পরিধানের সময় নীচে আন্ডারওয়ার পরা এবং নাকে-মুখে মাস্ক ব্যবহার করা যাবে না।

১৩.৯. তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠের ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি :

(১) তাল্‌বিয়াহ্‌ প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে উচ্চ:স্বরে পুরুষরা(আর মহিলারা নীরবে) পাঠ করবে।[১১৯] দলবদ্ধভাবে একই স্বরে তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ করার কোন বিধান নেই, কারণ তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ একান্ত নিজস্ব(যেহেতু আপনি আল্লাহ্‌-কে বলছেন, হে আল্লাহ্‌! আমি উপস্থিত) কারো মাধ্যম দিয়ে বলালে সেটা হবে না এবং সাহাবীগণ কেহই এভাবে তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ করেন নাই।

---

১১৭. সহীহ্‌ বুখারী, হা/১৫৫৩।

১১৮. বুখারী(বঙ্গানুবাদ), হা/১৭৮৯।

১১৯. সহীহ্‌ বুখারী, হা/১৫৪৮; নাসাঈ, হা/২৭৫৩; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ১২৪০, পৃ.৫৭৪।

(২) মাসজিদুল হর-ম এর ভিতরে উচ্চঃস্বরে তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ করা যাবে না, তবে নিম্নঃস্বরে পাঠ করা যাবে।

(৩) অনেকে অশুদ্ধভাবে তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ করে থাকেন। তাল্‌বিয়াহ্‌ মুখস্থ করতে হবে এবং তা অবশ্যই বিশুদ্ধভাবে নিজে পাঠ করতে হবে।

(৪) তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠের মাঝখানে কোন কথা বলা যাবে না।

(৫) তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া মাক্‌রুহ্‌।

(৬) ‘উম্‌রাহ্‌’র ত্বওয়াফ্‌ শুরুর পূর্বেই তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ বন্ধ করুন।

(৭) হজ্জ-এর সময় ১০ই যুল্‌হিজ্জাহ্‌ জাম্‌রাহ্‌ আক্বাবাহ্‌’য়(তৃতীয় জাম্‌রাহ্‌) কংকর নিক্ষেপ শুরুর পূর্বে তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ বন্ধ করুন।

১৪. হজ্জ (حَجٌّ)

হজ্জ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ‘ইচ্ছা পোষণ বা সংকল্প’ করা। ইসলাম ধর্মের পাঁচটি (কালিমা/ঈমান, স্বলাত, সিয়াম, যাকাত ও হজ্জ)[১২০] স্তম্ভের অন্যতম রুকন বা স্তম্ভ হলো হজ্জ। আল্লাহ্ তায়ালা ৯ম হিজরীতে মুসলিম-দের জন্য হজ্জ-কে ‘ফার্‌জ’ করে দেন, এর পূর্বেও হজ্জ আদায় ছিল কিন্তু সেটা ‘ফার্‌জ’ ছিল না। পারিভাষিক অর্থ- আল্লাহ্’কে সন্তুষ্ট করার আশায় বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দ্ধারিত স্থানে “আর্থিক ও শারীরিক শ্রম এ দু’য়ের সমন্বয়ে যে বিশেষ ‘ইবাদাত্, তারই নাম হলো **হজ্জ**”।

১৪.১. হজ্জ-এর উদ্দেশ্য :

হজ্জ-এর উদ্দেশ্য হলো, সালিহীন ও আশিকীন-দের এক বিরাট জামা’আত নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হবে এবং সেই পূণ্যবানদের কথা স্মরণ করবে যাদের আল্লাহ্ বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেছেন। আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, হযরত ইব্‌রাহীম(আ:) ও হযরত ইস্‌মাইল(আ:)-এর উত্তোরাধীকার সম্পদের যথাযথ হিফাজাত।

১৪.২. হজ্জ-এর ফাজিলাত :

আবু হুরইরাহ্(র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ্(সা:)-কে বলতে শুনেছি, তিনি(সা:) বলেছেন, “আল্লাহ্’র প্রতিনিধি বা মেহ্মান হলো তিন ব্যক্তি। (১) গাযী (ইসলাম-এর জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী), (২) হজ্জ ও (৩) ‘উম্‌রাহ্ পালনকারী”।[১২১] হজ্জ-এর ফাজিলাত সর্ম্পকে অসংখ্য হাদীছ রয়েছে। কোন বিষয়ের ফাজিলাত ও উপকারিতা সম্পর্কে অবগতি অর্জিত না হলে সে কাজ সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয় না এবং সে কাজ সম্পাদন করা অত্যান্ত কঠিন বলে মনে হয়। কিন্তু যখন উহার উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়, তখন সেটার গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং কঠিন কাজকে সহজ বলে মনে হয়।

হযরত আবু হুরইরাহ্(র.) হতে বর্ণিত অন্য এক হাদীছ-এ আছে যে, “মাব্‌রুর হজ্জ-এর প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন অন্য কিছু নয়”।[১২২]

১৪.৩. হজ্জ-এর কল্যাণ ও তাৎপর্য্য :

ইসলামী দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ হজ্জ-এর কল্যাণ ও তাৎপর্য্য বা হিক্‌মাত সম্পর্কে অনেক বইতে প্রচুর আলোচনা করেছেন। বস্তুত: হজ্জ-এর মধ্যে

---

১২০. সহীহ্ বুখারী, হা/৮, ৪৫১৪; মুসলিম-১/৫, হা/১৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/৬০২২, ৬৩০৯; আধু: প্রকা: হা/৭; ইফা: হা/৭।

১২১. নাসাঈ, হা/২৬২৫; বায়হাক্বী, হা/১০৩৮৭; মিশকাত, হা/২৫৩৭; ইবনু খুযাইমাহ্, হা/২৫১১; শু‘আবুল ঈমান, হা/৩৮০৮; আল্ জামি‘, হা/৭১১২

১২২. সহীহ্ বুখারী, হা/১৫১৯, ১৫২০; সহীহ্ মুসলিম, হা/৩৩৫৫, নাসাঈ, হা/২৬২২-২৩।

মৌলিকভাবে দু'টি বিষয়ই অধিক তাৎপর্যপূর্ণ অর্থাৎ হজ্জ-এর প্রতিটি 'আমাল-এর মধ্যে এ দু'টি দৃশ্যের প্রকাশ সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। যথা -

(১) হজ্জ আখিরাত্-এর এক বিশেষ নিদর্শন ও

(২) আল্লাহ্'র প্রতি ইশ্‌ক্ব ও মাহাব্বত প্রকাশের এক অনুপম বিধান।

এ কথাটি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, শারী'আত্-এর আহ্‌কাম কল্যাণের উপরই নির্ভরশীল নয়। কল্যাণ থাক আর না থাক তবুও আল্লাহ্ তায়ালা'র আদেশের সম্মুখে আত্মসমর্পণে মস্তক অবনত করা আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য ও ফার্‌জ। আবার আল্ ক্বুর্‌আন বলছে যে,

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ٥

উচ্চারণ : "লা- ইউস্ আলু 'আম্মা- ইয়াফ্'আলু ওয়াহুম্ ইউস্ আলু--ন্"।

বাংলা অর্থ : 'আল্লাহ্ তায়ালা-কে তাঁর কোন কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা যায় না। বরং তাদেরই(মানুষকে নিজ নিজ ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে) প্রশ্ন করা হবে'।[১২৩]

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্ তায়ালা হচ্ছেন মহাপ্রজ্ঞাময়। আর "প্রজ্ঞাময়ের কোন কাজই প্রজ্ঞাবিহীন নয়"।[১২৪]

সুতরাং হজ্জ হচ্ছে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র সংশোধনের সর্ব্বোত্তম উপায়।

১৪.৪. হজ্জ ফার্‌জ হওয়া :

যদি কোন ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ পরিমাণ সম্পদ রয়েছে যদ্বারা সে মধ্যম মানের যানবাহন ও পানাহার ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহ করত: মাক্কা মুকার্‌রমা গিয়ে হজ্জ সম্পাদন করে বাড়ীতে ফিরে আসতে পারে এবং ছেলে-মেয়েদের ভরণ-পোষণের খরচও (আগের আমলে সমুদ্র পথে ৬/৭ মাস সময় লাগতো বিধায় সে সময়ে এটার গুরুত্ব বেশী ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিমানে ভ্রমণের কারণে মাত্র ২০/৩০/৪০দিন সময় লাগে) দিতে পারে তার উপরে হজ্জ **ফার্‌জ**। যারা হজ্জ করার সামর্থ্য রাখে তাদের জন্য জীবনে একবার হজ্জ আদায় করা 'ফার্‌জ'।[১২৫]

উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তির হজ্জ ফার্‌জ হওয়ার পর যদি 'ফার্‌জ হজ্জ' আদায় করতে না গিয়ে প্রথমে 'উম্‌রাহ্ করতে যান, তবে তার 'উম্‌রাহ্ আদায় হবে না।

---

১২৩. সূরা আল্ আম্বিয়া(২১): ২৩

১২৪. সূরা আল্ বাক্বারহ্(২): ৩২, ১২৯, ২০৯, ২২০; সূরা আল্ ইম্‌রান(৩): ৬২; সূরা তাওবাহ্ (৯): ৪০ সহ আরো অনেক সূরায় বিভিন্ন আয়াত-এ উল্লেখ রয়েছে।

১২৫. আবু দাউদ, হা/১৭২১; নাসাঈ, হা/২৬২০; দারিমী, হা/১৭৮৮; আহমাদ, হা/২৩০৪, ২৬৩৭, ৩৪১০, ৩৫০০; ইবনু মাযাহ্, হা/২৮৮৬; ইর্‌ওয়া, হা/১৪৯ ,১৫০।

আগে 'ফার্‌জ হজ্জ' আদায় করতে হবে এবং পরবর্তীতে 'উম্‌রাহ্‌ আদায় করা যাবে।

আবার আল্লাহ্‌ বলেন, "যে ব্যক্তির হজ্জ 'ফার্‌জ' হওয়ার পর আদায় করতে অস্বীকার করে(অর্থাৎ হজ্জ করাকে নেককাজ হিসাবে নিল না আর হজ্জ ত্যাগ করাকে গুনাহের কাজ মনে করল না), সে কাফির"।[১২৬]

১৪.৫. হজ্জ-'উম্‌রাহ্‌ সম্পর্কে আল্লাহ্‌'র বিধান :

প্রতি বছর বাইতুল্লাহ্‌(بَيْتُ اللهِ)'র হজ্জ করা মুসলিম উম্মার জন্য 'ফার্‌জি কিফায়া' অর্থাৎ কোন বছর যদি কেহই হজ্জ না করে, তাহলে মুসলিম উম্মা গুনাহ্‌গার হবে। হজ্জ আদায়ের ব্যাপারে আল্‌ ক্কুর্‌আন-এর বিভিন্ন আয়াত-এ আল্লাহ্‌'র নির্দেশনা রয়েছে। যেমন-

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ -

(১) উচ্চারণ : "ওয়া আতিম্মুল্‌ হজ্জা ওয়াল্‌ 'উম্‌রতা লিল্‌ লা-হ্‌"।

বাংলা অর্থ : 'তোমরা আল্লাহ্‌-কে সন্তোষ্ট করার জন্য হজ্জ-'উম্‌রাহ্‌ পরিপূর্ণভাবে পালন করো'।[১২৭]

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ط وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ -

(২) উচ্চারণ : "ওয়া লিল্‌ লা-হি 'আলান্‌না-সি হিজ্জুল্‌ বাইতি মানিস্‌ তাত্ব- 'আলাইহি সাবি-লা-, ওয়া মাং কাফার ফা ইন্নাল্‌ ল-হা গানি-উন্‌ 'আনিল্‌ 'আ- লামী--ন্‌"।

বাংলা অর্থ : 'মানুষের উপর আল্লাহ্‌'র এ অধিকার রয়েছে যে, যারা তাঁর ঘর (বাইতুল্লাহ্‌) পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন উহার হজ্জ সমাপন করে। হজ্জ আদায় করার সামর্থ্য থাকা সত্বেও যারা এ নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করবে(তাদের যেনে রাখা উচিত যে) নিশ্চিতই আল্লাহ্‌ সমগ্র সৃষ্ট জগতের কারো মুখাপেক্ষী নহেন'।[১২৮]

---

১২৬. সূরা আলি ইম্‌রান(৩): ৯৭; সূরা আত্‌ তাগাবুন(৬৪): ৬

১২৭. সূরা আল্‌ বাক্করহ্‌(২): ১৯৬

১২৮. সূরা আলি ইম্‌রান(৩): ৯৭; আবু দাউদ, হা/১৭২১; ইব্‌নু মাযাহ্‌, হা/২৮৮৬; প্রশ্নোত্তরে

১৪.৬. হজ্জ ও ‘উম্‌রাহ্‌’র শর্তসমূহ্‌ :

(১) **মুসলিম হওয়া :** হজ্জ ও ‘উম্‌রাহ্‌ পালনের প্রথম শর্তই হলো মুসলিম হওয়া অর্থাৎ কোন অমুসলিম বা কাফির হজ্জ ও ‘উম্‌রাহ্‌ পালন করতে পারবে না।[১২৯]

(২) **বোধশক্তি সম্পন্ন হওয়া:** পাগল বা বোধশক্তি সম্পন্নহীন ব্যক্তি হজ্জ-‘উম্‌রাহ্‌ পালন করতে পারবে না।[১৩০]

(৩) **স্বাধীন হওয়া :** কৃতদাস হজ্জ-‘উম্‌রাহ্‌ করলে তা বিশুদ্ধ হবে, কিন্তু নিজের ফার্‌জ আদায় হবে না অর্থাৎ কৃতদাস স্বাধীন হওয়ার পর সামর্থ্যবান হলে তাকে পুণঃরায় হজ্জ-‘উম্‌রাহ্‌ আদায় করতে হবে। অনুরুপভাবে যে শিশুকে পরিবারের লোকেরা হজ্জ করালো, বালেগ হওয়ার পর পুণঃরায় তার উপর প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের মতো হজ্জ ফার্‌জ হবে।[১৩১]

(৪) **প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া :** কোন অপ্রাপ্ত বয়স্কের উপর হজ্জ ও ‘উম্‌রাহ্‌ ফার্‌জ নয়। শিশু বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চা নিয়ে হজ্জ ও ‘উম্‌রাহ্‌ করা যাবে এবং তার ছাওয়াব পিতা-মাতা পাবে।[১৩২]

(৫) **শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম হওয়া :** শারীরিক ও আর্থিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির উপর হজ্জ ও ‘উম্‌রাহ্‌ ফার্‌জ নয়। ইব্‌নু আব্বাস(র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, বিদায় হজ্জ-এর বছর খাছ্‌‘আম গোত্রের এক মহিলা রসুল(সা:)-এর কাছে এসে বললেন, “হে আল্লাহ্‌’র রসুল(সা:)! নিশ্চয় হজ্জ আল্লাহ্‌’র বান্দাদের উপর ফার্‌জ। তবে আমার পিতার উপর হজ্জ এমন সময় ফার্‌জ হয়েছে, যখন তিনি বয়স্ক হওয়ার কারণে বাহনে বসে স্থির থাকতে পারেন না। অতএব, আমি যদি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করি, তাহলে কি কাযা আদায় হবে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ”।[১৩৩]

(৬) **মহিলা হজ্জ পালনকারীর জন্য মাহ্‌রাম সঙ্গী হওয়া :** মাহ্‌রাম-এর বর্ণনা দেখুন(অনু: ৭, পৃ. ৪১-৪২)।

(৭) **হজ্জ-এর সময় হওয়া :** হজ্জ-এর মৌসুম হওয়া শর্ত। আল্লাহ্‌ বলেন, **‘হজ্জ-এর জন্য রয়েছে কয়েকটি নির্দিষ্ট মাস’**।[১৩৪] এ নির্দ্ধারিত মাসগুলো হলো

আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ১২১২, পৃ.৫৬৬।

১২৯. বুখারী, হা/১৬২২; মুসলিম, হা/১৩৪৭; মিশকাত, হা/২৫৭৩।

১৩০. আবু দাউদ, হা/৪৪০৩।

১৩১. তিরমিযী, হা/৯২৪; ইব্‌নু মাযাহ্‌, হা/২৯১০; মুছান্নাফ ইবনু আলী শায়বা, হা/১৪৮৭৫, ১৫১০৫; বায়হাক্বী, হা/৯৯৫১; তাফসীরুল উশ্‌রিল আখীর, সৌদি আরব, পৃ: ১৩৮।

১৩২. সহীহ্‌ মুসলিম, হা/১৩৩৬; নাসাঈ, হা/২৬৪৫-২৬৪৮; তিরমিযী, হা/৯২৪, ৯২৫; ইব্‌নু মাযাহ্‌, হা/২৯১০; মিশকাত, হা/২৫১০।

১৩৩. বুখারী, হা/১৮৫৪; মিশকাত, হা/২৫২৮; তিরমিযী, হা/৯২৮, ৯৩০; ইব্‌নু মাযাহ্‌, হা/২৯০৬।

১৩৪. সূরা আল্‌ বাক্বারহ্‌(২): ১৯৭

অর্থাৎ শাওয়াল, যিল্‌ক্বদাহ্ ও যিল্‌হিজ্জাহ্ মাসের প্রথম ১০ দিন(এটা 'উম্‌রাহ্'র শর্ত নয়)।

১৪.৭. হজ্জ ও 'উম্‌রাহ্ সম্পর্কীত বিধি-নিষেধ :

(১) যদি কারো নিকট এতটুকু পাথেয় খরচ থাকে যার দ্বারা মাক্‌কা মুকার্‌রমা যাতায়াতের ব্যয় নির্বাহ হতে পারে, কিন্তু মাদীনা মুনাওয়ারা গমনের মত অর্থ-কড়ি না থাকে, তবে তার উপরও হজ্জ ফার্‌জ।

(২) যদি কোন ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা ও পরিবারের খোর-পোষ বাদ দেয়ার পর মাক্‌কা মুকার্‌রমা যাতায়াতের জন্য নগদ টাকা না থাকে, কিন্তু অনেক মালপত্র, ঘরবাড়ী, জমি-জায়গা ও ব্যবসায়ী পণ্য থাকলে তা বিক্রি করলে প্রয়োজনীয় টাকা হয়, তবে তার প্রতি হজ্জ ফার্‌জ হবে।

(৩) যে বছর হজ্জ ফার্‌জ হয়েছে সে বছরই হজ্জ-এ যেতে হবে। কিন্তু পথিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর জিম্মায় আর হজ্জ রইলো না এবং তাঁর জন্য বদলী হজ্জও করাতে হবে না।

(৪) কেহ যদি হরম উপার্জন দ্বারা হজ্জ-'উম্‌রাহ্ আদায় করে, তাহলে তা বিশুদ্ধ হবে না।[১৩৫]

(৫) ফাকীর, মিস্‌কীন প্রভৃতি অসামর্থ ব্যক্তি যদি ঋণ করে হজ্জ-'উম্‌রাহ্ আদায় করে, তবে তা বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু এরুপ করা উচিৎ নয়।

(৬) বর্তমানে অনেকেই ১০জন বা আরো অধিক সংখ্যক হজ্জ-যাত্রী সংগ্রহ করে দিয়ে এজেন্সীর মাধ্যমে বিনা খরচে হজ্জ-'উম্‌রাহ্ আদায় করছেন। এটা হজ্জ-যাত্রী সংগ্রহ করার মাধ্যমে এক ধরণের কমিশন গ্রহণ করা হয় যা জায়িয নয়। তাই হজ্জ-এর ফার্‌যিয়াত আদায়ের জন্য হজ্জ-যাত্রী সংগ্রহের শর্তে হজ্জ করা জায়িয নয়।[১৩৬]

১৪.৮. হজ্জ-'উম্‌রাহ্ 'মানত' করলে :

কেহ যদি হজ্জ-'উম্‌রাহ্ করার 'মানত' করে তাহলে সেটা পালন করা অপিরহার্য। আল্ ক্বুর্‌আন-এ আল্লাহ্ বলেন,

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔

উচ্চারণ : "ইউ-ফু-না বিন্নায্‌রি ওয়া ইয়া খ-ফু-না ইয়াও মান্ কা-না শার্‌রুহু- মুস্‌তাত্বী-র-"।

---

১৩৫. ক্রমিক নং (১-৪) আল্লাহুম্মা লাব্বাইক হজ্জ ওম্‌রাহ যিয়ারত, পৃঃ ৪৮-৫০।

১৩৬. প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ১২১২, পৃ; ৫৬৬।

বাংলা অর্থ : 'যারা মানত পূর্ণ করে এবং সেই দিনকে ভয় করে, যেদিনের ধ্বংসলীলা হবে সুদূরপ্রসারী'।[১৩৭]

১৪.৯. 'মাব্‌রুর' হজ্জ-এর শর্ত সমূহ :

'মাব্‌রুর' হজ্জ অর্থ মাকবুল হজ্জ অর্থাৎ মাব্‌রুর হজ্জ-এর ব্যাপারে বেশ কিছু শর্ত রয়েছে, যা অবশ্য অবশ্যই পালন করতে হবে। যেমন -

(১) পরিপূর্ণ ইখ্‌লাস(আল্লাহ্'র প্রতি একনিষ্ঠতা) বা আক্বিদাহ্(বিশ্বাস) বিশুদ্ধ হতে হবে(which is absolutely for Allah) .

(২) হজ্জ আদায় করতে হবে নাবী(স্বল্লাল্ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশিত সুন্নাহ্ অনুযায়ী।

(৩) হজ্জ-এর অর্থ সম্পদ হতে হবে বৈধ পথের অর্থাৎ পরিপূর্ণ হালাল রোজগার থেকে।

(৪) মুখে তালা অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় কথা-বার্তা না বলা বা বেশী বেশী কথা না বলা।

(৫) চোখের দৃষ্টি অবদমিত রাখা অর্থাৎ চোখের যেনা থেকে বেঁচে থাকা।

(৬) হজ্জ-এ গিয়ে কারো সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ বা কোন তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত না হওয়া।

(৭) সবার সঙ্গে সদয় আচরণ করা অর্থাৎ সুন্দরভাবে হাসিমুখে কথা বলা বা কথা বলার সময় বিনয় ও নম্রতা বজায় রাখা।

(৮) যে কোন বিপদ-আপদ বা কোন সমস্যা দেখা দিলে তাতে ধৈর্য ধারণ করা।

(৯) হজ্জ-এ গিয়ে যতটা সম্ভব দান খয়রাত করা।

(১০) কেউ কষ্ট দিলেও স্বব্‌র করা।

(১১) যে কোন গুনাহ্ ও রিয়া থেকে(মানুষ হাজী বলে ডাকবে বা হজ্জ-এর পর নিজ নামের আগে আল্‌হজ্জ লিখা, সমাজে প্রতিপত্তি ও নিজকে সম্মানিত ভাবা ইত্যাদি, মোবাইলে ছবি তোলা বা ভিডিও করা এবং তা নেটে প্রকাশ করা, এ সমস্ত কর্ম-কান্ডও রিয়া'র অন্তর্ভুক্ত) নিজকে মুক্ত রাখা।

(১২) হজ্জ-এর আগে বা পরে নিজকে সর্বদা নেক 'আমাল-এ রত রাখা।

(১৩) হজ্জ-এর আগে বা পরে ভালো লোকজনের সঙ্গে মিশা এবং খারাপ লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করা।

(১৪) হজ্জ-এর আগে বা পরে আত্মপ্রচারণা হতে মুক্ত থাকা।

(১৫) হজ্জ-এর আগে বা পরে সিনেমা-নাটক-সিরিয়াল দেখা ও গান-বাজনা ইত্যাদি শুনা থেকে বিরত থাকা।

(১৬) হজ্জ-এর আগে বা পরে কাউকে গালি না দেয়া।

---

১৩৭. সূরা আদ্দ্ দাহ্‌র(৭৬): ৭ ; বুখারী, হা/৬৭০০; আধুঃ প্রকাঃ হা/৬২৩৩; ইফা; হা/৬২৪৩।

(১৭) হজ্জ-এর আগে বা পরে কারো গীবত বা পরনিন্দা না করা।

(১৮) সর্ব্বাস্থায় হালাল-হরম মেনে চলা।

(১৯) হজ্জ-এর পর যে কোন প্রকারের শিরক্ ও বিদ্'আত কর্মকান্ড হতে বেঁচে থাকা।

(২০) হজ্জ-এর পর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও আখিরাত্-এর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এমন মন-মানসিকতা সৃষ্টি করা এবং আপনি যদি উপরের বর্ণিত শর্তগুলি মেনে চলতে পারেন বা চলবার জন্য আল্লাহ্'র সাহায্য কামনা করেন আল্লাহ্ তায়ালা আপনার হজ্জ-কে **'মাব্‌রুর'** হজ্জ হিসাবে কবুল করে নিবেন ইন্ শা-- আল্লাহ্।

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ পালন করবে এবং হজ্জ সমাপনকালে স্ত্রী সহবাস কিংবা যৌন-স্পর্শ রয়েছে এমন কাজ ও কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকল, সে তার মাতৃ-গর্ভ হতে ভূমিষ্ট হওয়ার দিনের মতো পবিত্র হয়ে ফিরে এলো"।[১৩৮]

১৪.১০. হজ্জ-এর মাস :

শাওয়াল্, যুল্‌ক্বাদাহ্ ও যুল্‌হিজ্জাহ্ এ ৩(তিন) টি মাস হলো হজ্জ-এর মাস। এর বাইরে হজ্জ আদায় করা জায়িয নয়।

আল্ ক্বুর্‌আন-এ আল্লাহ্ বলেন,

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ج

উচ্চারণ : "আল্ হজ্জু আশ্‌হুরুম্ মা'লু- মা-ত্"।

বাংলা অর্থ : 'হজ্জ-এর মাস সমূহ সুবিদিত'।[১৩৯]

তাফ্‌সীর-এ মায্‌হারী-তে আছে, হজ্জ-এর মাস শাওয়াল্ হতে আরম্ভ হওয়ার অর্থ হচ্ছে এর পূর্বে ইহ্‌রাম বাঁধা জায়িয নয়।

১৪.১১. হজ্জ-এর সময় :

হজ্জ-এর প্রকৃত সময় হলো যুল্‌হিজ্জাহ্ মাসের ৮(দিবাগত রাত্র) তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত(মোট ৫ দিন)।

১৪.১২. হজ্জ-এর প্রকার :

হজ্জ ৩(তিন) প্রকার। যথা :-

---

১৩৮. সহীহ বুখারী, হা/১৫২১, ১৪২৬; সহীহ্ মুসলিম, হা/৯৮৩; নাসাঈ, হা/২৬২৯; ত্ববারানী, হা/১৩৩৯০।

১৩৯. সূরা আল্ বাক্বরহ্(২): ১৯৭

(১) **হজ্জ-ই তামাত্তু'**

(২) **হজ্জ-ই ক্বিরান** এবং

(৩) **হজ্জ-ই ইফ্‌রাদ।**

১৪.১২.১. হজ্জ-ই তামাত্তু'(تَمَتُّعٌ) :[১৪০]

হজ্জ-ই তামাত্তু' পালনকারীর প্রকার : তামাত্তু' পালনকারী ২(দুই) প্রকার। যথা- (১) যারা তামাত্তু'-এর হাদ্'ঈ(কুর্‌বানীর পশু) সঙ্গে করে নিয়ে আসে। (২) যারা কুরবানীর পশু সঙ্গে করে নিয়ে আসেন না(যেমন বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের হজ্জযাত্রীগণ নিয়ে যান না)।

প্রথমে 'উম্‌রাহ্'র নিয়াত-এ ইহ্‌রাম বেঁধে 'উম্‌রাহ্ সম্পন্ন করে হালাল হওয়া এবং পরে হজ্জ-এর সময় নতুন করে হজ্জ-এর নিয়াত-এ ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জ সম্পন্ন করাকে **হজ্জ-ই তামাত্তু'** বলে।

হজ্জ-ই তামাত্তু'(তামাত্তু' শব্দের আভিধানিক অর্থ উপকারিতা অর্জন করা) ৩ (তিন) ভাবে আদায় করা যায়। যথা -

(ক) মীক্বাত থেকে 'উম্‌রাহ্'র নিয়াত-এ ইহ্‌রাম বেঁধে মাক্‌কা'য় গিয়ে ত্বওয়াফ্ ও সা'ঈ সম্পাদন করে মাথার চুল হলাক্ব বা ক্বস্বর করে হালাল হয়ে যাওয়া এবং হজ্জ পর্যন্ত মাক্‌কা'তেই অবস্থান করা। তারপর ৮ই যুল্‌হিজ্জাহ্ বা ইহার পূর্বে হজ্জ-এর জন্য মাক্‌কা থেকে পুণ:রায় হজ্জ-এর নিয়াত-এ ইহ্‌রাম বেঁধে পবিত্র হজ্জ পালন করা।

(খ) মীক্বাত থেকে 'উম্‌রাহ্'র নিয়াত-এ ইহ্‌রাম বেঁধে মাক্‌কা'য় গিয়ে ত্বওয়াফ্ ও সা'ঈ সম্পাদন করে মাথার চুল হলাক্ব বা ক্বস্বর করে হালাল হয়ে যাওয়া।

হজ্জ-এর পূর্বেই মাদীনা মুনাওয়ারা সাফার্ সেরে নেয়া ও মাদীনা থেকে মাক্‌কা'য় আসার পথে **"আব্বইয়ার-ই আলী"**(মীক্বাত স্থান) নামক জায়গা থেকে 'উম্‌রাহ্'র নিয়াত-এ ইহ্‌রাম বেঁধে মাক্‌কা'য় আসা(মাক্‌কা থেকে মাদীনা যাওয়ার সময় ইহ্‌রাম-এর কাপড় নিতে ভুল করবেন না) ও দ্বিতীয়বার 'উম্‌রাহ্ আদায় করে হালাল হয়ে যাওয়া এবং ৮ই যুল্‌হিজ্জাহ্ বা তার পূর্বে হজ্জ-এর জন্য নতুনভাবে পুণ:রায় ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জ আদায় করা।

(গ) ইহ্‌রাম না বেঁধে ঢাকা বা জিদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি মাদীনা গমন করা। মাদীনা মুনাওয়ারা সাফার্ শেষ করে মাক্‌কা'য় আসার পথে **"আব্বইয়ার-ই**

---

১৪০. সূরা আল্ বাক্বরহ্(২): ১৯৬; মুসলিম(বঙ্গানুবাদ), হা/২৪৭১; নাসাঈ, হা/ ২৮০৭।

আলী"(মীক্বাত স্থান) নামক জায়গা থেকে 'উম্‌রাহ্'র নিয়াত-এ ইহ্‌রাম বেঁধে মাক্‌কা'য় আসা ও 'উম্‌রাহ্ আদায় করে হালাল হয়ে যাওয়া এবং ৮ই যুল্‌হিজ্জাহ্ বা তার পূর্বে হজ্জ-এর জন্য নতুনভাবে ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জ আদায় করা।

'আম্‌র ইব্‌নু দীনার(রহিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইব্‌নু আব্বাস(র.) বলেছেন, রসুলুল্লাহ্(সাঃ) বলেছেন, "তোমরা হজ্জ ও 'উম্‌রাহ্ পরস্পর পালন (হজ্জ সমাপনের পর 'উম্‌রাহ্ এবং 'উম্‌রাহ্ সমাপনের পর হজ্জ) করবে, কেননা তা(এ দু'টি) অভাব অনটন ও পাপকে দূর করে দেয় যেমন(কামারের) হাপর লোহার মরিচা দূর করে থাকে"।[১৪১]

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ থেকে যারা হজ্জ আদায় করতে যান তাদের অধিকাংশই হজ্জ-ই তামাত্তু' পালন করেন, কারণ যেহেতু তারা কুর্‌বানীর পশু সাথে নেন না বা নেয়ার কোন সুযোগও নেই এবং এ বইতে **তামাত্তু' হজ্জ** আদায়ের ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিধি-বিধান বা নিয়ম-কানুনই নিয়েই আলোচনা হবে **ইন্ শা-- আল্লাহ্**।

আবু বাকার সিদ্দীক(রঃ) হতে বর্ণিত, নাবী(সাঃ) জিজ্ঞাসিত হলেন, 'কোন হজ্জ সর্বশ্রেষ্ঠ'? তিনি(সাঃ) বললেন, "উচ্চ কণ্ঠে তাল্‌বিয়াহ্ এবং কুর্‌বানী বিশিষ্ট(হজ্জ)"।[১৪২]

১৪.১২.২. হজ্জ-ই ক্বিরান(قِرَانٌ) :

হজ্জ-এর মাস সমূহে একই সঙ্গে 'উম্‌রাহ্ ও হজ্জ পালনের নিয়াত-এ ইহ্‌রাম বেঁধে 'উম্‌রাহ্ ও হজ্জ আদায় করাকে হজ্জ-ই ক্বিরান(ক্বিরান শব্দের আভিধানিক অর্থ দু'টি বস্তুকে একত্রিত করা) বলে।[১৪৩]

১৪.১২.৩. হজ্জ-ই ইফ্‌রাদ(اِفْرَادٌ) :

ইফ্‌রাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ একাকী সম্পন্ন করা এবং পারিভাষিক অর্থ এককভাবে শুধুমাত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জ সম্পাদন করাকে হজ্জ-ই **ইফ্‌রাদ** বলে।[১৪৪] হজ্জ-ই ইফ্‌রাদ-এ তামাত্তু' বা ক্বিরান হজ্জ-এর মত কোন 'উম্‌রাহ্ আদায় করতে হয় না।

১৪.১৩. বদলী হজ্জ :

যদি কোন ব্যক্তির হজ্জ ফার্‌জ হওয়ার পর তিনি (১) তা আদায়ের পুর্বেই

---

১৪১. ন্যাসাঈ, হা/২৬৩০, ২৬৩১; তিরমিযী, হা/৮১০; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/২৮৮৭।

১৪২. তিরমিযী, হা/৮২৭; দারিমী, হা/১৭৯৭; হাকেম, ১/৬২০; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/২৯২৪।

১৪৩. সূরা আল্ বাক্বরহ্(২): ১৯৬; সহীহ্ বুখারী, হা/১৫৫৮; মুসলিম(বঙ্গানুবাদ), হা/২৪৩৯-৪১; তিরমিযী, হা/৮২১; ইবনু মাযাহ্, হা/২৯৬৮-৬৯; নাসাঈ, হা/২৭২৯-৩১; আবু দাউদ, হা/১৭৯২, ১৭৯৫-৯৬।

১৪৪. মুসলিম(বঙ্গানুবাদ), হা/২৪৪৭।

মারা যান অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পক্ষে হজ্জ আদায় করা[১৪৫] অথবা (২) স্বাস্থ্যগত কারণে অক্ষম হয়ে পড়েন বা অতি বৃদ্ধ[১৪৬] অথবা (৩) ওসিয়াত বা মান্নত করে সে ব্যক্তি মারা যাওয়ায়[১৪৭] তাহলে তিনার পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিয়ে অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে হজ্জ আদায় করাকে **'বদলী হজ্জ'** বলা হয়।

যিনি বদলী হজ্জ করবেন, তিনি যার পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়েছেন, ইহ্‌রাম বাঁধার সময় তার নামে নিয়াত করতে হবে, "হে আল্লাহ্! আমি অমুকের(নাম বলতে হবে) পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করার নিয়াত করছি, হে আল্লাহ্! আপনি তা সহজ করে দিন এবং কবুল করুন"।

১৪.১৩.১. বদলী হজ্জ আদায়ে নিয়াত-এর ক্ষেত্রে মতপার্থক্য :

হজ্জ-এর কোন কোন আহ্‌কাম পালন করার নিয়াত-এর সময় নাম উল্লেখ করতে হবে, সে ব্যাপারে মতভেদ আছে। যথা -

(১ম- মত) শুধু 'উম্‌রাহ্ ও হজ্জ-এর সময় অর্থাৎ যার পক্ষ থেকে হজ্জ করানো হচ্ছে তিনার নাম উচ্চারণ করতে হবে।

(২য়-মত) ত্বওয়াফ্, সা'ঈ ও কুরবানীর সময়ও নাম উচ্চারণ করতে হবে।

তিন প্রকার হজ্জ-এর মধ্যে বদলী হজ্জ কোন প্রকার হবে, সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে যে ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করানো হচ্ছে, তিনি তা নির্দ্ধারণ করে দিতে পারেন কোন পদ্ধতিতে বদলী হজ্জ আদায় করবেন।

১৪.১৩.২. বদলী হজ্জ আদায়ে বিধি-নিষেধ :

(১) নিয়োগকর্তা কর্তৃক হজ্জ পালনকারীর সকল ব্যয়ভার বহন করতে হবে।

(২) যে ব্যক্তি নিজে হজ্জ আদায় করেনি, তার দ্বারা বদলী হজ্জ করানো 'মাক্‌রুহি তান্‌যিহী' অর্থাৎ হরম-এর কাছাকাছির আগের স্তর।

(৩) এমন ব্যক্তি, যদি হজ্জ-এর সামর্থ্য থাকা এবং তাঁর উপর হজ্জ ফার্‌জ হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ না করে থাকে, তবে সে ব্যক্তির দ্বারা বদলী হজ্জ করানো 'মাক্‌রুহি তাহ্‌রিমী' অর্থাৎ হরম-এর কাছাকাছি।

(৪) যিনি বদলী হজ্জ করবেন তাকে প্রথমে নিজের হজ্জ করতে হবে অর্থাৎ যিনি আগে নিজের ফার্‌জ হজ্জ করেছেন।[১৪৮]

(৫) বদলী হজ্জ পুরুষের জন্য পুরুষ দ্বারা বা মহিলার জন্য মহিলা দ্বারা আদায় করতে হবে, এ ধরণের কোন বাধ্যবাধকতার কথা হাদীছ-এ পাওয়া যায় না অর্থাৎ পুরুষ বা মহিলা যে কারুর মাধ্যমেই আদায় করা যায়।

---

১৪৫. নাসাঈ, হা/২৬৩৩, ২৬৩৪; তিরমিযী, ৯২৯; আবু দাউদ, হা/২৫৬১।

১৪৬. নাসাঈ, হা/২৬৩৫, ২৬৩৬; তিরমিযী, ৯২৮; আবু দাউদ, হা/১৮১০; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/২৯০৬।

১৪৭. সহীহ্ বুখারী, হা/১৮৫২; নাসাঈ, হা/২৬৩২।

১৪৮. ইব্‌নু মাযাহ্, হা/২৯০৩; আবু দাউদ, হা/১৮১১।

(৬) বদলী হজ্জ-কারীকে সর্ব্বাস্থায় হজ্জ-এ ইফ্‌রাদ আদায় করতে হবে, এ কথা ইমাম আবু হানিফা(রহি.), ইমাম মুহাম্মদ(রহি.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহি.) কেহই বলেননি অর্থাৎ উল্লেখিত তিন প্রকারের যে কোনটিই করা যাবে। বদলী হজ্জ সম্পাদনকারী ব্যক্তিও পূর্ণ হজ্জ-এর ছাওয়াব পাবেন।[১৪৯]

(৭) কোন ব্যক্তি এক সাফার্‌-এ মাত্র একবারই বদলী হজ্জ আদায় করতে পারবেন।

(৮) বদলী হজ্জ-কারীর জন্য বদলী হজ্জ-এর টাকা-পয়সা থেকে স্বদাক্বত্ করা অথবা কাউকে দাওয়াত করা জায়িয নহে, যিনি বদলী হজ্জ করাচ্ছেন তার অনুমতি ব্যতীত।

১৪.১৪. হজ্জ-এর আহ্‌কাম :

হজ্জ-এর আহ্‌কাম ৩ (তিন) প্রকার। যথা : ফার্‌জ, ওয়াজিব ও সুন্নাত।

১৪.১৫. হজ্জ-এর রুকন বা ফার্‌জ :

হজ্জ-এর রুকন বা ফার্‌জ ৪ (চারটি)। যথা :

(১) **ইহ্‌রাম বাঁধা** অর্থাৎ (মনে মনে অন্তরে) হজ্জ-এর নিয়াত করে তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করা।[১৫০]

(২) **'আরফাত-এর মায়দান-এ অবস্থান করা** অর্থাৎ ৯ই যুল্‌হিজ্জাহ্ সূর্য হেলার পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।[১৫১] কোন কারণে যথা সময়ে 'আরাফাত-এর মাঠে উপস্থিত হতে না পারলে ১০ই যুল্‌হিজ্জাহ্'র সুবিহ্-সাদিক এর পূর্ব পর্যন্ত এক মুহুর্তের জন্য অবস্থান করতে পারলেও ফার্‌জ আদায় হয়ে যাবে।[১৫২]

(৩) ত্বওয়াফ্-ই যিয়ারাহ্ করা অর্থাৎ যে ত্বওয়াফ্ ১০ই যুল্‌হিজ্জাহ্ ভোর থেকে ১২ই যুল্‌হিজ্জাহ্ সূর্য ডোবার পূর্ব পর্যন্ত যে কোন দিন মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটার পরে কা'বা ঘর ত্বওয়াফ্ করা অথবা ইহ্‌রাম অবস্থায়ও ত্বওয়াফ্-এ যিয়ারত করা।[১৫৩]

(৪) **'স্বফা-মার্‌ওয়াহ্' সা'ঈ করা**।[১৫৪]

উল্লেখ্য যে, 'স্বফা-মার্‌ওয়াহ্' সা'ঈ করাকে হানাফী মায্‌হাব মতে **ওয়াজিব** বলা হয়েছে। তবে আয়িশা(র.) বলেন, রসুল(সা:) বলেছেন, "আল্লাহ্ তায়ালা

---

১৪৯. ফাতাওয়া লাজনা আদ্-দায়েমা, ১১তম খন্ড, প্রশ্ন নং ৭৮; প্রশ্নো: আর: ইসলাম, প্রশ্ন নং ১২১৬।

১৫০. বুখারী, হা/১ ও ১৫৪১।

১৫১. সূরা আল্ বাক্বরহ্(২) : ১৯৮; মুসলিম, হা/১২১৮; মিশকাত, হা/২৫৯৩; তিরমিযী, হা/৮৮৩।

১৫২. ইব্‌নু মাযাহ্, হা/৩০১৫; তিরমিযী, হা/৮৮৯; মিশকাত, হা/২৭১৪; আবু দাউদ, হা/১৯৪৯।

১৫৩. সূরা আল্ হজ্জ(২২): ২৯; সহীহ্ বুখারী, হা/১৭৩৩।

১৫৪. সূরা আল্ বাক্বরহ্(২): ১৫৮; দারাকুতনী, হা/২৬১৩; আহমদ ৬/৪২১,৪২২ ও ২৭৪০৭; ইর্‌ওয়াউল্ গালীল, হা/১০৭২; প্রশ্নো: আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ১২০০, পৃ.৫৬৩।

কোন মানুষের হজ্জ ও ‘উম্‌রাহ্ পূর্ণ করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ‘স্বফা-মার্‌ওয়াহ্’ সা‘ঈ করবে”।[১৫৫]

অন্য এক হাদীছ-এ রসুল(সা:) বলেছেন, “হে মানবমন্ডলী! তোমরা ‘স্বফা-মার্‌ওয়াহ্’ সাঈ করো। কেননা সা‘ঈ তোমাদের জন্য ফার্‌জ করে দিয়েছেন”।[১৫৬]

উপরোক্ত হাদীছ থেকে এটাই প্রমাণ করে, ‘স্বফা-মার্‌ওয়াহ্’ সা‘ঈ করা **ফার্‌জ**-এর অন্তর্ভূক্ত।

১৪.১৫.১. ফার্‌জ-এর হুকুম হল :

যদি চার বা তিন(মত পার্থক্যের কারণে) ফার্‌জ-এর একটিও বাদ পড়ে যায় তাহলে হজ্জ আদায় হবে না, হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বছরে **অবশ্যই পুণঃরায় হজ্জ আদায় করতেই হবে**। অতএব হজ্জ আদায়কালে হজ্জ সম্পাদন কারীগণকে হজ্জ-এর ফার্‌জ আহ্‌কাম-গুলো আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত মনোযোগী এবং সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক।

১৪.১৬. হজ্জ-এর ওয়াজিব :

হজ্জ-এর ওয়াজিব ৮(আট) টি। যথা :

(১) নির্দ্ধারিত মীক্বাত হতে ইহ্‌রাম বাঁধা।

(২) সূর্যাস্ত পর্যন্ত ‘আরাফাত্-এর মাঠে অবস্থান করা।

(৩) মুয্‌দালিফাহ্ অবস্থান ও রাত্রি যাপন করা।

(৪) মিনা’য় ১০তারিখে বড় জাম্‌রাহ্’র উপর ৭টি এবং ১১,১২ ও ১৩ তারিখে প্রতিদিন তিন জাম্‌রাহ্’র উপর ৩×৭ (২১)টি করে রমি বা কংকর নিক্ষেপ করা।

(৫) হজ্জ-ই তামাত্তু‘ ও হজ্জ-ই ক্বিরান সমাপনকারীর জন্য কুর্‌বানী করা।

(৬) রমি সম্পন্ন শেষে ইহ্‌রাম খোলার আগে মাথা মুন্ডানো বা চুল ছোট করা।

(৭) মিনা’য়(কোন ওযর না থাকলে) ১১,১২ ও ১৩ই যুল্‌হিজ্জাহ্ রাত্রি যাপন করা।

(৮) মাক্‌কা’র বাইরের লোকদের জন্য ত্ব্‌ওয়াফ্-ই বিদা অর্থাৎ বিদায়কালীন ত্ব্‌ওয়াফ্ সমাপন করা।

উল্লেখ্য যে, অনু: ১৪.১৫-তে ‘স্বফা ও মার্‌ওয়াহ্’ পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সা‘ঈ পালন করাকে হানাফী মায্‌হাব মতে **ওয়াজিব** বলা হয়েছে অর্থাৎ হানাফী মায্‌হাব মতে **ওয়াজিব** হলো ৯(নয়)টি।

---

১৫৫. সহীহ্ বুখারী, হা/১৭৯০।

১৫৬. দারাকুতনী, হা/২৬১৬; মুসনাদে আহমদ, হা/২৭৪০৮; ইর্‌ওয়াউল্ গালীল, হা/১০৮৭; মাসিক আল-ইতিছাম, ফেব্রুয়ারী/২০২১(৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৪)।

১৪.১৬.১. ওয়াজিব-এর হুকুম হল :

যে সকল 'আমাল সম্পাদন করা জরুরী। কিন্তু যদি ওয়াজিব-গুলোর একটি বা একাধিক বাদ পড়ে যায়, তাতে হজ্জ আদায় বাতিল হয়ে যায় না, চাই সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে হউক বা ভুলক্রমে বাদ পড়ুক। তবে তার জন্য **দম** আদায় করা **ওয়াজিব** হবে[১৫৭] যা অবশ্যই আদায় করতে হবে। কিন্তু কোন ওযরবশত: যদি বাদ পড়ে থাকে তাহলে দম ওয়াজিব হবে না। প্রতিটি ওয়াজিব-এর বিষয় নিয়ে অনু: ২৫-এ হজ্জ সম্পাদনকালে আলোচনা করা হবে **ইন্‌ শা-- আল্লাহ্‌**।

১৪.১৭. হজ্জ-এর সুন্নাতসমূহ :

রসুল(সা:) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার দলভুক্ত নয়'।[১৫৮]

(১) ইয্‌ত্বিবা' করা(শুধু পুরুষদের জন্য)। নিয়ম টীকা অনু: ২২.১২-তে দেখুন।

(২) রমল করা অর্থাৎ প্রথম তিন চক্কর(শুধু পুরুষদের জন্য)। অবশ্য এটা শুধু হজ্জ-'উম্‌রাহ্‌'র উদ্দেশ্যে প্রথম যখন মাক্কা'য় প্রবেশ করে 'উম্‌রাহ্‌ করবে সেই 'উম্‌রাহ্‌'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পরবর্তী ত্বওয়াফ্‌-গুলোতে এটা করার প্রয়োজন নেই।[১৫৯]

(৩) ত্বওয়াফ্‌-এর সময় হাজরি আসওয়াদে চুম্বন করা অথবা হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাতে চুম্বন করা।

(৪) ত্বওয়াফ্‌-এর সময় রুক্‌নি ইয়ামানি স্পর্শ করা।

(৫) ত্বওয়াফ্‌ শেষে দু'রক্‌'আত স্বলাত আদায় করা।

(৬) ত্বওয়াফোত্তর স্বলাত শেষে যমযম-এর পানি পান করা।

(৭) স্বফা-মার্‌ওয়াহ্‌ পাহাড়ে উঠে ক্বিবলামুখী হয়ে যিক্‌র করা, তাক্‌বীর দেয়া ও দুই হাত তুলে দু'আ করা।

(৮) স্বফা-মার্‌ওয়াহ্‌'র মাঝে সবুজ বাতি চিহ্নিত অংশে দৌড়ানো(শুধু পুরুষদের জন্য) বা দ্রুত বেগে চলা।

(৯) জাম্‌রাহ্‌'য় পাথর নিক্ষেপের সময় তাক্‌বীর অর্থাৎ 'আল্‌ল-হু আক্‌বার' বলা।

(১০) ৮ই যুল্‌হিজ্জাহ্‌ তারিখে মিনায় পৌঁছে যুহ্‌র, 'আস্বর, মাগ্‌রিব, 'ঈশা'র স্বলাত আদায় ও রাত্রি যাপন(অর্থাৎ ৮ই যুল্‌হিজ্জাহ্‌ দিবাগত রাত্রে) এবং ফাজ্‌র স্বলাতসহ এ পাঁচ ওয়াক্বত্‌ স্বলাত আদায় করা।

(১১) মিনার কাজ-কর্ম সম্পাদনকালে ৯, ১১, ১২ ও ১৩ই যুল্‌হিজ্জাহ্‌ পর্যন্ত মিনায় রাত্রি যাপন করা। তবে কমপক্ষে দু'দিন ১১(১০তারিখ দিবাগত রাত্রি) ও ১২ই যিল্‌হজ্জাহ্‌ মিনায় রাত্রি যাপন করাকে **ওয়াজিব** বলা হয়েছে।

---

১৫৭. মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ১/৪১৯।

১৫৮. সহীহ্‌ বুখারী, হা/৫০৬৩; সহীহ্‌ মুসলিম, হা/১৪০১।

১৫৯. আবু দাউদ, হা/২০০১; মিশকাত, হা/২৬৭৩।

(১২) ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে প্রথম, মধ্যম ও তৃতীয়(তৃতীয় জাম্‌রাহ্'য় কোন দু'আ নেই) জাম্‌রাহ্ পাথর নিক্ষেপের পর ক্বিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দু'আ করা ইত্যাদি।

১৪.১৭.১. সুন্নাত-এর হুকুম হল :

উহা ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করা দুষণীয়। পালন করলে ছাওয়াব পাওয়া যায় এবং না করলে কাফ্‌ফারহ্ বা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না।

১৪.১৮. হজ্জ-এর খুত্‌বা :

খুত্‌বা অর্থ ওয়াজ বা বক্তৃতা। হজ্জ-এর মধ্যে ৩(তিন)টি খুত্‌বা সুন্নাত। যথা :-

প্রথমটি- ৭ই যুল্‌হিজ্জাহ্ মাক্‌কা মুকার্‌রমা'য় যুহ্‌র-এর স্বলাত আদায়ের **পরে**।

দ্বিতীয়টি- ৯ই যুল্‌হিজ্জাহ্ মাস্‌জিদ-ই নামিরাহ্'র মধ্যে 'আরাফাত-এর মায়দান-এ দ্বিপ্রহরের পরে যুহ্‌র ও 'আস্বর-এর স্বলাত একত্রে পড়ার **পূর্বে**।

তৃতীয়টি- মিনায় ১০ই যুল্‌হিজ্জাহ্ 'মাস্‌জিদ-ই খায়িফ'র মধ্যে যুহ্‌র-এর স্বলাত-এর **পরে**।

মনে মনে এ প্রতিজ্ঞা করুন যে, জীবনে তো হজ্জ একবারই। অতএব শুধু ফার্‌জ ও ওয়াজিব পালন নয় সুন্নাত, নাফ্‌ল, মোস্তাহাব সবই ঠিক ঠিক মত আদায় করবো কোনটাই ছাড়বো না ইন্ শা-- আল্লাহ্।

১৪.১৯. হজ্জ ও 'উম্‌রাহ্'র মাঝে পার্থক্য :

হজ্জ :

(১) হজ্জ হলো ইসলাম-এর পাঁচটি রুক্‌ন-এর একটি অর্থাৎ হজ্জ ফার্‌জ।
(২) হজ্জ বছরের নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ যুল্‌হিজ্জাহ্ মাসের ৯ হতে ১৩ তারিখ(মোট ৫দিন)।
(৩) হজ্জে আরাফাহ্ ও মুযদালিফাহ্ অবস্থান, দুই স্বলাত একত্রীকরণ, খুতবা ইত্যাদি আছে।
(৪) হজ্জ-এর বেলায় ত্বওয়াফ্-ই কুদুম এবং ত্বওয়াফ্-ই বিদা প্রভৃতি অপরিহার্য।
(৫) হজ্জ-এর তালবিয়াহ্ পাঠ জাম্‌রাহ্ উখ্‌রাহ্ বা আক্বাহ্'য় কংকর নিক্ষেপের পূর্বে বন্ধ করতে হয়।
(৬) তামাত্তু' ও ক্বিরান হজ্জ পালন করলে সঙ্গে সঙ্গে একটি 'উম্‌রাহ্ আদায় হয়ে যায়।
(৭) হজ্জ-এর ফার্‌জ ত্বওয়াফে ইয্‌ত্বিবা' ও রমাল নেই।
(৮) সা'ঈ হজ্জ-এর রুকন হিসাবে ত্বওয়াফি ইফাযাহ্-এর আগে করা যায়। তবে ত্বওয়াফ্-ই ইফাযাহ্'র পরে করাই উত্তম।

'উম্‌রাহ্ :

(১) 'উম্‌রাহ্ কোন রুক্‌ন নয়, তবে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদাহ্।

(২) যুল্‌হিজ্জাহ্ মাসের ৯ হতে ১৩ তারিখ(মোট ৫ দিন) ব্যতীত বছরের যে কোন সময় 'উম্‌রাহ্ পালন করা যায়।

(৩) হজ্জ-এর ক্রমিক নং ৩ এ উল্লেখিত কোন কিছুই 'উম্‌রাহ্-তে নেই।

(৪) হজ্জ-এর ক্রমিক নং ৪ এ উল্লেখিত 'উম্‌রাহ্-তে নেই।

(৫) 'উমরাহ্'র তালবিয়াহ্ পাঠ ত্বওয়াফ্ শুরুর পূর্বেই বন্ধ করতে হয়।

(৬) তামাত্তু' ও ক্বিরান হজ্জ পালন করলে সাথে সাথে একটি 'উম্‌রাহ্ আদায় হয়ে যায়। কিন্তু শুধু 'উম্‌রাহ্ করলে হজ্জ আদায় হয় না।

(৭) 'উমরাহ্'র ফার্‌জ ত্বওয়াফে ইয্‌ত্বিবা' ও রমাল আছে।

(৮) 'উমরাহ্'র সা'ঈ ত্বওয়াফ্ আদায়ের আগে করা যায় না।

১৫. আকাশ পথে বা স্থলযানে যাত্রার দু'আ

১৫.১. বিমানে সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় :

জাবির(র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা যখন উপরের দিকে আরোহণ করতাম, তখন اَللّٰهُ اَكْبَرُ ('আল্ল-হু আক্বার্', বাংলা অর্থ– 'আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ') বলতাম।[১৬০]

১৫.২. বিমানে আরোহণ পর দু'আ :

আপনি বিমানে আরোহণ পর আসনে বসে নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করবেন,

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ ط مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ط

উচ্চারণ : "আলাম্ ইয়ারাও ইলাত্ব ত্বইরি মুসাখ্ খর-তিং ফী- জাওঁ ওয়িস্ সামা--অ্, মা- ইউম্ সিকুহুন্না ইল্ লাল্ ল-হ্"।

বাংলা অর্থ : 'তারা কি তাকিয়ে দেখে না পাখীদের প্রতি ওরা কেমন নির্বিঘ্নে আকাশে উড়ে বেড়ায়? ফলতঃ আল্লাহ্-ই ওদেরকে এমন শূন্যাকাশে গতিশীল রাখেন'।[১৬১]

১৫.৩. বিমান উড্ডয়নের সময় :

আপনি বিমান মাটি থেকে উড্ডয়নকালে নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করবেন,

اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ o وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ o

(১) উচ্চারণ : "আল্ল-হু আক্বার্, আল্ল-হু আক্বার্, আল্ল-হু আক্বার্, সুব্হ- নাল্লাযী সাখ্খর লানা- হা-যা- ওয়ামা- কুন্না- লাহু- মুক্ব্রিনী--ন্। ওয়া ইন্না-- ইলা- রব্বিনা- লামুং ক্বলিবু--ন্"।

বাংলা অর্থ : 'আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, মহান আল্লাহ্ পুত-পবিত্র, যিনি আমাদের জন্য একে বশীর্ভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে। আর আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব'।[১৬২]

بِسْمِ اللّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ o

---

১৬০. সহীহ্ বুখারী, হা/২৭৭৭, ৫৯২৯; মুসলিম, ১/৭৪।

১৬১. সূরা আন্ নাহ্ল(১৬): ৭৯

১৬২. সূরা আয্ যুখরুফ্(৪৩): ১৩,১৪; তাফসীরে ড. আবু বাকার মোহাম্মদ যাকারিয়া(হাফি:); মুসলিম, হা/১৩৪২।

وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ٥ اَلْحَمْدُلِلّٰهِ، اَلْحَمْدُلِلّٰهِ، اَلْحَمْدُلِلّٰهِ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، (لَا اِلٰـهَ اِلَّا اَنْتَ) سُبْحٰنَكَ، اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ۔

(২) উচ্চারণ : "বিস্‌মিল্ লা-হ্, আল্ হম্‌দু লিল্ লা-হ্, সুব্‌হ- নাল্লাযী সাখ্‌খর লানা- হা-যা- ওয়ামা- কুন্না- লাহু- মুক্ব্‌রিনী--ন্। ওয়া ইন্না-- ইলা- রব্বিনা- লামুং ক্বলিবু--ন্। আল্ হম্‌দু লিল্ লা-হ্, আল্ হম্‌দু লিল্ লা-হ্, আল্ হম্‌দু লিল্ লা-হ্, আল্‌ল-হু আক্‌বার্, আল্‌ল-হু আক্‌বার্, আল্‌ল-হু আক্‌বার্(লা- - ইলা-হা ইল্লা- আংত্) সুব্‌হ-নাকা, ইন্নী- যলাম্‌তু নাফ্‌সী- ফাগ্‌ফির্‌লী- ফাইন্নাহু লা- ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনু-বা ইল্লা- আংত্"।

বাংলা অর্থ : 'আল্লাহ্'র নামে, প্রশংসা আল্লাহ্'র জন্য। পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি আমাদের জন্য এদেরকে বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে। আর আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব। প্রশংসা আল্লাহ্'র জন্য (৩ বার), আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ(৩ বার) (আপনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই), আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আমি আমার নিজের উপর অত্যাচার করেছি কাজেই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না'।[১৬৩]

১৫.৪. বিমান থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় :

জাবির(র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা যখন নীচের দিকে অবতরণ করতাম, তখন سُبْحَانَ اللّٰهِ ('সুব্‌হ-নাল্ ল-হ্', বাংলা অর্থ– 'আল্লাহ্'র পবিত্রতা ঘোষণা করছি') বলতাম।[১৬৪]

১৫.৫. নৌ বা জলযানে যাত্রার দু'আ :

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٥

উচ্চারণ: "বিস্‌মিল্ লাহি মাজ্‌রেহা- ওয়ামুর্‌সা-হা- ইন্না রব্বি- লা গাফু-রুর্ রহী--ম্"।

বাংলা অর্থ : 'ইহার গতি এবং স্থিতি আল্লাহ্'র নামে, নিশ্চয় আমার রব্ব্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু'।[১৬৫]

---

১৬৩. সূরা আয্ যুখরুফ্(৪৩): ১৩ ,১৪; তাফসীরে ড. আবু বাকার মোহাম্মদ যাকারিয়া(হাফি:); মুসনাদে আহমাদ ১/৯৭; আবু দাউদ, হা/২৬০২; তিরমিযী, হা/৩৪৪৬।

১৬৪. সহীহ্ বুখারী, হা/২৭৭৭, ৫৯২৯; মুসলিম, ১/৭৪।

১৬৫. সূরা হুদ(১১): ৪১

১৬. সাফার্ (سَفَرٍ) -এ স্বলাত

আল্লাহ্ তায়ালা আল্ ক্বুর্‌আন-এ বলেন,

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ز وَلِتُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَاهَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

উচ্চারণ : “ইয়্যুরী- দুল্ ল-হু বিকুমুল্ ইউস্‌র ওয়া লা-ইয়্যুরী-দু বিকুমুল্ ‘উস্‌র, ওয়া লিতুক্ মিলুল্ ‘ইদ্দাতা ওয়া লিতুকাব্বি বিরুল্ ল-হা ‘আলা- মা-হাদা-কুম্ ওয়া লা‘আল্ লাকুম্ তাশ্‌কুরু--ন্”।

বাংলা অর্থ : ‘আল্লাহ্ তোমাদের সাথে কোমল নীতি অবলম্বন করতে চান এবং তোমাদের সাথে কঠোরতার নীতি অবলম্বন করতে চান না। তাই তোমাদেরকে এ পদ্ধতি জানানো হচ্ছে, যেন তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ করতে পারো এবং আল্লাহ্ তোমাদের যে হিদায়াত্ দান করেছেন তার দরুন যেন তোমরা আল্লাহ্’র শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে ও তাঁকে স্বীকৃতি দিতে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো’।[১৬৬]

তাই সাফার্-এ কষ্টের আশংকা থাকায় আল্লাহ্ সাফার্ অবস্থায় দুটো কাজকে সহজ করেছেন। যেমন -

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ صلى

উচ্চারণ : “ওয়া ইযা-দ্ব রব্বতুম্ ফিল্ আর্‌দ্বি ফালাইসা ‘আলাইকুম্ জুনা-হুন্ আং তাক্বস্বুরু- মিনাস্ব্ স্বলা--হ্”।

বাংলা অর্থ : ‘আর যখন তোমরা জমিনে সাফার্ কর, তখন তোমাদের তাতে কোন পাপ হবে না যে, তোমরা যুহ্‌র, ‘আস্বর ও ‘ঈশা’র ফার্‌জ স্বলাত এর রক্‌‘আত’কে কম করে দাও’।[১৬৭]

১৬.১. এক(স্বলাত সংক্ষিপ্ত করণ) :

ক্বস্বর্(قَصَرٍ) স্বলাত হলো, আল্লাহ্’র পক্ষ থেকে বান্দাকে দেয়া একটি উপহার।[১৬৮]

অর্থাৎ যুহ্‌র, ‘আস্বর ও ‘ঈশা’র ফার্‌জ স্বলাত ৪ রক্‌‘আত-এর পরিবর্তে ২ রক্‌‘আত করেছেন।

---

১৬৬. সূরা আল্ বাক্বরহ্(২): ১৮৫

১৬৭. সূরা আন্ নিসা(৪): ১০১

১৬৮. মুসলিম, হা/৬৮৬; মিশকাত, হা/১৩৩৫; আবু দাউদ, হা/১১৯৯; তিরমিযী, হা/৩০৩৪।

১৬.২. দুই(দুই স্বলাত একত্রী করণ) :

মুসাফির্-এর জন্য দুই ওয়াক্ত্(وَقْتٌ)-এর স্বলাত এক ওয়াক্ত্-এ জমা করা বৈধ করেছেন অর্থাৎ যুহ্‌র ও ‘আস্বর জমা করে এক ওয়াক্ত্-এ আলাদা আলাদা ভাবে এবং মাগ্‌রিব ও ‘ঈশা জমা করে এক ওয়াক্ত্-এ আলাদা আলাদা ভাবে আদায় করবে।[১৬৯]

বিশেষ ওযর ব্যতীত স্বলাত কাযা করা যাবে না। বাসে উঠার আগে সব হজ্জ-যাত্রীগণ মিলে চালকের সঙ্গে শর্ত আরোপ করে নেবেন, যাতে স্বলাত-এর সময় হলে, সে স্থানে যেন গাড়ী থামাতে বাধ্য হয়। মনে রাখবেন, মাস্‌জিদুল হর-ম ও মাস্‌জিদ-এ নাবাবী’র ইমামগণ মুকীম, কাজেই আপনি মুসাফির্ হলেও তাঁদের পিছনে পূর্ণ স্বলাত-ই আদায় করতে হবে।

(১ম-মত) তবে মিনা, মুয্‌দালিফাহ্ ও ‘আরাফাত-এ সর্ব্বাস্থায় ক্বস্বর্ স্বলাত আদায় করতে হবে, সেটা একাকী হোক বা জামা‘আত-ই হোক। কিন্তু মিনার মাঠে স্বলাত জমা করা যাবে না।[১৭০]

(২য়-মত) হানাফী মায্‌হাব মতে ৮ই যিল্‌হজ্জ-এর **১৫** দিন পূর্ব হতে যদি কেহ মাক্‌কা’য় অবস্থান করেন অথবা মাক্‌কা ও মিনা মিলেও যদি **১৫** দিনের বেশী হয় তাহলে তিনি মিনা, মুয্‌দালিফাহ্ ও ‘আরাফাত-এ মুকীম-ই থাকবেন। অন্যথায় মুসাফির্ হবেন।[১৭১] অনুরুপভাবে মিনা থেকে ফেরার পর মক্‌কা’য় **১৫** দিন কিংবা বেশী(ফিরতী বিমান সিডিউল বিলম্বের কারণে) দিন অবস্থানের কারণে স্বলাত পুরো রক্‌‘আত’ই পড়তে হবে, অন্যথায় **১৫** দিনের কম হলে ক্বস্বর্ পড়তে হবে(তবে যিনারা মাস্‌জিদুল হর-ম এ জামা‘আত-এ স্বলাত আদায় করবেন, তিনাদের জন্য প্রযোজ্য নহে)।

মাদীনা-তে স্বলাত ক্বস্বর্ পড়তে হবে, কারণ মাদীনা’য় ৮ দিনের বেশী থাকতে দেয়া হয় না(তবে যিনারা মাস্‌জিদ-এ নাবাবী-তে জামা‘আত-এ স্বলাত আদায় করবেন, তিনাদের জন্য প্রযোজ্য নহে)।

ফাজ্‌র-এর ২ রক্‌‘আত সুন্নাত ব্যতীত অন্যান্য ওয়াক্ত্-এর সুন্নাত ছেড়ে দিলে কোন দোষ নেই।[১৭২]

মাস্‌জিদুল হর-ম এ অনেক কয়জন ইমাম রয়েছেন যিনারা পালাক্রমে ওয়াক্ত্-তিয়া ও জুমু‘আ’র স্বলাত-এ ইমামতি করে থাকেন।

আর মাস্‌জিদুল হর-ম এ স্বলাত-এর ওয়াক্ত্ শুরু হওয়ার **১০/১৫** মিনিটের মধ্যেই স্বলাত আরম্ভ হয়ে থাকে।

---

১৬৯. আবু দাউদ, হা/১২০৮; তিরমিযী, হা/৫৫৪; মিশকাত, হা/১৩৪৪; দারাকুৎনী, হা/১৪৬২।

১৭০. সহীহ্ বুখারী, হা/১০৮২-৮৪; সহীহ্ মুসলিম, হা/৬৯৪, ১২১৮; ফাতাওয়া উছায়মীন, ২৪ তম খন্ড, পৃ: ২৯৩ ও ৪১৭; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ১২৭১, পৃ.৫৮৪।

১৭১. সহীহ্ বুখারী, হা/৫৭৪।

১৭২. সহীহ্ বুখারী, হা/১১৫৯; সহীহ্ মুসলিম, হা/৭২৪।

হাদীছ-এ বর্ণিত তিন নিষিদ্ধ সময়েও মাস্‌জিদুল হর-ম এ স্বলাত আদায় করা যায়।[১৭৩]

১৬.৩. স্বলাত্ আদায়কারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা বা সুত্‌রা বিধান :

মুছল্লী'র সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার বিধান দু'ভাগে বিভক্ত। (১) **প্রথমত-** মাস্‌জিদ-এ নাবাবী বা অন্য যে কোন মাস্‌জিদ-এ মুছল্লী একাকী হোক বা ইমাম হোক তার সামনে যদি সুত্‌রা না থাকে, তবে তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা জায়িয নেই। কেননা রসুল(সা:) বলেন, 'স্বলাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে চলাচলকারী যদি জানত সে কত বড় পাপ করছে, তাহলে সে তার সামনে দিয়ে চলাচল করার পরিবর্তে চল্লিশ(দিন/মাস/বছর তা উল্লেখ নেই) পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা নিজের জন্য ভাল মনে করত'।[১৭৪]

(২) ক্বিবলাহ্'র দিকে লাঠি, দেওয়াল, মানুষ বা যে কোন বস্তু দ্বারা মুছল্লীর সন্মুখে সুত্‌রা বা আড়াল করতে হয়।[১৭৫]

(৩) সাজদাহ্'র স্থান থেকে সুত্‌রার(উচ্চতা কত হবে হাদীছে তার উল্লেখ নেই) মধ্যে একটি বকরী যাওয়ার মত ফাঁকা রাখা আবশ্যক।[১৭৬]

(৪) মুছল্লীর সামনে সুত্‌রা না থাকলে ৩ হাত দূরত্ব দিয়ে যেতে পারবে।[১৭৭]

(৫) আর যখন কোন ব্যক্তি মাস্‌জিদ-এর ভিতরে চলাচলের রাস্তায় স্বলাত আদায় করে, তখন তার সম্মুখ দিয়ে চলাচল করা যায়। কেননা সে এমন জায়গায় স্বলাত আদায় করছে যা চলাচলের জন্য রাখা হয়েছে।[১৭৮]

দ্বিতীয়ত- আর যখন মুছল্লী জামা'আত-এ ইমামের সাথে থাকবেন, তখন তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা জায়িয আছে। কেননা ইমামের সুত্‌রা মুক্‌তাদী'র সুত্‌রা হিসাবে গণ্য হবে। ইব্‌নু আব্বাস(র.) বলেন, 'আমি একটি গাধার পিঠে সাওয়ার হয়ে(মিনায়) আসলাম। এ সময় আমি বয়:প্রাপ্তির কাছাকাছি বয়সের ছিলাম। রসুল(সা:) তখন মিনায় লোকদের নিয়ে স্বলাত আদায় করছিলেন। আমি লাইনের সামনে দিয়ে চলে গেলাম। গাধার পিঠ থেকে নেমে ওটাকে চরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দিলাম এবং আমি লাইনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। এ ব্যাপারে আমাকে কেউ বাধা দেন নি'।[১৭৯]

---

১৭৩. তিরমিযী, হা/৮৬৮; নাসাঈ, হা/২৯২৪; এবং সহীহ্ মুসলিম, হা/৮৩০; মিশকাত, হা/১০৪০; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ১২৪৯, পৃ.৫৭৭।

১৭৪. বুখারী, হা/৫১০; মুসলিম, হা/৫০৭; আবুদাউদ, হা/৭০১; আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা, পৃ: ৭০।

১৭৫. বুখারী, হা/৩৭৬, ৫০৯, ৫১৫; মুসলিম, হা/৫০৩, ৫০৫, ৫১২; মিশকাত, হা/৭৭৩, ৭৭৭, ৭৭৯।

১৭৬. বুখারী, হা/৪৯৬; সহীহ্ মুসলিম, হা/১১৩৪; নাসাঈ, হা/৭৪৬; ছালাতুর রাসুল (ছা:), পৃ.১৪১।

১৭৭. বুখারী, হা/৫০৬; নাসাঈ, হা/৭৪৯; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ৪০২, পৃ. ২০৮।

১৭৮. ফাতাওয়া শায়খ মুহাম্মদ বিন্ ইব্রহীম-৩/৩৮; আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা, পৃ: ৭০।

১৭৯. বুখারী, হা/৭৬; মুসলিম, হা/৫০৪; আবু দাউদ, হা/৭১৫; আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা, পৃ: ৭০।

১৭. জানা-ঝাহ্ (جَنَازَةٌ) স্বলাত

মাক্‌কা ও মাদীনা'য় ফার্‌জ স্বলাত-এর পর পরই প্রায় প্রতি ওয়াক্ত্-তেই জানাঝাহ্ স্বলাত পড়ানো হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেকেরই জানাঝাহ্ স্বলাত সম্পর্কে ধারণা থাকা একান্ত আবশ্যক। আপনি ফার্‌জ স্বলাত শেষ করে সাথে সাথেই সুন্নাত স্বলাত-এর জন্য না দাঁড়িয়ে অল্প সময় অপেক্ষা করুন, যে জানাঝাহ্ স্বলাত-এর জন্য কোন ঘোষণা আসছে কিনা!

১৭.১. জানাঝাহ্ স্বলাত-এর ফাজিলাত :

যে ব্যক্তি ঈমান-এর সাথে ও ছাওয়াব-এর আশায় কোন মুসলিম-এর জানাঝাহ্-তে অংশগ্রহণ করে এবং স্বলাত-ই জানাঝাহ্ আদায় ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সাথে থাকে সে দুই কীরাত ছাওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রতিটি কীরাত হলো 'উহুদ পাহাড়ের সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি শুধু তার জানাঝাহ্ আদায় করে দাফন সম্পন্ন হওয়ার আগেই চলে আসে, সে এক কীরাত ছাওয়াব নিয়ে ফিরবে।[১৮০]

১৭.২. জানাঝাহ্ অর্থ কি :

জানাঝাহ্ স্বলাত-এর প্রকৃত অর্থ হলো বাস্তবে আল্লাহ্ তায়ালা'র নিকট মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা।

১৭.৩. জানাঝাহ্ স্বলাত কোন প্রকারের :

জানাঝাহ্ স্বলাত হলো **'ফার্‌জি কিফায়াহ্'**।

১৭.৪. জানাঝাহ্ স্বলাত-এ ফার্‌জ কি কি :

জানাঝাহ্ স্বলাত-এ ফার্‌জ ২(দুই) টি। যথা :-

(১) দাঁড়িয়ে জানাঝাহ্ স্বলাত আদায় করা।

(২) চার বার তাক্‌বীর অর্থাৎ 'আল্ ল-হু আকবার' বলে তাক্‌বীর দেয়া।[১৮১]

১৭.৫. জানাঝাহ্ স্বলাত-এর ওয়াজিব সমূহ :

জানাঝাহ্ স্বলাত-এর ওয়াজিব(চার) টি। যথা :-

(১) প্রথম তাক্‌বীর-এর পর সূরা ফাতিহা পাঠ করা।

(২) দ্বিতীয় তাক্‌বীর-এর পর দরুদি ইব্‌রাহীম পাঠ করা।

(৩) তৃতীয় তাক্‌বীর-এর পর মৃতের জন্য দু'আ করা এবং

(৪) চতুর্থ তাক্‌বীর-এর পর সালাম ফিরানো।

১৭.৬. জানাঝাহ্ স্বলাত-এর সুন্নাত সমূহ :

জানাঝাহ্ স্বলাত-এর মধ্যে ৫(পাঁচ) টি কাজ **সুন্নাত**। যথা :-

১) জামা'আত সহকারে স্বলাত আদায় করা।

---

১৮০. মুসলিম, হা/২০৬১; নাসাঈ, হা/১৯৪৪, ২০০১; তির্‌মিযী, হা/১০৪০; মিশকাত, হা/১৬৫১।

১৮১. ইব্‌নু মাযাহ্, হা/১৫০৩-০৪; আবু দাউদ, হা/৩১৯৬; ; নাসাঈ, হা/১৯৭২; বুলুগুল মারাম (বাংলা), হা/৪৪৯, পৃ. ৫৭৫।

২) কমপক্ষে তিনটি কাতার হওয়া ভালো[১৮২]

৩) ইমাম বা একাকী মুছল্লী'র জন্য পুরুষের মাথা ও মেয়েদের কোমর বরাবর দাঁড়ানো।[১৮৩]

৪) সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য একটি সূরা এবং হাদীছ-এ বর্ণিত দু'আ সমূহ পাঠ করা।

৫) স্বলাত শেষে মুরদাকে উঠানো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা।

১৭.৭. জানাঝাহ্ স্বলাত পড়ার নিয়ম বা পদ্ধতি :

(১ম মত- অর্থাৎ মাক্‌কা-মাদীনা'য় যে ভাবে পড়ানো হয়) জানাঝাহ্ স্বলাত পড়ার নিয়ম হলো, মাইয়্যিতির জন্য ৪(চার) তাক্‌বীর-এর সহিত 'ফার্‌জি কিফায়াহ্' জানাঝাহ্ স্বলাত পড়বার জন্য(মনে মনে অন্তরে) নিয়াত করে সরবে

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ('আল্ ল-হু আক্‌বার') বলে উভয় হাত ঘাড়/কান পর্যন্ত উঠিয়ে

তাক্‌বীর-এ তাহ্‌রিমা'র মত হাত বাঁধতে হবে। তারপর সূরা ফাতিহা পড়তে হবে[১৮৪] তারপর দ্বিতীয়বার 'আল্ ল-হু আক্‌বার' বলে কাঁধ বা কান পর্যন্ত হাত তুলবে(অর্থাৎ প্রত্যেক তাক্‌বীর-এ হাত উঠাতে হবে)[১৮৫] এবং তারপর দরুদি ইব্‌রাহীম পড়বে[১৮৬] তারপর তৃতীয়বার 'আল্ ল-হু আক্‌বার' বলে কাঁধ বা কান পর্যন্ত হাত তুলবে এবং এরপর মাইয়্যিতির জন্য নিম্নবর্ণিত দু'আ পড়বে[১৮৭]

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهٗ ٥

উচ্চারণ: "আল্‌ল-হুম্মাগ্ ফির্ লিহইয়্যিনা- ওয়া মাইয়্যিতিনা- ওয়া শাহিদিনা- ওয়া গা--ইবিনা- ওয়া স্বগী-রিনা- ওয়া কাবী-রিনা- ওয়া যাকারিনা- ওয়া উংছা না, আল্‌ল- হুম্মা মান্ আহ্‌ইয়াইতাহু- মিন্না- ফাআহ্‌য়্যিহি- 'আলাল্

---

১৮২. তিরমিযী, হা/১০২৮; আবু দাউদ, হা/৩১৬৬; মিশকাত, হা/১৬৮৭; আহকামুল জানাইয, হা/১২৮।

১৮৩. বুখারী, হা/১৩৩৫; নাসাঈ, হা/১৯৭৬, ১৯৭৮; বুলুগুল মারাম(বাংলা), হা/৪৫১, পৃ. ৫৭৭।

১৮৪. তিরমিযী, হা/১০২৬-২৭; আবু দাউদ, হা/৩১৯৮, ২/৪৫৬পৃ.; ইব্‌নু মাযাহ্, হা /১৪৯৫, পৃ:১০৭, 'জানাযা' অধ্যায়, অনু:-২২; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ৮৩৩, পৃ.৪৩৩।

১৮৫. একনিষ্ঠ সাহাবী ও হুবুহু অনুসারী আনাস(র.) ও ইব্‌নু 'উমার(রঃ) হাত তুলতেন- বাইহাক্বী, সুনানুল কুব্‌রা, হা/৭২৪৩; সুনানুছ্ ছুগ্‌রা, হা/৮৬৬; আহ্‌কামুল জানাইয, পৃঃ ১১৭; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ৮৬৩, পৃ. ৪৪৭, ৪৪৮।

১৮৬. বায়হাক্বী, সুনানুল কুব্‌রা, হা/৭২০৯; মুসনাদুশ শাফেঈ', হা/১৬৪৪; ইর্‌ওয়াউল গালীল, হা/৭৩৪, ৩/১৮১-১৮৯; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ৯১৬, পৃ. ৪৬৬।

১৮৭. তিরমিযী, হা/১০২৪, ১০৭৭; আবু দাউদ, হা/৩২০১; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/১৪৯৮।

ইস্‌লা-মি ওয়া মাং তাওয়াফ্ ফায়্‌তাহু মিন্না- ফাতা ওয়াফ্‌ফাহু 'আলাল্ ঈ-মা--ন্, আল্‌ল-হুম্মা লা- তাহ্‌রিম্‌না- আজ্‌রহু ওয়ালা- তুদ্বিল্ লানা- বা'দাহ্"।

বাংলা অর্থ: 'হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের মধ্যে জীবিত-মৃত, উপস্থিত-অনুপস্থিত, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকলের গুনাহ্ সমূহ মাফ্ করে দিন, হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের মধ্যে যাদেরকে জীবিত রাখবেন, তাদেরকে ইসলাম-এর উপর জীবিত রাখুন এবং আপনি যাদের মৃত্যু দিবেন তাদের মৃত্যু ঈমান ও 'আমাল-এর সাথে দান করুন। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে তার(মৃত্যুতে ধৈর্য্যধারণের) ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার(মৃত্যুর) পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন না'।[১৮৮]

দু'আ পড়া শেষ হলে চতুর্থ তাক্‌বীর দিয়ে সামান্য একটু চুপ থেকে ইমাম শুধু ডান দিকে[১৮৯] সালাম ফিরালেও জানাঝাহ্ স্বলাত আদায় হয়ে যাবে এবং সাথে সাথে মুক্তাদিগণও সালাম ফিরায়ে স্বলাত শেষ করবে।

(২য়- মত) সম্পূর্ণ **১ম**- মতের মত এবং দু'আ পড়া শেষ হলে চতুর্থ তাক্‌বীর দিয়ে সামান্য একটু চুপ থেকে ইমাম ডানে ও বামে[১৯০] সালাম ফিরাবে এবং সাথে সাথে মুক্তাদিগণও সালাম ফিরায়ে স্বলাত শেষ করবে।

(৩য় মত- হানাফী মায্‌হাব) জানাঝাহ্ স্বলাত পড়ার নিয়ম হলো, আল্লাহ্'র ওয়াস্তে এ মাইয়্যিতির জন্য চার তাক্‌বীর-এর সহিত 'ফার্‌জি কিফায়াহ্' জানাঝাহ্ স্বলাত পড়বার জন্য ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়াইতেছি(মনে মনে) নিয়াত করে 'আল্ ল-হু আক্‌বার' বলে তাক্‌বীর দিয়ে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে তাক্‌বীর-এ তাহ্‌রিমা'র মত হাত বাঁধবে। তারপর ছানা(পৃষ্ঠা-২৬) পড়বে, তারপর দ্বিতীয়বার 'আল্ ল-হু আক্‌বার' বলে তাক্‌বীর(হাত উঠাবে না) দিয়ে দরুদ(দরুদি ইব্‌রাহীম, পৃষ্ঠা-২৭) পড়বে, তারপর তৃতীয়বার 'আল্ ল-হু আক্‌বার' বলে তাক্‌বীর(হাত উঠাবে না) দিয়ে মাইয়্যিতির জন্য দু'আ পড়বে(**১ম**-মত, পৃ: ৯৪ দ্রষ্টব্য)। দু'আ পড়া শেষ হলে চতুর্থ তাক্‌বীর বলে ইমাম ডানে ও বামে সালাম ফিরাবে এবং সাথে সাথে মুক্তাদিগণও সালাম ফিরায়ে স্বলাত শেষ করবে।

(৪র্থ- মত) তাল্‌হা ইব্‌নু আবদুল্লাহ্(র.) বলেন, 'আমি ইব্‌নু আব্বাস(র.)-এর পিছনে জানাঝাহ্ স্বলাত আদায় করেছি। তাতে তিনি সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা তিলাওয়াত্ করেন[১৯১] এবং এতটুকু উচ্চঃস্বরে তিলাওয়াত্ করেন যে,

---

১৮৮. ইব্‌নু মাযাহ্, হা/১৪৯৮; তিরমিযী, হা/১০২৪; আবু দাউদ, হা/৩২০১; মুসনাদে আহমদ, ২/৩৬৮ নং ৮৮০৯; মিশকাত, হা/১৬৭৫; হিসনুল মুসলিম 'অসুস্থতা' অধ্যায় -৫৫.২.

১৮৯. বায়হাক্বী, সুনানুল কুব্‌রা, হা/৭২৩৩; ফাতাওয়া লাজনাহ্ দায়িমাহ্, ৮/৩৯০; আহ্‌কামুল জানাইয পৃ:১২৮; ইর্‌ওয়াউল্ গালীল ৩/১৮১; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ৮৪৭, পৃ. ৪৪২।

১৯০. বায়হাক্বী, সুনানুল কুব্‌রা, হা/৭২৩৮-৩৯; যাদুল মা'আদ, হা ১/৪৯২পৃ.; আহ্‌কামুল জানাইয-১২৮পৃ.; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ৮৪৭, পৃ. ৪৪২।

১৯১. সহীহ্ বুখারী, হা/১৩৩৫, ১/১৭৮পৃ.; নাসাঈ, হা/১৯৮৭; প্রশ্নো: আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ৮৩৪।

আমরা তা শুনতে পেয়েছি। যখন তিনি অবসর হলেন আমি তাঁর হাত ধারণ পূর্বক জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটা সুন্নাহ্ এবং সঠিক'।[১৯২]

জানাঝাহ্ স্বলাত-এ কোন রুকু বা সাজ্‌দাহ্ নেই।

১৭.৮. মুরদাকে ক্বব্‌র-এ রাখার দু'আ :

بِسْــمِ اللّٰهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ٥

(১) উচ্চারণ : "বিস্‌মিল্ লা-হি ওয়া 'আলা- সুন্নাতি রসু-লিল্ লা-হ্"।

বাংলা অর্থ : (আমরা এ লাশ) "আল্লাহ্'র নামে এবং রসুলুল্লাহ্ সাল্‌লাল্ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শের উপর রাখছি"।[১৯৩]

بِسْــمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ٥

(২) উচ্চারণ : "বিস্‌মিল্ লা-হি ওয়া 'আলা- মিলাতি রসু-লিল্ লা-হ্"।[১৯৪]

বাংলা অর্থ : "আল্লাহ্'র নামের সাথে এবং রসুলুল্লাহ্ সাল্‌লাল্ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত-এর তরিকায় তোমাকে রাখলেন"।

১৭.৯. মৃতকে দাফন করার পর যে দু'আ পড়তে হয় :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ ٥

উচ্চারণ : "আল্ ল-হুম্মাগ্ ফির্ লাহু আল্ ল-হুম্মা ছাব্‌ব্বিত্‌হু"।[১৯৫]

বাংলা অর্থ : 'হে আল্লাহ্! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ্! আপনি তাকে তাকে(প্রশ্নোত্তরের সময়) স্থির রাখুন'।

উস্‌মান(রঃ) বলেন, নাবী সাল্‌লাল্ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর ক্বব্‌র-এর পার্শ্বে দাঁড়াতেন এবং মুসল্লীদের বলতেন, 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, আর তার জন্য সঠিক জওয়াবের সামর্থ্য প্রার্থনা করো। কেননা এখনই তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে'।[১৯৬]

---

১৯২. নাসাঈ, হা/১৯৮৭; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ৮৭৪, পৃ. ৪৫৩।

১৯৩. আবু দাউদ, হা/৩২১৩; তিরমিযী, হা/১০৪৬; মিশকাত, হা/১৭০৭; আহমাদ, হা/৫২৩৪।

১৯৪. ইব্‌নু মাযাহ্, হা/১৫৫০; তিরমিযী, হা/১০৪৬; মিশকাত, হা/১৭০৭; মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, হা/ ৪৮১২; বুলুগুল মারাম(বাংলা), হা/৪৬৬, পৃ.৫৯০; হিসনুল মুসলিম, 'অসুস্থতা' অধ্যায় নং-৫৮।

১৯৫. আবু দাউদ, ৩/৩১৫, হা/৩২২৩; হাকিম ১/৩৭০; হিসনুল মুসলিম, 'অসুস্থতা' অধ্যায় নং-৫৯।

১৯৬. আবু দাউদ, হা/৩২২১; মিশকাত, হা/১৩৩; আল্- হাকিম, হা ১/৩৭০; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ৮৩৯, পৃ.৪৩৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৮. জিদ্দা বিমান বন্দরে যা করণীয়

(১) জিদ্দা বিমান বন্দরে বিমান থেকে নেমে বর্হিগমন বিভাগে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পাসপোর্টে সিলমোহর লাগাতে হবে(জিদ্দা এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন পদ্ধতি কিন্তু অত্যন্ত ধীর গতির, সময় বেশী লাগবে এবং ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে হতে পারে)। পাসপোর্টে সিল প্রদান ও আপনার শরীর চেকিং সম্পন্ন হলে লাগেজ/ব্যাগ মেশিনে স্ক্যান হওয়ার পর সংগ্রহ করবেন।

উল্লেখ্য যে, ২০১৯ ইং সন হতে লাগেজ/ব্যাগ আর জিদ্দা বিমান বন্দর হতে সংগ্রহ করতে হয় না, সরাসরি আপনার হোটেলে পৌঁছে দেয়া হবে সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে।

(২) তারপর এজেন্ট অফিস হতে আপনার মাক্‌কা/মাদীনা'র বাসের টিকেট সংগ্রহ করুন। মূল ভবন থেকে বের হওয়ার পর দেখতে পাবেন বাইরে মিশন কর্মকর্তাগণ সাহায্য করার জন্য অপেক্ষায় আছেন। বাংলাদেশের পতাকা টাঙ্গানো জায়গায় গিয়ে পাসপোর্টে মুয়াল্লিম-এর স্টিকার লাগাবেন এবং উনাদের পরামর্শ অনুযায়ী বাস ষ্ট্যান্ডে মালামালসহ মাক্‌কা/মাদীনা'র বাসে উঠার জন্য অপেক্ষা করতে থাকুন।

(৩) এ সময় আপনি যদি রিয়াল বা ব্যাংক ড্রাফট ভাঙ্গাতে চান তাহলে মিশন কর্মকর্তাদের সাহায্য নিয়ে ব্যাংক হতে নিজেদের প্রয়োজন মত ব্যাংক ড্রাফট ভাঙ্গিয়ে রিয়াল সংগ্রহ করতে পারবেন।

(৪) বাসে উঠার সময় দেখবেন পূর্বে গঠনকৃত গ্রুপ গুলো ঠিকমত একই বাসে উঠেছে কিনা এবং আপনাদের নিজ নিজ মালামাল উক্ত বাসে উঠেছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখে নিশ্চিত হউন।

(৫) জিদ্দা থেকে মাক্‌কা'র দূরত্ব= ৭০ কি:মি:, বাসে করে যেতে সময় লাগে ২ ঘণ্টা এবং জিদ্দা থেকে মাদীনা'র দূরত্ব= ৩৪৪ কি:মি:।

(৬) বাসে উঠার পর হজ্জ-যাত্রীদের সকল পাসপোর্ট ড্রাইভার নিয়ে নেবে যা মাক্‌কা/মাদীনা'য় পৌঁছে ড্রাইভার গাইড কোম্পানী/হজ্জ কন্ট্রাক্টর (মু'আস্‌সাতুত্ তাওয়াফার্) কাছে সেগুলো হস্তান্তর করবেন।

(৭) মাক্‌কা/মাদীনা যাওয়ার পথে রাস্তায় কোথাও বাস থামলে একান্ত প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া একা নামবেন না এবং নামলে কাউকে না বলে যাবেন না। অন্যথায় আপনাকে ফেলে বাস চলে যাবে। বাসে মাক্‌কা যাওয়ার পথে বেশী বেশী করে তালবিয়াহ্ পাঠ করবেন এবং তালবিয়াহ্ পাঠের মাঝখানে কথা বলবেন না এবং এ তালবিয়াহ্ পাঠ অব্যহত থাকবে 'উম্‌রাহ্'র তাওয়াফ্ শুরুর পূর্ব পর্যন্ত।

১৯. মাক্‌কা মকার্‌রমা'য় প্রথম প্রবেশ

১৯.১. মাক্‌কা'র আদব ও শিষ্টাচার :

রসুল(সা:) বলেছেন, 'মাক্‌কা হচ্ছে সম্মানিত ও পবিত্র'।[১৯৭] আপনি এমন একটি বারকাত্-ময় শহরে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন যে শহরে নাবী কারীম(স্বল্‌লাল্ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং যে শহরে আরো নাবী-রসুল'দের পদচারণা রয়েছে। অতএব সে শহরের মান-মর্যাদা অনেক বেশী, ফলে আপনাকে মাক্‌কা'র আদব ও শিষ্টাচার বজায় রেখে চলতে হবে। মাক্‌কা'র মান-মর্যাদা আল্লাহ্'র কাছে এতো বেশী যে আল্লাহ্ এ শহরকে হরম(حَرَمٌ) নগরীতে পরিণত করেছেন।[১৯৮]

যে শহরে ইহ্‌রাম ছাড়া হরম এরিয়ার বাহিরের কোন মুসলিম প্রবেশ করতে পারে না এবং মুসলিম ছাড়া এ শহরে সবার জন্য প্রবেশ নিষিদ্ধ। কারো সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি বা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবেন না। কারো বিরুদ্ধে বা কারো সঙ্গে সমালোচানায় লিপ্ত হবেন না। কারণ ইসলাম-এ গীবত বা পরনিন্দা করাকে সম্পূর্ণরুপে হরম বলে ঘোষণা করে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলাম-এর দৃষ্টিতে গীবত শোনাও অন্যায়। অনেকেই তো এটাকে কিছুই মনে করেন না অথচ গীবত একটি জঘন্যতম পাপ অর্থাৎ কাবীরাহ্ গুনাহ্।

আল্লাহ্ ক্বুর্‌আন আল্ কারীম-এ বলেন, "দূর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে"।[১৯৯] এ আয়াতে আরবী শব্দ **'হুমাযাহ্'** অর্থ 'গীবত অর্থাৎ পশ্চাতে পরনিন্দা' করা এবং **'লুমাযাহ্'** অর্থ সামনাসামনি 'দোষারোপ করা ও মন্দ' বলা।

আবার অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ গীবতকে 'মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া'র সাথে তুলনা করেছেন। আল্লাহ্ ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক, কারণ কোন কোন অনুমান পাপ এবং তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অন্যের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর। আর তোমরা তাক্ব্‌ওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয়

---

১৯৭. নাসাঈ, হা/২৮৭৪, ২৮৭৫।

১৯৮. সূরা আল্ 'আংকাবুত(২৯): ৬৭ ; তিরমিযী, হা/৮০৯।

১৯৯. সূরা আল্ হুমাযাহ্(১০৪): ১, তাফসীরে ড. আবু বাকার মোহাম্মদ যাকারিয়া(হাফি:)।

আল্লাহ্ তাওবাহ্ কবুলকারী, পরম দয়ালু”।[২০০] গীবত কারীর জন্য নাবী কারীম (স্বল্‌লাল্‌ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনটি ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছেন -

(১) গীবতকারী’র দু‘আ কবুল হয় না, (২) গীবতকারী’র কোনো নেক ‘আমাল কবুল হয় না এবং (৩) ‘আমাল-নামায় তার পাপ বৃদ্ধি হতে থাকে। অতএব আপনার হজ্জ-কে পরিশুদ্ধ করার জন্য উপরের নির্দেশনাগুলো পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সবাইকে পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন!

১৯.২. মাক্‌কা’য় বাস থেকে নামার পর করণীয় :

বাস থেকে নেমে প্রথমে নিজের লাগেজ/ব্যাগ সংগ্রহ করে নেবেন এবং যাত্রা পথে কোথাও অবতরণ করে যে দু‘আ পাঠ করতে হয় অনু: ৯, পৃষ্ঠা-৪৯ দেখুন। লাগেজ/ব্যাগ নিয়ে সরকার বা এজেন্সীর ভাড়া করা বাসায় আপনার জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া কক্ষে গিয়ে উঠবেন। প্রথমে মাক্‌কা’য় এসে থাকলে গুসল করে[২০১] খাওয়া-দাওয়া সেরে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে ‘উম্‌রাহ্ আদায়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

আর যদি স্বলাত-এর সময় হয় তাহলে স্বলাত আদায় করবেন। আগে থেকে যদি কোন ‘আলিম বা নেতা নির্বাচন করা না থাকে, তাহলে আপনার ফ্ল্যাটে অথবা নাগালের মধ্যে কোন ‘আলিম ব্যক্তি আছেন কিনা তা জেনে নেবেন। ‘আলিম পাওয়া না গেলে হজ্জ-‘উম্‌রাহ্ বিষয়ে যাকে বেশী জ্ঞানসম্পন্ন মনে হবে তার নেতৃত্বে ‘উম্‌রাহ্ করার উদ্দেশ্যে মাস্‌জিদুল হর-ম(حَرَامٌ)-এর দিকে রওয়ানা হবেন। যাওয়ার পথে কিছু জিনিসকে আলামত হিসাবে নির্দিষ্ট করবেন যাতে হারিয়ে গেলে সহজেই আপনার বাসা খুঁজে বের করতে পারেন।

মাক্‌কা’য় পৌঁছার পর মুয়াল্লিম অফিস থেকে দেয়া **‘কব্‌জি বেল্ট’** সবসময় সঙ্গে রাখবেন। এ বেল্টে মুয়াল্লিম অফিসের নম্বর লেখা আছে, যা আপনি হারিয়ে গেলে কাজে লাগবে। মুয়াল্লিম-এর দেয়া কাগজপত্র এবং টাকা পয়সা সতর্কতার সঙ্গে হিফাজাত করুন এবং বাসা থেকে বের হওয়ার সময় বেশী টাকা সঙ্গে রাখবেন না। মাক্‌কা/মাদীনা’র বাসার ঠিকানা, ফোন নম্বর বা হোটেল ত্যাগ করার পূর্বেই প্রত্যেকে একটি করে হোটেলের কার্ড সঙ্গে নিয়ে নিবেন। আর

২০০. সূরা আল্ হুজ্‌রাত(৪৯): ১২

২০১. সহীহ্ বুখারী, হা/১৫৭৩; শার্‌হুস সুন্নাহ্ ১/৪৬০।

সবসময় দলবদ্ধ হয়ে চলার চেষ্টা করবেন। একা কখনো ঘরের বাহিরে যাবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনার বাসার লোকেশন ভালভাবে আয়ত্ব করতে না পারেন।

রোদের মধ্যে বাইরে বেশী ঘোরা-ফেরা করবেন না। ফলের রস ও প্রচুর পানি পান করবেন, তবে আঙ্গুর ফল বেশী খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। প্রয়োজনে লবণ মিশিয়ে পানি পান করবেন, তবে বোতলের পানিতে লবণ মিশাতে হবে না। শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করলে বাংলাদেশ হজ্জ মিশন ডাক্তার অথবা সাউদী সরকার কর্তৃক মাস্‌জিদুল হর-ম এরিয়ার বাহিরের চত্বরে বা অন্যান্য স্থানে স্থাপিত চিকিৎসা কেন্দ্র সমুহে গিয়ে জরুরী প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারবেন। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনা দেখুন অনু: **৩১.১৯.১**।

২০. হরম (حَرَمٌ) কি

'হরম' শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ অর্থাৎ এখানে অর্থ হচ্ছে যে স্থান 'ইহ্‌রাম' ছাড়া 'উম্‌রাহ্‌ বা হজ্জ-যাত্রীগণ অতিক্রম করতে পারে না। কা'বা ঘরের চর্তুদিকে দু'টি সীমানা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে অর্থাৎ কা'বা ঘরের কাছাকাছি সীমানাটিকে বলা হয় **'হরম'** আর দূরবর্তীটা সীমানাটি হলো 'মীক্বাত'।

২০.১. 'হরম' এলাকার পূর্ব কথা :

এ অধ্যায়ে শুধু 'হরম'(حَرَمٌ)[২০২] বা নিষিদ্ধ শব্দের আলোচনার বিষয় হলেও বার বার এ 'হর-ম' (حَرَامٌ)[২০৩] বা পবিত্র/সম্মানিত/নিরাপদ শব্দটাও চলে আসে। আল্লাহ্‌ মাক্‌কা বা বাইতুল্লাহ্‌'কে ভালবাসেন। কারণ আল্লাহ্‌ তাঁর পৃথিবী সৃষ্টির সূচনায় করেছেন সর্ব প্রথম বাইতুল্লাহ্‌'র স্থান থেকেই। অতএব আল্লাহ্‌'র কাছে এ স্থানটা কত প্রিয় এবং সম্মানের। তাই আল্লাহ্‌ তায়ালা এ ঘরের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থ্যে 'হরম'(حَرَمٌ) শব্দটা দিয়ে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। আবার কোনো কোনো সময় 'হর-ম' (حَرَامٌ) দ্বারা মাক্‌কা'র সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এলাকাকেও বোঝানো হয়েছে।[২০৪] যেমন- আল্লাহ্‌ বলেন, "যে মাস্‌জিদুল 'হর-ম' এ প্রবেশ করে সে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত হয়ে যায়"।[২০৫]

আল্লাহ্‌ আবার বলেন, "আমি সমগ্র মাক্‌কা ভূমিকে 'হর-ম' অর্থাৎ নিরাপদ আশ্রয়স্থল প্রর্দশন করে এতে খুন-খারাবি 'হরম' মনে করে। মানুষ তো মানুষ, এখানে শিকার বধ করা এবং বৃক্ষ কর্তন করাও সবার জন্য অবৈধ বা 'হরম'(حَرَمٌ) বা নিষিদ্ধ"।[২০৬]

রসুল(সা:) বলেছেন, "নিশ্চয় এ শহর(মাক্‌কা) যেদিন আল্লাহ্‌ আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেছেন সেদিনই 'হর-ম'(حَرَامٌ -সম্মানিত) ঘোষণা করেছেন। এটা আল্লাহ্‌'র 'হর-ম' করার কারণে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত 'হর-ম' থাকবে"।[২০৭]

---

২০২. সূরা আল্‌ বাক্বারহ্‌(২): ১৭৩; সূরা আল্‌ ক্বস্বস্ব(২৮): ৫৭; সূরা আল্‌ আংকাবুত(২৯): ৬৭
২০৩. সূরা আল্‌ বাক্বারহ্‌(২): ১৭৩; সূরা আল্‌ মা'ইদাহ্‌(৫): ২
২০৪. সূরা আত্‌ তাওবাহ্‌(৯): ৭, ২৮; সূরা আল্‌ ফাত্‌হ(৪৮): ২৫
২০৫. সূরা আলি 'ইমরান(৩): ৯৭; সূরা আন্‌ নামল(২৭): ৯১
২০৬. সূরা আল্‌ আংকাবুত(২৯): ৬৭, তাফসিরে ড. আবু বাকার মোহাম্মদ যাকারিয়া।
২০৭. সহীহ্‌ বুখারী, হা/৩১৮৯; সহীহ্‌ মুসলিম, হা/১৩৫৩।

আল্ ক্বুর্আন বা হাদীছে স্পষ্ট কোথাও উল্লেখ নেই যে উক্ত সময়ে বা অমুকের শাসনামলে 'হরম'(حَرَمٌ) এরিয়া বা সীমানা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। যে কারণে মুসলিম স্কলারদের মধ্যে বিভিন্ন মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

(ক) কেউ বলেছেন, পৃথিবী সৃষ্টি লগ্ন থেকেই 'হরম' এরিয়া নির্দ্ধারিত।[২০৮]

(খ) কেউ বলেছেন, হযরত আদম(আ:) সময় থেকেই 'হরম' এরিয়া নির্দ্ধারিত হয়ে থাকতে পারে।[২০৯]

(গ) কেউ বলেছেন, হযরত ইব্ব্রাহীম(আ:) কর্তৃক কা'বা ঘর পূণ:নির্মাণের আগে থেকেই মাক্কা 'হরম' ছিল।

(ঘ) আবার কেউ বলেছেন ইব্ব্রাহীম(আ:) দু'আর আগে 'হরম' নির্দ্ধারিত ছিল না।[২১০]

(ঙ) কেউ বলেছেন, হযরত ইব্ব্রাহীম(আ:) কা'বা ঘর নির্মাণকালীন আল্লাহ্ তায়ালা ফিরিশতা কর্তৃক 'হরম' সীমানা নির্দ্ধারণ করেন।[২১১]

২০.২. 'হরম' সীমানা নির্দ্ধারণ :

মাক্কা মুকার্‌রমা'র চারিদিকে নির্দিষ্ট সীমানায় পিলার বা স্তম্ভ স্থাপন করে 'হরম' এলাকা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সীমানা পিলারের ভিতর সাইট 'হরম' এরিয়ার মধ্যে পড়বে এবং পিলারের বাহির পাশ 'হরম' এরিয়ার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে না।[২১২]

২০.৩. 'হরম' এলাকার আয়তন ও পরিসীমা :

বর্তমান জরীপ থেকে জানা যায় যে, 'হরম' এলাকার সীমানা বেষ্টনীর পরিসীমা প্রায় ১২৭কি:মি: এবং 'হরম'-এর আয়তন প্রায় ৫৫০ বর্গ কি:মি:। সীমানা পিলার বা স্তম্ভ সংখ্যা পূর্ব দিকে ১১৩টি, উত্তর দিকে ৫৭৭টি, পশ্চিম দিকে ৯৮টি এবং দক্ষিণ দিকে ১৫২টি অর্থাৎ সর্বমোট ৯৩৪টি সীমানা পিলার স্থাপন করা হয়েছে।

২০.৪. 'হরম' সীমানায় চিহ্নিত নির্দিষ্ট দিকের পথের নাম ও দূরত্ব :

ইমাম নাববী(রহি.) বলেন, 'হরম' সীমানার দূরত্ব পরিমাপ শুরু হবে 'হাজরি আস্ওয়াদ' থেকে।[২১৩]

---

২০৮. Ibn Kathir 1999, vol.2: 424-425; Al-Nawawi 2009: 1738

২০৯. Ibn Hajar1997, vol.6: 494

২১০. সূরা ইব্ব্রাহীম(১৪): ৩৭; Al-Tabari 2000, vol.2: 47

২১১. Book- Mapping The Sacred: The Haram Region of Makkah(Milel ve Nihal, 14(2), 24-47) by Khalid El-Awaisi(2017).

২১২. ফিক্হি বিশ্বকোষ, ১৭/১৮৫-১৮৬।

২১৩. আল্ মাজমুউ' ৭/৪৬৩।

তবে প্রতিটি বইতেই দেখা যায় যে, দূরত্ব মাক্কা থেকে উল্লেখ করা রয়েছে এবং হাদীছে সেটাই উল্লেখ রয়েছে।[২১৪] পূর্বের পরিমাপে উল্লেখিত মাইল এবং বর্তমান জরীপ পরিমাপে উল্লেখিত কিলো মিটারে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে, তবে পূর্বের নির্দিষ্ট স্থানের কোন পরিবর্তন নেই বা যা পরিবর্তন যোগ্যও নয়।[২১৫] যথা :-

(১) মাক্কা থেকে মাদীনা'র পথে(উত্তর দিকে) ৬.১৫ কি:মি:(পূর্বের ৩ মাইল) দূরে 'তান্'ঈম'-এর আগে **'বনি নিফার গোত্রের'** বাড়িঘরের কাছাকাছি পর্যন্ত।

(২) জিদ্দা'র পথে(পশ্চিম দিকে) ২০ কি:মি:(পূর্বের ১০ মাইল) দুরে **'মুন্‌কাতিউল আ'শাশ্'** নামক স্থান পর্যন্ত (উল্লেখ্য যে, হুদায়বিয়াহ্'র একাংশ 'হরম' এলাকার ভিতরে পড়েছে)।

(৩) ইয়ামিন-এর পথে(দক্ষিণ দিকে) ১৭ কি:মি:(পূর্বের ৭ মাইল) দূরে **'আদাত্ লাবান্'**-এর প্রান্তভাগ পর্যন্ত ।

(৪) ইরাক-এর পথে(উত্তর-পশ্চিম দিকে) ১২.৮৫ কি:মি:(পূর্বের ৭ মাইল) দুরে **'ওয়াদি নাখ্‌লা'/'আল্ মুকাত্তা'** নামক স্থানের পাহাড়ী পথ পর্যন্ত।

(৫) 'আরাফাত/তায়িফ্-এর পথে(দক্ষিণ-পূর্ব দিকে) ১৫.৪ কি:মি:(পূর্বের ৭ মাইল) দূরে 'আরাফাত মায়দানের **'নামিরাহ্' নীচভূমি** পর্যন্ত।

(৬) জি'ইর্‌র-নাহ্/জিরুযালিম্-এর পথে(উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিকে) ১৮ কি:মি:(পূর্বের ৯ মাইল) দূরে **'আব্দুল্লাহ্ বিন্ খালিদ বংশের গিরিপথ'** পর্যন্ত।

উল্লেখ্য যে, মিনা ও মুযদালিফা 'হরম' সীমানার মধ্যে এবং 'আরাফাত্ মাঠ 'হরম' সীমানার বাহিরে অবস্থিত।

২০.৫. হরম-এ কি কি কাজ নিষিদ্ধ :

হরম-এ নিষিদ্ধ কাজ ২(দুই) টি।[২১৬] যথা :-

(১) উল্লেখিত এলাকার মধ্যে কোন স্থলজ প্রাণী শিকার বা হত্যা করা, ধরা, তাড়ানো বা কষ্ট দেয়া।

(২) বৃক্ষলতাদি অথবা ঘাস কর্তন করা।

এ কারণেই নির্দ্ধারিত বর্ণিত এলাকাকে **'হরম'**(حَرَمٌ) বা (নিষিদ্ধ) বলা হয়।

২০.৬. হরম ও মীক্বাত-এর পার্থক্য :

আল্ মাসজিদুল হর-ম অর্থাৎ আল্লাহ্'র ঘরের প্রতি সম্মান এবং সে দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য আল্লাহ্'র ঘরের চর্তুদিকে দু'টি সীমানা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে।

---

২১৪. সহীহ্ বুখারী, হা/১৫৮৬, ২৫/৪৩ অধ্যায়: হারাম-এর [৫৮] ফাযীলাত।

২১৫. Book- Mapping The Sacred: The Haram Region of Makkah(Milel ve Nihal, 14(2), 24-47) by Khalid El-Awaisi(2017).

২১৬. সূরা আল্ ক্বস্বস্ব(২৮): ৫৭; সূরা আল্ 'আংকাবুত(২৯): ৬৭; বুখারী, হা/১০৪; মিশকাত, হা/২৭২৬, ২৭৩২; নাসাঈ, হা/২৮৭৬; তাফসীরে ড. আবু বাকার মো: জাকারিয়া(হাফি:)।

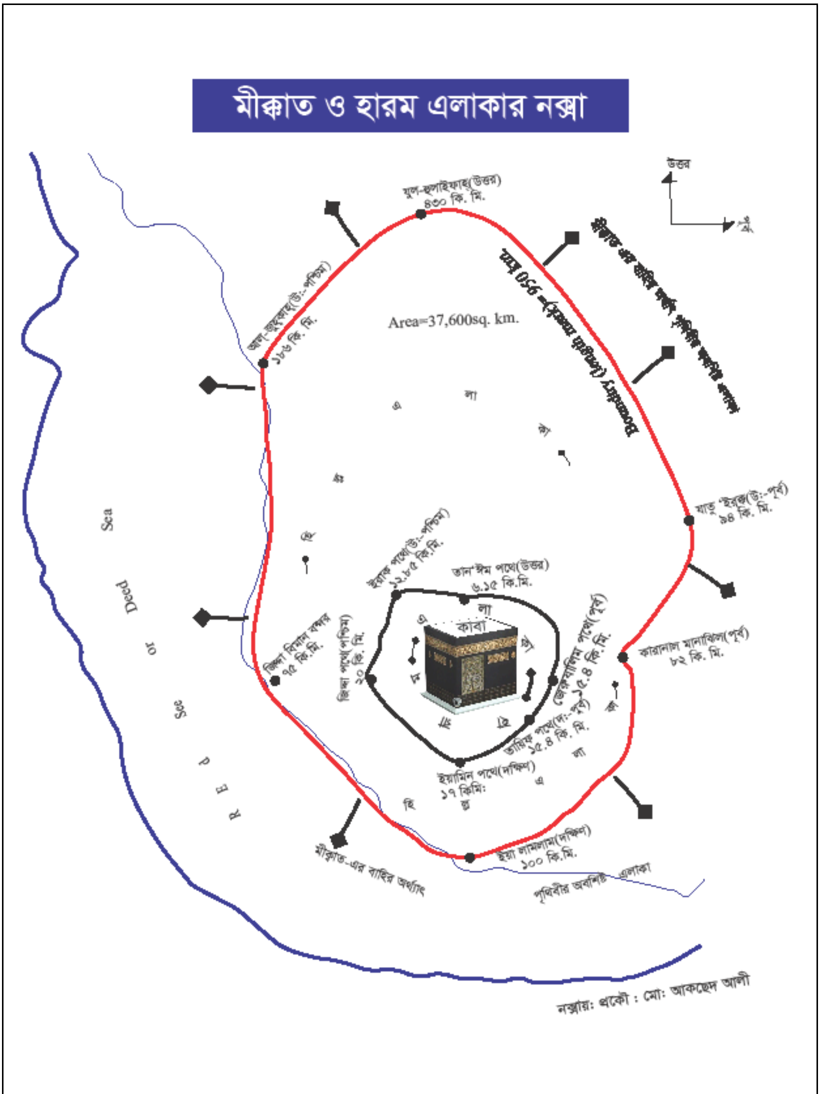

হরম ও মীক্বাত এরিয়ার নক্সা

একটি হল **'হরম'** এবং অপরটি হল **'মীক্বাত'** (উপরের নক্সায় দেখুন)। বায়তুল্লাহ্'র কাছাকাছি সীমানাটি হচ্ছে **'হরম'** এলাকা আর দূরবর্তী সীমানাটি হচ্ছে **'মীক্বাত'**। হজ্জ ও 'উম্‌রাহ্‌ আদায় কারীগণের জন্য ইহ্‌রাম ছাড়া এ সীমানা দু'টি অতিক্রম করা জায়িয নয় বা করা যায় না। মীক্বাত এর বর্ণনা দেখুন অনু: ১২-তে।

২১. আল্ মাস্‌জিদুল হর-ম (حَرَامٌ)-এ প্রবেশ

২১.১. আল্ মাস্‌জিদুল হর-ম অর্থ :

'মাস্‌জিদুল হর-ম' অর্থ সম্মান ও মর্যাদাসম্পন্ন মাস্‌জিদ। আল্ মাস্‌জিদুল হর-ম এর প্রয়োগিক অর্থ চারটি। যথা- (১) মাস্‌জিদুল হর-ম ঐ মাস্‌জিদ-কে বলা হয়, যা কা'বা ঘরের চতুপার্শ্বে নির্মিত হয়েছে অর্থাৎ কা'বা ঘরের চার পাশে মাত্বফ্ চত্বর ও মাত্বফ্-এর পরে ভবন। (২) আল্ কা'বাতুল মুশার্‌রাফা।[২১৭] (৩) মাক্‌কা মুকার্‌রামা।[২১৮] (৪) আবার কোনো কোনো সময় ইহা দ্বারা মাক্‌কা'র সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এলাকাকেও বোঝানো হয়।[২১৯]

২১.২. আল্ মাস্‌জিদুল হর-ম নাম যে সমস্ত সূরা সমূহে :

(১) আল্ মাস্‌জিদুল হর-ম(সূরা ২: ১৪৪,১৪৯,১৯১; সূরা ৫: ২; সূরা ৮: ৩৪; সূরা ৯: ৭,১৯,২৮; সূরা ১৭: ১; সূরা ২২: ২৫; সূরা ৪৮: ২৫,২৭)।

২১.৩. আল্ মাস্‌জিদুল হর-ম এর বর্তমান কাঠামো :

আল্ মাস্‌জিদুল হর-ম এর আয়তন যুগ যুগ ধরে বৃদ্ধি পেতে পেতে বর্তমান অবয়বে এসেছে। এ কারণে এটার নির্মাণ কাঠামো বা নির্মাণ শৈলী চর্তুদিকে একই রকম নহে এবং প্রশস্থতাও এক এক দিকে এক এক রকম। যেমন পূর্ব দিকে সর্বনিম্ন আনুমানিক প্রায় ২৫মিটার(কারণ হলো পূর্ব দিকে উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি সা'ঈ করার স্থান অর্থাৎ স্বফা-মার্‌ওয়াহ্ পাহাড়) এবং পশ্চিম দিকে সর্বোচ্চ আনুমানিক প্রায় ১৩৮ মিটারের মত ২০১০ইং পর্যন্ত এমন ছিল(মাত্বফ্ ও ভবনের সংস্কার কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর বর্তমান এরিয়া ২০১৭ইং থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উত্তর দিকেও ভবনকে আরো অনেক দূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে)। মাসজিদুল হর-ম এ প্রবেশ ও বের হওয়ার জন্য চর্তুদিকে অনেক পথ বা গেট আছে এবং সেগুলোর প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা নম্বর ও নাম রয়েছে। মোট গেট নম্বর সংখ্যা ৯৬টি(২০১০ইং পর্যন্ত ছিল অর্থাৎ উত্তর দিকে সম্প্রসারিত অংশ ছাড়া), প্রধান প্রধান প্রবেশ পথগুলি বিভিন্ন নামে নামকরণ ও গেটগুলোর নম্বর দেয়া রয়েছে। মাত্বফ্ চত্বরটি বাহিরে বিদ্যমান খোলা চত্বর থেকে এক তলা নীচে অবস্থিত।

---

২১৭. সূরা আল্ বাক্বরহ(২) : ১৪৪, ছফওয়াতুত তাফ্‌সীর; মাসিক ইতিছাম, এপ্রিল/২০২১ (৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃ.৯)।

২১৮. সূরা আল্ ইসরা(১৭): ১

২১৯. সূরা আত্ তাওবাহ্(৯): ৭, ২৮; সূরা আল্ ফাত্‌হ(৪৮): ২৫

২০১৮ইং সনে সংস্কার পর মাস্‌জিদুল হর-ম এর ভিতরের ও বাহিরে স্বলাত আদায়ের স্থান মিলে প্রায় ৪,৫৬,৮০০ ব:মি:(১১৩ একর) জুড়ে অবস্থিত। মানুষ ধারণ ক্ষমতা প্রায় ২৫ লক্ষ এবং হজ্জ-এর সময় তা বেড়ে ৫০ লক্ষ-তে উন্নীত হয়।

২১.৪. মাত্বফ্ চত্বরে প্রবেশের গেট সমূহ :

মাত্বফ্ চত্বরে সহজে প্রবেশ করতে হলে আপনাকে কোন কোন দিক বা গেট দিয়ে প্রবেশ করতে হবে তা নীচে বর্ণনা করা হলো। যথা-

(১) **দক্ষিণে গেট নং** ৭৫, ৭৬ ও ৭৭ দিয়ে প্রবেশ করে নীচে নামা যায়।

(২) **কিং ফাহাদ গেট(পশ্চিম দিকে) নং ৭৮,৭৯ :** এ গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে ডান ও বাম দিয়ে পায়ে হাঁটা ও বিদ্যুৎ চালিত **ইস্কেলেটর**(সিঁড়ি) রয়েছে এবং সরাসরি বা সোজাসুজি এসে পায়ে হাঁটা সিঁড়ি দিয়েও নীচে নামা যায়।

(৩) **কিং আবদুল্লাহ্ গেট(দক্ষিণ-পশ্চিম কর্ণার) :** এ গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে সরাসরি বা সোজাসুজি এসে পায়ে হাঁটা সিঁড়ি এবং ডান ও বাম দিয়ে পায়ে হাঁটা ও বিদ্যুৎ চালিত **ইস্কেলেটর**(সিঁড়ি) দিয়েও নীচে নামা যায়।

(৪) **ইসমাইল গেট(দক্ষিণ দিকে) :** এ গেট দিয়েও নীচে নামা যায়।

(৫) **আল্ ফাতাহ্ গেট(উত্তর-পূর্ব কর্ণার) নং ৪৫ :** এ গেট দিয়েও নীচে নামা যায়।

(৬) **'উম্‌রাহ্ গেট(উত্তর-পশ্চিম কর্ণার) নং ৬২ :** এ গেট দিয়েও নীচে নামা যায়।

২১.৫. বেসমেন্ট চত্বরে প্রবেশের গেট :

আপনাকে গেট নং ৭৩ দিয়ে প্রবেশ করে ডান দিকের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে হবে।

২১.৬. তৃতীয় তলায় যেতে হলে :

গেট নং ৬৬- ৭৪ এবং ৮০- ৯৩ পর্যন্ত দিয়ে প্রবেশ করে উপরে উঠতে হবে।

বৈদ্যুতিক সিঁড়ি দিয়ে যাদের আগে থেকেই ব্যবহার করার অভ্যাস নেই তিনারা অতি সাবধানে ওঠা নামা করবেন কারণ পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় অনেকেই দুর্ঘ্যটনার শিকার হন। অতএব প্রবেশ করার আগেই নির্দিষ্ট করে নেবেন প্রবেশ পথের নাম ও গেট নম্বর এবং বের হতে চেষ্টা করবেন ঐ একই পথ দিয়ে, না হলে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

২১.৭. আল্‌ মাস্‌জিদুল হর-ম এ প্রবেশ কালে করণীয় :

তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ(নিম্ন:স্বরে) করতে করতে মাস্‌জিদুল হর-ম এ প্রবেশ করবেন এবং প্রবেশ কালে প্রথমে ডান পা[২২০] ভিতরে রেখে এ দু'আ পড়বেন,

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔

উচ্চারণ : "বিস্‌মিল্‌ লা-হি ওয়াস্‌স্বলা-তু ওয়াস্‌সালা-মু 'আলা- রসু-লিল্‌ লা-হি্‌, আল্‌ল-হুম্মাফ্‌ তাহ্‌লী- আব্ব্‌ওয়া-বা রহ্‌মাতিক"।

বাংলা অর্থ : 'আল্লাহ্‌'র নামে(প্রবেশ করছি), স্বলাত(অর্থ দরূদ বা রহ্‌মত) ও সালাম রসুলুল্লাহ্‌(স্বল্‌লাল্‌ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর। হে আল্লাহ্‌! আপনি আমার জন্য আপনার রহ্‌মাত-এর সকল দরজা উন্মুক্ত করে দিন'।[২২১]

মাস্‌জিদুল হর-ম এ প্রবেশ করার পর যখন বাইতুল্লাহ্‌'র দিকে প্রথম চোখ পড়বে অর্থাৎ প্রথম দর্শনে ৩ বার পড়ুন -

اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۔

(১) উচ্চারণ : "আল্‌ল-হু আক্‌বার্‌, লা-- ইলা-হা ইল্‌ লাল্‌ ল-হ্‌"।

বাংলা অর্থ : 'আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ, নেই কোন উপাস্য আল্লাহ্‌ ছাড়া' **অথবা** নিম্নের দু'আ পড়ুন,

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ ٥

(২) উচ্চারণ: "আল্‌ল-হুম্মা আংতাস্‌ সা-লামু ওয়া মিংকাস্‌ সা-লামু ফাহইয়্যিনা- রব্বানা- বিস্‌ সালা--ম্‌"।

বাংলা অর্থ : 'হে আল্লাহ্‌! আপনিই শান্তিময়(পবিত্র) এবং আপনার কাছ থেকেই শান্তি উৎসারিত। অতএব হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে শান্তির সাথে জীবিত রাখুন'।[২২২]

(হাদীছে এখানে ইচ্ছামত দু'আর কথা পাওয়া যায় না, তবে 'স্বফা' পাহাড়ে উঠে সর্ব প্রথম কা'বা'র দিকে লক্ষ্য করবে এবং তারপর দু'হাত উত্তোলন করে

---

২২০. মুছান্নাফ ইব্‌নু আবী শায়বাহ্‌, হা/৩৪৩৮; সিলসিলাহ্‌ সহীহাহ্‌, হা/২৪৭৮।

২২১. ইব্‌নুস সুন্নি, নং ৮; আস্‌ সামারুল মুস্তাতাব, পৃ.৬০৭; আবু দাউদ ১/১২৬, হা/৪৬৫; সহীহুল জামি' ১/৫২৮; মুসলিম ১/৪৯৪, হা/৭১৩; হিস্‌নুল মুসলিম 'সালাত' অধ্যায় নং ১৩।

২২২. মুছান্নাফ ইব্‌নু আবী শায়বাহ্‌, হা/১৫৯৯৮; বায়হাক্বী, হা/১২৭৪; সুনানুল কুবরা, হা/৯৪৮১; আইনে রাসুল(ছা:) দো'আ অধ্যায়, পৃ.৭৫।

ইচ্ছামত আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে)[২২৩] অতঃপর কা'বা'র দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে দুনিয়াদারীর সমস্ত চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে ধীর-স্থীরভাবে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে নিম্ন বর্ণনার বা গাইড লাইনের আলোকে(এ সময় দু'আ কবুল হয়ে থাকে নং ১)। "হে আল্লাহ্! আমার কোন অস্তিত্ব ছিল না আপনি আপনার একান্ত অনুগ্রহে আমাকে অস্তিত্ব দান করেছেন, আমাকে তো আপনি জড় পদার্থ করে পৃথিবীতে পাঠান নাই, আমার এ অস্তিত্ব দান করার জন্য আপনার কাছে তো কোন আবেদন করি নাই, উপরোন্ত আপনি আমাকে একটি মুসলিম পরিবারে জন্ম দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন সেজন্য আমি আপনার শুকরিয়া আদায় করছি, আমার কোন ক্ষমতা ছিল না আপনি আমাকে ক্ষমতা দান করেছেন, আমি কথা বলতে পারতাম না আপনি আমাকে কথা বলা শিখিয়েছেন, আমার কোন জ্ঞান ছিল না আপনি আমাকে জ্ঞান দান করে দয়া করেছেন, আমার কোন বিবেক ছিল না আপনি ভাল-মন্দ যাচাই করার বিবেক দিয়েছেন, আমাকে আপনি সুস্থ্ অবস্থায় পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, আমাকে হায়াত দিয়ে আপনার ঘর পর্যন্ত আসার যোগ্যতা দান করেছেন, হে আল্লাহ্! আমি বহু দূর থেকে আপনার ফার্‌জ নির্দেশ পালন করার জন্য আজ আপনার ঘরে বান্দা উপস্থিত, আপনি আমাকে আপনার এ নির্দেশিত ফার্‌জ-এর সমস্ত আহ্‌কামগুলো সঠিকভাবে আদায় করতে পারি আপনি আমাকে সে সামর্থ্য ও শক্তি দান করুন, আপনি আমাকে আপনার ঘর ত্বওয়াফ্ করার সুযোগ করে দিন, আমার প্রতি রহম করুন, আমার কাজটাকে আপনি আমার জন্য সহজ করে দিন, আমাকে সুস্থ্ রাখুন, আমার মনের বাসনাকে পূর্ণ করে দিন, হে আল্লাহ্! আপনাকে না দেখে আপনার প্রতি ঈমান আনার ক্ষেত্রে আমার প্রতি যে রহমাত বা দয়া করেছেন, আপনার নাবীদেরকে না দেখে আখেরী নাবীসহ সকল নাবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার তাওফিক দান করেছেন, আপনার নাবীদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস করার জ্ঞান দান করেছেন, আপনার সর্বশেষ পাক কালাম আল্ কুর্‌আন বুঝবার ও 'আমাল করার তৌওফিক দান করেছেন, আপনার শেষ নাবীর হাদীছ সমূহ 'আমাল করার সুযোগ করে দিয়েছেন, আমাকে যে হায়াত দিয়ে আপনি আমাকে আপনার ঘর পর্যন্ত এনেছেন, আমার গুনাহ্-খাতা মাফ্ না করিয়ে আমাকে পবিত্র না করে আপনার ঘর থেকে নিয়েন না, হে! রব্বুল 'আ-লামী--ন।

অতএব আপনাকে, আপনার শেষ নাবীকে ও আপনার পূর্ববর্তী নাবীদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবসমূহ না দেখে যেমন বিশ্বাস স্থাপন করেছি, সুতরাং কাল হাশ্‌র-এর মাঠে আপনি আমার 'আমাল-নামা না দেখে বিনা হিসাবে আমাকে জান্নাত

২২৩. আবু দাউদ,হা/১৮৭২; মিশকাত, হা/২৫৭৫; সহীহ্ নাসাঈ, হা/২৯৭৪,অনু: ১৭২ 'হজ্জ' অধ্যায়।

দান করে আপনার দীদার নসীব করবেন, ইহা ছাড়া আপনার কাছে আর কিছু চাই না, হে! আর্ হামুর্ র-হিমী--ন্"।

ত্বওয়াফ্-এ কুদুম বা 'উম্‌রাহ'র ত্বওয়াফ্‌কারীর জন্য সর্ব প্রথম কাজ হলো মাস্‌জিদুল হর-ম এ প্রবেশ করে ত্বওয়াফ্ করা। তবে ত্বওয়াফ্ শুরুর আগেই যদি ফার্‌জ স্বলাত শুরু বা সময় হয়ে গেলে আগে ফার্‌জ স্বলাত পড়া শেষ করে তারপর ত্বওয়াফ্ শুরু করতে হবে। উল্লেখ্য যে, কেউ যদি ত্বওয়াফ্ না করে বা ফার্‌জ স্বলাত-এর আগে বসতে(আরাম করার জন্য) চায়, তাহলে অবশ্যই তাকে দুই রক্'আত দুখুলুল বা তাহিয়্যাতুল মাস্‌জিদ নাফ্ল স্বলাত আদায় করে তারপর বসতে হবে।[২২৪]

পরবর্তীতে অন্য যে কোন সময় স্বলাত আদায় বা ত্বওয়াফ্ করার জন্য মাস্‌জিদুল হর-ম এ প্রবেশ করে তাহলে সর্বপ্রথম কাজ হলো, দুই রক্'আত তাহিয়্যাতুল মাস্‌জিদ নাফল স্বলাত আদায় করার(বসার আগেই) পর ফার্‌জ স্বলাত আদায় বা ত্বওয়াফ্ করা।

২১.৮. আল্ মাস্‌জিদুল হর-ম এ প্রবেশে বিধি-নিষেধ :

মাস্‌জিদুল হর-ম এ কোন নারীর পাশে অথবা তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে বা কাতারবন্দী হয়ে স্বলাত আাদায় করা ঠিক নয়। তবে বর্তমানে সাউদী সরকার মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক কর্ণার তৈরী করে তাদেরকে আলাদা আলাদা ভাবে স্বলাত আদায়ের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, ভীড়ের কারণে মহিলারা যদি মাস্‌জিদুল হর-ম এ স্বলাত আদায় করতে নাও পারেন এবং স্ব-স্ব বিশ্রামাগারে একা একা স্বলাত আদায় করেন তবুও মাস্‌জিদুল হর-ম এ স্বলাত আদায়কারীদের সমান ছাওয়াব লাভ করবেন।

স্বলাত আদায় করার সময় স্যান্ডেল-জুতা মাস্‌জিদ-এর ভিতর রাখলে র‍্যাকের নম্বরও লিখে রাখবেন অথবা পলিথিন/কাপড়ের থলিতে করে নিজের কাছেও রাখতে পারেন। তবে নিজের কাছে রাখাই উত্তম, কারণ র‍্যাকের নম্বর লিখে রাখলেও সেটা পরবর্তীতে খুঁজে বের করা কঠিন হবে, যদি কাছাকাছি না থাকেন।

২১.৯. আল্ মাস্‌জিদুল হর-ম এ প্রবেশের সময় ভুল-ত্রুটি :

(১) মাস্‌জিদুল হর-ম এ প্রবেশের আগেই আপনি আপনার মোবাইল ফোনটি বন্ধ করুন এবং পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার চেষ্টা করুন। মাস্‌জিদ থেকে বের হওয়ার পর মোবাইল ফোন চালু করুন।

(২) মাস্‌জিদুল হর-ম এ প্রবেশকালে মাথা নত করা।

---

২২৪. সহীহ্ বুখারী, হা/৪৪৪; সহীহ্ মুসলিম, হা/৭১৪; মিশকাত, হা/৭০৪।

(৩) মাস্‌জিদুল হর-ম এ প্রবেশের সময় অনেকেই এমন কিছু দু‘আ পাঠ করে থাকেন যা রসুল(স্বল্‌লাল্ ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়নি। যত ভাল দু‘আ-ই হোক তা হাদীছ সম্মত না হলে পাঠ করার কোন বিধান নেই।

(৪) অনেকে মনে করেন একটি নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে মাস্‌জিদুল হর-ম এ প্রবেশ করা জরুরী। আবার কারো কারো মত **‘বাবে সালাম’**(পূর্ব দিকে অর্থাৎ স্বফা ও মার্‌ওয়াহ্ পাহাড়দ্বয়ের মাঝামাঝিতে) নামক দরজা দিয়ে প্রবেশ করা মুস্তাহাব। আপনি যে কোন দরজা দিয়েই মাস্‌জিদুল হর-ম এ প্রবেশ করতে পারেন।

২১.১০. কা‘বা(كَعْبَةٌ) ঘর বা বাইতুল্লাহ্(بَيْتُ اللهِ) :

২১.১০.১. কা‘বা’র নাম সমূহ্ :

(১) আল্ কা‘বা(সূরা ৫: ৯৫,৯৭) ; (২) আল্ বায়তুল হর-ম(সূরা ৫: ৯৭) ; (৩) আল্ বায়্‌তি(সূরা ২: ১২৫,১২৭,১৫৮; সূরা ৩: ৯৬,৯৭; সূরা ৮: ৩৫; সহীহ্ বুখারী, হা/৩৬৬৪), (৪) আল্ বায়তুল মুহার্‌রম(সূরা ১৪: ৩৭), (৫) আল্ বায়তুল্ ‘আতী-ক্ব(সূরা ২২: ৩৩)।

২১.১০.২. কা‘বা’র ইতিকথা :

আল্লাহ্ পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে সর্বপ্রথম কা‘বা গৃহের স্থানকে সৃষ্টি করেছেন এবং অত:পর অন্যান্য অংশ উহা হতে সম্প্রসারিত করেছেন। তৎপর সর্বপ্রথম পাহাড় ‘আবু কুবাইস’কে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা‘য়ালা পবিত্র ক্কুর্‌আন-এ ঘোষণা করেছেন যে, “পবিত্র কা‘বা গৃহ জগতের আদিগৃহ এবং মানবজাতির সর্বপ্রথম ‘ইবাদাত গৃহ”।[২২৫] নিম্নে ধারাবাহিকভাবে পবিত্র কা‘বা গৃহের নির্মাতা, পুণ:নির্মাতা ও সংস্কারকদের নাম ও সময় বর্ণনা করা হলো। যথা :-

(১) ফেরেশ্‌তাকুল(সর্ব প্রথম নির্মাতা)। কোন কোন রেওয়াতের বর্ণনা মতে হযরত আদম(আ:)-এর জন্মেরও দুই হাজার বৎসর পূর্বে(দূর্বল সনদে বর্ণনা)।[২২৬]

(২) হযরত আদম(আ:) কর্তৃক ছাদবিহীন(পুণ:নির্মাণ, সহীহ্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়)।[২২৭]

---

২২৫. সুরা আলি ইম্‌রান(৩): ৯৬; বুখারী, হা/৩৪২৫; মুসলিম, হা/৫২০; হাদীছ সম্ভার, নং ১১৯৯।

২২৬. তাফসীরে ড. আবু বাকার মোহা: জাকারিয়া (হাফি:), সূরা ইব্‌রাহীম(১৪): ৩৭, সূরা আল্ হজ্জ(২২): ২৬

২২৭. তাফসীরে ড. আবু বাকার মোহাম্মদ জাকারিয়া (হাফি:), সূরা ইব্‌রহীম(১৪): ৩৭, সূরা আল্ হজ্জ(২২): ২৬; হাদীসের নামে জালিয়াতি, ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর (রহি.), পৃ. ২৯০।

(৩) হযরত আদম(আ:)-এর পুত্র 'শীশ' কর্তৃক(সংস্কার, সহীহ্‌ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়)।[২২৮]

(৪) হযরত ইব্ব্‌রাহীম(আ:) ও হযরত ইস্‌মাইল(আ:) কর্তৃক(প্রথম নির্মাতা, পুণ:নির্মাতা নন)। খৃষ্ট পূর্ব ১৮৫৩ সনে হযরত ইব্ব্‌রাহীম(আ:)-এর মৃত্যু হয়। হযরত নুহ্‌(আ:)-এর তুফানের প্রায় ৪০০ বছর পরে আল্লাহ্‌ তায়ালা জিব্বরীল(আ:)-কে দিয়ে হযরত ইব্ব্‌রাহীম(আ:)-কে কা'বা ঘর নির্মাণের পূর্ব নির্দ্ধারিত মহাসম্মানিত স্থান দেখিয়ে দেন ও ঘর নির্মাণের নির্দেশ দেন। ইব্ব্‌রাহীম (আ:) হযরত ইস্‌মাইল(আ:)-কে সঙ্গে নিয়ে কা'বা ঘর নির্মাণ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সহীহ্‌ কোন দলীল সরাসরি এটা প্রমাণ করে না যে ইব্ব্‌রহীম(আ:)-এর পূর্বে কেউ কা'বা ঘর বানিয়েছে।[২২৯]

কা'বাগৃহের প্রথম নির্মাতা যে হযরত ইব্বরহীম(আ:) তা নীচের হাদীছ থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়। আবু হুরইরাহ্‌(র.) বলেন আমি রসুল(সা:)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ'র রসুল! 'পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মাস্‌জিদ কোনটি নির্মিত হয়েছে? তিনি উত্তরে বলেন, মাস্‌জিদুল হর-ম। আবার বললাম এরপর কোনটি? তিনি বললেন, বায়তুল মুক্কদ্দাস। আবার জিজ্ঞাসা করলাম এ দু'টি মাস্‌জিদ নির্মাণের ব্যবধান কত দিনের ছিল? তিনি বললেন, ৪০ বছর।[২৩০] নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে আল্লাহ্‌ তায়ালা হযরত ইব্ব্‌রাহীম(আ:)-কে হজ্জ-এর ঘোষণা দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।[২৩১] তখন পুত্র ইস্‌মাইল-এর বয়স ছিল ২০ (বিশ) বছর। ঘর নির্মাণ কালে তাঁরা মাটির সমতলে সবসময় খোলা পূর্বদিকে কপাটবিহীন একটি দরজা রাখেন। তখন কা'বা ঘরে কোন ছাদ ও গিলাফ্‌ ছিল না।

(৫) জুর্‌হাম গোত্র কর্তৃক(প্রথম সংস্কার), ইহাও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

(৬) 'আমালিকা গোত্র কর্তৃক(দ্বিতীয় সংস্কার), ইহাও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

(৭) কুসাই ইব্‌নু কিলাব কর্তৃক কা'বা গৃহকে সম্পূর্ণভাবে পূণ:নির্মাণ করা

---

২২৮. তাফসীরে ড. আবু বাকার মোহাম্মদ জাকারিয়া (হাফি:), সূরা ইব্ব্‌রহীম(১৪): ৩৭, সূরা আল্‌ হজ্জ (২২): ২৬; হাদীসের নামে জালিয়াতি, ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ্‌ জাহাঙ্গীর (রহি.), পৃ. ২৯০।

২২৯. সহীহ্‌ বুখারী, হা/৩৩৬৫; তাফসীরে ইবনু কাছীর, ১ম খন্ড, পৃ.৪২৯; সূরা ইব্ব্‌রহীম(১৪): ৩৭, সূরা আল্‌ হজ্জ (২২): ২৬; হাদীসের নামে জালিয়াতি, ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ্‌ জাহাঙ্গীর (রহি.), পৃ. ২৯০।

২৩০. সহীহ্‌ বুখারী, হা/৩৩৬৬, ৩৪২৫; সহীহ্‌ মুসলিম, হা/৫২০; তাফসীরে ড. আবু বাকার মোহাম্মদ জাকারিয়া (হাফি:), সূরা আল্‌ ইমরান(৩): ৯৬

২৩১. সূরা আল্‌ হজ্জ(২২): ২৭

হয় এবং তিনিই সর্বপ্রথম কা'বা গৃহে গাছের বীম বসিয়ে তক্তার ছাদ দেন। ইনি কুরাইশ বংশের প্রধান এবং হযরত মুহাম্মদ(স্বল্লাল্ লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পূর্ব পুরুষের ছিলেন।

(৮) মাক্কা'র কুরাইশ গোত্র কর্তৃক পুণ:নির্মাণ করা হয় এবং হযরত মুহাম্মদ(সা:) নিজেও এ নির্মাণ কাজের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন। এ সময় হযরত মুহাম্মদ(স্বল্লাল্ লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বয়স ছিল ৩৫(পঁয়ত্রিশ) বছর অর্থাৎ নুবুওয়াত প্রাপ্তির ৫(পাঁচ) বৎসর পূর্বে। অর্থের অভাবে কা'বা গৃহের আকার ছোট করা হয়[২৩২] এবং কা'বা গৃহের মেঝে ভূমি থেকে ৪ হাত উঁচু করা হয়, যাতে ভিতরে পানি ঢুকতে না পারে, আর যেন কেউ বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে না পারে।

(৯) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু যুবাইর(র.) কর্তৃক নির্মাণ কাজ ৬৪ হিজরীতে শুরু হয়ে ৬৫ হিজরীর ৭ই রজব শেষ হয়। তিনি হযরত ইব্রাহীম(আ:)-এর ভিতের উপর কা'বা ঘর পুণ:নির্মাণ করেন। হাতীম-এর যে অংশ কুরাইশগণ বাদ দিয়েছিল তিনি সে অংশকে কা'বা গৃহের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি মাটির সমতলে দু'পাল্লা বিশিষ্ট ২টি দরজা স্থাপন করেন, যার একটি প্রবেশের জন্য অপরটি বের হওয়ার জন্য।

(১০) হজ্জাজ বিন্ ইউসুফ(র.) কর্তৃক পূণ:নির্মাণ ৭৪ হিজরী সমাপ্ত হয়। তিনি আবার হতীম-এর দিকের দেওয়ালকে ভেঙ্গে কুরাইশদের বরাবর নির্মাণ করেন এবং মেঝে পুণ:রায় ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি উঁচু করে ভিতরে ভরাট করে দেন ফলে দরজা উক্ত উচ্চতায় স্থাপন করা হয়। দু'টি দরজার মধ্যে পশ্চিমের দরজাটি বন্ধ করে দেন।

(১১) ১০৩৯হিজরীর শা'বান মাসে নজীর বিহীন বন্যার কারণে কা'বা ঘর ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে সুলতান চতুর্থ মুরাদের পিতা সুলতান আহ্মদ খান(তুরস্ক সম্রাট) কর্তৃক ১০৪০ হিজরীতে(১৬৩০খৃষ্টাব্দ) পুণ:নির্মাণ(৯ই রজব নির্মাণ কাজ শেষ হয়) করা হয়। তিনি কোন পরিবর্তন না করে কুরাইশ ও হজ্জাজ বিন্ ইউসুফ(র.)-এর ভিতের উপর নির্মাণ করেন।

(১২) **সাউদ** বিন্ আব্দুল আজিজ আল্-ফায়্সাল ১৩৭৭ হিজরীর ১৮ই রজব অর্থাৎ ১৯৫৮ইং সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী পুণঃ সংস্কার করার জন্য নির্দেশ জারী করেন।

---

২৩২. সহীহ্ বুখারী, হা/১৫৮৪; মুসলিম, হা/১৩৩৩; মুসনাদে আহমাদ, ২৪৭৬৩; আধুঃ প্রকাঃ হা/১৪৮০; ইফা, হা/১৪৮৬।

(১৩) সর্বশেষ ১৪১৭হিজরী(১৯৯৬ইং)-তে বাদশাহ্ ফাহদ্ বিন্ আব্দুল আজিজ ব্যাপক সংস্কার কাজ করেন।

২১.১০.৩. কা'বা'র কাঠামো ও পরিচিতি :

কা'বা বা বায়তুল্লাহ্ হলো আল্লাহ্'র প্রথম ঘর অর্থাৎ মুসলিম-দের জন্য ক্বিব্লাহ্ অর্থ দিক নির্দেশনা। মুসলিম-গণ পৃথিবীর যে স্থানেই অবস্থান করুক না কেন, ক্বিব্লাহ্ মুখী হয়েই স্বলাত আদায় করতে হয়।[২৩৩] কা'বা বা বায়তুল্লাহ্'র ভিতরে যে কোন দিকেই মুখ করে স্বলাত আদায় করা যায় এবং বাহিরে অর্থাৎ মাস্‌জিদুল হর-ম এর ভিতরে যে দিকেই দাঁড়ান কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে।

কা'বা গৃহে সর্বক্ষণ আল্লাহ্'র পক্ষ হতে ১২০টি রহ্মাত নাযিল হয়। তাহলো ত্বওয়াফ্ কালে ৬০টি, স্বলাত আদায়কালে ৪০টি এবং মাহাব্বত-এর দৃষ্টিতে কা'বা দর্শণকারীর জন্য ২০টি(হাদীছটি যাল বা যা'ঈফ)।[২৩৪]

কা'বা ঘরের চর্তুদিকের পরিমাপ সমান নয়। যেমন :-

(১) রুক্‌নি শামী(পশ্চিম-উত্তর কোণ) হতে রুক্‌নি ইয়ামানী(পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ) পর্যন্ত ১২মি: ৯০সে:মি:।

(২) রুক্‌নি ইয়ামানী হতে রুক্‌নি হাজরি আস্‌ওয়াদ(দক্ষিণ-পূর্ব কোণ) পর্যন্ত ১১মি: ২০সে:মি:।

(৩) রুক্‌নি হাজরি আস্‌ওয়াদ হতে রুক্‌নি ইরাকী(পূর্ব -উত্তর কোণ) পর্যন্ত ১২মি: ৯০সে:মি:।

(৪) রুক্‌নি ইরাকী হতে রুক্‌নি শামী পর্যন্ত ১১মি: ১০সে:মি:।

কা'বা ঘরে কোন জানালা নেই, একটি মাত্র দরজা যা মাটি থেকে ৬ ফুট ৯ইঞ্চি উচ্চতায় এবং পূর্ব দিকে অবস্থিত।

কা'বা ঘরের ভিতরে কোন বৈদ্যুতিক লাইট নেই, ছাদে ১২৭ সে:মি: লম্বা ও ১০৪ সে:মি: প্রস্থের কাঁচের একটি ভেন্টিলেটর আছে, যেটি দিয়ে সূর্যের আলো ভিতরে প্রবেশ করে।

কা'বা ঘরের ভিতর পরিষ্কার করার জন্য বছরে দু'বার দরজা খোলা হয়। একবার রমযান মাস শুরু হওয়ার ১৫দিন পূর্বে এবং আর একবার হজ্জ-এর

২৩৩. সূরা আল্ বাক্বরাহ্(২): ১৫০

২৩৪. যা'ঈফুল জামি', হা/১৭৬০; সিলসিলাহ্ যা'ঈফাহ্, হা/১৮৮; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন: ১২৫২, পৃ. ৫৭৮।

১৫দিন আগে। যমযম কুপের পানি ও গোলাপ জল দিয়ে পরিষ্কার করার পর দেয়ালগুলো পারফিউম দিয়ে সুগন্ধযুক্ত করা হয়।

কা'বা ঘরের দরজার চাবি কুরাঈশ বংশের 'বানী শায়বা' নামক একটি পরিবার বা গোত্রের কাছে থাকে। 'বানী শায়বা' হল কা'বা'র চাবির রক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক। কা'বা ঘর খোলা, বন্ধ ও ধোয়ার দায়িত্বে রয়েছে এ পরিবারটি। 'বানী শায়বা' হচ্ছে সাহাবী উস্‌মান ইব্‌নু তাল্‌হা'র বংশধর। মাক্‌কা বিজয়ের পর মহানাবী মুহাম্মাদ(সা:) তাল্‌হা-কে ডেকে বায়্‌তুল্লহ্'র চাবি চাইলেন এবং তিনি চাবি রসুল(সা:) হাতে দিয়ে দিলেন। পুণ:রায় রসুল(সা:) তাঁকে চাবি দিয়ে বলেছিলেন, 'হে তাল্‌হা এই নাও, এখন থেকে এ চাবি কিয়ামাত পর্যন্ত তোমার বংশধরের হাতেই থাকবে। অন্য যে কেউ তোমাদের হাত থেকে ফিরিয়ে নিতে চাইবে, সে হবে যালিম, অত্যাচারী। তোমাদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নেবার কোন অধিকার কারোরই থাকবে না'।[২৩৫]

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র ক্বুর্‌আন-এ মাস্‌জিদুল হর-ম এ প্রবেশকারী, স্বলাত আদায়কারী, ত্বওয়াফ্-কারীর জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন।[২৩৬] কা'বা ঘরের সম্মান করা এবং এ ব্যাপারে অত্যন্ত সম্ভ্রমপূর্ণ আচার-আচরণ অবলম্বন করা প্রতিটি মুসলিম-এর কর্তব্য।

কা'বা ঘরের ভিতর প্রবেশ করার সময় 'বিস্‌মিল্লাহ্ ও দরুদ' পড়ার পর প্রথমে ডান পা ভিতরে রেখে পড়ুন-

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔

উচ্চারণ : "বিস্‌মিল্ লা-হি ওয়াস্‌স্বলা-তু ওয়াস্‌সালা-মু 'আলা- রসু-লিল্ লা-হি্, আল্‌ল-হুম্মাফ্ তাহ্‌লী- আব্ব্‌ওয়া-বা রহ্‌মাতিক্" পড়বেন (কা'বা ঘরের ভিতর দু'আ কবুল হওয়ার স্থান নং ২, তবে সহীহ্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়)।

২১.১০.৪. কা'বা'র গিলাফ্ :

একমাত্র আল্লাহ্'র ঘরের সম্মান প্রর্দ শনের জন্যই অলংকার স্বরুপ এটা স্থাপন করা হয়ে থাকে। তবে কবে কখন থেকে এটার প্রচলন হয়েছে সেটার সঠিক সময় নিরুপণ করা সম্ভব না হলেও কোন কোন ইতিহাস বিদদের মতে ইয়ামিন দেশীয়

---

২৩৫. সূরা আন নিসা(৪): ৫৮; তাফসীরে ড. আবু বাকার মোহাম্মদ যাকারিয়া(হাফি:); তাবারানী ১১/১২০।

২৩৬. সূরা আল্ হজ্জ(২২): ২৬

বাদশা ‘তুব্বাই হিমাই’র প্রথম **‘কিস্ওয়া’** বা গিলাফ্-এর প্রবর্তন করেন। সে সময় থেকেই এ যাবত, প্রতি বছর হজ্জ-এর সময় ‘আরাফাত দিবসে অর্থাৎ ৯ই যুল্হিজ্জাহ্(খুব সকালের দিকে) আল্লাহ্’র ঘরে নতুন গিলাফ্ পরানো হয়ে থাকে। সাউদী সরকারের প্রথম শাসনামলে মিস্বর হতে গিলাফ্ আনা হত। ১৩৮৭ হিজরী হতে সাউদী সরকার বিদেশ হতে গিলাফ্ আনা বন্ধ করে দেন এবং তখন থেকে মাক্কা-বাসী নিজেরাই গিলাফ্ প্রস্তুত শুরু করেন। বর্তমানে খাঁটি সিল্কের সুতা দিয়ে কালো রঙ্গের গিলাফ্ তৈরী করা হয় এবং তাতে বিভিন্ন তাস্বীহ্ ও ক্কুর্আন-এর আয়াত নক্শা(ক্যালিওগ্রাফি) করে লিখা রয়েছে। ১৪ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট গিলাফ্-এ ৪৭ মিটার লম্বা একটি বন্ধনী দিয়ে চর্তুপাশ বেষ্টিত এবং গিলাফ্-এর গায়ে ‘কালিমা তাক্ক্ওয়া’সহ অনেক দু‘আ-দরুদ লিখা রয়েছে।

২১.১১. আল্ মাস্জিদুল হর-ম এ স্বলাত আদায় :

মাস্জিদুল হর-ম এ জামা‘আত-এ ১(এক) রক্‘আত ফার্জ স্বলাত আদায়ের ছাওয়াব ১(এক) লক্ষ রক্‘আত ফার্জ স্বলাত আদায়ের সমান।[২৩৭]

জামা‘আত-এ স্বলাত আদায় করতে হলে আপনাকে হজ্জ-এর সময় কমপক্ষে ২-২:৩০ঘন্টা আগে মাস্জিদ-এর ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। তা নাহলে আপনি মাস্জিদুল হর-ম এর ভিতরে ঢুকতে পারবেন না এবং দেরী করে এসে বাহিরের চত্বরে বা রাস্তার এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কাতার বিহীন(কাতার বা লাইনের মাঝে ফাঁক থাকলে সেটা কাতার হিসাবে গণ্য হবে না) অবস্থায় দাঁড়িয়ে স্বলাত আদায় করলে জামা‘আত-এর ছাওয়াব পাওয়া যাবে না বা স্বলাত আদায়ও সঠিক হবে না।

হরম সীমানার ভিতরে যে সমস্ত মাস্জিদ আছে আপনি যে কোন মাস্জিদ-এ স্বলাত আদায় করেন ১(এক) লক্ষ রক্‘আত-এর সমপরিমান ছাওয়াব পাবেন। এখান থেকে পাঁচ ওয়াক্ত ফার্জ স্বলাত আদায়ের সময়সূচী নোট করে নেবেন।

মাস্জিদুল হর-ম এ অতীতের কাযা অর্থাৎ ‘উম্রী কাযা’ নামে স্বলাত আদায় করার কোন বিধান নেই। অতএব পূর্বের ছুটে যাওয়া স্বলাত-এর জন্য আল্লাহ্র কাছে বেশী বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আল্লাহ চাইলে পূর্বের পাপ সমূহ ক্ষমা করে দিতে পারেন এবং তা নেকীতে পরিণত করতে পারেন।[২৩৮]

---

২৩৭. ইব্নু মাযাহ্, হা/১৪০৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৪৬৯৪, ১৫২৭১; সহীহুল জামি‘, হা/৩৮৩৮।
২৩৮. সূরা আল্ ফুরক্কান(২৫): ৭০,৭১

২২. 'উম্‌রহ্‌(عُمْرَةٌ)

একদা রসুল(স্বল্‌লাল্‌ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, 'উম্‌রাহ্‌ করা কি ওয়াজিব? তিনি উত্তরে বললেন না, তবে 'উম্‌রাহ্‌ করবে'।[২৩৯] তবে ঈমাম শাফ'ঈ(রহি:)-এর মতে সুন্নাত।[২৪০] অন্য এক হাদীছ-এ ইব্‌নু আব্বাস (র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুল(সা:) বলেছেন, "ক্বিয়ামাত পর্যন্ত হজ্জ-এর মধ্যে 'উম্‌রাহ্‌'ও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে"।[২৪১]

'উম্‌রাহ্‌ শুরু করলে তা সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। 'উম্‌রাহ্‌ শব্দের আভিধানিক অর্থ জিয়ারত বা পরিদর্শন বা সাক্ষাত করা এবং পারিভাষিক অর্থে পবিত্র কা'বা'র জিয়ারত অর্থাৎ ত্বওয়াফ্‌, স্বফা-মার্‌ওয়াহ্‌ সা'ঈ, মাথা মুন্ডন (হলাক্ব) বা চুল ছোট(ক্বস্বর) করাকে **'উম্‌রাহ্‌** বলা হয়।[২৪২]

২২.১. বদলী 'উম্‌রাহ্‌ :

মৃত বা জীবিত অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে যেমন বদলী হজ্জ করা যায়, তেমনি বদলী 'উম্‌রাহ্‌ করারও বিধান রয়েছে।[২৪৩] তবে শর্ত হলো যিনি পূর্বে 'উম্‌রাহ্‌ করেছেন তিনিই কেবল বদলী 'উম্‌রাহ্‌ করতে পারবেন।[২৪৪]

২২.২. এক সাফার্‌-এ একাধিক 'উম্‌রাহ্‌ করা যাবে কিনা :

এক হাদীছে এসেছে যে, 'এক সাফার্‌-এ একটার বেশী 'উম্‌রাহ্‌ করা যাবে না'।[২৪৫]

হাদীছ থেকে পাওয়া যায় রসুল(সা:) এক সাাফার-এ একের অধিক 'উম্‌রাহ্‌ করেন নাই। তিনি চার সাফার-এ চারটি 'উম্‌রাহ্‌ করেছেন।[২৪৬]

কিন্তু সময়ের প্রয়োজনে বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষের অসুবিধার কথা বিবেচনায় নিয়ে সাউদী আরবের স্থায়ী ফাত্‌ওয়া কমিটি(**'লাজনা দায়িমাহ্‌'**) এ মর্মে ফাত্‌ওয়া দিয়েছেন এবং তন্মধ্যে অন্যতম **'সাইখ্‌ আব্দুল আজিজ ইব্‌নু বা'য্‌'** -এর মতামত এখানে ব্যক্ত করা হলো(কেউ ইচ্ছে করলে উল্লেখিত ওয়েভ লিঙ্কে প্রবেশ করে দেখতে পারেন) যে, "অনেক মানুষ মীক্বাত-এর বাহিরে বসবাসকারী

---

২৩৯. তিরমিযী, হা/৯৩১ (হাদীছ-এর সনদ দূর্বল)।

২৪০. তিরমিযী, হা/৯৩১ (ফুটনোট)।

২৪১. সহীহ্‌ বুখারী, হা/১৫৩৪; আবু দাউদ, হা/১৭৯০; তির্‌মিযী, হা/৯৩২।

২৪২. সূরা আল্‌ বাক্বরহ্‌(২): ১৯৬

২৪৩. মুসলিম, হা/১১৪৯; মিশকাত, হা/১৯৫৫ ও ২৫২৮; নাসাঈ, হা/২৬৩৭; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ১২৭৩, পৃ. ৫৮৫; ইবনু মাযাহ্‌, হা/২৯০৫।

২৪৪. আবু দাউদ, হা/১৮১১; মিশকাত, হা/২৫২৯; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ১২৭৪।

২৪৫. ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ৪৯৪; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ১২৭২।

২৪৬. সহীহ্‌ বুখারী, হা/১৭৭৫,১৭৭৬,১৭৭৮; আবু দাউদ, হা/১৯৯৩।

বহুদূর থেকে হজ্জ বা বদলী হজ্জ অথবা ‘উম্‌রাহ্ বা বদলী ‘উম্‌রাহ্ করতে আসেন বিধায় তিনাদের পক্ষে প্রতিবছর বা বারবার আসা সম্ভব হয় না, যে কারণে তিনারা একই সাফার্-এ ইচ্ছা করলে হরম এলাকার বাহিরে অর্থাৎ ‘আয়িশা মাস্‌জিদ’ অথবা ‘মাস্‌জিদ জি‘ইর্‌র-নাহ্(جِعِرَّانَةِ)’ অথবা অন্য কোন মীক্বাত থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে নাফল ‘উম্‌রাহ্ করতে পারেন”।[২৪৭]

উল্লেখ্য যে, শারীরিক এবং আর্থিক উভয় দিক দিয়ে সক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে ‘উম্‌রাহ্ করা যাবে না।

২২.৩. ‘উম্‌রাহ্’র মীক্ব-ত(مِيْقَاتٌ) :

‘উম্‌রাহ্’র মীক্বাত সকল লোকের জন্যই **‘হিল্ল’**(হরম সীমানার বাহিরে অথচ মীক্বাত-এর ভেতরের স্থান) এলাকা। দেখুন ‘উম্‌রাহ্’র মীক্বাত সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা অনু: **১২**-তে করা হয়েছে।

২২.৪. ‘উম্‌রাহ্’র ফাজিলাত :

হাদীছ-এ এসেছে যে, “রমযান মাসে ‘উম্‌রাহ্ করা এক হজ্জ-এর সমতুল্য”।[২৪৮]

আবু হুরইরাহ্(র.) হতে বর্ণিত রসুলুল্লাহ্(সা:) বলেছেন, “এক ‘উম্‌রাহ্ থেকে পরবর্তী ‘উম্‌রাহ্, এ দু’য়ের মাঝে কৃত পাপের, কাফ্‌ফারাহ্ স্বরুপ”।[২৪৯] ‘উম্‌রাহ্’কে **হজ্জ-এ আস্‌গার** বলা হয়।

২২.৫. ‘উম্‌রাহ্’র রুকন বা ফার্‌জ :

‘উম্‌রাহ্’র ফার্‌জ ৩ (তিন)টি। যথা :-

(১) ইহ্‌রাম বাঁধা

(২) ত্বওয়াফ্ করা এবং

(৩) স্বফা ও মার্‌ওয়াহ্’র মাঝে সা‘ঈ করা।

২২.৬. ‘উম্‌রাহ্’র ওয়াজিব :

‘উম্‌রাহ্’র ওয়াজিব ২ (দুই)টি। যথা :-

(১) নির্দ্ধারিত মীক্বাত থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা।

(২) মাথা মুন্ডন করা বা চুল ছাঁটা।

* তবে সা‘ঈ করা, হানাফী মাযহাব মতে(দ্বিতীয় ওয়াজিব)

---

২৪৭. http://www.binbaz.org.sa/mat/18,832

২৪৮. সহীহ্ বুখারী, হা/১৭৮২, ১৮৬৩; মুসলিম, হা/১২৫৮, ৩০৯৭-৯৮; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/২৯৯২-৯৩; তিরমিযী, হা/৯৩৯; আবু দাউদ, হা/১৯৮৮-৯০।

২৪৯. সহীহ্ বুখারী, হা/১৭৭৩; মুসলিম, হা/৩১৮০; তির্‌মিযী, হা/৯৩৩; নাসাঈ, হা/২৬২২-২৩; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/২৮৮৮; মুসনাদে আহমাদ, হা/৭৩০৭, ৯৬২৪।

২২.৭. 'উম্‌রাহ্'র সুন্নাতসমূহ :

(১) ইয্‌ত্বিবা' করা(শুধু পুরুষদের জন্য)। নিয়ম টীকা অনু: ২২.১২-তে দেখুন।

(২) রমল করা অর্থাৎ প্রথম তিন চক্কর(শুধু পুরুষদের জন্য)। অবশ্য এটা শুধু হজ্জ-'উম্‌রাহ্'র উদ্দেশ্যে প্রথম যখন মাক্কা'য় প্রবেশ করে 'উম্‌রাহ্ করবে সেই 'উম্‌রাহ্'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পরবর্তী ত্বওয়াফ্-গুলোতে এটা করার প্রয়োজন নেই।

(৩) ত্বওয়াফ্-এর সময় হাজরি আসওয়াদে চুম্বন করা অথবা হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাতে চুম্বন করা।

(৪) ত্বওয়াফ্-এর সময় রুক্‌নি ইয়ামানি স্পর্শ করা।

(৫) ত্বওয়াফ্ শেষে দু'রক্'আত স্বলাত আদায় করা।

(৬) ত্বওয়াফোত্তর স্বলাত শেষে যমযম-এর পানি পান করা।

(৭) স্বফা-মার্‌ওয়াহ্ পাহাড়ে উঠে ক্বিবলামুখী হয়ে যিক্‌র করা, তাক্‌বীর দেয়া ও দুই হাত তুলে দু'আ করা।

(৮) স্বফা-মার্‌ওয়াহ্'র মাঝে সবুজ বাতি চিহ্নিত অংশে দৌড়ানো(শুধু পুরুষদের জন্য) বা দ্রুত বেগে চলা।

২২.৮. 'উম্‌রাহ্'র নিষিদ্ধ সময় :

বছরে শুধু যুল্‌হিজ্জাহ্ মাসের ৯ হতে ১৩ তারিখ(মোট ৫ দিন) পর্যন্ত 'উম্‌রাহ্ পালন করা নিষিদ্ধ। 'উম্‌রাহ্ করার জন্য পূর্বে হজ্জ করা শর্ত নয়।

২২.৯. 'উম্‌রাহ্'র ইহ্‌রাম বাঁধা(প্রথম ফার্‌জ) :

নির্দ্ধারিত মীক্বাত থেকে 'উম্‌রাহ্'র ইহ্‌রাম ইহ্‌রাম বাঁধা(**প্রথম ওয়াজিব**) এবং 'উম্‌রাহ্'র ইহ্‌রাম কোথায় কিভাবে বাঁধবেন তা বিস্তারিতভাবে ইতিপূর্বেই অনু: ১৩(পৃষ্ঠা. ৬৬-৭১)-তে আলোচনা করা হয়েছে দেখুন।

২২.১০. 'উম্‌রাহ্'র ত্বওয়াফ্(দ্বিতীয় ফার্‌জ) :

ত্বওয়াফ্ শব্দের অর্থ কোন কিছুর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করা বা চক্কর দেয়া। 'উম্‌রাহ্ বা হজ্জ-এর ত্বওয়াফ্ অর্থ কা'বা ঘরের চর্তুদিকে ৭(সাত) বার প্রদক্ষিণ করা অর্থাৎ হাজরি আস্‌ওয়াদ(কা'বা ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কর্ণার) থেকে ডান দিক হতে প্রদক্ষিণ শুরু করে হাতীম-সহ অর্থাৎ হাতীম-এর বাহির দিয়ে কা'বা ঘরের চর্তুদিক ঘুরে পুণ:রায় হাজরি আস্‌ওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছালে ত্বওয়াফ্-এর ১(এক) চক্কর পূর্ণ হয়।

২২.১০.১. ত্বওয়াফ্-এর ফাজিলাত :

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নু 'উমার(র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসুল(সা:)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি কা'বা ঘর ত্বওয়াফ্ করলো এবং

দু'রক্'আত স্বলাতআদায় করলো, সে একজন গোলাম আযাদ করার নেকী পেলো"।[২৫০]

ইহা ছাড়াও আমি রসুল(সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'কোন ব্যক্তি ত্বওয়াফ্-এর সময় যতো বার পা উঠাবে বা নামাবে, ততো বার আল্লাহ্ তায়ালা তার একটি গুনাহ ক্ষমা করবেন এবং তার জন্য একটি নেকী লিখে দিবেন'।[২৫১]

আব্দুল্লাহ্ ইব্নু ওবায়িদ ইব্নু ওমায়ির(র.) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা ইব্নু 'উমার(র.) থেকে শুনেছেন যে, আমি রসুল(সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'কোনো ব্যক্তি ত্বওয়াফ্ করতে যেয়ে যতো বার পা উঠায় বা নামায় ততো বার দশ নেকী লিখা হয়, দশটি পাপ মিটে যায় এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়'।[২৫২]

ইব্নু 'আব্বাস(র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুল(সাঃ) বলেছেন, 'কা'বা ঘরের ত্বওয়াফ্ হচ্ছে স্বলাত। তবে আল্লাহ্ তায়ালা সেখানে কথা বলাকে বৈধ করেছেন'।[২৫৩]

ইব্নু 'আব্বাস(র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুল(সাঃ) বলেছেন, 'কা'বা ঘরের চর্তুদিকে ত্বওয়াফ্ করা হলো স্বলাত। তবে তোমরা ত্বওয়াফ্-এর সময় কথা বলতে পারো। অতএব, কেউ যদি সেখানে কথা বলতে চায়, সে যেন কল্যাণের কথা বলে'।[২৫৪]

ত্বউস(র.) বলেন, আমি ইব্নু 'উমার(রঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা যখন ত্বওয়াফ্ করো তখন কথা কম বলো। নিশ্চয় তোমরা স্বলাত-এর মধ্যে রয়েছো'।[২৫৫]

ইব্নু 'আব্বাস(র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুল(সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ৫০বার বাইতুল্লাহ্ ত্বওয়াফ্ করবে সে তার মায়ের গর্ভ হতে ভূমিষ্ট হওয়ার দিনের মত পাপ মুক্ত হয়ে যাবে'(দূর্বল হাদীছ)।[২৫৬]

২২.১০.২. ত্বওয়াফ্-এর প্রকারভেদ :

ত্বওয়াফ্ ৭ (সাত) প্রকার। যথাঃ-

২২.১০.২.১. ত্বওয়াফ-ই কুদুম :

ইফ্রাদ হজ্জ-কারী মাক্কা'য় এসে প্রথম যে ত্বওয়াফ্ আদায় করে তাকে ত্বওয়াফ-ই কুদুম(অর্থ আগমণ) বলে। ত্বওয়াফ-ই কুদুম-এ ইয্ত্বিবা', রমাল ও

২৫০. ইব্নু মাযাহ্, হা/২৯৫৬; তিরমিযী, হা/৯৫৯; সিলসিলাহ্ সহীহাহ্, হা/২৭৫২।
২৫১. তিরমিযী, হা/৯৫৯; মিশকাত, হা/২৫৮০; আত্ তার্গীব, হা/১১৩৯; ইব্নু হিব্বান, হা/৩৬৯৭।
২৫২. আহমাদ, আত্ তার্গীব, হা/১৬৪৮, পৃ.৪৭০; মাসিক ইতিছাম, আগস্ট/২০, ১০ম সংখ্যা, পৃ.৫।
২৫৩. শাফি'ঈ, ইর্ওয়াউল গালীল, হা/১২১; মাসিক ইতিছাম, আগস্ট/২০(৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃ. ৫)।
২৫৪. তিরমিযী, হা/৯৬০; মাসিক ইতিছাম, আগস্ট/২০(৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃ. ৫)।
২৫৫. ইর্ওয়াউল গালীল, ১/১৫৭; ; মাসিক ইতিছাম, সেপ্টে/২০(৪র্থ বর্ষ, ১১ম সংখ্যা, পৃ. ৩)।
২৫৬. তিরমিযী, হা/৮৬৬(দূর্বল হাদীছ); সিলসিলাহ্ যা'ঈফাহ্, হা/৫১০২(যা'ঈফ)।

সা'ঈ আছে। উল্লেখ্য যে, ক্বিরান ও তামাত্তু' হজ্জ আদায়কারী 'উম্‌রাহ্'র উদ্দেশ্যে যে ত্বওয়াফ্ করে থাকেন তা ত্বওয়াফ-ই কুদুম-এরই স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়।

২২.১০.২.২. ত্বওয়াফ-ই যিয়ারাহ্ বা ইফাযাহ্ :

সকল হজ্জ পালনকারীকেই এ ত্বওয়াফ্-টি আদায় করতে হয়। এটা হলো হজ্জ-এর ফার্‌জ ত্বওয়াফ্, যা বাদ পড়লে হজ্জ সম্পন্ন হবে না। এ ত্বওয়াফ্-এ ইয্‌ত্বিবা' ও রমাল নেই, তবে সা'ঈ আছে।

২২.১০.২.৩. ত্বওয়াফ-ই বিদা বা বিদায়ী ত্বওয়াফ্ :

মীক্বাত-এর বাহির হতে যারা হজ্জ-এ আসেন মাস্‌জিদুল হর-ম হতে প্রত্যাবর্তনের সময় যে ত্বওয়াফ্ করা হয় তাকে ত্বওয়াফ-ই বিদা বা বিদায়ী ত্বওয়াফ্ বলে। এ ত্বওয়াফ্-এ ইয্‌ত্বিবা', রমাল ও সা'ঈ নেই।

উপরোক্ত তিন প্রকার ত্বওয়াফ্ হজ্জ-এর সাথে সম্পৃক্ত।

২২.১০.২.৪. ত্বওয়াফ-ই 'উম্‌রাহ্ :

'উম্‌রাহ্ আদায়ের ক্ষেত্রে এ ত্বওয়াফ্ **রুকন** বা **ফার্‌জ**। এ ত্বওয়াফ্-এ ইয্‌ত্বিবা', রমাল ও সা'ঈ আছে।

২২.১০.২.৫. ত্বওয়াফ-ই নায্‌র :

ইহা মান্নত হজ্জ আদায়কারীদের ওপর ওয়াজিব।

২২.১০.২.৬. ত্বওয়াফ-ই তাহিইয়্যা :

ইহা মাস্‌জিদুল হর-ম এ প্রবেশকারীদের জন্য মুস্তাহাব। তবে যদি কেউ অন্য কোন ত্বওয়াফ্ করে থাকে তাহলে সেটিই এ ত্বওয়াফ্-এর স্থলাভিষিক্ত হবে।

২২.১০.২.৭. নাফাল ত্বওয়াফ্ :

যখন ইচ্ছা তখনই এ ত্বওয়াফ্ সম্পন্ন করা যায়। এ ত্বওয়াফ্-এ ইহ্‌রাম, ইয্‌ত্বিবা', রমাল ও সা'ঈ নেই এবং ইহ্‌রাম-এর কাপড় পরিধান করে নাফাল ত্বওয়াফ্ করা যাবে না।

মাক্কা'য় অবস্থান কালীন সময়ে বেশী বেশী করে নাফল স্বলাত ও ত্বওয়াফ্-এ রত থাকবেন। অধিক সংখ্যায় 'উমরাহ্ পালন করার তুলনায় অধিক সংখ্যায় ত্বওয়াফ্ সমাপন করাই উত্তম।

এখানে উল্লেখ্য যে, একমাত্র 'উম্‌রাহ্'র ত্বওয়াফ্ ছাড়া আর অন্য কোন ত্বওয়াফ্-এ ইয্‌ত্বিবা' নেই অর্থাৎ ডান কাঁধ ঢেঁকে রাখতে হবে বা খোলা থাকবে না।

২২.১০.২.৮. 'উম্‌রাহ্ আদায় কারীর জন্য বিদায়ী ত্বওয়াফ্-এর বিধান :

'উম্‌রাহ্-কারী মাক্কা আগমন করার সময় যদি নিয়াত করে যে ত্বওয়াফ্, সা'ঈ ও মাথা মুন্ডন তথা 'উম্‌রাহ্'র যাবতীয় কার্যাদী সম্পন্ন করার সাথে সাথে

মাক্‌কা থেকে ফেরত চলে যাবে, তবে তাকে 'বিদায়ী ত্বওয়াফ্' করতে হবে না। কেননা ত্বওয়াফ্-এ কুদুম-ই তার জন্য 'উম্‌রাহ্'র ত্বওয়াফ্ ও বিদায়ী ত্বওয়াফ্ হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু 'উম্‌রাহ্ সম্পন্ন করার পর যদি মাক্‌কা'য় অবস্থান করে, তবে 'বিদায়ী ত্বওয়াফ্' করা তার জন্য **ওয়াজিব**।[২৫৭]

২২.১০.৩. ত্বওয়াফ্-এর আহ্‌কামসমূহ :

ত্বওয়াফ্-এর আর্‌কান : ত্বওয়াফ্-এর রুকন বা আর্‌কান ৩(তিন) টি। **'রুকন'** হলো একবচন, আর **'আর্‌কান'** হলো বহুবচন। যথা :-

(১) ত্বওয়াফ্-এর অধিকাংশ চক্কর(চার চক্কর) পূর্ণ করা।

(২) ত্বওয়াফ্ কা'বা ঘরের বাহির দিয়ে মাস্‌জিদুল হর-ম এর নির্দিষ্ট সীমানার ভিতরে করা।

(৩) ত্বওয়াফ্ নিজে করা, কোন কিছুর উপরে আরোহণ করে হলেও।

২২.১০.৪. ত্বওয়াফ্ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত সমূহ :

ত্বাওয়াফ্-এর শর্ত ১৩(তের) টি। যথা :-

শর্ত সমূহের **প্রথম ১০টি সকল ত্বওয়াফ্-এর জন্য প্রযোজ্য**।

(১) প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান হওয়া এবং

(২) বিবেকবান হওয়া(কাফির বা পাগল ব্যক্তি ছাড়া)

(৩) নির্দিষ্ট নিয়াত করা

(৪) পাক-পবিত্র হওয়া

(৫) সতর ঢাকা

(৬) মাসজিদুল হর-ম এর নির্দিষ্ট সীমানার ভিতরে ত্বওয়াফ্ হওয়া অর্থাৎ কা'বা ঘরের বাহির দিয়ে ত্বওয়াফ্ করা।

(৭) হাজরি আস্‌ওয়াদ হতে ত্বওয়াফ্ আরম্ভ করা।

(৮) পায়ে হেঁটে ত্বওয়াফ্ করা।

(৯) ত্বওয়াফ্-এর ৭(সাত) চক্কর পর পর হওয়া।

(১০) ত্বওয়াফ্ চলাবস্থায় পিছনে ফিরে না যাওয়া।

নীচের শর্ত **৩(তিন) টি শুধু হজ্জ-এর ত্বওয়াফ্-এর জন্য প্রযোজ্য**।

(১১) নির্দিষ্ট সময় হওয়া

(১২) ত্বওয়াফ্-এর পুর্বে ইহ্‌রাম বাঁধা এবং

(১৩) 'উকুফি 'আরাফাহ্'র পরে হওয়া।

২২.১০.৫. ত্বওয়াফ্-এর ওয়াজিব সমূহ :

---

২৫৭. সহীহ্ মুসলিম, হা/১৩২৭; মিশকাত, হা/২৬৬৭-৬৮; আবু দাউদ, হা/২০০৫-০৬; ছহীহুল জামি', হা/৩৩৭৩; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ১২৭৬, পৃ. ৫৮৫।

ত্বাওয়াফ্‌-এর ওয়াজিব ৮(আট) টি। যথা :-

(১) পাক পবিত্র হওয়া অর্থাৎ উযু ব্যতীত না থাকা এবং হায়িয্‌, নিফাস্‌ ও জানাবাত হতে পাক থাকা।

(২) সতর ঢাকা অর্থাৎ যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনাবৃত থাকা নিষিদ্ধ সেগুলো আবৃত রাখা।

(৩) যারা পায়ে হেঁটে চলাচল করতে পারেন তাদের হেঁটে ত্বওয়াফ্‌ করা।

(৪) নিজের ডান দিক হতে কা'বা ঘরকে বামে রেখে অর্থাৎ হাজরি আস্‌ওয়াদ থেকে বায়তুল্লাহ্‌'র দরজার দিকে অগ্রসর হওয়া।

(৫) হাতীম-এর বাহির দিয়ে ত্বওয়াফ্‌ করা অর্থাৎ হাতীম-কে বায়তুল্লাহ্‌'র অন্তর্ভুক্ত করে ত্বওয়াফ্‌ করা।

(৬) হাজরি আস্‌ওয়াদ হতে ত্বওয়াফ্‌ আরম্ভ করা(তবে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে, যেহেতু কারো কারো মতে সুন্নাত)।

(৭) ত্বওয়াফ্‌-এর ৭(সাত) চক্কর পূর্ণ করা। ত্বওয়াফ্‌-এর অধিকাংশ চক্কর (অর্থাৎ চার চক্কর) সম্পন্ন করলেই **ফার্‌জ** আদায় হয়ে যায় বটে, তবে সাত চক্কর পূর্ণ করা **ওয়াজিব**।

(৮) **'স্বলাতুত্‌ ত্বওয়াফ্‌'** অর্থাৎ ত্বওয়াফ্‌ শেষে মাক্বমি ইব্‌রাহীম-এর পিছনে দু'রক্‌'আত স্বলাত আদায় করা।

২২.১০.৫.১. ওয়াজিব-এর হুকুম হল :

ত্বওয়াফ্‌-এর ওয়াজিব গুলোর যদি কোন একটি বাদ পড়ে যায় বা ছুটে যায়, তবে পুণ:রায় ত্বওয়াফ্‌ করতে হবে। চাই তা ইচ্ছাকৃতভাবে হউক বা ভুলক্রমে বাদ পড়ুক। যদি তা না করে, তবে তার জন্য **দম** আদায় করা **ওয়াজিব** হবে, যা অবশ্যই আদায় করতে হবে।

২২.১০.৬. ত্বওয়াফ্‌-এর সুন্নাত সমূহ :

ত্বওয়াফ্‌-এর সুন্নাত সমূহের এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো। যথা :-

(১) হাজরি আস্‌ওয়াদ চুম্বন করা বা ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাতের তালুতে চুম্বন করা অথবা লাঠি দিয়ে স্পর্শ করে উক্ত লাঠিতে চুম্বন করা।

(২) ইয্‌ত্বিবা'(অনু: ২২ 'টীকা' বর্ণনা দেখুন) করা।

(৩) প্রথম তিন চক্করে রমাল(অনু: ২২ 'টীকা' বর্ণনা দেখুন) করা।

(৪) বাকী চক্কর গুলোতে রমাল না করে ধীরে-সুস্থে ত্বওয়াফ্‌ করা।

(৫) কোন বিরতী না দিয়ে ত্বওয়াফ্‌-এর পূর্ণ চক্করগুলো সম্পন্ন করা।

(৬) সা'ঈ শুরুর পূর্বে হাজরি আস্‌ওয়াদ চুম্বন(ইস্তিলাম) করা(এটা সে ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যিনি ত্বওয়াফ্‌-এর পরে সা'ঈ করবেন)।

(৭) ত্বওয়াফ্‌ শুরু করার সময় হাজরি আস্‌ওয়াদ-এর দিকে মুখ করা।

(৮) শরীর ও পরিধেয় বস্ত্র পরিপূর্ণভাবে পাক-পবিত্র হওয়া।

(৯) রুক্‌নি ইয়ামানী-কে ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করা।

(১০) ত্বওয়াফ্‌ চলাবস্থায় দু'আ ও যিক্‌র-আয্‌কার করা।

২২.১০.৭. ত্বওয়াফ্‌-এর মধ্যে মাকরুহ্‌ কাজসমূহ :

(১) স্বলাত-এর জামা'আত বা খুৎবা শুরু হওয়ার সময় ত্বওয়াফ্‌ করা।

(২) পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে ত্বওয়াফ্‌ করা।

(৩) এক ত্বওয়াফ্‌ শেষ করে দু'রক্‌'আত স্বলাত আদায় না করেই পুণ:রায় আবার ত্বওয়াফ্‌ শুরু করা।

(৪) সুযোগ থাকা সত্ত্বেও হাজরি আসওয়াদ-কে চুম্বন না করে ত্বওয়াফ্‌ করা।

(৫) ইয্‌তিবা' ও রমল করার স্থলে উহা না করা।

(৬) ত্বওয়াফ্‌-এর সময় ক্রয়-বিক্রয় বা ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করা।

(৭) দুনিয়াবী কিংবা অন্য কারণে কোনো কথা বলা।

২২.১০.৮. ত্বওয়াফ্‌ সম্পন্ন করার নিয়ম :

ত্বওয়াফ্‌ শুরু(ত্বওয়াফ্‌-এর সময় উযু থাকা জরুরী) করার পূর্বে ৫(পাঁচ) টি কাজ করণীয়। ৩টি হাজরি আস্‌ওয়াদ-এর কর্ণার বা ডানদিকের সবুজ বাতি(নীচ তলা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় সবুজ রংএর টিউব লাইট লাগানো আছে) বরাবর দাঁড়ানোর পূর্বে এবং ২টি হাজরি আস্‌ওয়াদ কর্ণার বরাবর দাঁড়ানোর সময়।

হাজরি আস্‌ওয়াদ-এর কর্ণার বা ডানদিকের সবুজ বাতি বরাবর দাঁড়ানোর পূর্বের ৩(তিন) টি কাজ হলো। যথা :-

(১) তাল্‌বিয়াহ্‌ পড়া বন্ধ করে দিন(এটা **'উম্‌রাহ্‌'র তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠের শেষ সময়**)।[২৫৮]

(২) পূর্ণ ত্বওয়াফ্‌-এর জন্য ইয্‌ত্বিবা'(অনু: ২২, টীকা: পৃ: ১৩৮ বর্ণনা দেখুন) করুন(শুধু পুরুষের জন্য) এবং

(৩) ত্বওয়াফ্‌-এর জন্য সুনির্দ্ধারিত কোন নিয়াত না থাকলেও মনে মনে অন্তরে(মুখে উচ্চারণ করে নয়) এটা পোষণ করুন যে, "হে আল্লাহ্‌! আমি আপনার ঘর ৭(সাত) চক্কর দেয়ার নিয়াত করছি। আপনি আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং কবুল করুন"।

এরপর হাজরি আস্‌ওয়াদ-এর কর্ণার বা ডানদিকে সবুজ বাতি বরাবর দাঁড়ানোর পর ২(দুই)'টি কাজ হলো যথা :-

---

২৫৮. বায়হাক্বী, হা/৯৪৯১, ৯৪৯২।

(১) কা'বা ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কর্ণার বা ডানদিকে সবুজ বাতি বরাবর এমনভাবে দাঁড়াবেন যেন হাজরি আস্‌ওয়াদ পুরোপুরি আপনার সামনে থাকে। এরপর ইস্তিলাম করা অর্থাৎ হাজরি আস্‌ওয়াদ-কে চুম্বন করা সুন্নাত[২৫৯] (চুম্বন করার সুন্নাত পদ্ধতি হলো হাজরি আস্‌ওয়াদ-এর উপর উভয় হাত রেখে দু'হাতের মধ্যখানে মুখ রেখে উহা চুম্বন করা) বা ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাতের তালুতে চুম্বন করা অথবা লাঠি দিয়ে স্পর্শ করে উক্ত লাঠিতে চুম্বন করা।[২৬০] বর্তমানে যা আদায় করা অত্যন্ত কঠিন ও দু:সাধ্য। অতএব ভীড়ের কারণে করতে না পারলে দূর থেকে উভয় হাত দিয়ে অথবা শুধুমাত্র ডান হাত ইশারা করে- اَللّٰهُ اَكْـبَرُ ('আল্‌ ল-হু আক্‌বার্‌')/ بِسْـمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْـبَرُ ('বিস্‌মিল্লা-হি আল্‌ ল-হু আক্‌বার্‌')/বলে হাত ছেড়ে দিন, হাতে চুমু খেতে হবে না।[২৬১] অত:পর

(২) নিজ স্থান হতে ডান দিকে ঘুরে ত্বওয়াফ্‌-এর জন্য সামনের দিকে হাঁটতে থাকুন, যাতে পবিত্র কা'বা ঘর পূর্ণ বামে থাকে।

পুরুষের জন্য প্রথম ৩(তিন) চক্করে **'রমাল'** করা সুন্নাত[২৬২] (ভীড়ের কারণে করতে না পারলে, আপনি শরীরকে এমনভাবে দোলান যেন দেখে মনে হবে আপনি 'রমাল' করছেন)। নারীদের জন্য কোন ইয্‌ত্বিবা' বা রমাল নেই। যখন ত্বওয়াফ্‌ করতে করতে 'রুক্‌নি ইয়ামানী'(কা'বা ঘরের পশ্চিম-দক্ষিণ কর্ণার) কর্ণার নিকটবর্তী (যদি)পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন, সম্ভব হলে শুধুমাত্র ডান হাতে স্পর্শ করুন[২৬৩] বা স্পর্শ করতে না পারলেও কোন ক্ষতি নেই(চুমু খাওয়া থেকে বিরত থাকুন এবং ইশারা করারও কোন বিধান শারী'আত-এ নেই)। আর রুক্‌নি ইয়ামানী কর্ণার বরাবর স্থানে যখন পৌঁছবেন তখন নিম্নের এ দু'আ পাঠ করুন[২৬৪]

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ০

---

২৫৯. সহীহ্‌ বুখারী, হা/১৫৯৭, ১৬১০; মুসলিম, হা/২৯৫৯; আধু: প্রকা: হা/১৫০৫; ইফা: হা/১৫১১।

২৬০. সহীহ্‌ বুখারী, হা/১৬০৭; আধু: প্রকা: হা/১৫০৩; ইফা: হা/১৫০৯; মুসলিম, হা/১২৭৫; মিশকাত, হা/২৫৭১; আবু দাউদ, হা/১৮৭৯; মুসনাদে আহমাদ, ১৩২৮৬; ইরওয়া, হা/১১১৪।

২৬১. সহীহ্‌ বুখারী, ফাত্‌হুল বারীসহ ৩/৪৭৬, হা/১৬১৩; আধু: প্রকা: হা/১৫০৮ ইফা: হা/১৫১৪।

২৬২. সহীহ্‌ বুখারী, হা/১৬০২-০৩, ১৬১৬, ১৬৪৪; তিরমিযী, হা/৮৫৭; মিশকাত, হা/২৫৫৫।

২৬৩. সহীহ্‌ বুখারী, হা/১৬০৯; মিশকাত, হা/২৫৮৬; মুসলিম, হা/১২৬৮; নাসাঈ, হা/২৯৫২।

২৬৪. সূরা আল্‌ বাক্বরহ্‌(২): ২০১; আবু দাউদ-২/১৭৯, নং ১৮৯২; মিশকাত, হা/২৫৮১; মুসনাদে আহমাদ- ৩/৪১১, হা/১৫৩৯৮; আল্‌-বাগ্‌ভী ফীশারহিস্‌ সুন্নাহ্‌- ৭/১২৮।

উচ্চারণ : "রব্বানা-- আ-তিনা- ফিদ্দ্দুং ইয়া- হসানাতাওঁ ওয়াফিল্ আ-খিরতি হসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা- 'আযা-বান্ না--র্"।

বাংলা অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দান করুন এবং পরকালেও মঙ্গল দান করুন, আর আমাদেরকে দোযখের আযাব হতে রক্ষা করুন'।

এবং পাঠ করতে করতে হাজরি আস্ওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছান এবং হাজরি আস্ওয়াদ পর্যন্ত এসে ১(এক) চক্কর পূর্ণ করুন। মনে রাখবেন, প্রতি চক্করেই এ দু'আ-টি পাঠ করতে হবে এবং এটা(দু'আ কবুলের স্থান নং ৪)। পুণ:রায় হাজরি আস্ওয়াদ বরাবর দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র ডান হাত দিয়ে ইশারা করে اَللّٰهُ اَكْـبَـرُ ('আল্ ল-হু আক্‌বার্') বলে দ্বিতীয় চক্কর শুরু করুন। এভাবে ৭(সাত) চক্করের মাধ্যমে ত্বওয়াফ্ সম্পন্ন করুন এবং ৭তম চক্কর শেষ করে হাজরি আস্ওয়াদ বরাবর পৌঁছলে('আল্লাহু আক্‌বার' বলে) আর তাক্‌বীর দিতে হবে না(মনে রাখবেন তাক্‌বীর শুধু চক্কর শুরুর সময়ে দিতে হয়, চক্কর শেষে নয়)।

উল্লেখ্য যে, প্রতি চক্করের জন্য আলাদা আলাদা হাদীছ সম্মত কোন দু'আ নেই[২৬৫] তবে আপনি যে দু'আ-ই জানেন সেটাই পড়ুন অথবা প্রতি চক্করের সময় চুপচাপ না থেকে আপনি নিম্ন বর্ণনার আলোকে আল্লাহ্'র যিক্‌র করতে পারেন এবং তাতে আপনার চক্কর গণনা বা মনে রাখতে সুবিধা হবে। যেমন-

১ম চক্করে سُبْحَانَ اللّٰهِ ('সুব্‌হ্-নাল্ ল-হ্')

২য় চক্করে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ('আল্-হম্‌দুলিল্ লা-হ্')

৩য় চক্করে لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ ('লা-- ইলা-হা ইল্‌লাল্ ল-হ্')

৪র্থ চক্করে اَللّٰهُ اَكْـبَـرُ ('আল্ ল-হু আক্‌বার্')

৫ম চক্করে سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ ('সুব্বহ-নাল্ ল-হি ওয়া বিহাম্‌দিহ্')

৬ষ্ঠ চক্করে নিম্নলিখিত ছোট্ট দরুদ'টিও পাঠ করতে পারেন–

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

উচ্চারণ : "স্বল্‌লাল্ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্ লা--ম্"।

২৬৫. তিরমিযী, হা/৯৬০; মিশকাত, হা/২৫৭৬; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ১২৪৭, পৃ. ৫৭৬।

৭ম চক্করে أَسْتَغْفِرُ اللهَ ('আস্‌তাগ্‌ফিরুল্ ল-হ্')।

ইহা ছাড়াও আপনি নিচের এ দু'আ গুলোও পড়তে পারেন, যেমন -

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ۝

উচ্চারণ : "লা- হাওলা ওয়ালা- ক্ক-ওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ্"।

বাংলা অর্থ ঃ 'কারো শক্তি নেই(দু:খ কষ্ট দূর করার ও বিপদ-আপদে বাঁচাবার) এবং কারো ক্ষমতা নেই(সুখ সম্পদ প্রদানের) একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া'।

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ۔

উচ্চারণ : "সুব্‌হ-নাল্ ল-হি ওয়াল্‌হম্‌দু লিল্ লা-হি ওয়া লা- ইলা-হা ইল্ লাল্ ল-হু ওয়াল্ ল-হু আক্‌বার্"।

বাংলা অর্থ : 'অতি পবিত্রতাময় আল্লাহ্, আল্লাহ্'র জন্যই সমস্ত প্রশংসা, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ'।

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

উচ্চারণ : "লা-- ইলাহা ইল্লাল্ ল-হু ওয়াহ্‌দাহু লা- শারি-কালাহু লাহুল্ মুল্‌কু ওয়া লাহুল্ হম্‌দু ওয়াহুওয়া 'আলা- কুল্লি শায়ইং ক্কদী--র্"। ইত্যাদি

ত্বওয়াফ্ শেষ হলে, ডান কাঁধ ঢেকে ফেলুন, যা ইতিপূর্বে ইয্‌ত্বিবা'র জন্য খোলা রেখেছিলেন। ইচ্ছা করলে হাতে ৭ দানার তজ্‌বি(তবে তজ্‌বি গাঁথুনির সূতাটা একটু লম্বা হতে হবে, যেন প্রতি চক্কর সমাপ্তির পর একটা করে গিরো বা গিট দেয়া যায়) বা গণনাযন্ত্র রাখলে ভুল হওয়ার সম্ভবনা কম বা আপনি আঙ্গুলের সাহায্যেও হিসাব রাখতে পারেন কোন অসুবিধা নেই, যে ভাবে আপনি নিজে সহজ বোধ করেন।

২২.১০.৯. রুক্‌নি ইয়ামানী ও হাজরি আস্‌ওয়াদ-এর ফাজিলাত :

রসুল(সা:) বলেছেন, 'নিশ্চয় এই কোণদ্বয় স্পর্শ করলে কোণদ্বয় মানুষের পাপকে মিটিয়ে দেয়'।[২৬৬] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'নিশ্চয় এই কোণদ্বয় স্পর্শ করলে পাপসমূহ মুছে যায়'।[২৬৭]

---

২৬৬. নাসাঈ, হা/২৯১৯; জামিউল উছুল, হা/১৪৪৬; মাসিক ইতিছাম, সেপ্টে/২০(১১তম সংখ্যা, পৃ. ৩)।

২৬৭. তিরমিযী, হা/৯৫৯; মিশকাত, হা/২৫৮০; মাসিক ইতিছাম, সেপ্টে/২০(৪র্থ বর্ষ, পৃ. ৩)।

আবার ইব্‌নু 'উমার(রঃ) বলেন, আমি রসুল(সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'কালো পাথর ও রক্‌নি ইয়ামানী স্পর্শ করা গুনাহ্‌সমূহের কাফ্‌ফারহ্ স্বরুপ'।[২৬৮]

ইব্‌নু 'আব্বাস(র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুল(সাঃ) হাজরি আস্‌ওয়াদ সম্পর্কে বলেছেন, 'আল্লাহ্‌'র কসম! ক্বিয়ামাত্-এর দিন আল্লাহ্ এই পাথরকে পাঠাবেন। তখন তার দু'টি চোখ থাকবে, যা দ্বারা দেখতে থাকবে এবং তার একটি জিহ্বা হবে, যা দ্বারা কথা বলবে এবং যে তাকে ঈমান-এর সাথে চুম্বন দিয়েছে, তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে'।[২৬৯]

ইব্‌নু 'আব্বাস(র.) বলেন, রসুল(সাঃ) বলেছেন, 'হাজরি আস্‌ওয়াদ যখন জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয়, তখন তা দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা ছিল। পরে আদম সন্তানের পাপ তাকে কালো করে দিয়েছে'।[২৭০]

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নু 'আম্‌র(র.) বলেন, আমি রসুল(সাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, 'হাজরি আস্‌ওয়াদ এবং মাক্বমি ইব্বরাহীম জান্নাত-এর ইয়াকুত পাথরসমূহের দু'টি পাথর। আল্লাহ্ তার আলোকে মিটিয়ে দিয়েছেন। যদি পাথর দু'টির আলো আল্লাহ্ না মিটাতেন, তাহলে পূর্ব-পশ্চিমে যা কিছু আছে, সব আলোকিত হয়ে যেত'।[২৭১]

২২.১০.১০. ত্বওয়াফ্ আদায়ে বিধি-নিষেধ :

(১) ত্বওয়াফ্ আদায়কালে দৃষ্টি সাজদাহ্ বরাবর রাখা মুস্তাহাব(বর্তমানে ভীড়ের কারণে গা লাগালাগি করে হাঁটতে হয় বলে এটা ঠিক রাখা যায় না)।

(২) ত্বওয়াফ্-এর সময় ইচ্ছাকৃতভাবে কা'বা ঘরের দিকে দৃষ্টি দেয়া বা সিনা বায়তুল্লাহ্‌'র দিকে ফেরানো 'মাক্‌রুহি তাহ্‌রিমী'(অর্থাৎ হারামের কাছাকাছি)। একমাত্র হাজরি আস্‌ওয়াদ কর্ণার বা সবুজ বাতি বরাবর দাঁড়ানোর সময় চেহারা ও সিনা কা'বা ঘরের দিকে ফেরানো জায়িয। আপনাকে চলতে চলতেই ডান দিকের সবুজ বাতির দিকে লক্ষ্য রেখেই হাজরি আস্‌ওয়াদ-এর কর্ণার বরাবর পৌঁছেছেন কিনা সেটা ঠিক করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত ভাবে যদি নজর পড়ে যায় তাতে কোন সমস্যা নেই।

(৩) হজ্জ-এর সময়ে যেহেতু অত্যাধিক ভীড় হয়, সেজন্য আপনি **১/২** চক্কর দেয়ার পর থেকেই আস্তে আস্তে ডান দিকে সরতে থাকবেন যেন ৭ম চক্কর সমাপ্ত করে সবুজ বাতি বরাবর এসে ডানদিক দিয়ে নির্বিঘ্নে মাত্বফ্ চত্বর থেকে

---

২৬৮. তিরমিযী, হা/৯৫৯; সহীহ্ তালিকুর রাগীব, ২/১২০।

২৬৯. তিরমিযী, হা/৯৬১; মিশকাত, হা/২৫৭৮; মাসিক ইতিঃ, সেপ্টে/২০(৪র্থ বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, পৃ. ৩)।

২৭০. তিরমিযী, হা/৮৭৭; জামি'উল আহাদীছ, হা/২৪৭২৯; মাসিক ইতিছাম, সেপ্টে/২০(৪র্থ বর্ষ, পৃ. ৩)।

২৭১. তিরমিযী, হা/৮৭৮; মিশকাত, হা/২৫৭৯; জামি'উল আহাদীছ, হা/৬৩৭৩।

বের হয়ে যেতে পারেন(যদি ভীড়ের কারণে মাত্বফ্ চত্বরে ২ রক্'আত স্বলাত আদায় করতে না পারেন)।

(৪) ত্বওয়াফ্-কালে স্বলাত আদায়কারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা জায়িয।

(৫) মৃত বা জীবিত ব্যক্তির নামে আলাদা আলাদাভাবে ত্বওয়াফ্(নাফল) করতে হবে এমন কোন বিধান নেই, তবে ত্বওয়াফ্ শেষ করে প্রত্যেকের নামে দু'আ করা যেতে পারে।

(৬) ফার্‌জ স্বলাত-এ জামা'আত-এর সময়টুকু ছাড়া সব সময় ত্বওয়াফ্ করা যায়।[২৭২]

২২.১০.১১. ত্বওয়াফ্-এ 'ইয্‌ত্বিবা' ও 'রমাল' সম্পর্কে মতভেদ :

কোন কোন ত্বওয়াফ্-এ ইয্‌ত্বিবা' ও রমাল আছে তা নিয়ে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন -

(১) ফিকাহ্‌বিদদের কারো কারো মতে 'উম্‌রাহ্'র ত্বওয়াফ্ এবং ত্বওয়াফ্-এ কুদুম-এ ইয্‌ত্বিবা' ও রমাল রয়েছে।

(২) আবার হানাফী মায্‌হাব অনুসারে যে ত্বওয়াফ্-এর পর স্বফা-মার্‌ওয়াহ্ সা'ঈ আছে শুধু সে ত্বওয়াফ্-এর প্রথম তিন চক্করে রমল ও পুরো ত্বওয়াফ্-এ ইয্‌ত্বিবা' আছে।

২২.১০.১২. ত্বওয়াফ্ শেষে ২(দুই) রক্'আত স্বলাতুত্ ত্বওয়াফ্(ওয়াজিব) আদায় :

ত্বওয়াফ্ শেষে "তোমরা ইব্‌রাহীম-এর দাঁড়ানোর জায়গাটিকে তোমার স্বলাত-এর স্থান হিসাবে গ্রহণ কর"।[২৭৩] সম্ভব না হলে মাস্‌জিদুল হর-ম এর যে কোন স্থানে ত্বওয়াফ্-এর নিয়াত-এ(এখানে কোন মাখ্‌রুহ সময় নেই) ২ রক্'আত স্বলাত(প্রথম রক্'আত-এ সূরা 'কাফিরুন' ও ২য় রক্'আত-এ সূরা 'ইখলাস' পাঠ করবেন)[২৭৪] আদায় করে দু'আ করুন(মনে রাখবেন, এটা দু'আ কবুলের সময় নং **৩, তবে** সহীহ্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়)। আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমার (র.) থেকে বর্ণিত, আমি শুনেছি আল্লাহ্'র রসুল(সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কা'বা ঘর ত্বওয়াফ্ সম্পন্ন করে ২ রক্'আত স্বলাত পড়ে, সে ব্যক্তির একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমপরিমাণ ছাওয়াব লাভ হয়'।[২৭৫]

---

২৭২. তিরমিযী, হা/৮৬৮; নাসাঈ, হা/২৯২৪; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ১২৪৯, পৃ. ৫৭৭।

২৭৩. সূরা আল্ বাক্বরাহ্(২): ১২৫; সহীহ্ বুখারী, হা/১৬০০; আধু: প্রকা: ১৪৯৬; ইফা: হা/১৫০২; আবু দাউদ, হা/১৮৭১।

২৭৪. ইব্‌নু মাযাহ্, হা/৩০৭৪; তিরমিযী, হা/৮৬৯, ৮৭০।

২৭৫. ইব্‌নু মাযাহ্, হা/২৯৫৬; সিলসিলাহ্ সহীহাহ্, হা/২৭২৫; নাসাঈ, হা/২৯১৯; ইব্‌নু খুযাইমাহ্,

ত্বওয়াফ্-এর স্বলাত আদায় শেষে বেশী বেশী করে যমযম-এর পানি পান করুন(উল্লেখ্য যে, একমাত্র ত্বওয়াফ্ শেষে মাস্‌জিদুল হর-ম এ দাঁড়িয়ে যমযম-এর পানি পান করা সুন্নাত। অন্য কোন সময় বা অন্য কোথাও নয়) এবং সম্ভব হলে আবার ফিরে এসে হাজরি আস্‌ওয়াদ-কে চুম্বন করবেন। তারপর ‘মুল্‌তাযাম’-এ এসে কান্নাকাটি করে দু‘আ করবেন। এরপর ‘উম্‌রাহ্‌’র সা‘ঈ-এর জন্য স্বফা পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হউন।

২২.১০.১৩. ত্বওয়াফ্-এর সময় ভুল-ত্রুটি :

(১) হাজরি আস্‌ওয়াদ বরাবর পৌঁছার পূর্বেই ত্বওয়াফ্ শুরু করা। অথচ হাজরি আস্‌ওয়াদ থেকেই ত্বওয়াফ্ শুরু করা **ওয়াজিব**।

(২) হাজরি আস্‌ওয়াদ-এর সামনে আসা এবং তাক্‌বীর বলার পূর্বেই হাত উঠানো বিদ্‌‘আত। হাজরি আস্‌ওয়াদ-এর সামনে দাঁড়ানোর পরই কেবল তাক্‌বীর-এর সহিত হাত উঠাতে হবে।

(৩) ত্বওয়াফ্-এর পূর্ণ সাত চক্করেই ‘রমাল’ করা। অথচ নিয়ম হলো শুধুমাত্র প্রথম তিন চক্কর ‘রমাল’ করা আর বাকি চক্করগুলো স্বভাবিকভাবে চলা।

(৪) ত্বওয়াফ্-এর প্রতি চক্করের জন্য পৃথক পৃথক দু‘আ নির্দিষ্ট করা ও তা পাঠ করা।

(৫) ত্বওয়াফ্-এর সময় একজন নেতৃত্ব দিয়ে উচ্চঃস্বরে দু‘আ পড়া ও অন্যরা সমঃস্বরে তার অনুসরণ করা। মনে রাখবেন, এ ভাবে দু‘আ পড়তে গিয়ে আল্লাহ্‌’র প্রতি যে একাগ্রতা বা মনোনিবেশ বা ভয়(পাপ মুক্তির) নিয়ে ত্বওয়াফ্ করার কথা সেটা আপনার অন্তরে থাকবে না।

(৬) মনে রাখবেন, ত্বওয়াফ্ হলো ‘উম্‌রাহ্ ও হজ্জ-এর একটি **ফার্‌জ** রুকন, যে ‘আমাল-টিকে চলন্ত স্বলাত-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে অর্থাৎ আপনার মনের ভিতর এ ধারণা পোষণ করুন যে, স্বলাত-এর মধ্যে যেমন কিছু করা যায় না তেমনি ত্বওয়াফ্-এ নির্দেশিত দু‘আ-দরুদ পাঠ করা ছাড়া অন্য কিছু করা যাবে না।

অতএব ত্বওয়াফ্-রত অবস্থায় কোন কথা বলা, মোবাইলে সেলফি তোলা বা ভিডিও ইত্যাদি করার কি কোন সুযোগ রয়েছে ? এ সব কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকুন এবং নিজের হজ্জ-কে পরিশুদ্ধ করুন।

(৭) ‘হাজরি আস্‌ওয়াদ’কে চুমু দেয়া বারকাত-এর উদ্দেশ্য নয় বরং এটা একটি সুন্নাত ‘ইবাদাত্। একটি সুন্নাত পালন করতে গিয়ে অন্য হাজীদের কষ্ট দেয়া হরম এবং অমার্জনীয় অপরাধ। রসুলুল্লাহ্(সা:) এ সময় কাউকে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন।[২৭৬] মনে রাখবেন আল্লাহ্‌’র বিধান হচ্ছে, তিনি ফার্‌জ

হা/২৭৫৩; তিরমিযী, হা/৯৫৯।

২৭৬. মুসনাদে আহ্‌মাদ, হা/১৯০; বায়হাক্বী, সুনানুল কুব্‌রা, হা/৯৫২৮; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ১২৫৮, পৃ. ৫৮০।

বিনষ্টকারী ব্যক্তির সুন্নাত ‘আমাল-কে কবুল করেন না। অতএব এ ভুল ধারণা থেকে বিরত থাকুন এবং ভীড়ের কারণে চুম্বন করার সুযোগ না পেলে হাজরি আস্‌ওয়াদ-এর দিকে শুধুমাত্র ডান/দুই হাত দিয়ে ইশারা করতঃ ‘আল্লাহু আক্‌বর/বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আক্‌বর’ বললেই সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

(৮) কেউ কেউ রুক্‌নি ইয়ামানী-কে চুম্বন করে থাকে, এটা শুদ্ধ নয়। বরং সম্ভব হলে কাউকে কষ্ট না দিয়ে ডান হাত দিয়ে রুক্‌নি ইয়ামানী-কে স্পর্শ করা এবং স্পর্শের পর হাতে চুম্বন না করা। স্পর্শ করা সম্ভব না হলে, এ ক্ষেত্রে হাত দিয়ে ইশারা করার কোন বিধান নেই।

(৯) ত্বওয়াফ্-এর সময় কেউ কেউ কা‘বা’র দেয়াল স্পর্শ করেন অথচ রসুলুল্লাহ্(সাঃ) হাজরি আস্‌ওয়াদ ও রুক্‌নি ইয়ামানী ছাড়া আর কোথায় স্পর্শ করেননি।[২৭৭]

(১০) ত্বওয়াফ্-এর সময় অনেকে হাতীম-এর ভিতরে প্রবেশ করে থাকে। এরুপ করলে ত্বওয়াফ্ হবে না। কেননা হাতীম পবিত্র কা‘বা’র অংশ হিসাবে বিবেচিত।

(১১) ত্বওয়াফ্-এর প্রথম চার চক্কর ফার্‌জ, এ চার চক্করের মধ্যে যদি উযু চলে যায়, তাহলে উযু করে এসে আবার প্রথম থেকে ত্বওয়াফ্ শুরু করতে হবে। আর যদি চার চক্কর সমাপ্ত করার পর উযু চলে যায়, তাহলে উযু করে এসে পুণঃরায় উযু চলে যাওয়া স্থান থেকে ত্বওয়াফ্-এর অবশিষ্ট চক্করগুলো শেষ করতে হবে অর্থাৎ উযু অবস্থায় ত্বওয়াফ্ করতে হবে।

মাত্বফ্ চত্বর থেকে **‘কিং ফাহাদ গেট’** দিয়ে কিছুটা সামনের দিকে অগ্রসর হলে হাতের বাম দিকে পুরুষদের এবং ডান দিকে মেয়েদের জন্য শুধু উযু খানার ব্যবস্থা রয়েছে।

কারো যদি এমন ওয্‌র থাকে যে, ঘন ঘন বাতাস বা প্রস্রাব বের হয় তাহলে এমন ব্যক্তি এক উযু-তেই ত্বওয়াফ্ শেষ করতে পারবেন।

(১২) ত্বওয়াফ্ শেষে ২(দুই) রক্‌‘আত ‘স্বলাতুত্ ত্বওয়াফ্’ পড়ার জন্য ‘মাক্বমি ইব্‌রাহীম’-এর নিকট ভীড় করা। এটা সুন্নাত-এর বিপরীত, কারণ এতে ত্বওয়াফ্-কারীদের কষ্ট হয়। আর ত্বওয়াফ্-এর ২(দুই) রক্‌‘আত স্বলাত মাসজিদুল হর-ম এর যে কোন স্থানেই আদায় করা যায়।

(১৩) তবে কেহ যদি ত্বওয়াফ্ শেষ করার পর স্বলাত আদায় করতে ভূলে যায়, সা‘ঈ শুরু করার পর মনে পড়েছে তাহলে সা‘ঈ সমাপ্ত শেষে স্বলাত আদায় করতে হবে।

(১৪) আবার যদি কেউ ভূলে মাস্‌জিদ হতে বের হয়ে বাহিরে চলে যায়, তাহলে আর স্বলাত আদায় করতে হবে না।

---

২৭৭. নাসাঈ, হা/২৯৫০; তিরমিযী, হা/৯৫২; বুলুগুল মারাম(বাংলা) ১ম খন্ড, হা/৬১৫, পৃ. ৭৪৮।

(১৫) আবার অনেকে রুমাল-টুপি দিয়ে কা'বা ঘর স্পর্শ করে থাকে এবং মনের ভিতরে নেকী পাওয়ার ধারণা পোষণ করে, এরুপ করা মারাত্মক ভূল বা বিদ্'আত।

(১৬) ত্বওয়াফ্ চলাকালীন সময়ে যদি ফার্‌জ স্বলাত-এর জামা'আত শুরু হয়ে যায়, তাহলে ফার্‌জ স্বলাত আদায়ের আগে আপনি এমনভাবে ডান কাঁধ ঢেকে ঘাড়ের উপর দিয়ে চাদরের কর্ণারটি পুণ:রায় পেঁচিয়ে নিন যেন রুকু ও সাজ্‌দাহ্ করার সময় চাদরটি ঘাড় থেকে পড়ে না যায়(অর্থাৎ ইয্‌ত্বিবা'র জন্য যা খোলা ছিল, স্বলাত-এর সময় উভয় কাঁধ ঢেকে রাখা আবশ্যক)[২৭৮] এবং স্বলাত শেষে পুণ:রায় ত্বওয়াফ্ শুরুর আগে ডান কাঁধ খুলে ত্বওয়াফ্ শুরু করতে হবে।

২২.১১. 'উম্‌রাহ্'র সা'ঈ(তৃতীয় ফার্‌জ) :

সা'ঈ শব্দের অর্থ দৌড়ানো। শারী'আত্-এর পরিভাষায় স্বফা ও মার্‌ওয়াহ্ পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে ৭(সাত) বার বা সাত চক্কর দেয়াকেই **সা'ঈ(سَعِيٌ)** বলে।

'উম্‌রাহ্'র সা'ঈ(সা'ঈ-এর সময় উযু না থাকলেও সা'ঈ সম্পন্ন হয়ে যাবে) ইহ্‌রাম অবস্থায় করা, স্বফা হতে শুরু করে মার্‌ওয়াহ্-তে শেষ করা, ৭(সাত) চক্কর পূর্ণ করা, পায়ে হেঁটে করা(যদি কোন ওযর না থাকে), স্বফা ও মার্‌ওয়াহ্ দুই পাহাড়ের সীমানার ভিতরে করা অর্থাৎ বর্তমানে যে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে উহার ভিতরে করা।

২২.১১.১. নাফল সা'ঈ সম্পর্কে :

নাফল সা'ঈ করা জায়িয নয়। কারণ সা'ঈ শুধু হজ্জ ও 'উম্‌রাহ্'র সাথেই সম্পৃক্ত। হযরত আবু যুবায়ির কর্তৃক বর্ণিত তিনি হযরত জাবির ইব্‌নু আব্দুল্লাহ্(র.)-কে বলতে শুনেছেন, 'নাবী কারীম(সা:) ও তাঁর সাহাবীগণ স্বফা ও মারওয়াহ্'র মাঝে একবারই(অর্থাৎ সাত পাক) সা'ঈ করেছেন'।[২৭৯]

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয় স্বফা ও মার্‌ওয়াহ্ আল্লাহ্'র নির্দশন সমূহের অন্তর্গত। অতএব যে ব্যক্তি এই গৃহের হজ্জ বা 'উম্‌রাহ্ করবে তার জন্য এতদুভয়ের প্রদক্ষিণ করা দোষণীয় নয়। আর কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করলে আল্লাহ্ গুণগ্রাহী সর্বজ্ঞাত"।[২৮০]

২২.১১.২. সা'ঈ-এর রুকন :

স্বফা ও মার্‌ওয়াহ্ দুই পাহাড়ের মধ্যেবর্তী স্থানে(অর্থাৎ মাস'আ লম্বায় ৩৯৪.৫ মিটার এবং প্রস্থে ২০ মিটার) সা'ঈ করাই সা'ঈ-এর রুকন। বর্তমানে ভবন নির্মাণের মাধ্যমে পুরো সীমানা ঘেরাও করা হয়েছে এবং ২০০৯ইং সাল হতে তৃতীয় তলা পর্যন্ত বর্দ্ধিত করা হয়েছে ফলে নীচ তলা, ২য় ও ৩য় তলা পর্যন্ত এ ওয়াজিব আদায়ের ব্যবস্থা বিদ্যমান।

---

২৭৮. সহীহ্ বুখারী, হা/৩৫৯; সহীহ্ মুসলিম, হা/৫১৬।

২৭৯. মুসলিম(বঙ্গানুবাদ), হা/২৫২৫, পৃ.৬৮০।

২৮০. সূরা আল্ বাক্বরহ্(২): ১৫৮; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ১২৬২, পৃ. ৫৮১।

২২.১১.৩. সা'ঈ এর শর্ত :

সা'ঈ এর শর্ত ১০ (দশ) টি। যথা :-

(১) প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান হওয়া এবং

(২) বিবেক সম্পন্ন হওয়া(কাফির বা পাগল ব্যক্তি ছাড়া)।

(৩) নির্দিষ্ট নিয়াত করা।

(৪) সামর্থ্য থাকলে নিজে পায়ে হেঁটে সা'ঈ করা। তবে কোন ওযর বশতঃ কারো কাঁধে চড়ে অথবা পশুর উপর সাওয়ার হয়ে অথবা অন্য কোন বাহণে আরোহণ করে সা'ঈ করলেও শর্ত পূরণ হয়ে যাবে।

(৫) পূর্ণ ত্বওয়াফ্ অথবা অধিকাংশ চক্কর(অর্থাৎ চার চক্কর) সম্পন্ন করার পরে সা'ঈ করা। যদি কেউ ত্বওয়াফ্-এর চার চক্কর পূর্ণ করার পূর্বেই সা'ঈ করেন, তবে সে সা'ঈ শুদ্ধ হবে না।

(৬) সা'ঈ করার পূর্বে 'উম্‌রাহ্ অথবা হজ্জ-এর ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে। যদি কেউ ইহ্‌রাম-এর পূর্বে সা'ঈ করে নেয়, তবে তা ত্বওয়াফ্-এর পরে হলেও সে সা'ঈ শুদ্ধ হবে না।

(৭) সা'ঈ স্বফা হতে আরম্ভ করে মার্‌ওয়াহ্-তে শেষ করতে হবে। যদি কেউ মার্‌ওয়াহ্ হতে আরম্ভ করে, তবে মার্‌ওয়াহ্ থেকে স্বফা পর্যন্ত প্রথম চক্কর সা'ঈ হিসাবে গণ্য হবে না।

(৮) সা'ঈ-এর নির্দ্ধারিত সময়ে সা'ঈ সম্পন্ন করা। এটা হজ্জ-এর সা'ঈ-এর জন্য শর্ত, তবে 'উম্‌রাহ্'র সা'ঈ-এর শর্ত নহে। অবশ্য যদি হজ্জ-এ ক্বিরান বা তামাত্তু' আদায়কারী ব্যক্তি 'উম্‌রাহ্ পালন করে, তবে তার 'উম্‌রাহ্'র সা'ঈ-এর জন্যও নির্দ্ধারিত সময় হওয়া শর্ত।

(৯) সাত চক্কর পূর্ণ করা।

(১০) সাত চক্কর পর পর হওয়া।

২২.১১.৪. সা'ঈ এর ওয়াজিবসমূহ :

সা'ঈ-এর ওয়াজিব ৬(ছয়) টি। যথা :-

(১) এমন ত্বওয়াফ্-এর পর সা'ঈ আদায় করা যা জানাবাত্ অথবা হায়িয্ ও নিফাস্ হতে পবিত্র অবস্থায় করা হয়েছে।

(২) সা'ঈ স্বফা হতে আরম্ভ করা এবং মার্‌ওয়াহ্-তে গিয়ে শেষ করা।

(৩) যদি কোন ওযর না থাকে, তবে পায়ে হেঁটে করা। বিনা ওযরে সাওয়ার হয়ে সা'ঈ করলে **দম** আদায় করা **ওয়াজিব** হবে।

(৪) সাত চক্কর পূর্ণ করা অর্থাৎ **ফার্‌জ চার** চক্করের পর অবশিষ্ট তিন চক্করও পূর্ণ করা। যদি কেউ অবশিষ্ট তিন চক্কর ছেড়ে দেয়, সা'ঈ শুদ্ধ হয়ে যাবে বটে,

কিন্তু প্রতি চক্করের জন্য **স্বদাক্ব-ত্(صَدَقَتِ)** আদায় **ওয়াজিব** হয়ে যাবে (স্বদাক্বাত্ এর বর্ণনা অনু: ২৬-তে দেখুন)।

(৫) ‘উম্‌রাহ্’র সা‘ঈ-এর ক্ষেত্রে ‘উম্‌রাহ্’র ইহ্‌রাম সা‘ঈ সমাপ্ত ও হলাক্ব বা ক্বস্বর করা পর্যন্ত বহাল রাখা।

(৬) স্বফা ও মার্‌ওয়াহ্’র পূর্ণ দূরত্ব অতিক্রম করা।

২২.১১.৫. সা‘ঈ-এর সুন্নাত সমূহ :

সা‘ঈ-এর ১০(দশ) টি সুন্নাত বর্ণনা করা হলো। যথা :-

(১) হাজরি আস্‌ওয়াদ-কে ইস্তিলাম করে [ভীড়ের কারণে করতে না পারলে শুধুমাত্র ডান হাত উঠিয়ে হাজরি আস্‌ওয়াদ-এর দিকে ইশারা করা ও اَللّٰهُ اَكْـبَـرُ (‘আল্ ল-হু আক্‌বার্’ বলা)] সা‘ঈ-এর উদ্দেশ্যে মাস্‌জিদুল হর-ম থেকে বের হয়ে যাওয়া।

(২) ত্বওয়াফ্-এর পর পরই সা‘ঈ করা।

(৩) স্বফা ও মার্‌ওয়াহ্’র উপরে আরোহণ করা।

(৪) স্বফা ও মার্‌ওয়াহ্’র উপরে আরোহণ করে ক্বিব্‌লামুখী হওয়া।

(৫) সা‘ঈ-এর চক্করসমূহ পর পর সমাপন করা।

(৬) জানাবাত্, হায়িয্ ও নিফাস্ হতে পবিত্র হয়ে সা‘ঈ করা।

(৭) এমন ত্বওয়াফ্-এর পরে সা‘ঈ করা যা পবিত্র অবস্থায় সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কাপড়, শরীর ও ত্বওয়াফ্-এর জায়গাও পবিত্র ছিল, আর উযুও বহাল ছিল।

(৮) সবুজ বাতিদ্বয়ের মধ্যবর্তী(দৈর্ঘ্যে ৬০ফুট দূরত্ব) স্থানে পুরুষদের দ্রুত বেগে চলা।

(৯) সতর ঢাকা(যা এক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয়)।

(১০) সা‘ঈ চলাবস্থায় দু‘আ ও যিক্‌র-আয্‌কার করা।

২২.১১.৬. সা‘ঈ সম্পন্ন করার নিয়ম :

জাবির ইব্‌নু ‘আব্দুল্লাহ্(র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুল(সা:) সা‘ঈ-এর উদ্দেশ্যে গমনের পূর্বে হাজরি আসওয়াদের ‘ইস্তিলাম’ অর্থাৎ স্পর্শ ও চুম্বন(বর্তমানে যেটা করা প্রায় অসম্ভব) করার পর স্বফা’র দিকে রওয়ানা করেন এবং পাহাড়ের নিকটে গেলেন তখন পড়লেন,

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ

(১) উচ্চারণ : “ইন্নাস্ব্ স্বফা- ওয়াল্ মার্‌ওয়াতা মিং শা‘আ-- ইরিল্ লা-হ্”।

বাংলা অর্থ : "নিশ্চয়ই 'স্বফা ও মার্‌ওয়াহ্' আল্লাহ্'র নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত"।[২৮১] এবং তারপর পড়েন-

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ -

(২) উচ্চারণ : "আব্‌দাউ বিমা- বাদাউল্ ল-হু বিহ্"।

বাংলা অর্থ : 'আল্লাহ্ (যে পাহাড় থেকে) যেখান থেকে শুরু করেছেন, আমিও সেখান থেকে শুরু করছি'।[২৮২]

অত:পর তিনি স্বফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন(এখন পাহাড়টি আর পূর্বের অবয়বে নেই) এবং কা'বা ঘর দেখতে পেয়ে আল্লাহ্'র একত্ববাদ('লা-- ইলা-হা ইল্ লাল্ ল-হ্') ঘোষণা করলেন ও তাক্‌বীর('আল্ ল-হু আক্‌বার্') পাঠ করলেন। অত:পর নিম্নের দু'আটি ৩ বার পাঠ করেন,

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ -

(৩) উচ্চারণ : "লা-- ইলা-হা ইল্লাল্ ল-হু ওয়াহ্‌দাহু লা- শারী-কালাহু লাহুল্ মুল্‌কু ওয়ালাহুল্ হম্‌দু ওয়াহুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইইং ক্বদী--র্, লা-- ইলা-হা ইল্লাল্ ল-হু ওয়াহ্‌দাহু আংজাঝা ওয়া'দাহু ওয়া নাস্বরা 'আব্‌দাহু ওয়া হাঝামাল্ আহ্‌ঝা-বা ওয়াহ্‌দাহ্"।

বাংলা অর্থ : 'আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই, বিশ্বময় তাঁর রাজত্ব-আধিপত্য, প্রশংসা একমাত্র তাঁর। তিনি সমস্ত বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই, তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন, তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, আর তিনি সকল বিরোধী দল-গোষ্ঠীকে একাই পরাস্ত করেছেন'।[২৮৩]

তারপর 'আল্লাহু আক্‌বার' ও 'আল্ হম্‌দু লিল্ লা-হ্' পাঠ করে দু'আ/মুনাজাত-এর মত করে দু'হাত তুলে ইচ্ছামত আপনার জানা যে কোন দু'আ

২৮১. সূরা আল্ বাক্বরাহ্(২): ১৫৮; সহীহ্ মুসলিম ২/৮৮৮, হা/১২১৮; মিশকাত, হা/২৫৫৫।

২৮২. সহীহ্ মুসলিম. হা/১২১৮; মিশকাত, হা/২৫৫৫; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ১২৬০, পৃ.৫৮০।

২৮৩. সহীহ মুসলিম. হা/১২১৮; মিশকাত, হা/২৫৫৫।

পাঠ করে আল্লাহ্-কে স্মরণ করুন[২৮৪] এবং কিছু সময় দাঁড়িয়ে সা'ঈ এর নিয়াত-এ মনে মনে অন্তরে(মুখে উচ্চারণ করে নয়) এটা পোষণ করুন যে, "হে আল্লাহ্! আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য স্বফা-মার্‌ওয়াহ্ সা'ঈ ৭(সাত) চক্করের মাধ্যমে আদায় করার নিয়াত করছি। আমার জন্য এটা সহজ করে দিন এবং কবুল করুন"।

অত:পর নিজস্ব গতিতে যিক্‌র-আয্‌কার ও দু'আ-দরুদ পড়তে পড়তে মার্‌ওয়াহ্'র দিকে অগ্রসর হয়ে(স্বফা'র দিক থেকে ৭৫ ফুট দূরত্ব হতে শুরু) দুই সবুজ বাতি/দাগের মধ্যখানে(এটা সেই জায়গা, যেখানে হযরত হাজিরা রযিয়াল্লাহু আন্‌হা পানির জন্য দৌড়েছিলেন) নিম্নের দু'আ পড়ুন,

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ.

উচ্চারণ : "রব্বিগ্‌ফির্ ওয়ার্‌হম্ ওয়া আংতাল্ আ'আঝ্‌ঝুল্ আক্‌রম্"।[২৮৫]

বাংলা অর্থ : 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন, রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি সমধিক শক্তিশালী ও সম্মানিত'। **অথবা**

নিম্নের দু'আ মাছুরাহ্ পড়ুন -

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمِ.

উচ্চারণ : "আল্‌ল-হুম্মা ইন্নী- য্বলাম্‌তু নাফ্‌সী- য্বুলমান্ কাছীরাওঁ ওয়ালা- ইয়াগ্ ফিরুয্ যুনু-বা ইল্‌লা- আংতা ফাগ্‌ফিরলী- মাগ্‌ফিরতাম্ মিন্ 'ইন্‌দিকা ওয়ার্ হম্‌নী- ইন্নাকা আংতাল্ গাফু-রুর্ রহী--ম্"।

বাংলা অর্থ : 'হে আল্লাহ্! আমি আমার নিজের উপর যুলুম করেছি। আপনি ছাড়া অন্য কেহ গুনাহ্ মাফ্‌কারী নেই, অতএব আপনি নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করুন দয়া করুন, নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাকারী, দয়ালু'(মনে রাখবেন এটাও দু'আ কবুলের স্থান নং **৯**, তবে সহীহ্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়)।

এ সময় পুরুষরা একটু দ্রুত(মহিলারা দ্রুত বা দৌড়াবে না) পথ চলে(সুন্নাত)[২৮৬] মার্‌ওয়াহ্ পৌঁছালে **১** চক্কর পূর্ণ হলো। মার্‌ওয়াহ্ পাহাড়ে উঠে কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে স্বফা পাহাড়ে যা যা পড়ে দু'আ করেছেন মার্‌ওয়াহ্

---

২৮৪. সহীহ্ নাসাঈ, হা/২৯৭৪,অনু: ১৭২ 'হজ্জ' অধ্যায়; আবু দাউদ,হা/১৮৭২; মিশকাত, হা/২৫৭৫।

২৮৫. সহীহ্ মুসলিম. হা/১২১৮।

২৮৬. তিরমিযী, হা/৮৬৩, ৮৬৪; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/২৯৮৮।

পাহাড়েও তাই করবেন অর্থাৎ স্বফা-মার্‌ওয়াহ্‌-তে আলাদা আলাদা কোন দু‘আ নেই। দু’হাত তুলে উভয় স্থানে একই দু‘আ পড়ুন এবং দু‘আ পড়া শেষ করে আগের মত চলে সেখান থেকে স্বফা’য় পৌঁছালে দ্বিতীয় চক্কর পূর্ণ হলো। এভাবে ৭ম চক্করে মার্‌ওয়াহ্‌ গিয়ে সা‘ঈ শেষ করে দু‘আ প্রার্থনা করুন(মনে রাখবেন এটাও দু‘আ কবুলের স্থান নং ১০)।

সা‘ঈ সমাপ্ত শেষে পুরুষরা হলাক্ব বা ক্বস্বর করার জন্য যে কোন সেলুনে যেতে পারেন।

২২.১১.৭. সা‘ঈ করার সময় ভুল-ত্রুটি :

(১) সা‘ঈ-এর নিয়াত মুখে উচ্চারণ করে পড়া, অথচ নিয়ম হলো মনে মনে অন্তরে নিয়াত করা।

(২) স্বফা পাহাড় থেকে সা‘ঈ শুরু না করে মার্‌ওয়াহ্‌ পাহাড় থেকে শুরু করা।

(৩) স্বফা পাহাড়ে উঠে স্বলাত-এর তাক্‌বীর-এর ন্যায় দু’হাত উঠিয়ে ইশারা করা। অথচ সুন্নাত নিয়ম হলো হস্তদ্বয় এমনভাবে উঠানো যেমন ভাবে দু‘আ/মুনাজাত-এর জন্য হাত উঠানো হয়।

(৪) সা‘ঈ-এর অধিকাংশ চক্কর(অর্থাৎ প্রথম চার চক্কর ফার্‌জ) সম্পন্ন করা। যদি কেউ অধিকাংশ চক্কর সম্পন্ন না করে, তবে সা‘ঈ আদায় হবে না।

(৫) কেউ কেউ মনে করেন, স্বফা থেকে মার্‌ওয়াহ্‌ এবং মার্‌ওয়াহ্‌ থেকে স্বফা’য় ফিরে এলে সা‘ঈ-এর এক চক্কর পূর্ণ হয়, এ ধারণা ভূল। শুদ্ধ হল স্বফা থেকে মার্‌ওয়াহ্‌ পর্যন্ত গেলেই এক চক্কর পূর্ণ হয়ে যায়(অর্থাৎ স্বফা থেকে মার্‌ওয়াহ্‌’র চক্করগুলো হবে বিজোড় ১ম, ৩য়, ৫ম এবং ৭তম, আর মার্‌ওয়াহ্‌ থেকে স্বফা’র চক্করগুলো হবে জোড় ২য়, ৪র্থ এবং ৬ষ্ঠ)।

(৬) স্বফা থেকে মার্‌ওয়াহ্‌ এবং মার্‌ওয়াহ্‌ থেকে স্বফা পর্যন্ত সা‘ঈ করার পুরো সময়টাতে দ্রুত পদক্ষেপে চলা ভূল। অথচ সুন্নাত হল শুধুমাত্র সবুজ আলোদ্বয়ের মাঝখানের স্থানটুকুতেই তাড়াতাড়ি বা একটু দ্রুত বেগে চলা, আর চক্করের অবশিষ্ট স্থানে স্বাভাবিকভাবে চলা।

(৭) কেউ কেউ সা‘ঈ করার সময়ও ইয্‌ত্বিবা‘ করে থাকে, এটা করা ভূল। ইয্‌ত্বিবা‘ কেবল ত্বওয়াফ্‌-ই কুদুম-এর সময় করতে হয়।

(৮) মেয়েদের জন্য সবুজ আলো চিহ্নের মাঝে দৌড়ে না চলা অর্থাৎ সা‘ঈ এর সময় মেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই হাঁটবেন।

(৯) সা‘ঈ-এর প্রত্যেক চক্করের জন্য আলাদা আলাদা দু‘আ নির্দ্ধারণ করা।

২২.১২. মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটা 'উম্‌রাহ্'র(দ্বিতীয় ওয়াজিব) :

হলাক্ব(حَلْقٌ) হচ্ছে মাথা মুন্ডানো এবং **ক্বস্বর্(قَصْرٌ)** হচ্ছে চুল ছাঁটা। হলাক্ব-এর উদ্দেশ্য হলো ইহ্‌রাম এর নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ইহ্‌রাম-এর অনুভূতি ও মর্যাদার উপযোগী এক বিশেষ পন্থা নির্দ্ধারণ করে দেয়া। মানুষকে যদি তার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হতো তাহলে প্রত্যেকে তার খেয়াল-খুশী মতো ভিন্ন ভিন্ন পন্থা বেছে নিতো। ফলে হজ্জ-এর মর্যাদা ও উদ্দেশ্যই ক্ষুণ্ন হতো বা মত পার্থক্যের কারণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারতো। বস্তুতঃ স্বলাত-এ ডানে-বামে 'সালাম' ফিরানো-তে যে ভূমিকা ইহ্‌রাম-এর মধ্যে 'হলাক্ব' বা 'ক্বস্বর' এরও সেই একই ভূমিকা।

পুরুষের জন্য রসুলুল্লাহ্(স্বল্‌লাল্ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শের অনুসরণে সম্পূর্ণ মাথা মুন্ডন করবেন অথবা মাথার চুল ছাঁটতেও পারেন(অর্থাৎ 'উম্‌রাহ্ ও হজ্জ-এর মধ্যে যদি সময়ের ব্যবধান কম হয় বা আপনি যদি মনে করেন ১০ই যুল্‌হিজ্জাহ্-এর পূর্বে আপনার মাথার চুল গজাবে না, তাহলে ছাঁটাই উত্তম)। কারো মাথায় টাক থাকলে মাথায় ব্লেড বা ক্ষুর চালিয়ে দিলেই **ওয়াজিব** আদায় হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, যারা ক্বিরান অথবা ইফ্‌রাদ হজ্জ-এর ইহ্‌রাম বাঁধবে তারা চুল কাটতে পারবে না, ১০ তারিখে কংকর মারার পর তারা মাথার চুল কাটবে।

২২.১২.১. মাথা মুন্ডন করার ফাজিলাত :

ইব্‌নু 'উমার(রঃ) হতে বর্ণিত নাবী(সাঃ) বলেছেন, 'আর তোমার মাথা মুন্ডন/ন্যাড়া কর, এতে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে একটি ছাওয়াব রয়েছে'।[২৮৭]

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নু হুস্বাইন তাঁর দাদী থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁর দাদী বলেছেন, 'আমি বিদায় হজ্জ-এ নাবী(সাঃ)-কে মাথার চুল মুন্ডনকারীর জন্য ৩বার এবং যারা চুল ছেঁটেছেন তাদের জন্য ১বার দু'আ করতে শুনেছি'[২৮৮] অর্থাৎ বেশী ছাওয়াব পাবেন মাথা মুন্ডনকারী।

চুল কাটার পর ইহ্‌রাম-এর কাপড় খুলে স্বাভাবিক, সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করুন।

মহিলারা মাহ্‌রাম দ্বারা চুলের আগা ১/২ ইঞ্চি পরিমাণ ছাঁটলেই যথেষ্ট হবে।[২৮৯] কারণ নারীদের জন্য কোন হলাক্ব নেই।

---

২৮৭. সহীহ্ মুসলিম, হা/৩৪৮; ত্বারানী, হা/১৩৩৯০; সহীহুল জামি', হা/১৩৬০।

২৮৮. সহীহ্ বুখারী, হা/১৭২৭, ১৭২৮; সহীহ্ মুসলিম, হা/১৩০২; মিশকাত, হা/২৬৪৯; আধু: প্রকা: হা/১৬১০; ইফা: ১৬১৭; ফাত্‌ওয়া আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ৫০৭।

২৮৯. আবু দাউদ, হা/১৯৮৪, ১৯৮৫; মিশকাত, হা/২৬৫৪।

এ পর্যন্ত 'উম্‌রাহ্'র কাজ শেষ হলো এবং পুণ:রায় হজ্জ-এর ইহ্‌রাম না বাঁধা পর্যন্ত ইহ্‌রাম-এর আগের মত সব কাজ করতে পারবেন **অর্থাৎ হালাল হয়ে গেলেন**।

২২.১২.২. হলাক্ব বা ক্বস্বর্-এর সময় ভুল-ত্রুটি :

(১) সা'ঈ-এর পর বাসায় গিয়ে স্বাভাবিক কাপড়-চোপড় পরে হলাক্ব বা ক্বস্বর করা অথচ নিয়ম হল ইহ্‌রাম-এর কাপড় গায়ে থাকা অবস্থায় হলাক্ব বা ক্বস্বর করা।

(২) মাথা মুন্ডন বা চুল ছোট করার সময় সম্পূর্ণ মাথার চুল না কাটা। কেউ কেউ একাধিক 'উম্‌রাহ্ আদায়ের লক্ষ্যে এরুপ করে থাকে যা সুন্নাত-এর খিলাফ্ বা ভূল।

(৩) নিজের মাথা নিজে মুন্ডন করা বা যে সা'ঈ সম্পন্ন করলো অথচ মাথা মুন্ডন করে নাই, সে ব্যক্তির দ্বারা মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটা যাবে। তবে সেলুনে গিয়ে অথবা যে মাথা মুন্ডন করেছে তার মাধ্যমে করাই উত্তম।

(৪) মাথা মুন্ডন বা চুল ছোট করার নিয়ম হলো মাথার ডান দিক থেকে প্রথমে শুরু করতে হবে।[২৯০]

(৫) আর মহিলারা চুল ছাঁটবেন মাহ্‌রাম-এর দ্বারা, কোন পেশাদার নাপিত দিয়ে বা সেলুনে গিয়ে নয়।

উল্লেখ্য যে, কেহ যদি 'উম্‌রাহ্'র কোন ওয়াজিব তরফ করে তাহলে উট, গরু অথবা স্বদাক্বত্ ওয়াজিব হয় না; বরং শুধু **দম ওয়াজিব** হয়।[২৯১]

২২.১৩. টীকা :

ইয্‌ত্বিবা'(اِضْطِبَاعٌ) :

ইহ্‌রাম-এর চাদরকে ডান বগলের নীচের(অর্থাৎ ডান কাঁধ খোলা রেখে) দিক থেকে পেঁচিয়ে এনে বাম কাঁধের ওপর একমাথা রাখাকে **ইয্‌ত্বিবা'** বলে।[২৯২] . পুরুষদের পূর্ণ ত্বওয়াফ্-এর সময় অর্থাৎ ৭ চক্করেই ইয্‌ত্বিবা' বজায় রাখতে হবে।[২৯৩]

রমাল(رَمَلٌ) :

রমাল অর্থ বীরের মত বুক ফুলিয়ে কাঁধ দুলিয়ে ছোট ছোট কদম রেখে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলা(পুরুষের জন্য প্রথম ৩ চক্কর **'রমাল'** করা সুন্নাত)।[২৯৪] নারীদের জন্য কোন 'রমাল' বা 'ইয্‌ত্বিবা' নেই।

---

২৯০. আবু দাউদ, হা/১৯৮১, ১৯৮২।

২৯১. হজ্জ ও মাসায়েল, মূল: হযরত মাওঃ আলহাজ্জ আল্ ক্বারী সাঈদ আহমদ, ভারত; ৫ম মুদ্রণ ও অনুবাদ মো: আব্দুল লতিফ চৌধুরী, বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী/২০০১ইং, পৃ.১৮০।

২৯২. তিরমিযী, হা/৮৫৯; আবু দাউদ, হা/১৮৮৩; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/২৯৫৪; আহমাদ, হা/১৭৪৯২।

২৯৩. আবু দাউদ, হা/১৮৮৪।

২৯৪. সহীহ্ বুখারী, হা/১৬৬, ১৫৫৭, ১৫৭৪, ১৬০২; মুসলিম, হা/১১৮৬, ১২১৩, ১২৬৪; তিরমিযী, হা/৮১৭, ৮১৮; আবু দাউদ, হা/১৮৮৪, ১৮৮৬, ১৮৮৯-৯১, ১৮৯৩।

ইস্তিলাম(اِسْتِلَامٌ) :

ইস্তিলাম অর্থ হাজরি আস্‌ওয়াদ চুম্বন(চুম্বন করার সুন্নাত পদ্ধতি হলো হাজরি আস্‌ওয়াদ-এর উপর উভয় হাত রেখে দু’হাতের মধ্যখানে মুখ রেখে উহা চুম্বন করা) করা বা ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করে হাতের তালুতে চুম্বন করা এবং রুক্‌নি ইয়ামানী-কে শুধু ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করা।

হাজরি আস্‌ওয়াদ বা কালো পাথর :

হাজরি আস্‌ওয়াদ-কে রুকন বা কোণ বলা হয়। ইহা কা‘বা ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এবং ভূমি হতে ১.৩৭ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। হাজরি আস্‌ওয়াদ দৈর্ঘ্যে ২৫ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থে ১৭ সেন্টিমিটার। ৩১৭ হিজরী-তে ‘কারামাতিয়ান’ সম্প্রদায়ের হামলায় কারণে পাথরটি তাদের হাতে চলে যায় এবং উক্ত গোত্রের কাছে থাকাকালীন সময়ের মধ্যে পাথরটি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায়(এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন অনু: ৩১.২৪(২), পৃ.২৪০-২৪১)। পরবর্তীতে টুকরাগুলো অন্য আরেকটি পাথরে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, যার চার পাশে দেয়া আছে রুপার বর্ডার। রুপার বর্ডারবিশিষ্ট পাথরটি চুম্বন নয় বরং তাতে স্থাপিত হাজরি আস্‌ওয়াদ-এর টুকরোগুলেতে চুম্বন বা স্পর্শ করতে পারলেই কেবল হাজরি আস্‌ওয়াদ-কে চুম্বন বা স্পর্শ করা হয়েছে বলে ধরা হবে।

মাত্বফ্(مَطَافٌ) :

মাত্বফ্ শব্দের অর্থ ত্বওয়াফ্ করার জায়গা। কা‘বা ঘরের চর্তুদিক(অর্থাৎ পূর্ব দিকে ২৫.১৫ মিটার, পশ্চিম দিকে ২৬.৫২ মিটার, উত্তর দিকে ১৫.৫৪ মিটার ও দক্ষিণ দিকে ২৭.৪৩ মিটার প্রসস্থ ছিল ২০১৫ ইং পর্যন্ত এবং ২০১৬ ইং সনে মাত্বফ্ এরিয়ার সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে, ফলে চত্বর এরিয়া কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে) দিয়ে মার্বেল পাথর বসানো ত্বওয়াফ্-এর জন্য যে ফাঁকা জায়গা রয়েছে সে স্থানকেই **‘মাত্বফ্’** বা চত্বর বলা হয়। মাত্বফ্ চত্বর শীতল মার্বেল পাথর দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে, যা প্রচন্ড রোদের তাপেও শীতলতা হারায় না(এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন অনু: ৩১.১৭, পৃ.২৩০-২৩৩)। ফলে ত্বওয়াফ্ কারীগণ আরামের সাথে খালি পায়ে হেঁটে ত্বওয়াফ্ করতে পারেন(এটাও দু‘আ কবুল হওয়ার স্থান নং ৪)।

ত্বওয়াফ্ কালীন দূরত্ব :

একজন লোককে ত্বওয়াফ্-এর সময় কা‘বা গৃহের দেওয়ালের পার্শ্ব দিয়ে প্রায় আনু: ৭০মিটার ও মাত্বফ্-এর শেষ প্রান্ত দিয়ে ২২০মিটার দূরত্ব পথ হাঁটতে হয়

প্রতি চক্করে অর্থাৎ সাত চক্করে অর্ধ কি:মি: থেকে দেড় কি:মি: পর্যন্ত পথ হাঁটতে হয়। ভবনের ভূ-গর্ভস্থ তলার ভিতর দিয়ে ত্বওয়াফ্ করার কোন সুযোগ নেই। সংস্কার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর নীচ তলার(এখন বলা হয় মাত্বফ্ চত্বর) কিছু স্থান মাত্বফ্ চত্বরের সাথে সংযুক্ত হয়েছে, ফলে মাত্বফ্ চত্বরের এরিয়া কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়(এটাকে বলা হয় গ্রাউন্ড ফ্লোর বাহিরের চত্বর বরাবর হওয়ায়) তলা ও তৃতীয় তলায়(এটাকে বলা হয় ফাস্ট ফ্লোর) ২৫-৩০ ফুট বিস্তৃত এলাকা দিয়ে ত্বওয়াফ্ করার সুযোগ রয়েছে এবং তৃতীয় তলার প্রান্তের কিছু অংশে পৃথক ছাদ দিয়ে ঐ অংশ দিয়ে হুইল বা যন্ত্রচালিত চেয়ারের মাধ্যমে ত্বওয়াফ্ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে এ এরিয়া দিয়ে পূর্ণ ৭(সাত) চক্করে একজন ত্বওয়াফ্ কারীকে প্রায় ৪.৫-৫কি:মি: দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় এবং তৃতীয় তলার ছাদের উপর দিয়ে যে সমস্ত হাজীগণ ত্বওয়াফ্ করবেন তিনাদেরকেউ একই পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে।

মুল্‌তাযাম(مُلْتَزَمِ) :

মুল্‌তাযাম অর্থ আশ্রয় গ্রহণের স্থান। মুল্‌তাযাম ঐ অংশকে বলা হয় অর্থাৎ হাজরি আস্‌ওয়াদ থেকে কা'বা ঘরের দরজা পর্যন্ত মাত্র ৬(ছয়)ফুট-এর মত চওড়া জায়গা। যা আগমনকারীদের জন্য আবশ্যকীয় স্থান। কেননা, ত্বওয়াফ্ শেষে এখানে এসে কান্নাকাটি করে দু'আ করা মুস্তাহাব(দু'আ কবুল হওয়ার স্থান সমুহের মধ্যে মুল্‌তাযাম অন্যতম নং **৫**)।[২৯৫] ভীড়ের কারণে বর্তমানে ত্বওয়াফ্ শেষ করে পুণ:রায় এখানে এসে দু'আ করা কঠিন।

মিযাবী রহ্‌মাত :

কা'বা ঘরের উত্তর দিকের ছাদে(হাতীম-এর মাঝ বরাবর) খাঁটি স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত যে নালা ছাদের সঙ্গে সংযুক্ত আছে, তাকে **'মিযাবী রহ্‌মাত'** বলা হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে ২.৫২ মিটার, প্রস্থে ১৫ সে:মি: এবং উচ্চতায় ১৩.৭ সে:মি:। এ নালা বা ড্রেন দিয়েই ছাদের বৃষ্টির পানি নীচে পড়ে(এটাও দু'আ কবুল হওয়ার স্থান নং **৬, তবে** সহীহ্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়)।

হতীম(حَطِيْمَ) :

হাতীম শব্দের অর্থ হচ্ছে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা বা ভাঙ্গা। কা'বা ঘরের উত্তর দিকে অর্ধবৃত্তাকার দেয়াল(লম্বা ২১.৫৭ মিটার, চওড়া ১.৫২ মিটার ও উচ্চতা ১.২৩ মিটার) দিয়ে ঘেরা একটি স্থান। ইহাকে হাতীম বলার কারণ হলো, উহাকে

---

২৯৫. আবু দাউদ, হা/১৮৯৯; সিলসিলাহ্ সহীহাহ্, হা/২১৩৮; শু'আবুল ঈমান, হা/৪০৫৮।

বায়তুল্লাহ্ হতে ভাঙ্গা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্'র ঘরের মূল কিছু স্থান বাদ(সে সময়ে অর্থাভাবের কারণে)[২৯৬] রেখে অবশিষ্ট স্থানে কা'বা ঘর পুণঃনির্মাণ করা হয়েছে। এ বাদ রাখা সম্পূর্ণ স্থানকেই **'হাতীম'** বলা হয়(হাতীম-এর ভিতর দু'আ কবুল হওয়ার স্থান নং **৭, তবে** সহীহ্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়) এবং সেজন্য **'হাতীম'** কা'বা ঘরেরই অংশ।[২৯৭]

হযরত আয়িশা(র.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ্(সাঃ) বলেছেন, "হিজ্‌র(অর্থ হাতীম)-এর ভিতরে স্বলাত আদায় অর্থ কা'বা'র ভিতরে স্বলাত আদায় সমতুল্য, কেননা এটা বায়তুল্লাহ্'রই অংশ"।[২৯৮]

মাক্বমি ইব্‌রাহীম(مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ) :

মাক্বমি শব্দের অর্থ হচেছ দাঁড়ানোর স্থান অর্থাৎ হযরত ইব্‌রাহীম(আঃ) এ পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কা'বা ঘর নির্মাণের কাজ করেছিলেন এবং নির্মাণকালে পাথরটি অলৌকিকভাবে প্রয়োজনীয় উচ্চতায় আপনা-আপনি উঠে যেত। কা'বা ঘরের পূর্ব দেয়াল হতে **১৫/১৬** ফুট দূরত্বে পূর্ব পাশেই আছে ক্রিষ্টালের একটি বাক্স, চারিদিকে কাঁচের বেষ্টনী। ভিতরে **২**টি বর্গাকৃতির পদচিহ্ন খচিত একটি পাথর। পাথরটির দের্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা প্রায় সমান, এক হাত বা **১.৫** ফুট। এ পাথরটির রক্ষণাগারের নামই হলো **'মাক্বমি ইব্‌রাহীম'**।[২৯৯]

যমযম(زَمْزَمِ) কূপ :

খৃষ্টপূর্ব ২৪০০সনে অর্থাৎ বর্তমান সময় থেকে প্রায়(২৪০০+২০২২) = ৪৪২২বছর পূর্বে যমযম কূপের সৃষ্টি। ইমাম আজ্‌রকি(রহি.) বর্ণনা করেছেন যে, যমযম কূপের ভিতরে ৩টি ঝর্ণা আছে। প্রথমটি হাজরি আস্‌ওয়াদ বরাবর(এটি সর্ববৃহৎ), দ্বিতীয়টি আবু কুবাইস ও স্বফা পাহাড় বরাবর এবং তৃতীয়টি মার্‌ওয়াহ্ পাহাড়ের তলদেশ বরাবর।

যমযম শব্দের অর্থ প্রচুর। মাস্‌জিদুল হর-ম এর ভিতরে বায়তুল্লাহ্'র ওয়াল হতে পূর্ব দিকে **২১**মিটার দূরত্বে মাত্বফ্ এরিয়ার মধ্যে অবস্থিত। পূর্বে **১৯৫৩**ইং সন পর্যন্ত দড়ি ও বাকেট সিস্টেমের মাধ্যমে কূপ থেকে টেনে পানি উঠানো হতো এবং কূপের উপর একটি ভবন নির্মাণ করা ছিল। স্থানটি মাত্বফ্ চত্বর বা ত্বওয়াফ্ এরিয়ার মধ্যে পড়ে যাওয়ার কারণে সাউদী সরকার পাইপ লাইনের মাধ্যমে

২৯৬. সহীহ্ বুখারী, হা/১৫৮৪-৮৬; সহীহ্ মুসলিম ১৫/৭০, হা/১৩৩৩; আহমাদ, হা/২৪৭৬৩।
২৯৭. নাসাঈ, হা/২৯১০, ২৯১১, ২৯১২।
২৯৮. তিরমিযী, হা/৮৭৬; আবু দাউদ, হা/১৭৬৯; সিলসিলাহ্ সহীহাহ্, হা/৪৩।
২৯৯. সূরা আল্ ইমরান(৩): ৯৭

মাস্‌জিদুল হর-ম এর বাইরে যমযম কূপের পানি দু’টি পাম্পের(পালাক্রমে ২৪ ঘন্টায় চালু থাকে) সাহায্যে উত্তোলন করে **‘কিং আব্দুল্লাহ্** যমযম **পানি বিতরণ কেন্দ্র(কুদি’তে)’** পাঠানো হয়(**‘কুদি’** কা’বা থেকে ৪.৫কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত) এবং তারপর সেখান থেকে বিভিন্ন বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ জন পানি পান করতে পারে।

বর্তমান কূপের গভীরতা **৩১**মিটার এবং ব্যাস **১**.০৮মি. থেকে ২.৬৬মিটার পর্যন্ত।

কূপ থেকে প্রতি সেকেন্ডে **১১-১৮**লিটার পানি উত্তোলিত হয়।

হজ্জ মৌওসুমে প্রতিদিন ৮মিলিয়ন(অর্থাৎ ৮০লক্ষ) লিটার খাবার পানির প্রয়োজন হয়।

হজ্জ-যাত্রী ও পরিদর্শকদের পান কারার জন্য মাস্‌জিদুল হর-ম ও মাস্‌জিদ-এ নাবাবী-তে প্রায় ৪০(চল্লিশ) হাজার কন্টেইনার এর মাধ্যমে নরমাল ও ঠান্ডা পানি সরবরাহ্ করা হয়ে থাকে, তম্মধ্যে ৭০০০ কন্টেননার-এর মাধ্যমে **১**২০টন পানি প্রতিদিন মাস্‌জিদ-এ নাবাবী-তে পাঠানো হয়(আগস্ট/২০**১**৮ইং সনের প্রতিবেদন অনুযায়ী)।[৩০০]

যমযম-এর পানি অধিক পরিমাণ পান করা মুস্তাহাব। পানি পান করার সময় নরমাল পানি পান করুন এবং ঠান্ডা পানি পান করা থেকে বিরত থাকুন। জাবির ইব্‌নু আব্দুল্লাহ্(র.) থেকে বর্ণিত রসুল(সাঃ) বলেছেন, “যমযম-এর পানি যে যে নিয়াত-এ পান করবে, সে নিয়াত ফলপ্রসূ হবে”।[৩০১]

ইব্‌নু আব্বাস(র.) বর্ণনা মতে, রসুল(সাঃ) বলেছেন, “মাটির উপর পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ট পানি হল যমযম-এর পানি। তাতে রয়েছে ক্ষুধা নিবারণের খাদ্য এবং রোগ নিরাময়ের ঔষধ”।[৩০২]

ইব্‌নু আব্বাস(র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘আমি রসুল(সাঃ)-এর নিকট এক বালতি যমযম-এর পানি নিয়ে আসলাম। তখন তিনি দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন’।[৩০৩]

পানি পান করার সময়(ক্বিব্‌লাহ্’মুখী হয়ে) ‘বিসমিল্লাহ্’ বলে পান করতে হয়।

---

৩০০. Wikipedia;ISLAMIC LANDMARKS.com; www.egypttoday,16.08.18

৩০১. ইব্‌নু মাযাহ্, হা/৩০৬২; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৪৪৩৫, ১৪৫৭৮; দারাকুতনী, হা/২৭১৩; হাদীছ সম্ভার নং ১২০০; শু’আবুল ঈমান, হা/৪১২৭, ৪১২৮; ইরওয়াউল গালীল, হা/১১২৩।

৩০২. ত্ববারানীর আসাত্ব, হা/৩৯১২, ৮১২৯; মু’জামুল কাবীর, হা/১১০০৪; সহীহুল আল জামি’, হা/৩৩২২; সিলসিলাহ্ সহীহাহ্, হা/১০৫৬; হাদীছ সম্ভার, হা/১২০২।

৩০৩. সহীহ্ বুখারী, হা/১৬৩৭; মুসলিম, হা/২০২৭; মিশকাত, হা/৪২৬৮; আবু দাউদ, হা/১৯০৫।

পানি পান করার সময় নীচের এ দু‘আ-টি পাঠ করার ব্যাপারে একটি দূর্বল/ যা‘ঈফ হাদীছে এসেছে,

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْـءَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّ رِزْقًا وَّاسِعًا وَّ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ۔

উচ্চারণ : “আল্ ল-হুম্মা ইন্নী- আস্‌আলুকা ‘ইল্‌মান্ না-ফি‘আওঁ ওয়া রিঝ্‌ক্বওঁ ওয়া-সি‘আওঁ ওয়া শিফাআম্‌ মিংকুল্লি দা--’অ্” ।[৩০৪]

বাংলা অর্থ : **‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, প্রশস্ত রিযিক, নেক ‘আমাল এবং সকল প্রকার রোগ-ব্যাধি হতে মুক্তি প্রার্থনা করছি’**(এটাও দু‘আ কবুল হওয়ার সময় নং **৮**) এবং পানি পান শেষ করে বলুন **‘আল্ হম্‌দু লিল্ লা-হ্’** ।

যমযম-এর পানি দিয়ে মুখ-হাত ধৌত করা ও মাথায় ঢালা যায়।[৩০৫] তবে বারাকাত্-এর নিয়াতে যমযম-এর পানি দিয়ে গুসল করা বা শরীরের কোনো অংশ ধৌত করা, কাপড় ধৌত করা ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করে পানি অপচয় করা যাবে না।

ত্বওয়াফ্ ও সা‘ঈ আদায়কালে ফার্‌জ স্বলাত :

ত্বওয়াফ্ ও সা‘ঈ আদায়কালে যদি ফার্‌জ স্বলাত আদায়ের জন্য জামা‘আত দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে কাতারবন্দী হয়ে আগে স্বলাত আদায় করুন। তারপর পূর্বের স্থগিত স্থান থেকেই অবশিষ্ট চক্করগুলো পূর্ণ করুন।

আস্ব্‌ স্বফা- (اَلصَّفَا) পাহাড় :

কা‘বা ঘর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে **১৩০**মিটার দূরত্বে স্বফা পাহাড় অবস্থিত। স্বফা একটি ছোট্ট পাহাড় আনু: ৮/৯ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একাংশ এখনও খোলা রেখে সামনের দিকটা ষ্টীলের পাইপ দিয়ে ঘেরাও করে দেয়া হয়েছে। আর বাকী অংশ পাকা করে দেয়া হয়েছে। সমতল থেকে উঁচুতে এ পাকা অংশের উপরে এলেই স্বফা পাহাড়ে উঠেছেন বলে ধরে নেয়া হবে। স্বফা পাহাড়ের নির্দিষ্ট জায়গা থেকে এখনও পবিত্র কা‘বা ঘরের কিছু অংশ দেখা যায়। কিন্তু মাস্‌জিদুল হর-ম এর পিলারের কারণে সব অংশ দেখা যায় না।

---

৩০৪. আত্ তার্‌গীব, হা/১৬৯৭ (হাদীছটি দূর্বল/যা‘ঈফ) ; মাসিক ইতিছাম, সেপ্টে/২০, পৃ. ৫।
৩০৫. ইর্‌ওয়াহ্, ৪/৩২৩; আখ্‌বারু মক্কা, হা/১০৪২; মাসিক ইতিছাম, সেপ্টে/২০, পৃ. ৪।

আল্‌ মার্‌ওয়াহ্‌ (اَلْمَرْوَةُ) পাহাড় :

কা'বা ঘর থেকে পূর্ব-উত্তর দিকে আনু: ৩৯৫মিটার দূরত্বে মার্‌ওয়াহ্‌ পাহাড় অবস্থিত। এটা শক্ত সাদা পাথর দ্বারা নির্মিত একটি ছোট্ট পাহাড় ছিল। বর্তমানে মার্‌ওয়াহ্‌ পাহাড়টাকে নীচ তলার ছাদের নীচে একইভুত করে নেয়া হয়েছে (উচ্চতা ১০/১২ ফুট এর মত হতে পারে) এবং ষ্টীলের পাইপ দিয়ে ঘেরাও দিয়ে মানুষ-এর নাগাল থেকে পৃথক করা হয়েছে। আর বাকী অংশ পাকা করে দেয়া হয়েছে, সমতল থেকে উঁচুতে এ পাকা অংশের উপরে এলে মার্‌ওয়াহ্‌ পাহাড়ে উঠেছেন বলে ধরে নেয়া হবে। বর্তমানে মার্‌ওয়াহ্‌ পাহাড় থেকে কা'বা ঘর দেখা যায় না।

২৩. মাক্কা মুকার্রামা’র দর্শনীয় স্থান সমূহ

২৩.১. নাবী কারীম(সাঃ)-এর জন্মস্থান :

এ স্থানটি মাস্জিদুল হর-ম এর পূর্ব দিকের চত্বরের পূর্বে অবস্থিত। বর্তমানে এ স্থানে দ্বিতল বিশিষ্ট একটি ভবনে পাঠাগার বানিয়ে রাখা হয়েছে এবং ভবন-এর বাহিরে সাইনবোর্ডে বাংলাসহ অন্যান্য ভাষায় সব বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে।

২৩.২. ক্ববর(قَبْرٌ) সমূহ :

২৩.২.১. ক্ববর যিয়ারত-এর নিয়ম :

পুরুষের জন্য **ক্ব**ব্‌র যিয়ারত করা সুন্নাত। কেননা এতে আখিরাত্-এর কথা স্মরণ আসে এবং দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ কমে যায়। ক্বব্‌র যিয়ারত-কালে ক্বব্‌র বাসীদের উদ্দেশ্যে দু‘আ ও সালাম পেশ করার নিয়ম হলো, “হে ক্বব্‌র-বাসী মু‘মিন ও মুসলিম-গণ! আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও আপনাদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি ইন্ শা-- আল্লাহ্! আমরা আল্লাহ্’র কাছে আমাদের ও আপনাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি”(আরবী দু‘আ-টি অনু: ২৯.১.১-এ দেখুন)।[৩০৬]

ক্বব্‌র যিয়ারত-এর সময় এরুপ সংক্ষিপ্ত সালাম ও দু‘আ পাঠ করাই সুন্নাত। এ সময় ক্বুর্আন তিলাওয়াত বা ক্বুর্আন-এর কিছু সূরা পাঠ করে ‘বখশে দেয়া’ বা ছাওয়াব পাঠানোর কথা কোন সহীহ্ হাদীছে বর্ণিত হয় নাই।

২৩.২.২. আল্ মা‘আলা-(اَلْمَعَلٰى) ক্ববর-স্থান :

মাস্জিদ আল্ হর-ম এর পূর্ব-উত্তর দিকে মাক্কা’র বিখ্যাত **আল্ মা‘আলা-** ক্বব্‌র স্থান(‘জান্নাতুল মা‘আলা-’ বলা ভূল, কারণ ‘জান্নাত’ অর্থ হচ্ছে বাগান)।

আল্ মা‘আলা’য় রসুল(সাঃ)-এর দাদা-আব্দুল মুত্তালিব, চাচা-আবু তালিব ও আরো অনেক আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও হযরত খাদিযাতুল ক্বুব্‌রা(সূত্র নির্ভরযোগ্য নয়), হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ যুবায়ির(র.), হযরত আসমা বিনতে আবু বাকার (র.)-সহ অন্যান্য সাহাবাগণের, তাবি‘ঈন এবং আল্লাহ্’র অনেক নেক বান্দাদের ক্বব্‌র যিয়ারত-এর নিয়াত-এ গমন করবেন।

২৩.২.৩. হযরত আদম(আঃ) ও বিবি হাওয়া(আঃ) :

ঐতিহাসিকদের মতে কথিত আছে হযরত আদম(আঃ)-এর ক্বব্‌র ‘আরাফাত্-এর ময়দান-এ এবং বিবি হাওয়া(আঃ)-এর ক্বব্‌র জিদ্দায় অবস্থিত।

---

৩০৬. সহীহ্ মুসলিম, হা/৯৭৫; নাসাঈ, হা/২০৪০; মিশকাত, হা/১৭৬৪; আহমাদ, হা/২২৯৮৫।

২৩.৩.১. মাস্‌জিদ সমুহ(মাক্‌কা) :

২৩.৩.১.১. মাস্‌জিদ-ই রয়াহ্ :

নাবী কারীম(স্বল্‌লাল্ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্‌কা বিজয়ের দিন এ স্থানে বিজয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। ইহা আল্ মু'আল্লা ক্ববর স্থানে যেতে গাজ্জা মার্কেটের উত্তর প্রান্তে রাস্তার ডান(পূর্ব) পার্শ্বে অবস্থিত।

২৩.৩.১.২. মাস্‌জিদ-ই জিন্(جِنّ) :

এটিও **আল্** মা'আল্লা'র গেট থেকে একটু দক্ষিণে রাস্তার ডান পার্শ্বে অবস্থিত (অর্থাৎ মাস্‌জিদুল হর-ম থেকে **আল্** মা'আল্লা'র দিকে যাওয়ার পথে হাতের বাম দিকে রাস্তার পাশে পড়বে)। এখানে জিন্'রা উপস্থিত হয়ে রাতে ক্বুর্‌আন আল্ কারীম তিলাওয়াত্ শ্রবণ করেছিল এবং পরবর্তীতে রসুল(সা:) কর্তৃক চিহ্নিত এ স্থানে মাস্‌জিদ নির্মাণ করা হয় যা **'জিন্ মাস্‌জিদ'** নামে পরিচিত।

তবে এ ব্যাপারে (১) ইব্‌নু আব্বাস(র.) হতে বর্ণিত শুধুমাত্র তিরমিযী'র একটি হাদীছ রয়েছে যে, 'ইব্‌লিস কর্তৃক প্রেরীত জিন্'রা রসুল(সা:)-কে মাক্‌কা'য় দু'টি পাহাড়ের মাঝামাঝিতে স্বলাত আদায় করতে দেখে'।[৩০৭]

(২) জিন্ সম্প্রদায় কর্তৃক ক্বুর্‌আন আল্-কারীম তিলাওয়াত্ শ্রবণ একটি বিশেষ মুহূর্তের ঐতিহাসিক ঘটনা। **'বাত্‌নি নাখালা'** এটা একটা ঐতিহাসিক স্থান। একদা রসুল(সা:) 'উকায নামক বাজার এলাকায় ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে রাত্রিতে কয়েকজন সাহাবীসহ 'বাত্‌নি নাখালা' নামক স্থানে(মাক্‌কা থেকে ৪৫কি:মি: দূরত্বে অর্থাৎ মাক্‌কা ও তায়িফ্-এর মাঝামাঝি একটি স্থান) অবস্থান করেছিলেন। রসুল(সা:) ভোর বেলায় যখন ফাজ্‌র স্বলাত-এ ক্বুর্‌আন তিলাওয়াত্ করছিলেন, তখন জিন্'রা এসে সে তিলাওয়াত্ শুনলো এবং তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে সব কিছু ঘটনা বর্ণনা করলো এবং তখন জিন্ সম্প্রদায় আল্লাহ্'র একত্ববাদ গ্রহণ করলো।[৩০৮]

২৩.৩.১.৩. মাস্‌জিদ-ই তান্'ঈম(تَنْعِيْمِ) :

ইহা মাক্‌কা মুকার্‌রামা হতে ৫কি:মি: উত্তরে হরম এরিয়ার বাহিরে অবস্থিত। এটাকে **'আয়িশা মাস্‌জিদ'**ও বলা হয়। মাস্‌জিদুল হর-ম এর বাইরে(হোটেল **হিলটন**-এর কাছাকাছি) বাস অথবা ট্যাক্সিতে 'মাস্‌জিদ-ই তান্'ঈম' বা 'আয়িশা

৩০৭. তিরমিযী, হা/৩৩২৪।

৩০৮. সূরা আল্ আহ্‌ক্বফ(৪৬): ২৯-৩১; সূরা আল্ জিন্(৭২): ১, ১৯; তাফসীরে ড. আবু বাকার মোহাম্মদ যাকারিয়া (হাফি:) ; বুখারী, হা/৭৭৩, ৪৯২১; তিরমিযী, হা/৩৩২৩।

মাস্‌জিদ' যাওয়া যায়। এটা মাক্‌কা'য় বসবাসকারী অধিবাসীদের 'উম্‌রাহ্‌'র মীক্বাত স্থান।

মাস্‌জিদ-ই তান্‌'ঈম থেকে নাফল 'উম্‌রাহ্‌'র ইহ্‌রাম বাঁধা সম্পর্কে মত পার্থক্য :

আবদুর রহ্‌মান ইব্‌নু আবু বাকার(র.) বর্ণনা করেছেন যে, "নাবী কারীম (স্বল্‌লাল্‌ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে আদেশ করেছিলেন, তিনি যেন(স্বীয় ভগ্নি) আয়িশা(র.)-কে নিজ বাহনে বসিয়ে 'তান্‌'ঈম' নিয়ে যান এবং তথা হতে তাঁর 'উম্‌রাহ্‌ সম্পন্ন করায়ে দেন"।[৩০৯]

এ ঘটনা হুনাইন যুদ্ধের সময়, রসুলুল্লাহ্‌ (স্বল্‌লাল্‌ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মা আয়িশা(র.)-কে ঋতুবর্তী হওয়ার কারণে তান্‌'ঈম মাস্‌জিদ থেকে 'উম্‌রাহ্‌ করার কথা বলেছিলেন। এ নির্দেশনাটা ছিল একটা অস্বাভাবিক অবস্থা ও বিশেষ পরিস্থিতির কারণে। উপরোক্ত হাদীছ-এ আর একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, শুধু স্বীয় ভগ্নি আয়িশা (র.)-এর জন্য 'উম্‌রাহ্‌'র কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ভাইকে 'উম্‌রাহ্‌ করার জন্য বলা হয় নাই।

আবার আস্‌ওয়াদ(র.) আয়িশা(র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, "আয়িশা(র.) আরজ করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্‌! আপনার সঙ্গীগণ সরাসরি হজ্জ ও 'উম্‌রাহ্‌ দুটি 'আমাল নিয়ে প্রত্যাবর্তন করছে, আর আমি শুধু হজ্জ নিয়ে যাচ্ছি। আয়িশা(র.)-কে বলা হল, "তুমি পবিত্র হলে পর তান্‌'ঈম যেও এবং তথা হতে 'উম্‌রাহ্‌'র ইহ্‌রাম বেঁধে এসে 'উম্‌রাহ্‌ আদায় করো। কিন্তু ব্যয় ও কষ্টের পরিমাণে 'উম্‌রাহ্‌'রই ছাওয়াব হবে"।[৩১০]

তাছাড়া সহীহ্‌ বুখারী হাদীছ নং ৯১৮-তে হজ্জ-এর পরে 'উম্‌রাহ্‌ আদায় করার কথা বলা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, এ নির্দেশনাটা উক্ত বছরে শুধুমাত্র আয়িশা(র.)-এর জন্য 'খাছ্‌' ছিল। কারণ রসুল(সা:)-এর মৃত্যুর পরও আয়িশা(র.) ৪০(চল্লিশ) বছর বেঁচে ছিলেন এবং এ সময় কালের মধ্যে তিনি বা সাহাবাগণ 'তান্‌'ঈম' নামক জায়গা থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে কোন 'উম্‌রাহ্‌ আদায় করেছেন এমন কোন হাদীছ পাওয়া যায় না।

অতএব মীক্বাত-এর বাহির থেকে আগত কোন পুরুষ বা মহিলা 'মাস্‌জিদ-ই তান্‌'ঈম' থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে 'উম্‌রাহ্‌ আদায় করবে এ ধরণের বক্তব্য কোন হাদীছ-এ নেই।

---

৩০৯. সহীহ্‌ বুখারী, হা/১৫১৮, ১৭৮৩-১৭৮৮।

৩১০. সহীহ্‌ বুখারী, হা/৯১৮; আবু দাউদ, হা/১৭৮১,১৭৮২।

আর 'মাস্‌জিদ আয়িশা' হলো হরম এলাকার অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের **'উম্‌রাহ্'র মীক্বাত**।

হাদীছ-এর বর্ণনা অনুযায়ী যেহেতু এক সাফার্-এ একাধিক 'উম্‌রাহ্ করার কথা পাওয়া যায় না। সে কারণে মীক্বাত-এর বাহির থেকে আগত কেহ যদি নাফল 'উম্‌রাহ্ আদায় করতে চায়, তবে তাকে পুণঃরায় মীক্বাত থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে আসতে হবে। উদাহরণ স্বরুপ তামাত্তু' হজ্জ-কারী'র জন্য বলা যেতে পারে যে, আপনি যদি হজ্জ-এর পূর্বেই মাদীনা মুনাওয়ারা সাফার্ সেরে নিতে চান তাহলে মাদীনা থেকে মাক্‌কা'য় আসার পথে **"আব্বইয়ার-ই আলী"** নামক স্থান থেকে আপনাকে 'উম্‌রাহ্'র নিয়াত-এ ইহ্‌রাম বেঁধে মাক্‌কা'য় আসতে হবে অথবা তায়িফ্-এ মীক্বাত মাস্‌জিদ **'আল্ সাইল আল্ কাবির'** থেকেও নাফল 'উম্‌রাহ্'র জন্য ইহ্‌রাম বেঁধে আসতে পারেন।

২৩.৩.১.৪. মাস্‌জিদ-ই যি-তুওয়া :

ইহা 'তুওয়া' নামক কুপের নিকট অবস্থিত। এখানে নাবী কারীম(স্বল্‌লাল্ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্‌কা মুকার্‌রামা গমনের পথে অবস্থান করেছিলেন। এটি মাস্‌জিদ-এ তান্'ঈম-এর রাস্তায় অবস্থিত।

২৩.৩.১.৫. মাস্‌জিদ-ই নামিরহ্(نَمِرَةٌ) :

ইহা 'আরাফাত্ ময়দান-এর দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। বিদায় হজ্জ-এর সময় নাবী কারীম(সাঃ) এখানেই তাঁবু ফেলে অবস্থান করেছিলেন। এখানে মাস্‌জিদ চত্বর এলাকায় একসাথে (আনুঃ) ২ লক্ষ ৪৮ হাজার লোক স্বলাত আদায় করতে পারে। বছরে শুধুমাত্র একদিনই এক ওয়াক্ত্ স্বলাত আদায় হয় এ মাস্‌জিদ-এ, আর তাহলো 'আরাফাহ্ দিবসে ৯ই যুল্‌হিজ্জাহ্ যুহ্‌র ও 'আস্বর স্বলাত একত্রে এক ওয়াক্ত্-এ আদায়। যে সমস্ত হাজীরা 'আরাফাহ্ দিবসে এ মাস্‌জিদ-এর কাছাকাছি অবস্থান করতে পারেন তিনারাই শুধু জামা'আত-এ স্বলাত আদায় করার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

২৩.৩.১.৬. মাস্‌জিদ-ই মাশ্'আরুল্ হর-ম :

এটা মুয্‌দালিফাহ্ অবস্থিত(এটা দু'আ কবুল হওয়ার স্থান নং **১২, তবে** সহীহ্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়)। কথিত আছে এখানে হযরত আদম(আঃ) ও বিবি হাওয়া(আঃ) দুনিয়ায় প্রথম একত্রে রাত্রি যাপন করেছিলেন। এখানে মাস্‌জিদ চত্বর এলাকায় একসাথে (আনুঃ) ১১ হাজার ৬ শত মুসুল্লী স্বলাত আদায় করতে পারেন। বছরে শুধুমাত্র একদিনই এক ওয়াক্ত্ স্বলাত আদায় করা হয় এ

মাস্‌জিদ-এ, আর তা হলো হজ্জ-এর সময় **১০ই** যুল্‌হিজ্জাহ্ **ফাজ্‌র** স্বলাত। যে সমস্ত হাজীরা রাত্রীতে 'আরাফাহ্ থেকে এসে এ মাস্‌জিদ-এর কাছাকাছি অবস্থান করতে পারেন তিনারাই শুধু জামা'আত-এ ফার্‌জ স্বলাত আদায় করার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

২৩.৩.১.৭. মাস্‌জিদ-ই খায়্‌ফ(اَلْخَيْفِ) :

এটা মিনার সবচাইতে বড় মাস্‌জিদ। ইহা মিনার উত্তর দিকে **'যাব'** পাহাড়ের পার্শ্বদেশে আবস্থিত। কথিত আছে যে, এখানে ৭০ জন নাবী সমাহিত আছেন (এটা দু'আ কবুল হওয়ার স্থান নং **১১**, তবে সহীহ্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়)।

ইব্‌নু আব্বাস(র.) বলেন রসুল(সাঃ) বলেছেন, 'মাস্‌জিদ আল্ খায়্‌ফি-তে ৭০ জন নাবী স্বলাত আদায় করেছেন'।[৩১১]

বর্তমানে এখানে মাস্‌জিদ চত্বর এলাকায় একসাথে (আনু:) **৫১** হাজার ৫ শত লোক স্বলাত আদায় করতে পারেন।

২৩.৩.১.৮. মাস্‌জিদ-ই হুজ্জা জুল্‌বার :

এ মাস্‌জিদটিও মিনার ভিতরে মিনার উত্তর পার্শে বাদশাহ্ আব্দুল আজীজ ব্রীজের উপর অবস্থিত। যে ব্রীজটি 'আল্ মুয়াইসিম' এলাকা অভিমুখী আন্ডার পাস রাস্তা পর্যন্ত দীর্ঘায়িত। এ মাস্‌জিদ ও চত্বর এলাকায় একসঙ্গে (আনু:) **১৫,০০০** জন মুসল্লী স্বলাত আদায় করতে পারেন।

২৩.৩.১.৯. মাস্‌জিদ-ই কাবাশ :

এটা ঠিক সে স্থানে অবস্থিত যে স্থানে হযরত ইব্‌রাহীম(আঃ) হযরত ইসমাইল(আঃ)-কে যাবাহ্ করার জন্য শোয়াইছিলেন।

২৩.৩.১.১০. মাস্‌জিদ-ই হযরত বিলাল(র.) :

এটা মাক্‌কা থেকে পুর্ব-দক্ষিণে আবু কুবাইস পাহাড়ের পুর্ব প্রান্তে অবস্থিত।

২৩.৩.১.১১. মাস্‌জিদ-ই জি'ইর্‌রানাহ্(جِعِرَّانَةِ) :

এটা তায়িফ্-এর পথে মাক্‌কা থেকে পূর্বদিকে ২৬কি:মি: দূরত্বে অবস্থিত। হাদীছ-এর এক বর্ণনা অনুসারে পাওয়া যায় যে, হুনাইন যুদ্ধের পর ফিরার পথে যুল্‌ক্বাদাহ্ মাসে হযরত মুহাম্মদ(স্বল্লাল্ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ স্থান থেকে একবার 'উম্‌রাহ্ আদায় করেছেন।[৩১২] এটা একটি **মীক্বাত মাস্‌জিদ।**

---

৩১১. ত্বাবারানী, আল্ মু'জামুল কাবীর, হা/১২২৮৩; সিলসিলাহ্ সহীহাহ্, হা/২০২২; আলবানী, মানাসিকুল হজ্জ ওয়াল উমরা, পৃ.৩৯; আব্দুর রাযযাক, হজ্জ ও উমরা, পৃ.১১৮।

৩১২. তিরমিযী, হা/৮১৫, ৮১৬, ৯৩৫; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/৩০০৩; সহীহ্ আবু দাউদ, হা/১৭৩৯।

২৩.৩.২. মাস্‌জিদ্ সমুহ(তায়িফ্) :

২৩.২.২.১. মাস্‌জিদ-ই হযরত আব্বাস(র.) :

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস(র.) ছিলেন নাবী কারীম(স্বল্‌লাল্ ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচাতু ভাই। তিনার নামেই এ মাস্‌জিদ-এর নামকরণ করা হয়েছে। এটা তায়িফ্-এ যাওয়ার পথে পড়বে।

২৩.৩.২.২. মাস্‌জিদ-ই আল্ সাইল আল্ কাবির :

এটাকে **মীক্বাত মাস্‌জিদ** বলা হয়। এটা মাক্‌কা থেকে পূর্ব দিকে ৯৪কিমিঃ দূরত্বে তায়িফ্-এর পথে অবস্থিত। এ স্থানের আরেকটি নাম হলো **‘ক্বর্‌নাল্ মানাঝিল্’**। বর্তমানে বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান এর হজ্জ যাত্রীগণ বিমানযোগে জিদ্দা হয়ে মাক্‌কা’য় যান তাদের বিমান **‘ক্বর্‌নাল্ মানাঝিল্’** নামক এলাকা দিয়ে অতিক্রম করে বিধায় বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান এর হজ্জ যাত্রীদের বর্তমান মীক্বাত হলো **‘ক্বর্‌নাল্ মানাঝিল্’**। আপনি **‘আল্ সাইল্ আল্-কাবির’** মাস্‌জিদ পরিদর্শনে গেলে এখান থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে আর একটা নাফল ‘উম্‌রাহ্ করতে পারবেন।

২৩.৩.২.৩. মাস্‌জিদ-ই আলী(রঃ) :

এটা নাবী কারীম(স্বল্‌লাল্ ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নানা বাড়ী যাওয়ার পথে হাতের বামদিকে পড়বে অর্থাৎ তায়িফ্-এর পথে ‘বাথ্‌না স্ট্রীটে’ হযরত আলী(রঃ)-এর নামে মাস্‌জিদ-টির নামকরণ করা হয়েছে। উক্ত মাস্‌জিদ-এ কোন স্বলাত আদায় হয় না, শুধু স্মৃতি স্বরুপ বর্তমানে ঘেরাও দিয়ে রাখা হয়েছে।

২৩.৩.২.৪. মাস্‌জিদ-ই রসুল(স্বল্‌লাল্ ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **:**

তায়িফ্-এর পথে ‘বাথ্‌না স্ট্রীটে’ রয়েছে রসুলুল্লাহ্(সাঃ)-এর নিজ হাতে নির্মাণ করা একটি ছোট্ট মাস্‌জিদ এবং এ মাস্‌জিদ’টি একটি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। উক্ত পাহাড়ের চূড়া থেকে এক বিশাল আকৃতির পাথর ফেলে নাবী কারীম রসুলুল্লাহ্(সাঃ)-কে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা’র বিশেষ কুদ্‌রত-এ উক্ত বড় পাথরটির নীচে একটি ছোট পাথর দিয়ে সেটাকে আটকিয়ে দেন, ফলে তায়িফ্-এর মুশরিকরা ওটা আর গড়িয়ে ফেলে দিতে পারে নাই, এভাবেই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রিয় নাবী(স্বল্‌লাল্ ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে রক্ষা করেন, যে পাথর এখনো দৃশ্যমান পাহাড়ের চূড়ায় ঐ অবস্থায় রয়েছে দেড় হাজার বছর ধরে। উক্ত মাস্‌জিদ-এ কোন স্বলাত আদায় হয় না, শুধু স্মৃতি স্বরুপ বর্তমানে সেটা তাঁর কাটা দিয়ে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে।

২৩.৪. পাহাড় সমুহ :

এখানে আপনাকে একটি বিষয় বুঝতে হবে যে, কোন পাহাড় কোনো ‘ইবাদাত্-এর জায়গা হতে পারে না যে সেখানে গিয়ে স্বলাত আদায় বা দু‘আ-দরুদ করতে বা

পড়তে হবে(মনের ভিতরে ছাওয়াব পাওয়ার ধারণা পোষণ করাটাই হলো বিদ্'আত)। এগুলো হলো ইসলাম-এর ঐতিহাসিক স্থান বা নিদর্শন, আমরা শুধু মনের তৃপ্তি নিবারণের জন্য দেখতে বা পরিদর্শনে যাবো, কোন 'ইবাদাত্-এর জন্য নয়। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে সহীহ্ বুঝ দান করুন। আমিন!

২৩.৪.১. জাবালি সাওর বা গারি সাওর :

জাবাল অর্থ পাহাড়, সাওর অর্থ পাদদেশ অর্থাৎ পাহাড়ের পাদদেশ। ইহা মাক্কা মুকার্‌রামা হতে ৫কি:মি: দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। হিযরত-এর সময় কুরা'ঈশ-দের নিষ্ঠুর আক্রমণ হতে রক্ষা পাবার জন্য এ পাহাড়েই নাবী কারীম(সা:) এবং আবু বাকার সিদ্দীক(র:) তিন দিন তিন রাত অবস্থান করেছিলেন (৬২২খৃষ্টাব্দের ঘটনা)।

পাহাড়ের গুহামুখটিতে মাকড়সার জালবুনে দেয়া এবং গুহামুখে কবুতরের ডিম পাড়ার কথা বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, যাতে শত্রুরা বুঝতে না পারে এখানে কেউ লুকিয়ে আছে। এ বর্ণনা সম্পর্কে ইমাম নাসিরুদ্দীন আল্‌বানী(রহি.) বলেছেন, এ বর্ণনার অনুকুলে কোনো সহীহ্ দলিল নেই।[৩১৩] এ গুহাটিকেই **'গারি সাওর'** বলা হয়। এ পাহাড়ের উচ্চতা **১**.৬ কি:মি: ।[৩১৪]

২৩.৪.২. জাবালে নুর বা গারি হিরা :

ইহা মাক্কা মুকার্‌রামা হতে ৫কি:মি: দূরত্বে উত্তর-পশ্চিম কোণে মিনায় যাওয়ার পথে বাম দিকে পড়ে। এ পাহাড়েই নাবী কারীম(সা:) নুবুওয়াত লাভের পূর্বে 'ইবাদত্-বন্দেগীতে মগ্ন থাকতেন, ইহার উচ্চতা খুব বেশী নহে (আনু:) ৬৩৫মি.(২০৮০ফুট)। জাবালি নুর পাহাড়ের চূড়া থেকে একটু নীচে অবস্থিত একটি ছোট্ট গুহা এটাকেই বলা হয় **'গারে হেরা'**। এ গুহাতেই রসুল(সা:) ধ্যানে মগ্ন থাকতেন এবং জিব্‌রীল(আ:) সর্বপ্রথম ওহী'র মাধ্যমে 'সূরা আল্ আলাক্ব'-এর শুরুর কয়েকটি আয়াত রসুল(সা:)-এর নিকট তিলাওয়াত্ করে শুনান।

২৩.৪.৩. জাবালি আবু কুবাইস :

ইহা বায়তুল্লাহ্'র সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত, যাহার কিছু অংশ কেটে পূর্বের চত্বরের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, আর অবশিষ্ট অংশের উপর রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ তাবি'ঈন ইমাম মুজাহিদ(রহি.) বর্ণনা

---

৩১৩. সিলসিলাহ্ যা'ঈফা ৩/৩৩৯, হা/১১৮৯।

৩১৪. সূরা আত্ তাওবাহ্(৯): ৪০; তাফসীরে ড. আবু বাকার মোহাম্মদ যাকারিয়া (হাফি:) ; সীরাতে ইব্‌নু হিশাম; সহীহ্ বুখারী, হা/১৭৭।

করেন, আল্লাহ্ তায়ালা সকল পাহাড়ের পূর্বে পৃথিবীর বুকে উক্ত পাহাড়টি সৃষ্টি করেছিলেন। হযরত নূহ্(আ:)-এর তুফানের সময় থেকে হাজরি আস্ওয়াদ এ পাহাড়ের উপর রাখা ছিল। এ পাহাড়ের উচ্চতা (আনু:) ৩৭২মি.(১২২০ফুট)।

২৩.৪.৪. জাবালি মাশ্'আরুল্ হর-ম :

এ পাহাড় মুয্দালিফাহ্ অবস্থিত।

২৩.৪.৫. জাবালি রহ্মাত(جَبَلِ رَحْمَتْ) :

অর্থ দয়া বা দু'আ'র পাহাড়। ইহা 'আরাফাত্ ময়দান-এ এবং মাস্জিদ নামিরাহ্ হতে আরো পূর্ব-দক্ষিণে ২কি:মি: দূরে অবস্থিত(উচ্চতা মাত্র ৭-৮মিটার এবং চওড়া ৩০০মিটার)। এ পাহাড়ে উঠতে হবে বা পাহাড়ের দিকে মুখ করে দু'আ-দরুদ করতে হবে এমন কোন বিধান ক্কুর্আন বা হাদীছ-এ নেই। এ পাহাড়ে সর্ব প্রথম নাবী হযরত আদম(আ:) ও বিবি হাওয়া(আ:)-এর পুণ:মিলন ও তাওবাহ্ কবুল হয়(এটা সহীহ্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়)। ইসলাম-এর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নাবী হযরত মুহাম্মদ (স্বল্লাল্ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজ্জ-এর ভাষণটিও এখান থেকেই দিয়েছিলেন।

২৩.৫. মাক্কা মুকার্রামা'য় অবস্থান কালীন বিধি-নিষেধ :

মাক্কা মুকার্রামা'য় অবস্থান কালীন সময় সেটা 'উমরাহ্ বা হজ্জ হোক আদায়ের আগে বা পরে কোথাও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে নির্দ্ধারিত মীক্বাত অতিক্রম করে যাওয়া যাবে না। কেহ যদি তার নির্দ্ধারিত মীক্বাত অতিক্রম করে কোথাও যায়, তবে তাকে উক্ত মীক্বাত থেকে ইহরাম বেঁধে মাক্কা'য় ফিরে পুণ:রায় 'উমরাহ্ আদায় করে হালাল হতে হবে।

২৪. মাক্‌কা মুকার্‌রামা’য় দু‘আ কবুল হওয়ার স্থান সমুহ

১- বায়তুল্লাহ্ বা কা‘বা’র দিকে যখন সর্বপ্রথম দৃষ্টি বা নজর পড়বে(যথাস্থানে হাদীছ সূত্র বর্ণনা করা হয়েছে)।

২- বায়তুল্লাহ্ বা কা‘বা ঘরের ভিতরে।

৩- মাক্বমি ইব্‌রাহীম-এর পিছনে।

৪- মাত্বফ্ বা ত্বওয়াফ্ করার স্থান(ত্বওয়াফ্ করার সময়)এবং বিশেষ করে হাজরি আস্‌ওয়াদ ও রুক্‌নি ইয়ামানী’র মাঝখানে(যথাস্থানে হাদীছ সূত্র বর্ণনা করা হয়েছে)।

৫- মুল্‌তাযাম : হাজরি আস্‌ওয়াদ থেকে কা‘বা ঘরের দরজা পর্যন্ত(যথাস্থানে হাদীছ সূত্র বর্ণনা করা হয়েছে)।

৬- মিযাবি রহ্‌মাত অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্’র প্রণালীর(ছাদের পানি নিষ্কাসনের নালা বা ড্রেন) নীচে।

৭- হাতীম-এর ভিতরে।

৮- স্বলাতুত্ ত্বওয়াফ্ শেষে যমযম-এর পানি পান করার সময়(যথাস্থানে হাদীছ সূত্র বর্ণনা করা হয়েছে)।

৯- মাস্‘আ : স্বফা ও মার্‌ওয়াহ্’র মধ্যবর্তী স্থানকে মাস্‘আ বলা হয় অর্থাৎ সা‘ঈ করার স্থানকেই।

১০- সা‘ঈ করার সময় স্বফা ও মার্‌ওয়াহ্ পাহাড়ের উপর ক্বিব্‌লাহ্’র দিকে মুখ করে দু‘হাত তুলে দু‘আ’র সময়(যথাস্থানে হাদীছ সূত্র বর্ণনা করা হয়েছে)।

১১- মিনার মাস্‌জিদ-ই খয়িফ্।

১২- মুয্‌দালিফা’র মায়দান বিশেষভাবে মাস্‌জিদ মাশ্‘আরুল হর-ম।

১৩- মিনার মাঠে।

১৪- ‘আরাফাত-এর মাঠে হাত তুলে দু‘আ’র সময়(যথাস্থানে হাদীছ সূত্র বর্ণনা করা হয়েছে)।

১৫- জাম্‌রাহ্ বা কংকর মারার স্থানে অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় জাম্‌রাহ্ কংকর মারার পর হাত তুলে দু‘আ’র সময়(যথাস্থানে হাদীছ সূত্র বর্ণনা করা হয়েছে)।

উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র ক্রমিক নং ১,৪,৫,৮,১০, ১৪ ও ১৫ সহীহ্ হাদীছে পাওয়া যায়, অবশিষ্টগুলির অনুকুলে কোন সহীহ্ হাদীছ পাওয়া যায় না বা সনদ দূর্বল যা গ্রহণযোগ্য নয়।[৩১৫]

---

৩১৫. আইনে রাসুল(সা) দো‘আ অধ্যায়, পৃ.১৭-১৮; রাহে বেলায়াত ও রসুলুল্লাহ্(সা)-এর

২৫. হজ্জ-এর আনুষ্ঠিকতা শুরু

২৫.১. হজ্জ-এর ১ম দিন (৮ই যুল্‌হিজ্জাহ্-يَوْمُ التَّرْوِيَةَ) করণীয় :

(১) ইহ্‌রাম বাঁধা ফার্‌জ(**প্রথম ফার্‌জ**), আর

(২) নির্দ্ধারিত মীক্বাত হতে ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব**(প্রথম ওয়াজিব)**

(৩) মিনা'য় রাত্রি যাপন(সুন্নাত)

(৪) মিনা'য় যুহ্‌র,'আস্বর, মাগ্‌রিব, 'ঈশা ও ফাজ্‌র এ পাঁচ ওয়াক্বত্ স্বলাত আদায় করা(সুন্নাত)।[৩১৬]

আজকে থেকে আপনার হজ্জ-এর আনুষ্ঠানিক কার্য্যক্রম শুরু হলো। ক্বুর্‌আন আল্ কারীম-এ যেটাকে **হজ্জ-এ আক্‌বার** বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩১৭]

২৫.১.১. হজ্জ-এর জন্য ইহরাম বাঁধা ও মাক্‌কা থেকে মিনা(مِنًى) যাত্রা- ১ :

মাক্‌কা'র হোটেল/বাসা থেকে[৩১৮] **(**নির্দ্ধারিত মীক্বাত হতে ইহ্‌রাম বাঁধা **প্রথম ওয়াজিব)** হজ্জ-এর জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার উদ্দেশ্যে কাপড় পরিধান করে নিন, তবে বাসে উঠার পর নিয়াত করাই ভাল। কেননা কোনো কারণে যদি বাসে উঠার পর আবার হোটেলে ফিরে যেতে হয়, সেজন্য বাসে উঠার পর মনে মনে অন্তরে(ফার্‌জ) এটা পোষণ করুন যে, ('ইয়া আল্লাহ্! আমি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য হজ্জ পালনের নিয়াত করছি, আপনি আমার জন্য এটা সহজ করে দিন এবং কবুল করুন') **এবং** আগের নিয়মে শুধু হজ্জ-এর নিয়াত-এ আরবীতে মুখে উচ্চারণ করে -

لَبَّـيْكَ حَجًّا("লাব্বাইকা হজ্জান")

(অর্থ- 'আমি উপস্থিত হজ্জ-এর জন্য') /**اَللّٰهُمَّ لَبَّـيْكَ حَجًّا ('আল্ ল-হুম্মা লাব্বাইকা হজ্জান"** অর্থ- 'হে আল্লাহ্! আমি উপস্থিত হজ্জ-এর জন্য') বলে ইহ্‌রাম বেঁধে নেবেন[৩১৯] (ইহ্‌রাম বাঁধা হলো হজ্জ-এর **প্রথম ফার্‌জ**)। অত:পর উচ্চ:স্বরে[৩২০] **৩ বার** তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করুন,

---

যিক্‌র-ওযীফা, পৃ.১৫৯।

৩১৬. তিরমিযী, হা/৮৭৯, ৮৮০।

৩১৭. সুরা আত্ তাওবাহ্(৯): ৩; বুখারী, হা/৪৪০৬; সহীহ্ মুসলিম ২৮/৯, হা/১৬৭৯।

৩১৮. সহীহ্ বুখারী, হা/১৫২৪, ১৫২৬; আধু: প্রকা: হা/১৪২৭; ইফা: হা/১৪৩৩; মিশকাত, হা/১১৮১।

৩১৯. মুসলিম হা/১২৫১, ১২৩২, ১২১৬; বুখারী, হা/১৫৭০; প্রশ্নো: আরকানুল ইসলাম প্রশ্ন নং ১২২৫।

৩২০. সহীহ্ বুখারী, হা/১৫৪৮; নাসাঈ, হা/২৮৫৩; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/২৯২৩; আহ্‌মাদ, হা/৫১৯২; আবু দাউদ, হা/১৮১৬; তিরমিযী, হা/৮২৯; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ১২৪০।

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ۔

উচ্চারণ: "লাব্বাইকা আল্‌ ল-হুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা- শারী-কা লাকা লাব্বাইক, ইন্‌নাল হাম্‌দা ওয়ান্‌ নি'অমাতা লাকা ওয়াল্‌মুলক্‌, লা- শারী-কা লাক্‌"।

বাংলা অর্থ: 'আমি উপস্থিত, ইয়া আল্লাহ্! আমি উপস্থিত। আমি উপস্থিত, আপনার কোন শরীক নেই, আমি উপস্থিত। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নি'মাত আপনার এবং রাজত্বও আপনারই। আপনার কোন শরীক নেই'।[৩২১]

হজ্জ-এর এ তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ অব্যহত থাকবে ১০ই যুল্‌হিজ্জাহ্ তৃতীয় জাম্‌রাহ্ বা জাম্‌রাহ্ উখ্‌রাহ্ বা জাম্‌রাহ্ আক্বাহ্'য় কংকর মারার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত।[৩২২]

২৫.১.২. মিনা যাত্রা- ২ :

(১) মিনা যাত্রার সময় বড় ট্রলি ব্যাগ সাথে নিবেন না, বড় ট্রলি ব্যাগ সাথে নিলে আপনার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ওটা ডাস্টবিনে ফেলে দিবে। কারণ মিনার তাঁবুতে আপনার জন্য যেটুকু জায়গা বরাদ্দ আছে, সেখানে ট্রলী ব্যাগ রাখার মত কোন জায়গা হবে না সেটা ছোট/বড় যে সাইজেরই হোক না কেন। অতএব হাতে বা ঘাড়ে ঝুলানো ছোট্ট সাইজের একটি ব্যাগ নিতে হবে(যা বালিশের নীচে রাখা যায়), তাতে ১ সেট ইহ্‌রাম-এর কাপড়, আর চার/পাঁচ দিনের অবস্থানের মত কিছু কাপড়-চোপড়, শুকনো জাতীয় কিছু খাবার ও সামান্য টাকা-পয়সা নেবেন।

(২) বড় ট্রলি ব্যাগসহ অন্যান্য জিনিসপত্র বাসা/হোটেলে সাবধানে ঘরে রেখে যাবেন। নিরাপত্তার স্বার্থে টাকা-পয়সা মুয়াল্লিম-এর কাছে গচ্ছিত রেখে রশিদও নিতে পারেন।

২৫.১.৩. মিনা যাত্রা- ৩ :

(১) মাক্কা থেকে ৮ই যুল্‌হিজ্জাহ্ সকালে সূর্যোদয়ের পরে মিনা রওয়ানা হওয়া **সুন্নাত**।[৩২৩] কিন্তু আজকাল এজেন্সীগুলো হজ্জযাত্রীদের বাধ্য করার কারণে ৭ই যুল্‌হিজ্জাহ্ দিবাগত রাতেই(অর্থাৎ সন্ধ্যার পরই পরবর্তী দিন ৮ই যুল্‌হিজ্জাহ্ শুরু হয়ে যায়) মিনা রওয়ানা হতে হচ্ছে যা সুন্নাত-এর খিলাফ। ইহ্‌রাম অবস্থায় মুয়াল্লিম কর্তৃক সরবরাহকৃত বাসে মিনার উদ্দেশ্যে উচ্চঃস্বরে তাল্‌বিয়াহ্ পড়তে

৩২১.সহীহ্ বুখারী-৩/৪০৮, হা/১৫৪৯; মুসলিম-২/৮৪১, হা/১১৮৪।
৩২২. সহীহ্ বুখারী, হা/১৫৪৩; মুসলিম, হা/১২৮১-৮২; আবু দাউদ, হা/১৮১৫; নাসাঈ, হা/৩০৫৬।
৩২৩. মিশকাত, হা/২৫৫৫; তিরমিযী, হা/৮৭৯, ৮৮০।

পড়তে রওয়ানা হবেন(মহিলারা উচ্চঃস্বরে নয় আস্তে আস্তে পড়বে) এবং যুহ্‌র-এর আগেই মিনায় পৌঁছে যাবেন।

(২) মাক্‌কা থেকে মিনায় হজ্জ-যাত্রীদের পরিবহণের জন্য সাউদী সরকার কর্তৃক হাজার হাজার বড় বড় বাস নিয়োজিত করে থাকেন এবং বর্তমানে ট্রেন সার্ভিসও চালু হয়েছে। বাস থেকে নামার পর, যাত্রা পথে কোথাও অবতরণ করে যে দু‘আ পাঠ করতে হয় অনুঃ ৯(পৃষ্ঠা-৪৯-তে দেখুন)। মিনার তাঁবুগুলো ফায়ার প্রুফ এবং প্রতিটি তাঁবুতেই **এসি** লাগানো রয়েছে।

(৩) মিনায় পৌঁছে যুহ্‌র, ‘আস্বর, মাগ্‌রিব, ‘ঈশা’র স্বলাত আদায় ও রাত্রি যাপন এবং ফাজ্‌র স্বলাত জামা‘আত-এর সাথে আদায় করুন অর্থাৎ উল্লেখিত পাঁচ ওয়াক্তত্ স্বলাত মিনাতে আদায় করা সুন্নাত(মিনার মায়দান দু‘আ কবুল হওয়ার স্থান নং **১৩**)।[৩২৪]

২৫.১.৪. মিনা বা ‘আরাফায় তাঁবু হারিয়ে গেলে করণীয় :

মিনার তাঁবুর আইডি কার্ড সব সময় সঙ্গে রাখবেন। মিনা বা ‘আরাফাহ্ যদি কখনো নিজের তাঁবু হারিয়ে ফেলেন, তা হলে বাংলাদেশ হজ্জ মিশনের তাঁবুতে পৌঁছার চেষ্টা করবেন অথবা আইডি কার্ড সাথে থাকলে সেখান থেকে আপনি যে কোন কারো সাহায্যেই হোক নিজ তাঁবুতে ফিরে আসতে পারবেন।

‘আরাফাত্ মাঠে **‘জাবালি রহ্‌মাত’** পাহাড়ে উঠার চেষ্টা করবেন না, এমনকি তার খুব কাছাকাছি যাওয়া থেকে বিরত থাকুন। ‘আরাফাহ্ মাঠে হারিয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং নিজ তাঁবু খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। তাই নিজ তাঁবুতেই অবস্থান করুন এবং টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হলে কোন সময়ই একা বের হবেন না। তাঁবুর বাহিরে চলাফেরার সময় সব সময় ছাতা ব্যবহার করবেন এবং রাস্তার একপাশ দিয়ে দলবদ্ধভাবে চলাচল করবেন। ঘাড় বা গর্দ্দানে কোন অবস্থায় যেন রোদ্র না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

২৫.১.৫. মিনা যাত্রায় বিধি-নিষেধ :

(১) যদি ৮ই যুল্‌হিজ্জাহ্ শুক্রবার হয়, তাহলে জুমু‘আহ্’র স্বলাত-এর আগেই মিনায় পৌঁছে স্বলাত আদায় করতে হবে(হজ্জ-এর সময় মিনায় জুমু‘আহ্’র স্বলাত আদায় জায়িয), আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে মাক্‌কা-তেই জুমু‘আহ্’র স্বলাত আদায় পর মিনায় যেতে হবে।

(২) মিনায় অবস্থানকালে রাস্তায় পানি, কোন ময়লা বা অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেখানে-সেখানে ফেলবেন না। ময়লার ফেলার জন্য নির্দিষ্ট ডাস্টবিন বা বক্স রাখা আছে সেখানে ফেলুন।

---

৩২৪. সহীহ্ আবু দাউদ, হা/১৬৬৯; তিরমিযী, হা/৮৭৯, ৮৮০; মুসনাদে আহ্‌মাদ, হা/২৩০৬।

২৫.১.৬. ৮ই যুল্‌হিজ্জাহ্-এর ভুল-ত্রুটি :

(১) ইহ্‌রাম বাঁধার পর বা ইহ্‌রাম বাঁধার উদ্দেশ্যে মাস্‌জিদুল হর-ম এ যাওয়া যাবে না। তবে হজ্জ-এর ইহ্‌রাম-এর কাপড় পরিধান করে নিয়াত করার পূর্বে মাস্‌জিদুল হর-ম এ ২(দুই) রক্'আত স্বলাত আদায় করতে যেতে পারবেন।

(২) ৮ তারিখে মিনাতে না এসে সরাসরি 'আরাফাহ্ চলে যাওয়া।

(৩) সুন্নাত নিয়ম হলো ৮ই যুল্‌হিজ্জাহ্ সকালে সূর্যোদয়ের পরে ইহ্‌রাম অবস্থায় মাক্‌কা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া, কিন্তু বর্তমানে এজেন্সীর লোকজন ৭ই যুল্‌হিজ্জাহ্ দিবাগত রাত্রীতেই মিনায় নিয়ে চলে যায়।

(৪) পুরুষদের ক্ষেত্রে উচ্চ:স্বরে তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ না করা এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চ:স্বরে পাঠ করা।

(৫) মিনাতে জায়গা থাকা সত্ত্বেও মিনার বাইরে অবস্থান করা।

২৫.২. হজ্জ-এর ২য় দিন (৯ই যুল্‌হিজ্জাহ্- يَوْمِ عَرَفَةَ) করণীয় :

(১) উকুফি 'আরাফাহ্ অর্থাৎ অবস্থান করা ফার্‌জ(**দ্বিতীয় ফার্‌জ)**, আর

(২) সূর্যাস্ত পর্যন্ত 'আরাফাহ্ মাঠে অবস্থান ওয়াজিব(**দ্বিতীয় ওয়াজিব)**

(৩) 'আরাফাহ্ মাঠে যুহ্‌র ও 'আস্বর স্বলাত একত্রে আদায়(সুন্নাত)

(৪) মুয্‌দালিফাহ্'য় অবস্থান বা রাত্রী যাপন ওয়াজিব**(তৃতীয় ওয়াজিব)**

২৫.২.১. মিনা হতে 'আরাফাহ্ রওয়ানার সময় :

'আরাফাত্ ময়দান হলো হরম এলাকার বাহিরে এবং ১০.৪ বর্গ কি:মি: এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। চর্তুদিকে সীমানা নির্দ্ধারণ মূলক উঁচু ফলক রয়েছে। মাস্‌জিদুল হর-ম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সড়ক পথে ২১/২২ কি:মি: এবং মিনা হতে ৯/১০ কি:মি: দূরত্বে অবস্থিত। মিনায় ফাজ্‌র স্বলাত আদায় পর(অন্তত: একবার হলেও উচ্চ:স্বরে **'তাক্‌বীর-ই তাশ্‌রীক্ব'** পাঠ করুন) সূর্যোদয়ের পর পরই আলো ছড়ানোর পর তাল্‌বিয়াহ্, তাক্‌বীর, তাহ্‌লীল পড়তে পড়তে 'আরাফাত্-এর দিকে রওয়ানা হয়ে দুপুরের পূর্বেই সেখানে পৌছুন(সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনা হতে 'আরাফাহ্ রওয়ানা হওয়া সুন্নাত-এর খিলাফ)। বাস থেকে নামার পর, যাত্রা পথে কোথাও অবতরণ করে যে দু'আ পাঠ করতে হয় অনু: ৯(পৃষ্ঠা. ৪৯-তে দেখুন)।

'আরাফাত্ হলো একটি ফাঁকা মাঠ। 'আরাফাহ্ শব্দের অর্থ মিলন বা পরিচয়। তাই 'আরাফাত্ হলো বিশ্ব মুসলিম-এর জন্য মিলনক্ষেত্র।

২৫.২.২. 'আরাফাহ্ দিনের ফাজিলাত :

জাবির(র.) থেকে বর্ণিত রসুল(সা:) বলেছেন, "আল্লাহ্'র নিকট 'আরাফাহ্'র দিন থেকে উত্তম কোন দিন নেই, আল্লাহ্ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন অত:পর জমিনে বাসকারীদের নিয়ে আসমানে বাসকারীদের সাথে গর্ব বোধ করেন। তিনি বলেন- আমার বান্দাদের দেখ, তারা হজ্জ-এর জন্য এলোমেলো চুল ও ধূলিময় অবস্থায় দূর-দিগন্ত থেকে এসেছে। তারা আমার রহ্‌মাত আসা করে, অথচ

তারা আমার আযাব দেখেনি। সুতরাং এমন কোন দিন দেখা যায় না, যাতে 'আরাফাহ্'র দিনের তুলনায় জাহান্নাম থেকে অধিক মুক্তি পায়" ।[৩২৫]

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নু 'আম্‌র ইব্‌নু 'আছ(র.) থেকে বর্ণিত, রসুল(সা:) বলতেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা 'আরাফাহ্'র দিন বিকালে 'আরাফাহ্'য় অবস্থানকারী ব্যক্তিদের নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করে বলেন, তোমরা আমার বান্দাদের দিকে লক্ষ্য করো, তারা আমার কাছে এসেছে এলোমেলো চুল নিয়ে এবং ধুলোয় মলিন হয়ে' ।[৩২৬]

আনাস্(র.) বলেন রসুল(সা:) 'আরাফাহ্'র মাঠে দাঁড়ালেন, তখন সূর্য প্রায় ডুবো ডুবো ভাব। রসুল(সা:) বললেন, "হে লোক সকল! একটু আগে জিব্বরীল (আ:) এসেছিলেন, তিনি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমাকে সালাম দিলেন এবং বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা 'আরাফাহ্'র মাঠের লোকজনকে ও মাশ্'আরুল্ হর-ম এর লোকজনকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাদের সব দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তখন 'উমার(রঃ) দাঁড়িয়ে বরলেন, হে আল্লাহ্'র রসুল(সা:)! এটা কি আমাদের জন্য খাছ ? জবাবে রসুল(সা:) বললেন, এটা তোমাদের জন্য এবং যারা তোমাদের পরে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত আসবে, তাদের জন্য" ।[৩২৭]

ইব্‌নু 'উমার(রঃ) হতে বর্ণিত রসুল(সা:) বলেছেন, 'হজ্জ ও 'উম্‌রাহ্ কারীগণ আল্লাহ্'র বিশেষ প্রতিনিধিদল(অতিথী বা মেহমান)। আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকেছেন, তাঁর ডাকে তারা সাড়া দিয়েছে। তারা আল্লাহ্'র কাছে চেয়েছে, তিনি তাদেরকে দিয়েছেন' ।[৩২৮]

২৫.২.৩. যুহ্‌র ও 'আস্বর স্বলাত একত্রীকরণের শর্তসমুহ।[৩২৯] যথা :-

(১) 'আরাফাত্ মায়দান-এ অথবা উহার কাছাকাছি অবস্থান করা।

(২) যুল্‌হিজ্জাহ্ মাসের ৯ তারিখ হওয়া।

(৩) মাস্‌জিদুল হর-ম এর ইমাম অথবা তাঁর প্রতিনিধি হওয়া।

(৪) উভয় স্বলাত-এ হজ্জ-এর ইহ্‌রাম হওয়া।

(৫) যুহ্‌র স্বলাত 'আস্বর-এর পূর্বে আদায় করা।

(৬) জামা'আত হওয়া।

---

৩২৫. সহীহ্ হাদীছে কুদ্‌সী, হা/১০১,১০২; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/৩০১৪; নাসাঈ, হা/৩০০৩; মিশকাত, হা/২৫৯৪; মুসলিম, হা/১৩৪৮; সহীহুল জামি', হা/১৩৬০, ৫৭৯৬।

৩২৬. মুসনাদে আহ্‌মাদ, হা/৭২৮৮; আত্ তার্‌গীব, হা/১১৫৩।

৩২৭. আত্ তার্‌গীব, হা/১১৫১; মাসিক ইতিছাম, ৪র্থ বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, অক্টো/২০, পৃ. ৪।

৩২৮. ইব্‌নু মাযাহ্, হা/২৮৯২, ২৮৯৩; নাসাঈ, হা/২৬২৫, ৩০৭০; সহীহ্ আত্ তার্‌গীব, হা/১১০৯; সহীহুল জামি', হা/৩১৭৩।

৩২৯. হজ্জ ও মাসায়েল, মূল: হযরত মাও: আলহাজ্জ আল্ ক্বারী সাঈদ আহমদ, ভারত; ৫ম মুদ্রণ ও অনুবাদ মো: আব্দুল লতিফ চৌধুরী, বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী/২০০১ইং, পৃ.১৮৮।

তবে উপরোক্ত শর্তসমুহের পিছনে কোন শক্ত দলিল নেই। 'ইব্‌নু উমার্(রঃ) ইমাম-এর সাথে স্বলাত না পেলেও দুই স্বলাত একত্রে পড়তেন'।[৩৩০]

(১ম-মত) সে হিসাবে হজ্জ-এর সময় ইমামের পিছনে জামা'আত-এর সাথে স্বলাত আদায় সম্ভব হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় যুহ্‌র ও 'আস্বর একত্রে পড়া সুন্নাত অর্থাৎ এক আযান ও দুই ইক্বামাত-এ দুই দুই রক্'আত(ক্বস্বর) করে যুহ্‌র ও 'আস্বর পড়ে নিবে। প্রথম ইক্বামাত দিয়ে যুহ্‌র-এর দুই রক্'আত পড়ে সালাম ফিরাবে এবং পরে আবার দ্বিতীয় ইক্বামাত দিয়ে 'আস্বর-এর দুই রক্'আত পড়ে সালাম ফিরাবে।[৩৩১]

আবার **(২য়-মত হানাফী মায্‌হাব)** জামা'আত বা একাকী হোক পৃথক পৃথক ভাবে আদায় করবে, একত্রে নয় অর্থাৎ যুহ্‌র ওয়াক্বত্ যুহ্‌র এবং 'আস্বর ওয়াক্বত্ 'আস্বর। এ মতের সনদ দূর্বল।

আর ৯ই যুল্‌হিজ্জাহ্ যদি জুমু'আহ্'র দিন হয়, তাহলে যুহ্‌র-ই আদায় করতে হবে, কেননা 'আরফাত্ মায়দান-এ জুমু'আহ্'র স্বলাত পড়া জায়িয নেই।

২৫.২.৪. উক্বু-ফি(وُقُوْفِ) 'আরাফাহ্(হজ্জ-এর **দ্বিতীয় ফার্‌য**) **:**

উক্বু-ফি 'আরাফাহ্ অর্থ 'আরাফাত্ মায়দান-এ অবস্থান করা। ৯ই যুল্‌হিজ্জাহ্-কে **'ইয়াওমি 'আরাফাহ্'** বা 'আরাফাহ্ দিবস বলা হয়। এ দিন হলো মানুষের পাপ মোচনের দিন এবং সবচেয়ে বেশী মানুষের ক্ষমা পাওয়ার দিন।

'আরাফাত্ মায়দান-এ অবস্থান হলো হজ্জ-এর অন্যতম **ফার্‌য**('আরাফাত্ মায়দান দু'আ কবুল হওয়ার স্থান নং **১৪**)। এক হাদীছ-এ এসেছে, "আরাফাত্-এ অবস্থানই হচ্ছে হজ্জ"।[৩৩২] সূর্য হেলে পড়ার পুর্বেই পানাহার ও অন্যান্য কাজসমুহ সেরে নিতে হবে। দুপুরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত 'আরাফাত মাঠে অবস্থান করুন **(দ্বিতীয় ওয়াজিব)।** আজকে দ্বিপ্রহরের পরে যুহ্‌র ও 'আস্বর-এর স্বলাত একত্রে পড়ার **পূর্বে** হজ্জ-এর **দ্বিতীয়** খুতবাটি দেয়া হবে।[৩৩৩] সূর্য হেলে পড়ার পর যদি **'মাস্‌জিদ-ই নামিরাহ্'** বা **'মাস্‌জিদ-ই ইব্‌রাহীম'**-এর কাছে অবস্থান করা সম্ভব হয় তাহলে যুহ্‌র ও 'আস্বর স্বলাত জামা'আত সহকারে আদায়(সুন্নাত) করতে হবে(অর্থাৎ যুহ্‌র ওয়াক্বত্-এ এক আযান ও দুই ইক্বামাত-এর সহিত একত্রে পড়া

---

৩৩০. সহীহ্ বুখারী, হা/১৬৬২(আংশিক) ; আধু: প্রকা: অনুচ্ছেদ-৮৮; ইফা: পরিচ্ছেদ-১০৪৯।

৩৩১. বুখারী, হা/১৬৬২; মিশকাত, হা/২৫৫৫, ২৬১৭; সহীহ্ মুসলিম, হা/১২১৮; মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/১৫০৮; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ১২৬৪, পৃ. ৫৮২।

৩৩২. তিরমিযী, হা/৮৮৯; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/৩০১৫; মিশকাত, হা/২৭১৪; নাসাঈ, হা/৩০৪৪।

৩৩৩. সহীহ্ বুখারী, হা/১৭৩৯-৪১, ৫৮০৪, ৫৮৫৩; আধু: প্রকা: হা/১৬১৯-২১; ইফা: হা/১৬২৭-২৯।

হয় এবং যাহা মুসাফির ও মুকিম উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য)। কেননা স্বলাতুল 'আস্বর'কে উক্বুফ্-এর স্বার্থে এগিয়ে আনা হয়েছে।

স্বলাত আদায় পর হতে **'উক্বুফ্'** শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু'আ-দরুদ ও যিক্‌র-আয্‌কার-এ মগ্ন থাকুন এবং মাঝে মাঝে 'তাক্‌বীর-ই তাশ্‌রীক্ব' ও তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করতে থাকুন। কেননা 'আরাফাত দিবসের মূল 'আমাল হলো দু'আ করা। আল্লাহ্ তায়ালা ক্বুর্‌আন আল্ কারীম-এ বলেছেন, "তোমাদের পালন কর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো"।[৩৩৪] উযু ব্যতীত দু'আ করা জায়িয হলেও এ দিবসে পারলে উযু অবস্থায় দু'আ করা উত্তম।

রসুল(সা:) দু'আ'র সময়, "নিজের হাত এমনভাবে উঠাতেন এমনকি তখন তাঁর বগলের উজ্বলতা প্রকাশ পেত"।[৩৩৫]

'আরাফাত্ মায়দান-এর বেষ্টনী দেয়া স্থান সমূহসহ পুরোটাই হল 'মাওক্বফ্'(مَوْقَفِ -অর্থ অবস্থানের জায়গা) অর্থাৎ এ 'মাওক্বফ্'-এর ভিতরেই আপনাকে অবস্থান করতে হবে।[৩৩৬] কারণ **মাস্‌জিদ-ই নামিরাহ্**'র সম্মুখ ভাগে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে **'বাত্বনি 'উরানাহ্** নামক যে নালাটি রয়েছে সেটা মাওক্বাফ্-এর বাহিরে হওয়ার কারণে এ স্থানে উক্বুফ্ বা অবস্থান করা যাবে না।

'আরাফাত্ মাঠে বসে, গল্প করে, ঘুমিয়ে বা মোবাইলে কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না। মনে মনে ভাববেন, আপনার মৃত্যুর আগে আর হয়তো এ মাঠে আসার সুযোগ হবে কিনা!

ক্বিব্‌লাহ্-মুখী হয়ে বেশী বেশী করে(কালিমা তাওহীদ্) পাঠ করুন। নাবী কারীম(স্বল্‌লাল্ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন এটা হলো 'আরাফাত্ দিবসের শ্রেষ্ঠ দু'আ-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

উচ্চারণ : "লা-- ইলাহা ইল্লাল্ ল-হু ওয়াহ্‌দাহু লা- শারি-কা লাহু লাহুল্ মুলকু ওয়া লাহুল্ হম্‌দু ওয়াহু ওয়া 'আলা- কুল্লি শায়্‌ইং ক্বদী--র্"।

---

৩৩৪. সূরা মু'অ্মিন/গাফির(৪০): ৬০; সহীহ্ আবু দাউদ, হা/১৩২৯; তিরমিযী, হা/২৯৬৯, ৩২৪৭; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/৩১৬০, ৩৮২৮; সহীহ্ মিশকাত, হা/২৩৩০।

৩৩৫. নাসাঈ, হা/৩০১১; মুসলিম, হা/৮৯৫; মিশকাত, হা/২২৫৩; ইব্‌নু আবী শায়বাহ্, হা/২৯৬৭৮।

৩৩৬. সহীহ্ আবু দাউদ, হা/১৬৬৫; মিশকাত, হা/২৫৯৬; আবু দাউদ, হা/১৯৩৭; দারিমী, হা/১৮৭৯।

বাংলা অর্থ : ‘আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, সমস্ত রাজ্য ও রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সমস্ত বস্তুর উপর ক্ষমতাবান’।[৩৩৭]

সূরা ‘ইখ্‌লাস’ ও ‘দরুদি ইব্‌রাহীম’সহ কুর্‌আন ও সহীহ্ হাদীছে বর্ণিত দু‘আসমূহ পাঠ করতে পারেন, তবে এ সময় কোনো বানোয়াট দু‘আ-দরুদ পাঠ না করা।

কেহ যদি সূর্যাস্ত পর্যন্ত ‘আরাফাত্ মাঠে পৌঁছতে না পারে, তাহলে ১০ই যুল্‌হিজ্জাহ্ সুবিহ্-সাদিক-এর পূর্ব পর্যন্ত এক মুহুর্তের জন্য ‘আরাফাত্ মাঠে পৌঁছতে পারলেও তার হজ্জ আদায় হয়ে যাবে।[৩৩৮]

কেহ যদি উক্ত সময়ের পরে মাঠে প্রবেশ করে তাহলে তার উকুফ্ হলো না বিধায় তার হজ্জও হলো না।

‘আরাফাহ্ ত্যাগের পূর্বে টয়লেট সেরে নিবেন, উযু করে নিবেন, সঙ্গে খাবার পানির বোতল ও কিছু শুকনো খাবার নিবেন।

২৫.২.৫. ‘আরাফাহ্ দিবসের ভুল-ত্রুটি :

(১) ‘আরাফাহ্’র সীমানায় প্রবেশ না করেই উকুফ্ করা এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই মুয্‌দালিফাহ্’র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।

(২) ‘আরাফাহ্’র অংশ মনে করে **মাস্‌জিদ-ই নামিরাহ্**’র সম্মুখ ভাগে উকুফ্ করা অথচ এ অংশটি ‘আরাফাহ্ সীমানার বাইরে(অর্থাৎ পশ্চিম দিকে بَطْنِ عُرَنَةَ **-‘বাত্বনি ‘উরানাহ্’)** নামক নালাটি মাওক্বাফ্-এর বাহিরে হওয়ার কারণে এ স্থানে উকুফ্ বা অবস্থান করা যাবে না, এস্থানে অবস্থান করলে **হজ্জ** হবে না)।

(৩) কোন কোন হাজী জাবালি রহ্‌মাত-এর উপরে আরোহণ করাকে ছাওয়াব বলে মনে করা, সেখানে স্বলাত পড়া, পিলারের গায়ে মাথা ঠেকানো, পিলারের গায়ে কলম দিয়ে নাম লিখা ইত্যাদি না করার জন্য উপরে পিলারের চর্তুপার্শ্বে আরবী, হিন্দী, ইংরেজী, বাংলা ও উর্দ্দু ভাষায় লিখা এবং x (ক্রস) চিহ্ন দিয়ে নিষেধ করা হয়েছে, তথাপিও অনেকে শিরক্ ও বিদ্‘আত কর্মে লিপ্ত হচ্ছে এটা করতে যাবেন না। শারী‘আত-এ ইহার কোন ভিত্তি নেই।

(৪) ক্বিব্‌লাহ্’কে পিছনে রেখে জাবালি রহ্‌মাত-এর দিকে মুখ করে দু‘আ করা। অথচ ক্বিব্‌লাহ্-মুখী হয়ে দু‘আ করাটাই সুন্নাত।

---

৩৩৭. তিরমিযী, হা/৩৫৮৫; মিশকাত, হা/২৫৯৮; সহীহুল আল্ জামি‘, হা/৩২৭৪; সিলসিলাহ্ সহীহাহ্, হা/১৫০৩।

৩৩৮. ইব্‌নু মাযাহ্, হা/৩০১৫।

(৫) কেউ কেউ 'আরাফাত্ দিবসে নির্দিষ্ট স্থানে মাটি ও কংকর জমা করে থাকেন। আল্লাহ্'র বিধানে এর কোন প্রমাণ নেই।

(৬) কতিপয় হাজী সাহেব সূর্যাস্তের পূর্বেই মুয্‌দালিফাহ্'র উদ্দেশ্যে 'আরাফাত্ সীমানা হতে বের হয়ে যান, অথচ এটা জায়িয নেই, এটা করলে **দম** দিতে হবে(কারণ সূর্যাস্ত পর্যন্ত 'আরাফাহ্ অবস্থান করা হজ্জ-এর **ওয়াজিব** সমূহের মধ্যে পড়ে)। কেননা রসুলুল্লাহ্(স্বল্‌লাল্ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পূর্ণভাবে সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেছেন।

(৭) 'আরাফাহ্ ও 'আইয়াম-ই তাশরীক্ব' দিবসে হাজীদের জন্য কোন স্বিয়াম নেই'।[৩৩৯] তবে পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম'রা 'আরাফাহ্ দিবসে স্বিয়াম রাখবেন।[৩৪০]

২৫.২.৬. 'আরাফাত মায়দান হতে মুয্‌দালিফাহ্(مُزْدَلِفَةٌ) প্রত্যাবর্তন :

মুয্‌দালিফাহ্ মাঠের অবস্থান হলো মাক্‌কা থেকে পূর্ব দিকে ৯/১০ কি:মি: দূরত্বে এবং 'আরাফাত্ হতে ৫ কি:মি: অর্থাৎ মুয্‌দালিফাহ্ হচ্ছে মিনা ও 'আরাফাহ্'র মধ্যবর্তী একটি ফাঁকা মায়দান(উভয় দিক হতে ৫ কি:মি: দূরত্বে অবস্থিত)। সূর্যাস্তের পর মাগ্‌রিব-এর স্বলাত না পড়ে ধীর-স্থির ও শান্ত ভাব বজায় রেখে(তাড়াহুড়ো বা হুলস্থুল করে নয়) 'আরাফাত্ হতে মুয্‌দালিফাহ্'র পথে রওয়ানা হতে হবে। 'আরাফাহ্ হতে মুয্‌দালিফাহ্ যাত্রার সময় সবার বাসে সিট পাওয়ার সম্ভবনা খুব কম আপনাকে হয়তো বাসের মধ্যে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়েও যেতে হতে পারে। এমতাবস্থায়, যাদের সঙ্গে মহিলা থাকবে না তিনাদের হেঁটে যাওয়ায় উত্তম। শক্ত-সবল এবং যাদের মাইলের পর মাইল পায়ে হাঁটার(২-২.৫ ঘন্টা সময় লাগতে পারে) অভ্যাস আছে শুধু তারাই হেঁটে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন, তবে হেঁটে গেলে বাসের আগে যাওয়া যাবে। আর বাসে করে গেলে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় কত ঘন্টা লাগবে(তবে ৫-৬ ঘন্টাও লেগে যেতে পারে)। বাস থেকে নামার পর, যাত্রা পথে কোথাও অবতরণ করে এ দু'আ পাঠ করতে হয় অনু: ৯(পৃষ্ঠা. ৪৯-তে দেখুন)।

রাস্তায় হাঁটার সময় সবুজ বাতি দেখলে হাঁটবেন, আর লাল বাতি দেখলে থেমে যাবেন।

---

৩৩৯. আবু দাউদ, হা/২৪১৮-১৯,২৮১৩; মিশকাত, হা/২০৫০; নাসাঈ, হা/৪২৩০।

৩৪০. সহীহ্ মুসলিম, হা/১১৬২; মিশকাত, হা/২০৪৪।

২৫.২.৬.১. মুয্‌দালিফাহ্’য়(উক্বুফ্) অবস্থান করা ও করণীয়(হজ্জ-এর **তৃতীয় ওয়াজিব):**[৩৪১]

আল্লাহ্ তায়ালা ক্বুর্‌আন আল্ কারীম-এ বলেন, ‘যখন তোমরা আরাফাহ্ হতে মুয্‌দালিফাহ্ বা মাশ্‌’আরুল্ হর-ম এ ফিরে আসবে, তখন তোমরা আল্লাহ্’র যিক্‌র করো’।[৩৪২]

নাবী কারীম(স্বল্‌লাল্ ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুয্‌দালিফাহ্ **মাস্‌জিদ-ই মাশ্‌’আরুল্ হর-ম** এর নিকট পৌঁছার পর ক্বিব্‌লাহ্’মুখী হয়ে দু’আ(হাত তুলে) করেন এবং তাক্‌বীর اَللّٰهُ اَكْـبَـرُ (‘আল্লাহু আক্‌বার্’), لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ (‘লা-ইলা-হা ইল্‌লাল্ ল-হ্’) এবং আল্লাহ্’র তাওহীদ্ বা একত্ববাদ ঘোষণা করেন অর্থাৎ اَللّٰهُ اَحَدٌ (‘আল্লাহু আহাদ্দ্’) পাঠ করেন।[৩৪৩] মুয্‌দালিফাহ্’র বিস্তৃত এলাকার সম্পূর্ণটাই অবস্থানস্থল অর্থাৎ উক্বুফ্-এর জায়গা।[৩৪৪] আপনি মুয্‌দালিফাহ্ পৌঁছার পর মায়দান-এর ভিতর যে কোন জায়গায় অবস্থান নিয়ে প্রথমেই নিজস্ব প্রাকৃতিক কাজ-কর্ম সেরে নেয়া এবং তারপর উযু করে প্রথমে (**১ম-মত**) মাগ্‌রিব ও ‘ঈশা’র ফার্‌জ স্বলাত একত্রে আদায় করুন অর্থাৎ ‘এক আযান ও দুই ইক্বামাত-এর সহিত’[৩৪৫] (২য়-মত **হানাফী মাহ্‌যাব) ‘**এক আযান ও এক ইক্বামাত’[৩৪৬] এখানে জামা’আত শর্ত নহে একাকীও পড়া যায়।

উল্লেখ্য যে, মুয্‌দালিফাহ্ পৌঁছাতে দেরী হলেও কোন সমস্যা নেই, আপনি যখনই পৌঁছবেন তখনই মাগ্‌রিব ও ‘ঈশা’র ফার্‌জ স্বলাত একত্রে আদায় করবেন। এখানে রসুল(সা:) ফার্‌জ স্বলাত পর ‘ওয়িতর’(বিতর) স্বলাত ছাড়া আর অন্য কোন স্বলাত আদায় করেন নাই।

---

৩৪১. নববী, আল্-মাজমূ’, ৮/১৩৪,১৫০; বিন্ বায, মাজমূ’ ফাতাওয়া, ১৭/২৭৭; উছায়মীন, মাজমূ’ ফাতাওয়া, ২৩/৫১।

৩৪২. সূরা আল্ বাক্বরহ্(২): ১৯৮

৩৪৩. মুসলিম ২/৮৯১, হা/১২১৮; মিশকাত, হা/২৫৫৫।

৩৪৪. মিশকাত, হা/২৫৯৩, ২৫৯৬; মুসলিম, হা/১৩৪৮; আবু দাউদ, হা/১৯৩৭; দারিমী, হা/১৯২১।

৩৪৫. সহীহ্ বুখারী, হা/১৩৯, ১৬৭০, ১৬৭৪; মুসলিম, হা/১২৮০, ১২৮৭; নাসাঈ, হা/৬০৯, ৩০২৫; আবু দাউদ, হা/১৯২১, ২৫, ২৭, ৩৩; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/৩০৭৪; আহমাদ, হা/২১২৩৫, ২৩০৩৭।

৩৪৬. মুসলিম, হা/৩০০৩-৩০০৬; আবু দাউদ, হা/১৯২৯, ১৯৩০; ইফা: হা/২৯৭৮, ২৯৭৯; ইসে: হা/২৯৭৫, ২৯৭৬।

মুয্‌দালিফাহ্ রাত্রি যাপন করুন(সুন্নাত) এবং যত বেশী সম্ভব রাত্রি জাগরণ করে সাধ্যমত যিক্‌র-আয্‌কার ও 'ইবাদাত্-বন্দেগীতে রত থাকুন।[৩৪৭] মুয্‌দালিফাহ্ শব্দের অর্থ নিকটবর্তী বা রাতের অংশ। ১০ই যুল্‌হিজ্জাহ্ ফাজ্‌র(**মাস্‌জিদ-ই মাশ্'আরুল হর-ম** এ) স্বলাত আদায় পর সূর্যোদয়ের আগে কিছু সময় মুয্‌দালিফাহ্ অবশ্যই উক্বুফ্ বা অবস্থান(ওয়াজিব সময় সুব্হি-সাদিক থেকে শুরু হয়, সুব্হি-সাদিক-এর সময় সাউদী সরকারের পক্ষ হতে তোপধ্বনির মাধ্যমে মুয্‌দালিফাহ্'য় অবস্থানের সময় জানিয়ে দেয়া হয়। তোপধ্বনির পর ফাজ্‌র স্বলাত আদায় শেষে তথায় অবস্থান করতে হবে এবং তোপধ্বনির আগে ফাজ্‌র স্বলাত আদায় করা জায়িয হবে না) করুন। তবে দুর্বল(অপারগ) ও নারীদের জন্য এটা অপরিহার্য্য নয়।

মুয্‌দালিফাহ্ রাত্রিতে বিশ্রামের জন্য প্লাষ্টিকের পাটি কিনতে পাওয়া যায়, পারলে এখানে আসার আগেই কিনে নিবেন। মুয্‌দালিফাহ্ প্রধান সমস্যা হলো টয়লেট সংখ্যা কম যে কারণে টয়লেটে সব সময় ভীড় লেগে থাকে।

'আরাফাহ্, মুয্‌দালিফাহ্ ও মিনার মায়দান-এ হাঁটা-হাঁটি কালে খাবার পানির বোতল ও শুকনা খেজুর সব সময় সঙ্গে রাখবেন, কারণ এ সময় অন্য ভারী খাবার কম খাওয়ায় ভালো।

মুয্‌দালিফাহ্ উক্বুফ্ বা অবস্থান-এর ওয়াজিব সময় নিয়ে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যথা :-

(১) ইমাম আবু হানিফা(রহি.)-এর মতে সুব্হি-সাদিক হওয়ার পর কিছূ সময় মুয্‌দালিফাহ্ অবস্থান করা ওয়াজিব। যদি কেউ এ সময়ের পূর্বে মুয্‌দালিফাহ্ ত্যাগ করে তবে তাকে **দম দিয়ে ক্ষতিপূরণ আদায়** করতে হবে।

(২) ইমাম শাফি'ঈ(রহি.) ও ইমাম আহম্মদ ইব্‌নু হান্‌বাল্(রহি.)-এর মতে মধ্যরাত পর্যন্ত উক্বুফ্ বা অবস্থান করা ওয়াজিব। মধ্যরাতের পূর্বে মুয্‌দালিফাহ্ ত্যাগ করলে **দম দেয়া ওয়াজিব** হবে।

(৩) ইমাম মালিক(রহি.)-এর মতে মাগ্‌রিব ও 'ঈশা'র স্বলাত আদায় করতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় মুয্‌দালিফাহ্ অবস্থান করলেই **ওয়াজিব** আদায় হয়ে যাবে।

---

৩৪৭. সহীহ্ বুখারী, হা/১৬৭৬; মুসলিম ১৫/৪৯, হা/১২৯৫; আধু: প্রকা: হা/১৫৬২; ইফা: হা/১৫৬৮।

২৫.২.৬.২. মুয্‌দালিফাহ্‌ হতে কংকর সংগ্রহ :

রাতে মুয্‌দালিফাহ্‌ হতে খেজুর বীচি অথবা ছোলা দানার মত আকৃতির ৭০টি বা অধিক সংখ্যক কংকর রমির জন্য সংগ্রহ করুন। তবে স্বলাত ও ঘুম নষ্ট করে পাথর খুঁজে খুঁজে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করা মোটেই ঠিক নয়, কারণ আপনি মিনা থেকেও পাথর সংগ্রহ করতে পারবেন।

২৫.২.৬.৩. উক্বুফি মুয্‌দালিফাহ্‌'র ভুল-ক্রটি :

(১) কতিপয় হাজী সাহেব মুয্‌দালিফাহ্‌ পৌঁছে সর্বপ্রথম মাগ্‌রিব ও 'ঈশা'র স্বলাত না পড়েই কংকর সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে যান। তারা এ বিশ্বাস পোষণ করেন যে, মুয্‌দালিফাহ্‌ হতে কংকর সংগ্রহ করা অবশ্যই জরুরী, অথচ এটা ঠিক নয়।

(২) কংকর সংগ্রহের ব্যাপারে সঠিক বিধান হল, হরম এলাকার যে কোন স্থান হতে কংকর সংগ্রহ করা যেতে পারে। প্রমাণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ্‌(স্বল্‌লাল্‌ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাউকে মুয্‌দালিফাহ্‌ হতে কংকর সংগ্রহের নির্দেশ দেননি। বরং তিনি যখন নিজে মুয্‌দালিফাহ্‌ হতে প্রত্যাবর্তন করে মিনায় প্রবেশ করলেন, তখন সকাল বেলায় ফেরার পথে তাঁর জন্য কংকর সংগ্রহ করা হয়। এভাবে অবশিষ্ট সমস্ত কংকরই তিনি মিনা হতে সংগ্রহ করেছিলেন। আবার কতিপয় হাজী সাহেব কংকর গুলো পানি দিয়ে ধুয়ে নেন, অথচ তা শারি'আত সম্মত নয়।

(৩) মুয্‌দালিফাহ্‌ উক্বুফ্‌ না করে তা অতিক্রম করে চলে যাওয়া। মুয্‌দালিফাহ্‌ 'ঈশা'র স্বলাত আদায় পর সুব্‌হি্‌-সাদিক পর্যন্ত অবস্থান করা **'সুন্নাতি মুয়াক্কাদা'**। আর সুব্‌হি্‌-সাদিক-এর পর সামান্য সময়ের জন্য হলেও মুয্‌দালিফাহ্‌ অবস্থান করা **'ওয়াজিব'**। কিন্তু সুন্নাত প্রক্রিয়া হলো, আওয়াল ওয়াক্বত্‌ শুরু হলে অন্ধকারের মধ্যে ফাজ্‌র স্বলাত পড়ে উক্বুফ্‌ করা এবং যখন সূর্যোদয়ের দু'রক্'আত পরিমাণ সময় অবশিষ্ট থাকবে, তখন মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে। কেননা রসুলুল্লাহ্‌(সাঃ) সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।[৩৪৮]

২৫.২.৬.৪. মুয্‌দালিফাহ্‌ হতে মিনা রওয়ানার সময় :

'আরাফাহ্‌ হতে মুয্‌দালিফাহ্‌ যাত্রার সময় বাসে সিট পাওয়া নিয়ে যেমন সমস্যা হয়, তেমনি মুয্‌দালিফাহ্‌ হতে মিনা যাওয়ার সময়ও কিন্তু একই সমস্যা হবে এবং এটা আপনার মাথায় রাখতে হবে। মুয্‌দালিফাহ্‌ ফাজ্‌র স্বলাত-এর পর উক্বুফ্‌ (অবস্থান) শেষে সূর্যোদয়ের পূর্বেই[৩৪৯] মিনার উদ্দেশ্যে তাল্‌বিয়াহ্‌ ও যিক্‌র-

---

৩৪৮. সহীহ্‌ বুখারী, হা/১৬৮৪, ৩৮৩৮; তিরমিযী, হা/৪৯৬; নাসাঈ, হা/৩০৪৭; আবু দাউদ, হা/১৯৩৮; সহীহ্‌ মুসলিম ২/৮৯১, হা/১২১৮।

৩৪৯. সহীহ্‌ বুখারী, হা/১৬৮৪; আধুনিক প্রকা: হা/১৫৭০; ইফা: হা/১৫৭৬।

আয্‌কার করতে করতে রওয়ানা হউন। মিনায় পৌঁছার পূর্বেই অর্থাৎ মুয্‌দালিফাহ্ ও মিনার মধ্যবর্তী **'ওয়াদি মুহাস্‌সাব্'** নামক স্থানে সীমানা নির্দ্ধারক ফলক চোখে পড়বে সেখান থেকে আনুমানিক ৫০০মিটার পরিমাণ দূরত্ব দ্রুত অতিক্রম করতে হয়(এ স্থানটি হলো 'আব্বরহা বাদশাহ্'র হাতীর বাহিনীর উপর ঝাঁকে ঝাঁকে (أَبَابِيلَ- আবা-বী--ল্) পাখির নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে নাস্তানাবুদ হওয়ার স্থান। তবে বর্তমানে হজ্জ-যাত্রীদের সংখ্যা বেশী হওয়ার কারণে **'ওয়াদি মুহাস্‌সাব্'** এলাকা পর্যন্ত তাঁবু টাঙ্গিয়ে হাজীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। আপনার তাঁবু যদি উক্ত এলাকার মধ্যে স্থাপিত থাকে তা হলে এ জায়গাটুকু আপনার দ্রুত পার হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং এ স্থানে থেমে গিয়ে আপনার নিজ তাঁবুতে প্রবেশ করলেই চলবে।

২৫.৩. হজ্জ-এর ৩য় দিন(১০ই যুল্‌হিজ্জাহ্ - يَوْمُ النَّحْرِ) করণীয় :

(১) তৃতীয় জাম্‌রাহ্ বা জাম্‌রাহ্ **উখ্‌রাহ্** বা জাম্‌রাহ্ আক্কবাহ্
৭টি কংকর নিক্ষেপ(**চতুর্থ ওয়াজিব**)
(২) কুরবানী করা(**পঞ্চম ওয়াজিব**)
(৩) মাথা মুন্ডানো বা চুল ছোট করা(**৬ষ্ঠ ওয়াজিব**)
(৪) ত্বওয়াফ্-এ যিয়ারত বা ইফাযাহ্(**তৃতীয় ফার্‌জ**)
(৫) সা'ঈ করা(**চতুর্থ ফার্‌জ)** অর্থাৎ হানাফী মায্‌হাব মতে(**পঞ্চম ওয়াজিব**)
(৬) ত্বওয়াফ্ শেষে মিনায় রাত্রি যাপন(সুন্নাত)।

২৫.৩.১. কংকর নিক্ষেপ বা রামী(رَمْيٌ)'র উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য :

রামী'র আভিধানিক অর্থ হচ্ছে নিক্ষেপ করা বা কোন কিছু ছুড়ে মারা। হজ্জ-এর পরিভাষায় রামী হচ্ছে, মিনায় পাথরের স্তম্ভগুলিতে প্রতিকী শায়্‌ত্বন-এর উদ্দেশ্যে কংকর নিক্ষেপ করা। কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো পরিপূর্ণ আব্বদিয়াত ও আনুগত্য প্রকাশ। এর বিশেষ তাৎপর্য হলো, হযরত ইব্‌রাহীম (আ:)-এর সশ্রদ্ধ অনুসরণ করা অর্থাৎ হযরত ইব্‌রাহীম(আ:) যখন তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত ইস্‌মাইল'কে নিয়ে কুরবানী করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন, তখন শায়্‌ত্বন মিনার তিনটি স্থানে তাঁকে কুপ্ররোচনা দিয়ে কুরবানী'র মহৎ উদ্দেশ্যকে পন্ড করে দেয়ার চেষ্টা করেছিল। তখন ঐ তিনটি স্থানেই শায়্‌ত্বন'কে তাড়ানোর উদ্দেশ্যে কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন।

২৫.৩.১.১. রামী'র ফাজিলাত :

রসুলুল্লাহ্(সা:) বলেছেন, 'আর তোমার কংকর নিক্ষেপ, তার ছাওয়াব তো তোমার জন্য সঞ্চিত রাখা হয়'।[৩৫০]

---

৩৫০. ত্ববারানী, হা/১৩৩৯০; সহীহুল জামি', হা/১৩৬০; হাদীছ সম্ভার, হা/১১৩৯।

ইব্‌নু আব্বাস(র.) হতে বর্ণিত রসুলুল্লাহ্(সাঃ) বলেছেন, ‘তুমি জাম্‌রাহ্’য় যে পাথর নিক্ষেপ করবে সেটি তোমার জন্য ক্বিয়ামাত্-এর দিন আলো হয়ে আসবে’।[৩৫১]

২৫.৩.১.২. কংকর মারার সময় :

(সুন্নাত সময়) ১০ই যুল্‌হিজ্জাহ্ সূর্যোদয় থেকে সূর্য ঢলার পুর্ব পর্যন্ত।[৩৫২]

(জায়িয সময়) সূর্য ঢলার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।[৩৫৩]

(ছোট মাকরুহ্ সময়) সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে ১১ই যুল্‌হিজ্জাহ্ সুবিহ্-সাদিক পর্যন্ত। তবে দুর্বল ও নারীদের জন্য রাত্রে কংকর মারা মাকরুহ্ নহে।

২৫.৩.১.৩. কংকর মারার নিয়ম :

(১) বর্তমানে(২০০৮ইং এর বর্ণনা মতে) কংকর নিক্ষেপের সময় জাম্‌রাহ্ থেকে কয়েক ফুট দূর দিয়ে চর্তুপাশ পাকা ওয়াল দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে, উহার বাহির দিয়ে দাঁড়াতে হবে।

(২) জাম্‌রাহ্’র সামনে দাঁড়ানোর সময় এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যেন ক্বিব্‌লাহ্ বা কা‘বা ঘর বামদিকে এবং মিনা ডানদিকে পড়ে।[৩৫৪] তবে বর্তমানে এনিয়ম আর কার্যকর নেই, কারণ জাম্‌রাহ্’র স্তম্ভকে এমনভাবে সম্প্রসারিত করা হয়েছে যে, স্তম্ভের চর্তুদিক থেকেই কংকর নিক্ষেপ করা যায় বা করা হয়। অবশ্য আপনি যদি ইস্কেলেটর সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে হাতের বামদিক দিয়ে চলে যেতে পারেন তাহলে এটা আদায় করা সম্ভব হতে পারে।

(৩) ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদত অঙ্গুলির সাহায্যে কংকর ধরে নিক্ষেপ করা(মুস্তাহাব)। তবে আপনার সুবিধামত যে কোনভাবে ধরেও কংকর নিক্ষেপ করা জায়িয।

(৪) রসুল(স্বল্লাল্ ল-হু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় (তাক্‌বীর) اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে নিক্ষেপ করতেন।[৩৫৫]

(৫) কংকর নিক্ষেপের সময় ডান হাতকে এতটা উপরে উঠাবেন যাতে বগল অনাবৃত হয়ে পড়ে।

---

৩৫১. সিলসিলাহ্ সহীহাহ্, হা/২৫১৫; আত্-তারগীব ওয়াত্ তারহীব, হা/১৫৫৭।

৩৫২. সহীহ্ বুখারী, হা/১৭৪৮; মিশকাত, হা/২৬২০; সহীহ্ মুসলিম, হা/১২৯৯; আবু দাউদ, হা/১৯৭১; নাসাঈ, হা/৩০৬৩।

৩৫৩. সহীহ্ বুখারী, হা/১৭৪৬; আবু দাউদ, হা/১৯৭২; মিশকাত, হা/২৬৬০; আধু: প্রকা: হা/১৬২৪।

৩৫৪. সহীহ্ বুখারী, হা/১৭৪৮, ১৭৪৯; আবু দাউদ, হা/১৯৭৪; মিশকাত, হা/২৬২১; আধুনিক প্রকা: হা/১৬২৬, ১৬২৭; ইফা: হা/১৬৩৪, ১৬৩৫।

৩৫৫. সহীহ্ বুখারী, হা/১৭৫১-৫৩; মুসলিম, হা/২৮৪০, ৩০২২; মিশকাত, হা/২৬২১; বুলুগুল মারাম (বাংলা), ১ম খন্ড, হা/৬০৭, পৃ: ৭৪০।

২৫.৩.১.৪. জাম্‌রাহ্(جَمْرَةٌ) উখ্‌রাহ্-তে ৭টি কংকর নিক্ষেপ(হজ্জ-এর **চতুর্থ ওয়াজিব**) :

মিনার দিক থেকে আসলে আপনি প্রথমে পাবেন জাম্‌রাহ্ আল্ ‘উলা(جَمْرَةٌ الصُّغْرٰى) বা আল্ সুগ্‌রা, তারপর মধ্যম বা জাম্‌রাহ্ আল্ উস্‌তা(جَمْرَةٌ الْوُسْطٰى) এবং তৃতীয় নম্বরে গিয়ে পাবেন জাম্‌রাহ্ উখ্‌রাহ্ বা জাম্‌রাহ্ ‘আক্কবাহ্(جَمْرَةٌ الْعَقَبَةُ)। মিনায় পৌঁছে মালপত্র নিজ তাঁবুতে রেখে শুধুমাত্র **জাম্‌রাহ্ আক্কবাহ্** বা **উখ্‌রাহ্**(অর্থাৎ তৃতীয় বা শেষ জাম্‌রাহ্) উপর ৭টি কংকর নিক্ষেপ করুন এবং কংকর নিক্ষেপ পর এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না, কারণ এ জাম্‌রাহ্-তে কোন দু‘আ নেই।[৩৫৬] কংকর নিক্ষেপ সমাপ্ত করে সেলুনে গিয়ে মাথা মুন্ডন করুন।

আয়িশা(র.) হতে বর্ণিত, নাবী(সা:) বলেছেন, এখন **স্ত্রী সহবাস ব্যতীত** অন্য সব কিছু হলাল হয়ে যাবে আগে ইহ্‌রাম অবস্থায় যা হরম ছিল।[৩৫৭]

এ অবস্থাকে আরবীতে **‘তাহ্‌লুল্ আল্ আস্‌গার’** বা **প্রথম হলাল** বলা হয়।

২৫.৩.১.৫. কংকর নিক্ষেপে বিধি-নিষেধ :

(১) জাম্‌রাহ্ আক্কবাহ্ কংকর নিক্ষেপের পূর্বেই তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ বন্ধ করুন[৩৫৮] এবং কংকর নিক্ষেপের পর আর তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করতে হবে না।

(২) কংকর মারার সময় কখনো কংকর হাত থেকে পড়ে গেলে বা পায়ের স্যান্ডেল খুলে গেলে যদি প্রচন্ড ভীড় দেখেন তাহলে সেটা কখনোই উঠিয়ে নেবার চেষ্টা করবেন না।

(৩) কংকর নিক্ষেপের সময় ধীর-স্থিরতা বজায় রাখুন।

২৫.৩.১.৬. কংকর নিক্ষেপের সময়কালীন ভুল-ত্রুটি :

(১) জাম্‌রাহ্ অর্থাৎ যেখানে কংকর মারা হয়, সেখান থেকে কংকর সংগ্রহ না করা।

(২) মুয্‌দালিফাহ্ থেকে কংকর কুড়িয়ে না নিলে কংকর নিক্ষেপ শুদ্ধ হবে না বলে ধারণা করা।

(৩) জাম্‌রাহ্-কে বড়/মেঝো/ছোট শায়্‌ত্বন এমন নামে নামকরণ করা সঠিক নয় বা জাম্‌রাহ্-তে শায়্‌ত্বন বেঁধে রাখা আছে এ কথা বলা যাবে না বা মনে মনে এ ধারণাও পোষণ করা যাবে না। এ ধারণার ফলে উত্তেজিত হয়ে বা

---

৩৫৬. সহীহ্ বুখারী, হা/১৭৪৮-৫০; নাসাঈ, হা/৩০৮৩; আহমাদ, হা/৬৩৬৮; দারিমী, হা/১৯০৩।

৩৫৭. নাসাঈ, হা/৩০৮৪; আবু দাউদ, হা/১৯৭৮; মিশকাত, হা/২৬৭৪।

৩৫৮. সহীহ্ বুখারী, হা/১৫৪৩; আধু: প্রকা: হা/১৪৪২; ইফা: হা/১৪৪৮; আবু দাউদ, হা/১৮১৫; নাসাঈ, হা/৩০৫৬; মুসলিম, হা/১২৮১-৮২; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮৩১।

গালিগালাজ করে জুতা-স্যান্ডেল বা বড় বড় পাথর ছুড়ে মারা। অথচ কংকর নিক্ষেপ হলো(এটা একটা প্রতিকী কর্ম) একমাত্র আল্লাহ্'র বড়ত্ব ও মহত্ব প্রকাশের জন্য নির্দেশ স্মরণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

(৪) স্তম্ভের গায়ে কংকর না লাগলে কংকর নিক্ষেপ শুদ্ধ হবে না বলে ধারণা করা।

(৫) মুস্তাহাব মনে করে কংকর ধুয়ে পরিষ্কার করা।

(৬) কংকর নিক্ষেপের জন্য জাম্‌রাহ্-এর কাছে ভীড় করা ও লাগালাগি করা, অথচ সাধ্যানুযায়ী কাউকে কষ্ট না দিয়ে শান্তভাবে কংকর নিক্ষেপের চেষ্টা করা উচিৎ।

(৭) একবারে একসঙ্গে মুষ্ঠিবদ্ধ করে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করা। অথচ শারী'আত-এর বিধান হলো একটি একটি করে কংকর নিক্ষেপ করা।

(৮) নিজে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ভীড়ের ভয়ে অন্যকে দিয়ে কংকর নিক্ষেপ করানো। অসুস্থতা বা অনুরুপ কোন কারণ বশতঃ অক্ষম হওয়া ছাড়া প্রতিনিধি নিযুক্ত করা জায়িয নেই। তবে শর্ত হলো নিজেরটা আগে মারতে হবে, তারপর অন্য কারো পক্ষ থেকে মারতে পারবে।

(৯) **১১**,**১২** ও **১৩** তারিখ সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বেই কংকর মারা। অথচ নিয়ম হলো উল্লেখিত তারিখ ত্রয়ে সূর্য ঢলে পড়ার পর কংকর মারা।[৩৫৯]

(১০) জাম্‌রাহ্ উখ্‌রাহ্ বা আক্কবাহ্ অর্থাৎ তৃতীয় বা শেষ জাম্‌রাহ্-তে কংকর নিক্ষেপ সমাপ্ত করে দু'আ'র জন্য দাঁড়ানো। নিয়ম হলো প্রথম ও মধ্যম জাম্‌রাহ্ কংকর নিক্ষেপের পর দু'আ করা।[৩৬০]

(১১) কারো যদি কোন দিনের রামি উহার নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, তা হলে উহার **ক্বাযা** ও **দম** উভয়ই **ওয়াজিব** হবে। আবার এমনিভাবে যদি কেহ কংকর নিক্ষেপের পুরোটাই পরিত্যাগ করেন এবং রামির সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তা হলেও মাত্র **একটি দমই ওয়াজিব** হবে।

(১২) রামি ক্বাযা সম্পন্ন করার শেষ সময় **১৩**ই যুল্‌হিজ্জাহ্ তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সূর্যাস্তের পরে রামির নির্দ্ধারিত সময় শেষ হয়ে যায় এবং ক্বাযার সময়ও বাকী থাকে না। এক্ষেত্রে শুধু **দমই ওয়াজিব** হয়।

(১৩) **১৩**ই যুল্‌হিজ্জাহ্ তারিখের রামির শেষ সময়ও সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সূর্যাস্তের পর রামির সময় সম্পূর্ভাবে শেষ হয়ে যায়। **১৩** তারিখের রামির ক্বাযাও ইহার পরে করা যায় না। তবে **দম ওয়াজিব** হবে।[৩৫৩]

---

৩৫৯. সহীহ্ বুখারী, হা/১৭৪৬; আবু দাউদ, হা/১৯৭২; মিশকাত, হা/২৬৬০।

৩৬০. সহীহ্ বুখারী, হা/১৭৫১-৫৩; নাসাঈ, হা/৩০৮৩; আধু: প্রকা: হা/১৬২৯-৩১; ইফা: হা/১৬৩৭-৩৯।

২৫.৩.২. মিনায় অবস্থান বা করণীয় :

হজ্জ আদায়কালীন বেশীর ভাগ সময় হজ্জ পালনকারীদেরকে মিনায় তাঁবুতে অবস্থান করতে হয়। চারিদিকে শুধু তাঁবু আর তাঁবু সবগুলো দেখতে একই রকম। মুয়াল্লিম-এর নম্বর বা তাঁবু নম্বর জানা না থাকলে যে [৩৬১]কউ হারিয়ে যেতে পারেন। এ সমস্যা এড়ানোর জন্য যে তাঁবুতে অবস্থান করেন, সে সব তাঁবু চিহ্নিত করে নিন। মুয়াল্লিম অফিস থেকে তাঁবুর নম্বরসহ কার্ড দেয়া হয়, প্রয়োজনে তাঁবুর লোকেশন সহ মিনার গাইড ম্যাপ সংগ্রহ করুন এবং সেগুলো যত্ন করে রাখুন। বাহিরে বের হওয়ার সময় সঙ্গে রাখুন। মিনায় কোন সমস্যা হলে হজ্জ-যাত্রীদের সেবা দেয়ার জন্য বাংলাদেশ হজ্জ মিশনের তাঁবুতে যোগাযোগ করবেন। হজ্জ মন্ত্রনালয় মিনার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ইলেকট্রনিক বিলবোর্ডে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়(বাংলাসহ) বিভিন্ন জরুরী দিকনির্দেশনা ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রচার করে থাকে, প্রয়োজনে দরকারী বিষয়গুলো জেনে নিতে পারবেন।

আজকে হলো **১০ই যুল্‌হিজ্জাহ্‌** কুর্‌বানী'র দিন এবং হজ্জ-এর তৃতীয় খুত্‌বা'টি মিনায় **'মাস্‌জিদ-ই খয়িফ'র** মধ্যে যুহ্‌র-এর স্বলাত-এর **পরে** দেয়া হবে।[৩৬২]

আবার কোনো কোনো হাদীছ-এ **১১** ও **১২ই** যুল্‌হিজ্জাহ্‌-এর উল্লেখ রয়েছে।

২৫.৩.৩. কুর্‌বানী করা(হজ্জ-এর **পঞ্চম ওয়াজিব**) :

কুর্‌বানী হলো হজ্জ-এর একটি অংশ। তামাত্তু' ও কিরান হজ্জ আদায়কারীগণের উপর পশু যাবাহ্‌ বা কুর্‌বানী করা[৩৬৩] ওয়াজিব(কারো কারো মতে **সুন্নাতি মু'আক্কাদা**)। এটা মনে রাখা উচিৎ যে, এ আনুগত্যমূলক নির্দেশ পালন (অর্থাৎ কুর্‌বানী) আল্লাহ্‌ পাকের নৈকট্য লাভের একটা উত্তম মাধ্যম।

২৫.৩.৩.১. সাত ভাগে কুরবানী দেয়া :

হাদ্‌ঈ বা কুরবানী'র উত্তম পশু হলো উট, তারপর গরু, তারপর ছাগল বা দুম্বা। আর একটি উট বা গরুতে সাতজন হাজী অংশগ্রহণ করা জায়িয আছে। জাবির (র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুল(সা:) বলেছেন, 'একটি উট সাত জনের পক্ষ হতে এবং একটি গরু সাত জনের পক্ষ থেকে(কুরবানী) করা বৈধ হবে'।[৩৬৪]

২৫.৩.৩.২. পশু যাবাহ্‌ (ذَبْحٌ) করার স্থান :

৩৬১. হজ্জ ও মাসায়েল, মূলঃ হযরত মাওঃ আলহাজ্জ আল্‌ ক্বারী সাঈদ আহমদ, ভারত; ৫ম মুদ্রণ ও অনুবাদ মো: আব্দুল লতিফ চৌধুরী, বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী/২০০১ইং, পৃ.১৩০।

৩৬২. সহীহ বুখারী, হা/১৭৩৮-৩৯, ১৭৪১; আবু দাউদ, হা/১৯৫৫।

৩৬৩. সূরা আল্‌ হজ্জ(২২): ২৮,৩৩; বুখারী, হা/৫৫৬৪ ও ৫৫৬৫; মিশকাত, হা/১৪৫৩।

৩৬৪. সহীহ্‌ মুসলিম, হা/১৩১৮; আবু দাউদ, হা/২৮০৭; মিশকাত, হা/১৪৫৮; নাসাঈ, হা/৪৩৯৩।

মিনার মায়দান-এর **পূর্বদিকে** পশু যাবাহ্ করার স্থান। সম্পূর্ণ মিনা ও মাক্কা'র প্রতিটি পথ পশু যাবাহ্ করার স্থান। জাবির(র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুল(সা:) বলেছেন, 'মিনা সম্পূর্ণটাই কুরবানীর স্থান, আর মাক্কা'র প্রতিটি পথ মানুষ চলাচলের জন্য এবং কুরবানী করার জন্য। পূর্ণ 'আরাফাত্-এর মাঠ অবস্থানের জন্য এবং পূর্ণ মুযদালিফাহ্ অবস্থানের জন্য'।[৩৬৫]

২৫.৩.৩.৩. হাদ্‌ঈ বা কুরবানী'র সময়সীমা :

হাদ্‌ঈ বা কুরবানী'র সময়সীমা চার দিন। **১০** তারিখে এবং **১১**,**১২** ও **১৩** তারিখে কুরবানী করা যায় এবং এদিনগুলোকে **'আইয়্যা-মিত্ তাশ্‌রী-ক্ব'** (أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ) বা তাশ্‌রীক্ব-এর দিন বলা হয়েছে।[৩৬৬]

আবু হুরইরাহ্(র.) বলেন রসুল(সা:) বলেছেন, 'আইয়্যামিত্ তাশ্‌রীক্ব-এর সকল দিন হচ্ছে পশু যাবাহ্ করার দিন'।[৩৬৭]

নুবাইশা আল্ হুযালী(র.) বলেন রসুল(সা:) বলেছেন, 'আইয়্যামিত্ তাশ্‌রীক্ব-এর দিনগুলো খাওয়া, পান করা এবং আল্লাহ্'কে স্মরণ করার জন্য'।[৩৬৮]

ইব্‌নু 'উমার(র.) বলেন, 'আইয়্যামিত্ তাশ্‌রীক্ব বা তাশ্‌রীক্ব-এর দিনগুলোতে স্বিয়াম পালনের অনুমতি দেননি। তবে যারা কুরবানীর পশু সংগ্রহ করতে পারেননি তারা হজ্জ-এর এ ৩(তিন) দিন স্বিয়াম পালন করবে এবং বাড়ীতে ফিরে আসার পর ৭(সাত)দিন স্বিয়াম পালন করবে অর্থাৎ মোট ১০(দশ)টি স্বিয়াম পালন করতে হবে।[৩৬৯]

২৫.৩.৩.৪. দম, হাদ্‌ঈ ও কুরবানীর মধ্যে পার্থক্য কি :

দম(دَمٌ) : ওয়াজিব তরফ হওয়ার কারণে ক্ষতিপূরণ স্বরুপ যে পশু যাবাহ্ ('হরম' এলাকায়) করা হয়, তাকে বলা হয় **'দম'** দেয়া।

হাদ্‌ঈ(هَدْيٌ) : (১) মীক্বাত-এর বাইরের লোকদের মধ্য হতে যারা হজ্জ ও 'উম্‌রাহ্(হজ্জ-ই তামাত্তু' বা হজ্জ-ই ক্বিরান) একই সাফ্‌র-এ আদায় করবে এবং

---

৩৬৫. ইব্‌নু মাযাহ্, হা/৩০৪৮; আবু দাউদ, হা/১৯৩৬-৩৭; মিশকাত, হা/২৫৯৩, ২৫৯৬; দারিমী, হা/১৮৭৯, ১৯২১; সিল্‌সিলাহ্ সহীহাহ্, হা/২৪৬৪।

৩৬৬. সূরা আল্ বাক্বরহ্(২): ২০৩; বুখারী, হা/১৯৯৭-৯৮; সহীহ্ মুসলিম, হা/১১৪১; মিশকাত, হা/২০৫০; বুলুগুল মারাম (বাংলা) ১মখন্ড, হা/৫৫৯, পৃ.৬৯০।

৩৬৭. মুস্‌নাদে আহমাদ, হা/১৬৭৯৭; সিল্‌সিলাহ্ সহীহাহ্, হা/২৪৭৬।

৩৬৮. সহীহ্ মুসলিম, হা/১১৪১; মিশকাত, হা/২০৫০; আবু দাউদ, হা/২৮১৩; নাসাঈ, হা/৪২৩০।

৩৬৯. সূরা আল্ বাক্বরহ্(২): ১৯৬; সহীহ্ বুখারী, হা/১৯৯৭-৯৮; মিশকাত, হা/২৫৫৭; আবু দাউদ, হা/১৮০৫।

ওয়াজিব হিসাবে 'হরম' এলাকায় যে পশু যাবাহ্ করা হয় তাকে **হাদ্‌ঈ** বলা হয় অর্থাৎ যার রক্ত হরম এলাকায় পড়তে হয়। মনে রাখতে হবে যে, এটা সাধারন কোন কুরবানী নয়, এটা হজ্জ-এর শুক্‌রিয়া স্বরুপ আদায় করা হয়।[৩৭০]

(২) হজ্জ-এর গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব কর্ম হিসাবে 'হরম' এলাকায় যে পশু যাবাহ্ করা হয় তাকে **হাদ্‌ঈ** বলা হয়।[৩৭১]

কুর্‌বানী : হজ্জ পালনকারী ছাড়া বাইরের অন্যান্য অধিবাসীরা ঈদ্-উল্ আয্‌হা উপলক্ষে যে পশু যাবাহ্ করে তাকে বলা হয় **'কুর্‌বানী'**(আরবী শব্দ **'নাহ্‌র'**)।

কংকর নিক্ষেপ সমাপ্ত হওয়ার পরই কেবল কুর্‌বানী নিশ্চিত পন্থায় আদায় করুন। যেমন -

২৫.৩.৩.৫. ব্যালটী হাজীদের ক্ষেত্রে :

ব্যালটী হাজীদের কুর্‌বানীর জন্য ইতিপূর্বে গৃহীত টাকা প্রত্যেকের কাছে ফেরৎ দিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা জমা দিয়ে কুর্‌বানীর ব্যবস্থা করা যায়। এ ক্ষেত্রে হজ্জ-এর পূর্বে যে কোন সময় **ব্যাংক 'আল-রাজী'** বা অন্য যে ব্যাংকে কুর্‌বানীর জন্য টাকা জমা নেয়া হয়, টাকা জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে নেবেন এবং এ রসিদেই আপনার কুর্‌বানীর জন্য নির্দ্ধারিত সময় দেয়া থাকে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ **১০**ই যুল্‌হিজ্জাহ্ সকাল দশটার পর থেকে পশু যাবাহ্ শুরু করেন। সকাল **১০-১১**টার মধ্যে আপনার কুর্‌বানী হয়ে গেছে ধরে নিতে পারেন। এটাই হল কুর্‌বানী করার সবচেয়ে বিশ্বস্ত মাধ্যম।

২৫.৩.৩.৬. নন ব্যালটী হাজীদের ক্ষেত্রে :

নন ব্যালটী হাজীগণ বিভিন্ন কাফেলার আওতায় থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাফেলার লিডাররা কুর্‌বানী করার দায়িত্ব নেন। এ ক্ষেত্রে নিশ্চিত হওয়ার জন্য করণীয় হল বিশ্বস্ত কয়েকজন যুবক বা কম বয়সী হাজীকে কাফেলার লিডারের সাথে দিয়ে দেয়া, যারা সরজমিনে কুর্‌বানী ক্রয় ও যাবাহ্ প্রক্রিয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবেন ও সহযাত্রী অন্যান্য হাজীদেরকে এ মর্মে অবহিত করবেন অথবা আপনি এজেন্সীর সঙ্গে চুক্তি করার সময় আপনার গ্রুপের কুর্‌বানীর টাকা বাদ দিয়ে চুক্তি করতে পারেন, যাতে নিজ দাযিত্বে কুর্‌বানী করতে পারেন।

বর্তমানে এজেন্সীর লোকজনের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রয়েছে। অতএব আপনার কুর্‌বানী নিজ দায়িত্বে পছন্দমত পদ্ধতিতে আদায় করুন।

---

৩৭০. সূরা আল্ বাক্বরহ্(২): ১৯৬; সূরা আল্ মা'ইদাহ্(৫): ৯৭, তাফসীরে ড. আবু বাকার মো: জাকারিয়া (হাফি:)।

৩৭১. সূরা আল্ মা'ইদাহ্(৫): ৯৫, সূরা আল্ হজ্জ(২২): ৩৪, তাফসীরে ড. আবু বাকার মো: জাকারিয়া (হাফি:)।

২৫.৩.৪. মাথা মুন্ডানো(হজ্জ-এর **৬ষ্ঠ ওয়াজিব**) :

কুর্বানীর পরেই(তবে কংকর নিক্ষেপের পর বা কুর্বানীর আগেও করা যায় অনু: ২৫.৩.৪.১. এ বর্ণনা করা হয়েছে) কেবল রসুলুল্লাহ্(সা:)-এর আদর্শের অনুসরণে মাথা হলাক্ব অর্থাৎ মাথা মুন্ডানোর কাজ সমাপ্ত করুন।[৩৭২]

মাথা মুন্ডানোর কাজ মাথার ডান পাশ থেকে শুরু করতে হবে।[৩৭৩]

এক হাদীছে এসেছে, 'আর তোমার মাথা মুন্ডন কর, এতে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে একটি ছাওয়াব রয়েছে'।[৩৭৪]

মিনায় চুল কাটার লোক পাওয়া যায়। চুল কাটার পর হাত ও পায়ের নখ কাটা এবং বগল ও নাভীর নীচের লোম পরিষ্কার করা কর্তব্য। হজ্জ-এর ইহ্রামে ক্ষৌরকর্মের সময় হল **১০ই** যুল্হিজ্জাহ্ সুব্বিহ্-সাদিকের পর হতে শুরু হয় এবং **১২ই** যুল্হিজ্জাহ্'র সূর্যাস্ত পর্যন্ত বহাল থাকে। উক্ত সময়ের মধ্যে ক্ষৌর কার্য করা **ওয়াজিব**। ক্ষৌর কার্য হরম এরিয়ার মধ্যে করানো জরুরী। যদি উপরোক্ত সময় ও স্থান ব্যতীত কেহ অন্য কোন সময় ও স্থানে ক্ষৌর কার্য করান, তাহলে হালাল হয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু **দম ওয়াজিব** হবে।[৩৭৫]

২৫.৩.৪.১. মাথা মুন্ডানোতে বিধি-নিষেধ :

(১) কংকর মারা, কুর্বানী করা এবং হলাক্ব করার মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব না হলেও কোন অসুবিধা নেই।[৩৭৬]

(২) মাথা মুন্ডানোর আগেও কুর্বানী করা জায়িয।[৩৭৭]

(৩) আবার **হানাফী মায্হাব মতে** কংকর মারা, কুর্বানী করা এবং হলাক্ব করার মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরী ও **ওয়াজিব**। অন্যথায় **দম** দিয়ে ক্ষতিপূরণ আদায় ওয়াজিব হয়ে যাবে।

(৪) আর স্বামী-স্ত্রীর চুম্বন মিলন ইত্যাদি এখনও বৈধ হবে না। তবে ত্বওয়াফ্-এ 'যিয়ারাহ্' সম্পন্ন হওয়ার পরই কেবল সেটা বৈধ বা হলাল হবে, অন্যথায় নহে।

---

৩৭২. সূরা আল্ বাক্বরহ্(২): ১৯৬

৩৭৩. সহীহ্ মুসলিম, হা/৩০৪৩-৪৬; ইফা: হা/৩০১৮-২১; ইসে: হা/৩০১৫-১৮।

৩৭৪. সহীহ্ মুসলিম, হা/৩৪৮; ত্বারানী, হা/১৩৩৯০; সহীহুল জামি, হা/১৩৬০।

৩৭৫. হজ্জ ও মাসায়েল, মূল: হযরত মাও: আলহাজ্জ আল্ ক্বারী সাঈদ আহমদ, ভারত; ৫ম মুদ্রণ ও অনুবাদ মো: আব্দুল লতিফ চৌধুরী, বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী/২০০১ইং, পৃ.১২৪।

৩৭৬. সহীহ্ বুখারী, হা/১৭৩৪-৩৭; নাসাঈ, হা/৩০৬৭; ইব্নু মাযাহ্, হা/৩০৫১; তিরমিযী, হা/৮৮৫, ৯১৬; আধু: প্রকা: হা/১৬১৫, ১৬১৭; ইফা: হা/১৬২২, ১৬২৪, ১৬২৫।

৩৭৭. সহীহ বুখারী, হা/১৭২১-২৩; আধু: প্রকা: হা/১৬০৩-০৫; ইফা: ১৬১০-১২; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৩৮।

(৫) কোনো মানুষ যদি কুরবানী করার ইচ্ছা করে, তবে যুল্‌হিজ্জাহ্‌-এর চাঁদ উঠার পর থেকে নিয়ে কুরবানী করা পর্যন্ত 'সে যেন নিজের চুল ও নখগুলো না কাটে'।[৩৭৮]

(৬) মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটার আগে ক্ষৌর কার্য(অর্থাৎ নখ কর্তন, গোঁফ কাটা, বগল ও নাভীর নীচের লোম পরিষ্কার করা) সম্পন্ন করা জায়িয নয়। যদি কেউ করে তাহলে **কাফ্‌ফারা ওয়াজিব** হবে।

২৫.৩.৫. ত্বওয়াফ্‌-এ যিয়ারাহ্‌ বা ইফাযাহ্‌(হজ্জ-এর **তৃতীয় ফার্‌জ**) :

ক্বুর্‌আন আল্‌ কারীম-এ আল্লাহ্‌ বলেন, 'আর তারা যেন প্রাচীন ঘর কা'বাকে ত্বওয়াফ্‌ করে'।[৩৭৯]

(১ম- মত) মিনায় কংকর নিক্ষেপ, কুর্‌বানী এবং ক্ষৌর কর্ম এ তিনটি 'আমাল সমাপ্ত করে গুসল করে, সুগন্ধি মেখে সেলাইযুক্ত কাপড় পড়ে মাক্‌কা'য় গিয়ে বায়তুল্লাহ্‌ ত্বওয়াফ্‌ সম্পন্ন করতে হবে।[৩৮০]

(২য়- মত) মুযদালিফাহ্‌ থেকে সরাসরি ইহ্‌রাম-এর পোষাক পরেও ত্বওয়াফ্‌ করা জায়িয আছে অর্থাৎ ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটার আগেও ফার্‌জ ত্বওয়াফ্‌ করা যাবে।[৩৮১]

এটাকেই **ত্বওয়াফ্‌-এ যিয়ারাহ্‌** বা **ইফাযাহ্‌** বলা হয়(এ ত্বওয়াফ্‌-এ ইয্‌ত্বিবা' ও রমাল নেই)[৩৮২]। সকল হজ্জ কারীকেই এ ত্বওয়াফ্‌'টি আদায় করতে হয়। এটা হলো হজ্জ-এর **'ফার্‌জ ত্বওয়াফ্‌'** যা বাদ পড়লে হজ্জ আদায় হবে না। অনু: ২২-এ বর্ণিত 'উম্‌রাহ্‌'র ত্বওয়াফ্‌-এর পদ্ধতি অনুসরণ করে ত্বওয়াফ্‌ সম্পন্ন করুন এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রাথনা করুন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[৩৮৩]

ত্বওয়াফ্‌-এ যিয়ারাহ্‌ আদায়ের আওয়াল ওয়াক্বত্‌ শুরু হয় ১০ই যুল্‌হিজ্জাহ্‌ সুব্‌হি-সাদিক সময়ের পর থেকে এবং পারলে ১০ তারিখেই সেরে নেওয়া উত্তম। তবে **'জাম্‌হুর ফুকাহা'**র(বিদ্বানগণের) মতামত অনুযায়ী **১৩** তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব

---

৩৭৮. সহীহ্‌ মুসলিম, হা/১৯৭৭; মিশকাত, হা/১৪৫৯; নাসাঈ, হা/৪৩৬৪; ইব্‌নু মাযাহ্‌, হা/৩১৪৯।

৩৭৯. সূরা আল্‌ হজ্জ(২২): ২৯

৩৮০. সহীহ্‌ বুখারী, হা/১৫৩৯, ১৭৫৪; আধু: প্রকা: হা/১৬৩২; ইফা: হা/১৬৪০।

৩৮১. সহীহ বুখারী, হা/১৫৪৫, ১৭৩১; আধু: প্রকা: হা/১৬১৩; ইফা: হা/১৬২০।

৩৮২. সহীহ্‌ আবু দাউদ, হা/১৭৪৬; আবু দাউদ(বঙ্গানুবাদ), হা/২০০১; ইব্‌নু মাযাহ্‌, হা/৩০৬০।

৩৮৩. সূরা আল্‌ বাক্বরহ্‌(২): ১৯৯

পর্যন্ত সম্পন্ন করা ভাল। এর পরে করলেও কোন সমস্যা নেই এবং এর জন্য কোন দম দিতে হবে না।

বর্তমানে সাউদী সরকার মিনা হতে মাক্‌কা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাতায়াতের জন্য উপরে ষ্টীল স্ট্রাকচারের ছাদ ও দু'পাশ দিয়ে ঠান্ডা বাতাস প্রবাহের সুব্যবস্থা সম্বলিত পাকা রাস্তা নির্মাণ করে দিয়েছে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এ রাস্তা পথে যাতায়াত করা যায়। তাছাড়াও হজ্জ যাত্রীদের জন্য সহজ যাতায়াতের সুবিধার্থে ২০১০ইং হতে মেট্রো রেলপথ চালু করা হয়েছে।

২৫.৩.৫.১. ত্বওয়াফ্-এ যিয়ারাহ্ আদায়ের সময়সীমা সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদ-দের মতভেদ :

(১) ইমাম আবু ইউসুফ(রহি.) ও ইমাম আবু মুহম্মদ(রহি.)-এর মতে ত্বওয়াফ্-এ যিয়ারাহ্ আদায়ের সময়সীমা উন্মুক্ত।

(২) ইমাম আবু হানিফা(রহি.)-এর মতে ত্বওয়াফ্-এ যিয়ারাহ্ আদায়ের ওয়াজিব সময় হল **১২** তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত। উল্লেখিত সময়ের পরে করলে ফার্‌জ আদায় হয়ে যাবে তবে **দম** বা **কাফ্‌ফারহ্**(ওয়াজিব) আদায় করতে হবে। তবে নারীরা প্রাকৃতিক কারণে করতে না পারলে পবিত্র হওয়ার পরে করতে হবে এবং এটা যুল্‌হিজ্জাহ্ মাসের শেষ সময় পর্যন্ত করতে পারবে।

২৫.৩.৬. সা'ঈ করা(হজ্জ-এর **চতুর্থ ফার্‌জ**) অর্থাৎ (হানাফী মায্‌হাব মতে **পঞ্চম ওয়াজিব**) :

(১ম- মত) এ মতে সা'ঈ করা হজ্জ-এর **চতুর্থ রুকন** বা **ফার্‌জ** অর্থাৎ **ত্বওয়াফ্-এ ইফাযাহ্'র** পূর্বে সা'ঈ করা জায়িয। কেননা রসুলুল্লাহ্(সাঃ) কুর্‌বানী'র দিন একস্থানে দন্ডায়মান হলেন, লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করতে লাগলো। কেউ প্রশ্ন করলো, 'ত্বওয়াফ্ করার পূর্বে আমি সা'ঈ করে নিয়েছি'। তিনি বললেন, 'কোন অসুবিধা নেই'।[৩৮৪]

হাদীছ-এ রয়েছে, "স্বফা-মার্‌ওয়াহ্ ত্বওয়াফ্(সা'ঈ) ব্যতীত **হজ্জ** বা **'উম্‌রাহ্** পূর্ণ হয় না"।[৩৮৫]

(২য়-মত, হানাফী মায্‌হাব) এ মতে **পঞ্চম ওয়াজিব** অর্থাৎ ত্বওয়াফ্-এ যিয়ারাহ্ পর, অনু: ২২-এ বর্ণিত 'উম্‌রাহ্'র সা'ঈ এর পদ্ধতিতে স্বফা ও মার্‌ওয়াহ্ সা'ঈ করুন।

এখানে উল্লেখ্য যে, (১) ইফ্‌রাদ ও ক্বিরান হজ্জ কারীগণ যদি পূর্বে সা'ঈ করে থাকেন, তাহলে এখন আর করতে হবে না। এবং

---

৩৮৪. আবু দাউদ, হা/২০১৫; মিশকাত, হা/২৬৫৮; প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, প্রশ্ন নং ১২৫৩।

৩৮৫. সহীহ্ বুখারী, হা/১৭৯০, ৪৪৮৫; মুসলিম, হা/১২৭৭; তিরমিযী, হা/২৯৬৫; নাসাঈ, হা/২৯৬৭, ২৯৬৮; আবু দাউদ, হা/২৯০১; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪৫৮৮,২৪৭৭০।

(২) হজ্জ তামাত্তু' পালনকারী যদি ত্বওয়াফ্-এ যিয়ারাহ্ আদায়ের পূর্বেই **রুক্ন** হিসাবে সা'ঈ আদায় সম্পন্ন করে থাকেন, তাহলে এখন আর করতে হবে না। তবে **ত্বওয়াফ্-এ যিয়ারাহ্** বা **ইফাযাহ্**-এর পরে করাই উত্তম।

অতএব উল্লেখিত প্রথম মত অনুযায়ী ত্বওয়াফ্ ও সা'ঈ আদায় শেষ হলেই সবকিছু এমনকি **স্ত্রী সহবাসও হলাল** হয়ে যাবে অর্থাৎ 'স্বফা-মার্ওয়াহ্ সা'ঈ না করা পর্যন্ত **স্ত্রী সহবাস বৈধ নয়**'।[৩৮৬]

এ অবস্থানকে **দ্বিতীয় হলাল** বা পূর্ণ হালাল বলা হয়।

২৫.৩.৭. ত্বওয়াফ্ শেষে মিনায় রাত্রি যাপন(সুন্নাত) :

ত্বওয়াফ্ ও সা'ঈ শেষে পুণ:রায় মিনায় ফিরে আসতে হবে এবং রাত্রি যাপন করুন অর্থাৎ কমপক্ষে দু'রাত্রি **১১**(১০তারিখ দিবাগত রাত্রি) ও **১২**ই যুল্‌হিজ্জাহ্ মিনায় রাত্রি যাপন করা **ওয়াজিব**।

অতএব আপনাকে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, ১০তারিখ ফার্জ ত্বওয়াফ্ আদায় করতে গিয়ে মাক্‌কা'য় রাত্রি যাপন করা যাবে না।

২৫.৪. হজ্জ-এর ৪র্থ দিন(১১ই যুল্‌হিজ্জাহ্) করণীয় :

(১) কুর্বানী, মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটা ও ত্বওয়াফ্-এ যিয়ারাহ্ না করে থাকলে আজ করুন।

(২) প্রতিটি জাম্‌রাহ্'য় ৭টি করে কংকর মারা(হজ্জ-এর **চতুর্থ ওয়াজিব**),

(৩) **১১**,**১২** ও **১৩** তারিখ মিনায় রাত্রিযাপন(হজ্জ-এর **সপ্তম ওয়াজিব**)।

২৫.৪.১. কংকর মারা :

আজ থেকে **১৩**ই যুল্‌হিজ্জাহ্ পর্যন্ত কংকর নিক্ষেপের প্রথম ওয়াক্ত্ শুরু হয় সূর্য ঢলে যাওয়ার পর[৩৮৭] থেকে, চলতে থাকে দিবাগত রাতের সুব্হি-সাদিক সময় হওয়ার আগ পর্যন্ত। সূর্য হেলার পর যুহ্‌র স্বলাত আদায় পর জাম্‌রাহ্-ত্রয়ের উপর ধারাবাহিকভাবে প্রথমে জাম্‌রাহ্ 'উলা বা প্রথম জাম্‌রাহ্, দ্বিতীয় জাম্‌রাহ্ 'উস্‌তা বা মধ্যম জাম্‌রাহ্ এবং তৃতীয় জাম্‌রাহ্ উখ্‌রাহ্ বা আক্ববাহ্(প্রতি স্তম্ভে ৭টি করে) তে ৩ ×৭টি অর্থাৎ **২১**টি কংকর নিক্ষেপ করবেন। প্রথম ও মধ্যম জাম্‌রাহ্ কংকর মারার পর রসুলুল্লাহ্(সা:) দীর্ঘ সময়ে দাঁড়িয়ে হাত উঠিয়ে অনুনয়-বিনয় সহকারে দু'আ করতেন(এটা দু'আ কবুল হওয়ার স্থান নং **১৫**)।[৩৮৮]

---

৩৮৬. সূরা আল্ আহ্‌যাব(৩৩): ২১; বুখারী, হা/১৬২৪,১৭৯৩ ১৭৯৪; আধু: প্রকা: হা/১৫১৬,১৫২২।

৩৮৭. সহীহ্ মুসলিম, হা/১২৯৯; মিশকাত, হা/২৬২০; নাসাঈ, হা/৩০৬৩।

৩৮৮. সহীহ্ বুখারী, হা/১৭৫১-৫৩; নাসাঈ, হা/৩০৮৩; আবু দাউদ, হা/১৯৭৩; আধু: প্রকা: হা/১৬৩০, ১৬৩১; ইফা: হা/১৬৩৮, ১৬৩৯।

জাম্‌রাহ্ আক্ববাহ্-তে(তৃতীয় বা সর্বশেষ) কংকর মারার পর কোন দু‘আ, তাস্‌বীহ্-তাহ্‌লীল ইত্যাদি কোন কিছু না পড়ে রামি সমাপ্ত করে সঙ্গে সঙ্গে নিজ বাসস্থানে ফিরে আসবেন এবং মিনায় রাত্রি যাপন করবেন(সুন্নাত)।

প্রথম জাম্‌রাহ্ ও মধ্যম জাম্‌রাহ্’র মধ্যে দূরত্ব ১৫০মিটার এবং মধ্যম জাম্‌রাহ্ ও তৃতীয় জাম্‌রাহ্’র মধ্যে দূরত্ব ১২০ মিটার।

২৫.৫. হজ্জ-এর ৫ম দিন(১২ই যুল্‌হিজ্জাহ্) করণীয় :

(১) কুর্‌বানী, মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটা ও ত্বওয়াফ্-এ যিয়ারাহ্ না করে থাকলে আজ **সূর্যাস্তের পূর্বে অবশ্যই** করতে হবে এবং সূর্য হেলার পর,

(২) প্রতিটি জাম্‌রাহ্’য় ৭টি করে কংকর মারা,

(৩) ১২ তারিখ মিনায় রাত্রিযাপন।

আল্লাহ্ পবিত্র ক্বুর্‌আন আল্ কারীম-এ বলেন, “কারো যদি কোন ওযর থাকে তবে সে ২(দুই) দিন অবস্থান পর চলে যেতে পারে তাতে কোন পাপ নেই। আর যে লোক থেকে যাবে তারও কোন পাপ নেই, অবশ্য যারা ভয় করে”।[৩৮৯]

যে ব্যক্তি ১২ই যুল্‌হিজ্জাহ্ রামি সম্পন্ন করার পর মাক্‌কা মুকার্‌রামা’য় চলে যাবে, তার উপরে ১৩ই যুল্‌হিজ্জাহ্-এর কংকর নিক্ষেপ আর ওয়াজিব থাকে না।

তবে কোন ওযর না থাকলে ১৩ই যুল্‌হিজ্জাহ্ রামি সম্পন্ন করার পরে আসাই উত্তম। কেননা, প্রতিটি জাম্‌রাহ্-তে কংকর মারাকে **ওয়াজিব** করা হয়েছে। এখানে একটি হাদীছ উল্লেখ করা যেতে পারে, ইব্‌নু ‘উমার(রঃ) হতে বর্ণিত, “নিশ্চয় ইব্‌নু আব্বাস(র.) রসুল(সাঃ)-এর কাছে হাজীদের পানি পান করানোর জন্য মিনার রাত্রিগুলো মাক্‌কা’য় থাকার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন। ফলে রসুল (সাঃ) তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন”।[৩৯০]

উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মিনার রাত্রিগুলো মিনায় থাকতে হবে, নতুবা **দম** দিতে হবে।

বাংলাদেশের হাজীগণ মুয়াল্লিম বা তার প্রতিনিধির কথামত সকালেই পাথর মেরে মাক্‌কা’য় চলে যান এটা করা যাবে না, কারণ সূর্য হেলার পর আপনাকে কংকর মারতে হবে।

---

৩৮৯. সূরা আল্ বাক্বারহ্(২): ২০৩

৩৯০. সহীহ্ বুখারী, হা/১৬৩৪; মুসলিম, হা/১৩১৫; মিশকাত, হা/২৬৬২; আবু দাউদ, হা/১৯৫৯।

২৫.৬. ১৩ই যুল্‌হিজ্জাহ্ করণীয় :

(১) প্রতিটি জাম্‌রাহ্'য় ৭টি করে কংকর মারা।

সূর্য হেলার পর রামি সম্পন্ন(**ওয়াজিব**) করে **সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনা** হতে মাক্‌কা মুকার্‌রামা'র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে।

২৫.৬.১. মিনা হতে মাক্‌কা যাত্রা :

১২ অথবা **১৩**ই যুল্‌হিজ্জাহ্ রামি সম্পন্ন করে মাক্‌কা আসার পথে **'মুহাস্‌সাব'** নামক স্থানে অল্পক্ষণের জন্য হলেও থেমে দু'আ করুন(স্থানটি মাক্‌কা'র কাছাকাছি অবস্থিত), তবে এখানে থামা বা বিশ্রাম করা শারী'আত-এর কোন বিধান নহে। কারণ রসুল(সা:) এখানে অবতরণ করেছিলেন, এটা শুধুমাত্র একটি মান্‌যিল।[৩৯১]

(আবার **হানাফী মায্‌হাব মতে** সুন্নাহ্)। যদি অবস্থান করেন, তাহলে পারলে যুহ্‌র, 'আস্বর, মাগ্‌রিব ও 'ঈশা'র স্বলাত এখানে পড়ুন(সুন্নাত)।[৩৯২]

সামান্য বিশ্রাম নিয়ে অত:পর মাক্‌কা'য় চলে আসুন।

আল্ হম্‌দুলিল্লাহ্! এখন আপনার হজ্জ আদায়ের পূর্ণ আহ্‌কাম শেষ বা সম্পন্ন হয়ে গেল।

২৫.৭. বিদায়ী ত্বওয়াফ্ বা ত্বওয়াফি বিদা(হজ্জ-এর **৮ম** বা **শেষ ওয়াজিব) :**

আল্লাহ্ তায়ালা ক্বুর্‌আন কারীমে বলেন,'যখন তোমরা তোমাদের হজ্জ-এর আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করবে, তখন তোমরা অধিক আল্লাহ্-কে স্মরণ করবে'।[৩৯৩]

যখন মানুষের হজ্জের কাজ শেষ হবে ও বাড়ী ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন সে বিদায়ী ত্বওয়াফ্ সম্পন্ন করে দু'রক্'আত স্বলাত আদায় পর পরই বায়তুল্লাহ্ ত্যাগ করবে।

ইব্‌নু আব্বাস(র.) বলেন, 'হজ্জ শেষে মানুষ বিভিন্ন পথ ধরে ফিরে যেতে লাগল, তখন রসুলুল্লাহ্(সা:) বললেন, "কা'বা'য় সর্বশেষ ত্বওয়াফ্ না করে কেউ যেন বিদায় না হয়"।[৩৯৪]

ইব্‌নু 'উমার(র:) বলেন, 'রসুলুল্লাহ্(সা:) লোকজনদেরকে বিদায়ী ত্বওয়াফ্ না করে যেতে নিষেধ করেছেন'।[৩৯৫]

---

৩৯১. সহীহ্ বুখারী, হা/১৭৬৬; সহীহ্ মুসলিম, হা/১৩১২; আধু: প্রকা: হা/১৬৪২; ইফা: হা/১৬৫০।

৩৯২. সহীহ্ বুখারী, হা/১৭৬৪,১৭৬৮; আধু: প্রকা: হা/১৬৪০,১৬৪৪; ইফা: হা/১৬৫২,১৬৫৮।

৩৯৩. সূরা আল্ বাক্বরহ্(২): ২০০

৩৯৪. বুখারী, হা/১৭৫৫; মুসলিম, হা/৩২৮৩; আবু দাউদ, হা/২০০২; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/৩০৭০; ইব্‌নু খুযাইমা, হা/৩০০০; হাদীছ সম্ভার, হা/১২০৩।

৩৯৫. ইব্‌নু মাযাহ্, হা/৩০৭১; সহীহ্ মুসলিম, হা/১৩২৭-২৮; মিশকাত, হা/২৬৬৮; ছহীহুল জামি', হা/৩৩৭৩।

শুধুমাত্র মাক্কা'য় বসবাসকারী ব্যতীত বাহির থেকে আগত সকল হজ্জ সমাপনকারীকেই বিদায়ী ত্বওয়াফ্ করতে হয় অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্ বা কা'বা ঘর হতে প্রত্যাবর্তনের সময় যে ত্বওয়াফ্ করা হয় তাকে **'ত্বওয়াফি বিদা'** বলে। মাক্কা'য় ফিরে 'ইয্‌ত্বিবা', রমাল ও সা'ঈ' ছাড়া পূর্বের নিয়মেই 'ত্বওয়াফি বিদা' সম্পন্ন করুন। ত্বওয়াফ্ শেষে সম্ভব হলে মুল্‌তাযাম-এ চেহারা, বুক ও দুই বাহু ও দুই হাত রেখে আল্লাহ্'র কাছে যা খুশী প্রার্থনা করুন। এরপর ২ রক্'আত ত্বওয়াফ্-এর স্বলাত আদায় করুন। স্বলাত শেষে ক্বিব্‌লাহ্'মুখী হয়ে যমযম-এর পানি পান করবেন এবং পানি পান করার সময় আপনার যা খুশী আল্লাহ্'র কাছে সাওয়াল বা প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ্'র ঘর বায়তুল্লাহ্'কে সামনে রেখে অতীতের সমস্ত গুনাহ্ থেকে তাওবাহ্ করে বলুন -

"ইয়া আল্লাহ্! আমি আমার নিজের উপর অনেক বেশী অনাচার করেছি, আর আপনি ছাড়া গুনাহ্ সমূহ মাফ্ করার কেহই নেই। সুতরাং আপনি আপনার নিজ গুনে আমাকে মার্জনা করে দিন এবং আমার প্রতি রহম করুন। আর রহম করুন আমার পিতা-মাতাকে, আত্মীয়-স্বজনদেরকে ও সমস্ত মু'অ্‌মিন-মু'অ্‌মিনাত'কে। আপনি তো সর্ব্বোত্তম মার্জনাকারী ও পরম দয়ালু। হে অন্তর সমূহের পরিবর্তনকারী! আপনার দ্বীনের উপর আমার অন্তরকে অবিচল রাখুন। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখিরাত্-এ কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা করুন। আর মৃত্যুকালে আমাদের জবানে কালিমা জারী করে দিয়েন, আমিন! ইয়া রব্বিল 'আ-লামী--ন"।

তবে এ সময়ে যে সব নারীরা প্রাকৃতিক কারণে হায়িয্ ও নিফাস্ অবস্থায় থাকবেন তাদেরকে এ ত্বওয়াফ্ করতে হবে না।[৩৯৬]

২৫.৭.১. বিদায়ী ত্বওয়াফ-এর সময়কালীন ভুল-ক্রটি :

(১) কোন কোন হাজী সাহেব যুল্‌হিজ্জাহ্ মাসের **১২** তারিখে কংকর নিক্ষেপের পূর্বেই মাক্কা'য় এসে বিদায়ী ত্বওয়াফ্ করতঃ মিনায় ফিরে যান। অত:পর কংকর নিক্ষেপ করে সেখান থেকেই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। বিদায়ী ত্বওয়াফ্ হচ্ছে হজ্জ-এর **ওয়াজিব**। এ ত্বওয়াফ্ হজ্জ-এর যাবতীয় কার্যাবলী সমাধা করার পর আদায় করতে হয়। বিদায়ী ত্বওয়াফ্-এর পর মাক্কা'য় অবস্থান করা সঙ্গত নয়।

(২) বিদায়ী ত্বওয়াফ্ করার পর যদি কেহ ব্যবসা বা অন্য কোন কাজের সঙ্গে জড়িয়ে যায়, তবে তাকে পুণ:রায় বিদায়ী ত্বওয়াফ্ করতে হবে।

(৩) বিদায়ী ত্বওয়াফ্ না করে যদি কেহ মাক্কা ত্যাগ করে এবং মাক্কা'র কাছাকাছি থাকলে ফিরে এসে ত্বওয়াফ্ করতে হবে। আর যদি এমন দূরত্বে চলে

৩৯৬. বুখারী, হা/১৭৫৫, ১৭৬০; মুসলিম, হা/১৩২৮; আধু: হা/১৬৩৩, ১৬৩৫; ইফা: হা/১৬৪১,১৬৪৩।

যায় যে সেখান থেকে ফিরে আসা সম্ভব নয়, তবে সে ফিদিয়া স্বরুপ একটি কুর্‌বানী(দম) মাক্‌কা'য় পাঠিয়ে দিবে।

(৪) বিদায়ী ত্বওয়াফ্-এর পর অনেকে পবিত্র কা'বা ঘরের সম্মানার্থে উল্টো হেঁটে বের হয়ে থাকেন, এটা করা কোন সঠিক 'আমাল নয়। কেননা এরুপ করা রসুলুল্লাহ্(সাঃ) ও সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হয়নি। এটা সম্পূর্ণ বিদ্'আত।

(৫) অনেক হাজী সাহেব বিদায়ী ত্বওয়াফ্-এর পর মাস্‌জিদুল হর-ম এর দরজায় দাঁড়িয়ে কা'বা'র দিকে তাকিয়ে এমনভাবে দু'আ করেন, যা দেখে মনে হয় তিনি যেন কা'বা হতে বিদায় নিচ্ছেন। এটাও অনুরুপ বিদ্'আত যা শারী'আত সম্মত নয়।

(৬) বিদায়ী ত্বওয়াফ্-এর পর কা'বা ঘরের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানানো।

২৬. হজ্জ-এর ভুল-ত্রুটি ও ক্ষতিপূরণ আদায়

হজ্জ পালনকালে অনিচ্ছায়ও অনেক সময় ত্রুটি-বিচ্যুতি বা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে যায়। এগুলোকে হজ্জ-এর পরিভাষায় **'জিনা'আত'** বলা হয়। এসব ত্রুটি-বিচ্যুতির কোনটি গুরুতর আবার কোনটি একান্তই সামান্য পর্যায়ের। এ ত্রুটি-বিচ্যুতির গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে এগুলোর প্রতিবিধানেও তারতম্য রয়েছে। একমাত্র হজ্জ-এর তিনটি বা চারটি(মতভেদে) ফার্‌জ (অনু: ১৩ দ্রষ্টব্য) ব্যতীত অন্যান্য ভুল-ত্রুটির জন্য **দম** বা **কাফ্‌ফারাহ্** বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের(যা **ওয়াজিব**) মাধ্যমে প্রতিবিধাণ করা যায়। হজ্জ-এর ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষতিপূরণকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :-

(১) ইহ্‌রাম-এর বিধি-নিষেধ বিষয়ক ভুল-ত্রুটি এবং

(২) হজ্জ-এর কার্যসমূহ পালনের ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি।

যা উপরোক্ত অনুচ্ছেদ সমূহের প্রয়োজনীয় জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে।

২৬.১. কাফ্‌ফারাহ্ বা ক্ষতিপূরণ :

কাফ্‌ফারাহ্ বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের তিনটি বিষয় ওয়াজিব হয়ে থাকে। যথা :-

(১) দম

(২) স্বদাক্বত্ ও

(৩) স্বিয়াম বা স্বওম।

২৬.১.১. দম :

দম আদায় ওয়াজিব হলে পশু যাবাহ্'র প্রকার সমূহের মধ্যে হতে অর্থাৎ গরু, মহিষ, উট, বকরী, মেষ, দুম্বা ইত্যাদি হরম সীমানার ভিতর যাবাহ্ করে মাংশ গরীব-মিসকিনদের মধ্যে বিতরণের মাধ্যমে আদায় করতে হবে। হজ্জ-এর মাস'আলা'য় যেখানে সাধারণভাবে **'দম'** শব্দের ব্যবহার হবে সেখানে উহার অর্থ হচ্ছে একটি বকরী বা ভেড়া বা দুম্বা **অথবা** গরু বা মহিষ বা উটের এক সপ্তমাংশ(সাত ভাগের) বোঝাবে।[৩৯৭]

২৬.১.২. স্বদাক্ব-ত্(صَدَقَتٍ) :

স্বদাক্বত্ আদায় ওয়াজিব হলে গম, যব, খেজুর ও কিসমিস এ চার প্রকারের শস্যের বা খাদ্য দ্রব্যের মাধ্যমে আদায় করা শর্ত। এক স্ব'-এর পরিমাণ চার মুদের সমান অর্থাৎ শস্যভেদে এক স্ব'-এর পরিমাণে তারতম্য রয়েছে। প্রকৃত পরিমাপ অনুযায়ী তিন ধরণের খাদ্যবস্তুর পরিমাণ নিম্নরুপ যথা- (ক) খেজুর = ২

---

৩৯৭. তিরমিয়ী, হা/৯০৪, ১৫০২; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/৩১৩২; মুসলিম, হা/১৩১৮; আবু দাউদ, হা/২৮০৭-০৯; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৩৭১৩; মুয়াত্তা মালিক, হা/১০২৭।

কেজি ২৫০ গ্রাম, (খ) চাউল = ৩ কেজি ২০০গ্রাম ও (গ) গমের আটা = ২ কেজি ২৫০ গ্রাম।

হজ্জ-এর মাস‘আলা’য় যেখানে সাধারণভাবে **‘স্বদাক্বত্’** শব্দের ব্যবহার হবে সেখানে উল্লেখিত শস্যের বাজার দরের উপর মূল্য নির্দ্ধারণকে বোঝাবে অর্থাৎ বর্তমানে কিছু ‘আলীম-এর মতামত অনুযায়ী খাদ্যবস্তু ছাড়াও টাকা-পয়সা প্রদানের মাধ্যমে আদায় করা জায়িয হবে।

২৬.১.৩. স্বিয়াম বা স্বওম :

স্বিয়াম বা **স্বওম** রাখার মাধ্যমে কেহ যদি কাফ্‌ফারাহ্‌ বা ক্ষতিপূরণের ওয়াজিব আদায় করতে চায় তাহলে তাকে নিয়াত-এর মধ্যে নির্দিষ্ট করে বলতে হবে যে, কোনটি আদায় না করা বা ভুল করার কারণে তাকে কাফ্‌ফারাহ্‌ স্বরুপ স্বিয়াম বা স্বওম রাখতে হচ্ছে। ক্ষতিপূরণের স্বিয়াম বা স্বওম সমূহ পর পর রাখা শর্ত নহে, তবে পর পর রাখাই উত্তম। ৩ দিন স্বিয়াম রাখবে বা ৬ জন মিস্‌কীন-এর প্রত্যেককে অর্ধ স্বা‘ (প্রায় ১ কেজি ২৫০ গ্রাম) পরিমাণ খাদ্য খাওয়াবে (২জন = ১ স্বা‘)।[৩৯৮]

এক স্ব‘ (صَاعًا) পরিমাপ : আবু সাঈদ খুদ্‌রী(র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুল(সা:)-এর যুগে আমরা গমের এক স্ব‘, খেজুরের এক স্ব‘, যবের এক স্ব‘ এবং কিশমিশ-এর (মুনাক্কা) এক স্ব‘ ফিত্‌রা দিতাম’।[৩৯৯]

৩৯৮. সূরা আল্‌ বাক্বরহ্‌(২): ১৯৬; বুখারী, হা/১৮১৪-১৫,৪৫১৭; তিরমিযী, হা/৯৫৩,২৯৭৪; আবু দাউদ, হা/১৮৫৭; মুসনাদে আহমাদ, ১৭৬৪৩, ১৭৬৫৪; মুয়াত্বা মালিক, হা/৯৫৫-৫৬; বুলুগুল মারাম, হা/৭৩৮।

৩৯৯. বুলুগুল মারাম(বাংলা), হা/৫০৬, পৃ.৬৩৬-৩৭।

তৃতীয় অধ্যায়

আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা সাফার্

২৭. আল্ মাদীনা যাত্রার উদ্দেশ্য

ক্বুর্‌আন আল্ কারীম-এর ৪(চার) টি স্থানে **'আল্ মাদীনা'**[৪০০] নাম উল্লেখিত হয়েছে এবং আরো একটি নাম হাদীছ-এ পাওয়া যায় সেটা হলো **'ত্ব-বাহ্'(طَابَةٌ)** অর্থ 'পবিত্র'।[৪০১] পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ দুটি শহেরর মধ্যে আল্ মাদীনা হলো দ্বিতীয়। মাদীনা মুনাওয়ারা সাফার্ হজ্জ-এর কোন অংশ নয়। আপনি যদি কোন কারণে মাদীনা যেতে নাও পারেন, তবে এটা কোন সময় ভাববেন না যে মাদীনা যেতে না পারার কারণে আপনার হজ্জ হলো না। ক্বব্‌র যিয়ারত-এর উদ্দেশ্যে কোথাও সাফার্ করা যাবে না, এ মর্মে হাদীছ-এ স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আবার হাদীছ-এ এটাও এসেছে যে(ফাজিলাত লাভের উদ্দেশ্যে), "কেবল তিনটি মাস্‌জিদ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করো না"।[৪০২] এর মধ্যে প্রথমটি হলো মাস্‌জিদুল হর-ম(মাক্‌কা মুকার্‌রামা, সাউদী আরব)। দ্বিতীয়টি হলো মাস্‌জিদ আল্-আক্ব্‌স্বা বা বায়তুল মুকাদ্দাস (জিরুযালিম–এটা ইসলামের প্রথম ক্বিব্‌লাহ্ মাস্‌জিদ)। হাদীছ-এ এসেছে, মাস্‌জিদ আল্-আক্‌স্ব'য় "এক ওয়াক্বত্ স্বলাত আদায়ের ছাওয়াব পাঁচশত ওয়াক্তের চেয়েও উত্তম"।[৪০৩] তৃতীয়টি হলো মাস্‌জিদ-ই নাবাবী(মাদীনা আল্-মুনাওয়ারা, সাউদী আরব)।

আর একটি হাদীছ-এ এসেছে রসুল(সা:) বলেন, "তোমরা আমার ক্বব্‌র-কে উৎসবের(বা বারবার ঘুরে আসার) স্থান বানিয়ে নিওনা"।[৪০৪]

আবার রসুল(সা:) বলেন, "হে আল্লাহ্ আপনি আমার ক্বব্‌র-কে 'ইবাদাত্-এর উপাসনালয় বানিয়ে দিয়েন না"[৪০৫] এবং আল্লাহ্ এ দু'আ কবুল করেন।

---

৪০০. সুরা আত্ তাওবাহ(৯): ১০১,১২০;সূরা আল্ আহ্‌যাব(৩৩): ৬০; সূরা আল্ মুনাফিকুন(৬৩): ৮

৪০১. মিশকাত, হা/২৭৩৮; সহীহ্ মুসলিম, হা/১৩৮৫; সহীহ্ আল্ জামি', হা/১৭৭৫।

৪০২. সহীহ্ বুখারী, হা/১১৮৯, ১১৯৭; ফাতহুল বারী, হা-৩/৬৪, ৬৫; মুসলিম, হা/,৮২৭,১৩৯৭; মিশকাত, হা/৬৯৩; আল্ লুলু ওয়াল্ মার্‌জান, হা/৮৪৮, ৮৮২; তিরমিযী, হা/৩২৬।

৪০৩. বায়হাক্বী, হা/১৭৭৩; আল্-জামি' আছ-সহীহ্, হা/৪২১১; বুখারী; মুসলিম; মুত্তাফাকুন আলাইহি।

৪০৪. আবু দাউদ, হা/২০৪২; মিশকাত, হা/৯২৬; আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা(বাংলা), পৃ: ১৫৪।

সে হিসেবে মাদীনা গমনের উদ্দেশ্য, ক্ববর যিয়ারত হলে, তা শুদ্ধ হবে না। নিয়াত বা মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করতে হবে মাস্‌জিদ-ই নাবাবী যিয়ারত-এর। কেননা রসুলুল্লাহ্(সা:) মাস্‌জিদ-ই নাবাবী-তে স্বলাত আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। অন্য এক হাদীছ-এ এসেছে, “আমার এ মাস্‌জিদ-এ (অর্থাৎ মাস্‌জিদ-ই নাবাবী) এক ওয়াক্ত্ স্বলাত আদায়ের ছাওয়াব এক হাজার ওয়াক্ত্-এর চেয়েও উত্তম”।[৪০৬] আর একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, “মাস্‌জিদ-ই নাবাবী-তে এক ওয়াক্ত্ স্বলাত আদায়ের ছাওয়াব ৫০ হাজার ওয়াক্তের সমান”(হাদীছ-টি যাল বা যা‘ঈফ)।[৪০৭]

হযরত আনাস্(র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, “যে ব্যক্তি আমার এ মাস্‌জিদ-এ ৪০ ওয়াক্ত্ স্বলাত আদায় করবে তাঁকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দেয়া হবে এবং মুনাফিকী থেকেও মুক্তি দেয়া হবে” (হাদীছ-টি যাল বা যা‘ঈফ)।[৪০৮]

মাস্‌জিদ-ই নাবাবী-তে স্বলাত আদায় ও দু‘আ করার উদ্দেশ্যেই মাদীনা’য় গমন এবং স্বলাত আদায় করে রসুলুল্লাহ্(সা:)-এর ক্ববর যিয়ারত করা ও সালাম পৌঁছানোর ইচ্ছা প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের থাকে। মাস্‌জিদ-ই নাবাবী-তে যিয়ারত্-এর জন্য ইহ্‌রাম বাঁধতে বা তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করতে হয় না। যিয়ারত্-এর ব্যাপারে দুই ধরণের মতই রয়েছে, আর তা হলো -

(১) মাস্‌জিদ-ই নাবাবী যিয়ারত্-এর উদ্দেশ্যে মাদীনা’য় সাফার্ করার নিয়াত করাটাই শারি‘আত সিদ্ধ। আর রসুলুল্লাহ্(সা:)-এর ক্ববর যিয়ারত্-এর উদ্দেশ্যে সাফার্ করার বৈধতা প্রমাণের জন্য যে সকল হাদীছ বর্ণনা করা হয়, তার সবগুলোর সনদ দুর্বল অথবা হাদীছগুলো সহীহ্ নয়।

(২) আবার **হানাফী মায্‌হাব মতে** শুধু ক্ববর যিয়ারত্-এর নিয়াতও করা যাবে।

২৭.১. মাদীনা মুনাওয়ারা যাত্রা পথে :

মাস্‌জিদ-ই নাবাবী যিয়ারত্-এর নিয়াত করে আপনি মাদীনা’র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। মাক্কা মুকার্‌রমা থেকে **৪৫০** কি:মি: উত্তর দিকে মাদীনা মুনাওয়ারা অবস্থিত। মাদীনা’য় যাওয়ার পথে বেশী বেশী করে **‘দরুদ’** পাঠ করবেন অর্থাৎ ফার্‌জ ও প্রয়োজনীয় কাজের পর যে সময়টুকু পাবেন তা এ কাজেই ব্যয় করবেন।

---

৪০৫. আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা(বাংলা), পৃ: ১২৬; মুসনাদে আহমাদ।

৪০৬. সহীহ্ বুখারী, হা/১১৯০; সহীহ্ মুসলিম, হা/৩২৪০; নাসাঈ, হা/২৮৯৭-৯৯; তিরমিযী, হা/৩২৫।

৪০৭. ইব্‌নু মাযাহ্, হা/১৩৯৬ (হাদীছটি যাল বা যা‘ঈফ)।

৪০৮. আহমাদ; হাদীসটি সহীহ্ নয় এবং বর্ণনা সূত্র দূর্বল-আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা (বাংলা) পৃ: ৭৬।

২৭.২. মাক্‌কা-মাদীনা'র পথে মাস্‌জিদ সমূহ :

মাদীনা'র পথে অনেক মাস্‌জিদ রয়েছে। তম্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো :-

২৭.২.১. যুল্‌-হুলাইফা বা মীক্বাত মাস্‌জিদ :

মাদীনা থেকে মাক্‌কা যাওয়ার পথে মাস্‌জিদ-ই নাবাবী থেকে ১৬ কি:মি: দূরত্বে দক্ষিণ-পশ্চিমে মাস্‌জিদ-ই যুল্‌-হুলাইফা অবস্থিত। রসুলুল্লাহ্(সা:) হজ্জ বা 'উম্‌রাহ্ পালনের উদ্দেশ্যে মাক্‌কা যাওয়ার সময় এখানকার হুলাইফা[৪০৯] গাছের নিচে অবতরণ করতেন এবং সেখানে স্বলাত আদায় করে 'উম্‌রাহ্ অথবা হজ্জ-এর ইহ্‌রাম বাঁধতেন। এটাকে **'আব্বইয়ার-ই আলী'** বা **'মীক্বাত মাস্‌জিদ'**ও বলা হয়। এটা মাদীনা বাসীদের মীক্বাত এবং মাক্‌কা থেকে ৪৩৪কিমি: দূরত্বে অবস্থিত বিধায় মাক্‌কা বাসীদের জন্য এটা সবচাইতে দূরবর্তী মীক্বাত।

২৭.২.২. মাস্‌জিদ-ই বাদ্‌র :

এ স্থানটিতেই প্রসিদ্ধ বাদ্‌র যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এখানে বাদ্‌র যুদ্ধে শহীদগণের ক্বব্‌র যিয়ারত্ করতে পারেন। এটা মাদীনা থেকে মাক্‌কা'র দিকে প্রায় ১৮০ কি:মি: দূরত্বে অবস্থিত।

২৭.৩. মাদীনা'য় সর্বপ্রথম প্রবেশ :

সুহাইব(র.) বলেন, রসুল(সা:) যখন কোন এলাকায় প্রবেশ করতেন তখন তিনি নিচের এ দু'আ-টি পড়তেন, "হে আল্লাহ্! আপনি সপ্তাকাশ ও তার ছায়াতলে যা রয়েছে তার প্রভু, সপ্তভূমি ও তা যা বহন করে আছে তার প্রভু, শায়ত্বন-দের ও তারা যাকে পথভ্রষ্ট করে তাদের প্রভু এবং প্রবল বাতাস ও তা যা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয় তার প্রভু। নিশ্চয় আমরা আপনার নিকট এ গ্রাম ও গ্রামবাসীর মধ্যে যা কল্যাণ রয়েছে তা কামনা করছি এবং যা অকল্যাণ রয়েছে তা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি"।[৪১০]

২৭.৪. মাদীনা যিয়ারত্-কারীর আদব বা শিষ্টাচার :

আপনি এমন একটি বারকাত-ময় ও মর্যাদাপূর্ণ স্থানে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন যেখানে নাবী কারীম(সা:) হিজরত করেছিলেন এবং তিনি এখানে শায়িত আছেন। অতএব আপনাকে মাদীনা'র আদব বা শিষ্টাচার বজায় রেখে থাকতে ও চলতে হবে। কারো সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি বা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবেন না। কারো বিরুদ্ধে বা কারো সঙ্গে সমালোচানায় লিপ্ত হবেন না। তাছাড়া আপনার চিন্তা

---

৪০৯. 'হুলাইফা" এক প্রকার লতা গাছ যা এখানে ছিল এবং সে নামে এখানকার নামকরণ করা হয়েছে, সূত্র- আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা(বাংলা), পৃ: ২০১।

৪১০. আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা(বাংলা), পৃ: ৩৫; নাসাঈ।

চেতনায় এটা স্থান দিবেন যে, এখানে নাবী(সা:)-এর পরিবার ও স্ত্রীগণ, ৪(চার) খলিফা, অনেক সাহাবী ও তাবি-তাবিঈনগণ সহ অসংখ্য আল্লাহ্'র নেককার বান্দারা মাদীনা'য় শায়িত আছেন। পৃথিবীতে একমাত্র জান্নাত-এর বাগান সমূহের একটি বাগান-এর একটু অংশ রয়েছে সেটার অবস্থান হলো মাদীনা'র মাস্‌জিদ-ই নাববী'র পুরাতন অংশের ভিতরে। যেটাকে সংক্ষেপে বলা হয় **'রওজায়ি জান্নাহ্'** বা 'রিয়াজুল জান্নাহ্' বা 'বেহেশতের বাগান'।

'হে আল্লাহ্! মাদীনা'র প্রতি আমাদের অন্তরে প্রিয় ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিন এবং আমাদেরকে এখানকার অংশীদার হিসাবে কবুল করে নিন'। আমিন!

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থে আব্দুল্লাহ্ বিন্ যায়িদ বিন্ আসিম(র.) হতে বর্ণিত আছে যে, রসুল(সা:) বলেছেন, "ইব্‌রাহীম(আ:) মাক্‌কা'কে হুর্‌মাত (সম্মান ও মর্যাদা) দান করেছিলেন ও তার অধিবাসীদের জন্য দু'আ করেছিলেন। আমিও মাদীনা'কে হুর্‌মাত(মর্যাদা) দান করলাম যেমন ইব্‌রাহীম(আ:) মাক্‌কা'কে হুর্‌মাত দান করেছিলেন। আমি মাদীনা'র **সা'** ও **মুদে**(অর্থাৎ ফলসমূহে) ইব্‌রাহীম(আ:)-এর মাক্‌কা বাসীদের জন্য দু'আ করার চেয়ে বেশী বারকাত-এর দু'আ করছি"।[৪১১]

উপরোক্ত হাদীছ-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মাক্‌কা'কে যেমন হর-ম(حَرَامٌ) বা সম্মানিত বানিয়েছেন তেমনি মাদীনা-কেও হর-ম বা সম্মানিত করার কথা বলা হয়েছে।

পরবর্তী হাদীছ-এ রসুল(সা:) বলেছেন, 'আয়্‌র এবং ছাওর'('উহুদ) পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী এলাকা জুড়ে মাদীনা হর-ম(সম্মানিত) বলে পরিগণিত"।[৪১২]

২৭.৫. বাস বা ট্রেন থেকে নামার পর করণীয় :

বাস বা ট্রেন থেকে নামার পর, যাত্রা পথে কোথাও অবতরণ করে এ দু'আ পাঠ করতে হয় অনু: ৯(পৃষ্ঠা-৪৯) দেখুন। এরপর মাদীনা'য় পৌঁছে আপনার জন্য নির্দ্ধারিত হোটেল বা বাসায় গিয়ে মালপত্র নিজ কক্ষে রেখে প্রয়োজনে গুসল সেরে নিন এবং কিছু হালকা খাওয়া-দাওয়া করে কিছু সময় বিশ্রাম গ্রহণ করবেন এবং তারপর সময় হলে স্বলাত আদায় করার জন্য মাস্‌জিদ-ই নাবাবী-তে চলে যাবেন।

২৭.৬. মাদীনা শহরের ফাজিলাত :

মাদীনা শহরের অনেক মান-মর্যাদা রয়েছে, আল্লাহ্ তায়ালা এ মান-মর্যাদা দিয়েছেন এবং তিনি এটিকে মাক্‌কা'র পরে সর্বোৎকৃষ্ট করেছেন। এটি হলো ওহী'র কেন্দ্রস্থল এবং রহ্‌মাত ও হিদায়াত্-এর পথ নিয়ে ফেরেস্তাদের অবতরণ

---

৪১১. সহীহ্ বুখারী, হা/১৮৮৯; মুসলিম, হা/৩২১২; বুলুগুল মারাম(বাংলা), ১ম খন্ড, হা/৬০৫ পৃ:৭৩৩।

৪১২. সহীহ বুখারী, হা/১১১, ১৪৭০; মুসলিম, হা/৩২১৩; বুলুগুল মারাম(বাংলা), ১ম খন্ড, হা/ ৬০৬ পৃ: ৭৩৪।

স্থল। পৃথিবীবাসীর জন্য যা কল্যাণ এসেছে তা কেবল মাত্র এ শহর থেকেই এসেছে, যেভাবে রসুল(সাঃ) ও সাহাবায়ি কিরাম(র.)-এর যুগে কল্যাণ এসেছিল। দ্বীনের অনেক দিক-নিদর্শন গুলোকে আল্লাহ্ তায়ালা খাস করে মাদীনা’য় দিয়েছেন সেজন্য এর মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদীনা’র জন্য খাসকৃত বিষয় সমূহ যেমন -

(১) মাদীনা’র জন্য রসুল(সাঃ)-এর ভালবাসা।

(২) রসুল(সাঃ)-এর মাস্‌জিদ-এ স্বলাত আদায়ের বহুগুণ ছাওয়াব।

(৩) ঈমান মাদীনা’র দিকে ফিরে আসবে।

(৪) নিশ্চয় এটা পূত-পবিত্র নগরী।

(৫) নিশ্চয় মাদীনা একটি নিরাপদ শহর।

(৬) মাদীনা হলো মাক্‌কা’র মত হরম(حَرَمٌ) ও সংরক্ষিত এলাকা।

(৭) আল্লাহ্ মাদীনা-কে দাজ্জাল ও তার ভয়-ভীতি থেকে হিফাজত্ করেছেন।

(৮) ফেরেস্তাগণ মাদীনা-কে পাহারা দিবেন।

(৯) মাদীনা’য় বসবাস করা মর্যাদাপূর্ণ।

(১০) মাদীনা’র খাদ্যে বারকাত রয়েছে।

(১১) মাদীনা’র খেজুরে বারকাত রয়েছে।

(১২) মাদীনা’য় যে মৃত্যু বরণ করবে ক্বিয়ামাত-এর দিন রসুল(সাঃ) তার জন্য সুপারিশ করবেন, এ মর্মে একটি হাদীছ রয়েছে, “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মাদীনা’য় মৃত্যু বরণ করার সুযোগ পাবে সে যেন সেখানেই মৃত্যু বরণ করে। কেননা আমি তার জন্য সুপারিশ করবো বা সাক্ষ্য প্রদান করবো” ।[৪১৩]

(১৩) সবশেষে মাদীনা ধ্বংস হবে।

৪১৩. তিরমিযী, হা/৩৯১৭; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/৩১১২; আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা(বাংলা), পৃঃ ১৭৭।

২৮. মাস্‌জিদ-ই নাবাবী

আল্লাহ্ তায়ালা মাস্‌জিদ-ই নাবাবী-কে অনেক বৈশিষ্ট দান করেছেন। নাবীগণ যে তিনটি মাস্‌জিদ নির্মাণ করেছেন তম্মধ্যে এটি হলো অন্যতম এবং নাবী মুহাম্মদ(সাঃ)-এর নিজ হাতে তৈরী ও সর্বশেষ মাস্‌জিদ। কারণ তাঁর পরে আর কোন নাবী আসবেন না।

বাদশাহ্ ফাহদ্ বিন্ আব্দুল আজিজ(রহিঃ)-এর শাসননামলে হিজরী ১৪০৪-১৪১৪ সন পর্যন্ত(১৯৮৫-১৯৯৩ইং) উত্তর, পশ্চিম-উত্তর ও পূর্ব-উত্তরে সর্বশেষ সম্প্রসারণের(১১তম সংস্কার) কাজ সমাপ্ত হয়(দীর্ঘ ১০বছর ধরে কাজ চলে)। ফলে মাস্‌জিদ-ই নাবাবী’র মোট পরিসীমা দাঁড়ায় ৮২,০০০ বর্গ মিটার অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় ৫গুণ এরিয়া বৃদ্ধি পায় এবং ইহার নির্মাণ স্থাপত্য শৈলী দৃষ্টিনন্দন।

পরবর্তীতে বাদশাহ্ ফাহদ্ বিন্ আব্দুল আজিজ(রহিঃ)-এর শাসননামলেই হিজরী ১৪৩৩ সনে(২০১১ইং) ১২তম সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ করার জন্য নির্দেশ জারী করেন। বর্তমান মাস্‌জিদ-ই নাবাবী’র পূর্ব-উত্তর দিকে অর্থাৎ বাক্বী‘ইল্ গারক্বদ্ ক্ববর্‌স্থান-এর উত্তরে বহুতল বিশিষ্ট ভবন। ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে সেটা চলমান রয়েছে(সন ২০১৯ইং)।

মাস্‌জিদ-ই নাবাবী’র যে অংশে নাবী কারীম(সাঃ)-এর ক্ববর্ রয়েছে তার উত্তর অংশে কয়েকটি(৬টি) স্বয়ংক্রিয় ছাতার সাহায্যে ছাদ ঢাকা ও খোলার ব্যবস্থা রাখা আছে দিনের বেলায় সূর্যের আলো প্রবেশের জন্য এবং বাইরে দক্ষিণ দিক ছাড়া উত্তর দিকে ৫৮টি, পূর্ব দিকে ৫০টি এবং পশ্চিম দিকে ৭৫টি স্বয়ংক্রিয় ছাতার সাহায্যে চত্বর এলাকার তিনদিকে স্বলাত আদায়কারীদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা দিনের বেলা সুইচের মাধ্যমে খুলে দেয়া হয়, আর বিকালের দিকে তা বন্ধ করে দেয়া হয়।

মাস্‌জিদ-ই নাববী’র দরজা বা গেটগুলোর প্রতিটির জন্য পৃথক পৃথক নম্বর দেয়া আছে। যেমন- **উত্তর দিকে** দরজা/গেট নং ১৬-২৬, **পূর্বে দিকে** দরজা/গেট নং ২৭-৪১, **দক্ষিণ দিকে** দরজা/গেট নং ৪২-৪৯ ও ১-৬এ এবং **পশ্চিম দিকে** ৬বি-১৫ পর্যন্ত।

মাস্‌জিদ-ই নাবাবী’র বর্দ্ধিতাংশের পূর্ব ও পশ্চিম দিকের কিছু অংশে নারীদের জন্য(ঘেরাও দিয়ে) আলাদাভাবে স্বলাত আদায়ের পৃথক ব্যবস্থা আছে।

দ্বিতীয় তলায় অর্থাৎ ছাদেও স্বলাত আদায় করা যায়। গেট নং ৩৬-এর স্কেলেটর সিড়িঁ ছাড়াও পায়ে হাঁটা সিড়িঁ দিয়েও ছাদে নামা-উঠা করা যায়।

২৮.১. মাস্‌জিদ-ই নাবাবী-তে প্রবেশ :

মাস্‌জিদ-ই নাববী-তে যে কোন দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে পারেন। প্রবেশের সময় ডান পা আগে দিয়ে নিম্নের এ দু‘আ পাঠ করবেন,

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণ : “বিস্‌মিল্ লা-হি ওয়াস্‌স্বলা-তু ওয়াস্‌সালা-মু ‘আলা- রসু-লিল্ লা-হি্, আল্‌ল-হুম্মাফ্ তাহ্‌লী- আব্‌ব্‌ওয়া-বা রহ্‌মাতিক”।

বাংলা অর্থ : “আল্লাহ্’র নামে আরম্ভ করছি। স্বলাত[৪১৪] ও সালাম রসুলুল্লাহ্ (সা:)-এর উপর। হে আল্লাহ্! আপনি আমার জন্য আপনার রহ্‌মাত-এর সকল দরজা উন্মুক্ত করে দিন”।[৪১৫]

মাস্‌জিদ-এ প্রবেশের পর বসার পূর্বে, তাহ্যিয়াতুল মাস্‌জিদ-এর ২(দুই) রক্‌‘আত নাফল স্বলাত আদায় করুন। হাদীছ-এ এসেছে, ‘তোমাদের মধ্যে যখন কেউ মাস্‌জিদ-এ প্রবেশ করে সে যেন ২(দুই) রক্‌‘আত স্বলাত আদায়ের পূর্বে না বসে’।[৪১৬]

মাস্‌জিদ-ই নাবাবী-তে জামা‘আত-এ স্বলাত আদায়, নাফল স্বলাত আদায় (নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত), দু‘আ, ইস্তিগ্‌ফার, যিক্‌র-আয্‌কার, ক্কুর্‌আন তিলাওয়াত্ ইত্যাদি ‘ইবাদাত্-এ রত থাকবেন।

মাস্‌জিদ-এর ভিতরে কিছুদুর পর পর সাউদী আরবে ছাপা বিভিন্ন রংএর কভার দেয়া পবিত্র ক্কুর্‌আন আল্ কারীম সেলফে সাজিয়ে রাখা আছে। এ সমস্ত ক্কুর্‌আন আল্ কারীম-এর মধ্যে থেকে শুধুমাত্র নীল কভার দেয়া **৬১১**পৃষ্ঠা(এ ক্কুর্‌আন আল্ কারীম’টি আপনি মাস্‌জিদুল হর-ম, মাস্‌জিদ-ই আয়িশা বা সাউদী আরব-এর যে কোন মাস্‌জিদ-এ পাবেন) সম্বলিত ক্কুর্‌আন আল্ কারীম’টি পাক-ভারত উপ-মহাদেশবাসী হজ্জ-যাত্রীদের জন্য তিলওয়াত্ উপযোগী এবং এটা পড়তে কোন অসুবিধা হয় না।

ইহা ছাড়াও কিছুদুর পর পর যমযম-এর ঠান্ডা ও নরমাল পানি পান করার সুব্যবস্থা আছে।

মাদীনা’য় আর একটি ‘আমাল হলো, মাদীনা অবস্থানকালে নাবী(সা:)-এর প্রতি বেশী বেশী করে দরুদ পাঠ করা।

---

৪১৪. এখানে ‘স্বলাত’ অর্থ নামায নয়, হাদীছ-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী নাবীর প্রতি ‘রহ্‌মাত’ বা ‘দু‘আ বা প্রশংসা’ করার কথা বুঝানো হয়েছে, সূরা আল্ আহ্‌যাব(৩৩): ৫৬

৪১৫. ইব্‌নুস সুন্নি, নং ৮; আস্ সামারুল মুস্তাতাব, পৃ.৬০৭; আবু দাউদ ১/১২৬, হা/৪৬৫; সহীহুল জামি‘ ১/৫২৮; মুসলিম ১/৪৯৪, হা/৭১৩; হিস্‌নুল মুসলিম ‘সালাত’ অধ্যায় নং ১৩।

৪১৬. সহীহ্ বুখারী, হা/৪৩১, ৪৪৪; আধু: প্রকা: হা/৪২৫; ইফা: হা/৪৩১; তির্‌মিযী, হা/৩১৬।

২৮.২. মাস্‌জিদ-ই নাবাবী-তে কয়েকটি ঐতিহাসিক স্তম্ভ :

মাস্‌জিদ-ই নাবাবী'র প্রাচীন অংশের অভ্যন্তরে 'রওজায়ি জান্নাত' অংশের মধ্যে ৭(সাত) টি স্তম্ভ রয়েছে। সেগুলোকে রহ্‌মাত-এর খুঁটি বলা হয়। স্তম্ভগুলোর পার্থক্য করার সুবিধার জন্য সেগুলোর গায়ে পৃথক পৃথক নাম অঙ্কিত আছে। এ বইয়ের শেষের দিকে পুরাতন মাস্‌জিদ-ই নাবাবী'র বিস্তারিত নক্সায় খুটিগুলো নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে দেখুন।

২৮.২.১. 'উস্তুওয়ানা 'উফুদ্ বা প্রতিনিধিবর্গের স্তম্ভ : বাইরে থেকে আগত প্রতিনিধিদল এখানে বসে রসুলুল্লাহ্(সাঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করতেন এবং এখানে বসেই কথা বলতেন। এ স্তম্ভটি পিতলের গ্রীলের মধ্যে রয়েছে(নক্সা-২ নং **৭**)।

২৮.২.২. 'উস্তুওয়ানা হারস্ বা পাহারার স্তম্ভ : যখন রসুলুল্লাহ্(সাঃ) পবিত্র হুজরা নাবাবী-তে তাশ্‌রীফ লয়ে যেতেন, তখন কোন না কোন সাহাবী পাহারা দেয়ার নিমিত্তে এখানে এসে বসতেন। এ স্তম্ভটি পিতলের গ্রীলের মধ্যে রয়েছে (নক্সা-২ নং **৮**)।

২৮.২.৩. 'উস্তুওয়ানা সারীর বা খাটের স্তম্ভ : এখানে রসুলুল্লাহ্(সাঃ) ইতিক্কাফ্ করতেন এবং রাতে আরামের জন্য তাঁর বিছানা এখানে স্থাপন করা হতো। এ স্তম্ভটি হুজরাহ্ নাবাবী'র পশ্চিম পাশে পিতলের গ্রীলের মধ্যে রয়েছে(নক্সা-২ নং **৯**)।

২৮.২.৪. 'উস্তুওয়ানা আবু লুবাবা বা তাওবাহ্ স্তম্ভ : হযরত আবু লুবাবা(র.) থেকে একটি ভুল সংঘটিত হওয়ার পর তিনি নিজেকে এ স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে বলেছিলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত হুজুরে পাক(সাঃ) নিজে না খুলে দিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এর সঙ্গে বাঁধা থাকবো'। নাবী কারীম(সাঃ) বলেছিলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আল্লাহ্ আদেশ না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত খুলবো না"। এভাবে দীর্ঘ ৯ (কোন বর্ণনায় ৫০দিন) দিন পর হযরত আবু লুবাবা(র.)-এর তাওবাহ্ কবুল হয়। অত:পর রসুলুল্লাহ্(সাঃ) নিজ হাতে তাঁর বাঁধন খুলে দেন। এটি উস্তুওয়ানা সারীর পশ্চিমে 'রওজায়ি জান্নাত'-এর ভিতর অবস্থিত(নক্সা-২ নং **১০**)।

২৮.২.৫. 'উস্তুওয়ানা আয়িশা(আয়িশা স্তম্ভ) : নাবী কারীম(সাঃ) বলেছেন, 'আমার মাস্‌জিদ-এ এমন একটা জায়গা রয়েছে, লোকজন যদি সেখানে স্বলাত আদায় করার ফাজিলাত জানত, তাহলে সেখানে স্থান পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করত'। স্থানটি চিহ্নিত করার জন্য সাহাবায়ি কিরামগণ চেষ্টা করতেন। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আয়িশা(র.) তাঁর ভাগ্নে হযরত আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নু যুবাইর(র.)-কে সে জায়গাটি চিনিয়ে দেন। এটিই সেই স্তম্ভ। এ স্তম্ভটি উস্তুওয়ানা আবু লুবাবা স্তম্ভের পশ্চিমে 'রওজায়ি জান্নাত'-এর ভিতর অবস্থিত(নক্সা-২ নং **১১**)।

২৮.২.৬. 'উস্তুওয়ানা হান্নানা বা মুখল্লাক্বহ্ বা সুবাস স্তম্ভ : মিহ্‌রাব-ই নাববী'র ডান পাশে খেজুর গাছের গুঁড়ির স্থানে নির্মিত স্তম্ভটি। নাবী কারীম(সা:)-এর জন্য কাঠের একটি নতুন মিম্বার বানানোর পর সেটা এখানে স্থাপন করার পর তিনি সেই নতুন মিম্বরে বসে খুত্‌বা দিতে গেলে সে সময় এ গুঁড়িটি উচ্চঃস্বরে কান্না করেছিল(নক্সা-২ নং **১২,** তবে বাম দিকেরটা হবে নম্বরকৃত ডান দিকেরটা নয়)।[৪১৭]

২৮.২.৭. 'উস্তুওয়ানা জিব্‌রীল : ফেরেশতা হযরত জিব্‌রীল(আ:) যখনই হযরত দেহইয়া ক্বাল্‌বী(র:)-এর আকৃতি ধারণ করে ওহী নিয়ে আসতেন, তখন অধিকাংশ সময় তাঁকে এখানেই দেখা যেত(নক্সা-২ নং ৪)।

২৮.৩. মাস্‌জিদ-ই নাবাবী-তে মিহ্‌রাব :

মাস্‌জিদ-ই নাববী-তে ৩(তিন) টি মিহ্‌রাব রয়েছে।

প্রথমটি- রসুল(সা:) মুসল্লীদের নিয়ে যে জায়গায় স্বলাত আদায় করতেন সে জায়গায় একটি মিহ্‌রাব রয়েছে(এ বইতে নক্সা-২ নং ১৩)। রসুল(সা:) বিনা মিহ্‌রাব-এ উক্ত স্থানে বা এর নিকটতম স্থানে স্বলাত আদায় করতেন। কেননা রসুল (সা:) ও খুলাফায়ি রাশিদার যুগে মাস্‌জিদ-ই নাবাবী-তে কোন মিহ্‌রাব ছিল না। **৯১**হিজরী সনে ওয়ালীদ বিন্ আব্দুল মালিক রসুল(সা:)-এর স্বলাত আদায়ের স্থানে সর্বপ্রথম মিহ্‌রাব নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে ৮৮৮হিজরী সনে সুলতান কায়েতবাই (রহি:) এটাকে সংস্কার করেন যা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয়টি- মিম্বারের ডান পার্শ্বে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে আরেকটি মিহ্‌রাব রয়েছে, যা 'উস্‌মানী মিহ্‌রাব নামে পরিচিত। এটা ৯৪৮হিজরী সনে বাদশাহ্ সুলাইমান কানুনী(রহি:) যিনি 'উস্‌মানী খিলাফাত্-এর একজন শাসক ছিলেন এবং তিনার শাসনামলে উক্ত মিহ্‌রাব'টি নির্মাণ করা হয়(এ বইতে নক্সা-২ নং ১৫)।

তৃতীয়টি- বর্তমানে মুসল্লীদের নিয়ে ইমাম যেখানে স্বলাত আদায় করেন সেখানে আরেকটি মিহ্‌রাব রয়েছে। হযরত 'উস্‌মান(র:) যখন মাস্‌জিদ সম্প্রসারণের কাজ করছিলেন, তখন তিনি মুসল্লীদের নিয়ে এখানে স্বলাত আদায় করতেন। পরবর্তীতে **৯১**হিজরী সনে ওয়ালীদ বিন্ আব্দুল মালিক 'উস্‌মান(র:)-এর স্বলাত আদায়ের স্থানে এ মিহ্‌রাব'টিও নির্মাণ করেন। কেননা হযরত 'উস্‌মান (র:)-এর যুগে কোন মিহ্‌রাব ছিল না। পরবর্তীতে ৮৮৮হিজরী সনে সুলতান কায়েতবাই(রহি:) এটাকে সংস্কার করেন যা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে(এ বইতে নক্সা-২ নং ১৪)।[৪১৮]

৪১৭. সহীহ্ বুখারী, হা/৩৫৮৩-৮৫।

৪১৮. আদ্ দুর্‌রাতুস সামীনাহ্-১/১১৪; ওয়াফাউল ওয়াফা-১/২৮২; আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা (বঙ্গানুবাদ), পৃ: ৬০।

২৮.৪. রওদ্বায়ি জান্নাহ্ বা রিয়াদ্বুন জান্নাহ্ :

রসুলুল্লাহ্(সা:) বলেন, "আমার মিম্বার ও হুজ্রাহ্'র(ঘর বা আঙ্গিনার) মধ্যবর্তী স্থানটি জান্নাত্-এর বাগান সমূহের মধ্য থেকে একটি বাগান"[৪১৯] (ছায় ও সবুজ রঙ্গা কার্পেট বিছানো, ২০১৮ইং সনের বর্ণনা মতে)। আরবীতে বলা হয় **'রওদ্বতুন্ মিন্ রিয়াদ্বুন্ জান্নাহ্'**(অর্থ-'জান্নাতের বাগান সমূহের একটি বাগান সমতুল্য এ অংশটুকু') বা সংক্ষেপে 'রওদ্বয়ি জান্নাহ্' বা 'রিয়াদ্বুন জান্নাহ্' বা 'জান্নাতের বাগান' নামে পরিচিত। এ স্থানটির বিশেষ ফাজিলাত রয়েছে(নক্সা-২ নং **১৯** লাইন টানা সম্পূর্ণ অংশটি দেখুন, এরিয়া ২২মি.x১৫মি.)। এখানে স্বলাত আদায় ও যিক্র-আয্কার করার বিশেষ ফাজিলাত(মাখ্রুহ্ ওয়াক্ত ছাড়া) রয়েছে।[৪২০]

বর্তমানে অত্যাধিক ভীড়ের কারণে সাউদী সরকারের পক্ষ থেকে সময় নির্দ্ধারণ পূর্বক বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে পর্যায়ক্রমে প্রবেশ করিয়ে পুলিশ পাহারার সাহায্যে স্বলাত আদায়ের সুব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

নুরুদ্দীন সামহুদী'র লিখা **'অফা আল্ অফার'** ২য় খন্ডে বর্ণিত 'রিয়াদ্বুল জান্নাত'-এ 'ইবাদাত্ বেহেশতের বাগানে পৌঁছায় এ অর্থেও তা রুপক অর্থবোধক। 'আল্লাহ্ এ স্থানটুকু হুবহু বেহেশতে স্থানান্তর করবেন'। এ অংশ পৃথিবীর জমীনের অন্যান্য অংশের মত নয়।

২৮.৫. হুজ্রাহ্ নাবাবী'য়া বা নাবী(সা:)-এর ঘর :

'হুজ্রাহ্ নাবাবীয়া' বলতে ঐ বাড়ীকে বুঝানো হয়েছে যেখানে রসুল(সা:) আয়িশা বিন্তি আবু বাকার(র.)-কে নিয়ে বসবাস করতেন এবং মৃত্যুর পর তাঁকে এখানেই দাফন করা হয়েছে, সেজন্য তাঁর ঘরটি **'হুজ্রাহ্ নাবাবীয়া'** বা রসুল (সা:)-এর ঘর নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে।

১৩ হিজরী সনে আবু বাকার(র:) মৃত্যু বরণ করলে উক্ত ঘরেই রসুল(সা:)-এর বাম পার্শ্বে তাঁর দু'পা বরাবর মাথা রেখে সামান্য একটু নীচের দিকে সরিয়ে উনাকেও দাফন করা হয়।

---

৪১৯. সহীহ্ বুখারী, হা/১১৯৫-৯৬; মিশকাত, হা/৬৯৪; মুসলিম(পর্ব ১৫/৯২), হা/১৩৯০; লুলু ওয়াল্ মার্জান, হা/৮৭৮, ৮৭৯; আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা(বঙ্গানুবাদ), পৃ: ৫৯।

৪২০. ফাতহুল বারী- ৪/১০০; আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা(বঙ্গানুবাদ), পৃ: ৫৯।

পরবর্তীতে ২৩ হিজরী সনে 'উমার(রঃ) মৃত্যু বরণ করলে তাঁর মাথা আবু বাকার(রঃ)-এর দু'পা বরাবর রেখে সামান্য একটু নীচের দিকে সরিয়ে উনাকেও উক্ত ঘরের মধ্যেই দাফন করা হয়।

উক্ত ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি দরজা ছিল এবং ৫৮ হিজরী সনে আয়িশা(র.)-এর মৃত্যুর পর উক্ত দরজাটি ইট গেঁথে বন্ধ করে দেয়া হয়।

৮৮ হিজরী সনে 'খলিফা ওয়ালিদ বিন্ আব্দুল মালিক' ততকালীন মাদীনা'র গভর্নর 'উমার বিন আব্দুল আজিজ'কে মাস্‌জিদ ভেঙ্গে সম্প্রসারণ করার জন্য নির্দেশ দেন। তখন মাস্‌জিদ ভেঙ্গে পূণঃ নির্মাণের কারণে সব স্ত্রীদের ঘরগুলোর (৯টি ঘর ছিল) জায়গা মাস্‌জিদ-এর অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং আয়িশা(র.)-এর ইট দ্বারা নির্মিত ঘরের অংশটিও ভেঙ্গে(অর্থাৎ রসুল(সাঃ)-এর মৃত্যুর পর তিনি যে অংশটুকুতে বসবাস করতেন) রসুল(সাঃ)-এর ঘরের ভিত্তির উপর কালো পাথর দিয়ে পূর্বের পরিমাপ অনুযায়ী পুণঃরায় নির্মাণ করা হয় এবং 'হুজ্‌রাহ্ নাবাবীয়া'তে কোন দরজা বা জানালা রাখা হয় নাই। ফলে কোন ব্যক্তির পক্ষে রসুল(সাঃ)-এর ক্কব্‌র পর্যন্ত পৌঁছানো বা দেখাও সম্ভব নয়।[৪২১]

পরবর্তীতে খলিফা 'হুজ্‌রাহ্ নাবাবীয়া'কে ঘিরে চর্তুপাশ দিয়ে পাঁচ কোণ বিশিষ্ট আরেকটি দেয়াল কালো পাথর দিয়ে নির্মাণের আদেশ দিন। **কারণ হলো হুজ্‌রাহ্ বা আঙ্গিনার দিকে মুখ করে কেউ যেন স্বলাত আদায় করতে না পারে।** শুধু পশ্চিম দিকের দেয়ালটি হুজ্‌রাহ্'র দেয়ালের সাথে লেগে আছে। পূর্ব ও দক্ষিণ সাইডে কিছুটা ফাঁকা থাকে এবং হুজ্‌রাহ্'র উত্তর পার্শ্বের দেয়ালটিকে পূর্ব কোণ থেকে একটি ওয়াল টেনে ও দক্ষিণ কোণ থেকে আরেকটি ওয়াল টেনে এক জায়গায় মিলিত করে একটি ত্রিভুজ আকৃতি দেয়া হয়েছে(নক্সা নং ১-এ দেখুন) অর্থাৎ এটা হলো ৫ম কোণ এবং যা উত্তরের ওয়াল থেকে অনেক দূরত্বে অবস্থিত। যে কোন ব্যক্তি প্রাচীরের উত্তরে ক্কব্‌র মুখী হয়ে দাঁড়াবে তার মধ্যে ও ক্কব্‌র-এর মাঝে দূরত্ব হবে মোট ১৭ মিটার বা প্রায় ৫৬ ফুট(নক্সা নং ১-এ দেখুন)।

৮৮১হিজরী সনে কিছু সংস্কার কাজ করা হয়। যেমন- কিছু কিছু জায়গার পাথর ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে সংস্কার করা হয় এবং পূর্ব ও দক্ষিণ ওয়ালদ্বয়ের মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা রাখা ছিল তা পূর্ণ করে দেয়া হয়। ফলে পূর্ব পার্শ্বের ওয়ালের পুরুত্ব ১.৪২মি.(দক্ষিণ প্রান্তে) ও ১.৭২মি.(উত্তর প্রান্তে) এবং দক্ষিণ

---

৪২১. ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম- ২৭/৩২৩; আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা(বঙ্গানুবাদ), পৃঃ ১০৩।

পার্শ্বের ওয়ালের পূরুত্ব ১.৮২মি.(পূর্ব প্রান্তে) ও ১.৫৯মি.(পশ্চিম প্রান্তে), আর পশ্চিমের ওয়ালের পূরুত্ব আগের মত ১.৩৬ মিটারই থাকে(নক্সা নং ১-এ দেখুন)।

৮৮৬ হিজরী সনে মাস্‌জিদ-ই নাবাবী দ্বিতীয় বার পুড়ে যাওয়ার পর 'সুলতান কায়েতবাই'(রহিঃ) হুজ্‌রাহ্'র চর্তুদিকে মর্মর পাথর দিয়ে হুজ্‌রাহ্'র নিম্নাংশ ২মিটার পর্যন্ত যে আচ্ছাদন দেয়া ছিল, তিনি সেটাকে ৩মিটার উচ্চতা পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন।[৪২২] পরবর্তীতে 'হুজ্‌রাহ্ নাবাবীয়া'র আর কোন সংস্কার কাজ হয় নাই বর্তমান সময় পর্যন্ত এবং 'হুজ্‌রাহ্ নাবাবীয়া'র চতুপার্শ্ব বাহিরের প্রাচীরের পরিমাপ হলো ক্বিব্‌লাহ্ বা দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্ব ১৫.৪৮মিটার করে, পূর্ব পার্শ্ব (১৬.৯০+৬.৮২) ২৩.৭২মিটার এবং পশ্চিম পার্শ্ব ২৪.০০মিটার(নক্সা নং ১-এ দেখুন)। 'উসমানী খলীফা 'আব্দুল মাজীদ খান'-এর শাসনামলে তিনি ১২৬৫-১২৭৭ হিজরী পর্যন্ত মাস্‌জিদ-ই নাবাবী সম্প্রসারণের কাজ করেন এবং দক্ষিণাংশে নতুন করে পিতলের প্রাচীর স্থাপন করেন এবং যা এখন পর্যন্ত অটুট রয়েছে।[৪২৩]

৪২২. ওয়াফাউল ওয়াফা-২/১৮১; আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা(বঙ্গানুবাদ), পৃঃ ১১৫।

৪২৩. ওয়াফাউল ওয়াফা- ২/৩৮৭; আদ্ দুর্‌রাতুস সামীনাহ্ ২/৩৬০; আত্ তা'রীফ পৃঃ ৩৯; তাহ্‌কীকুন নুস্‌রহ্ পৃঃ ৮৫; আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা(বঙ্গানুবাদ), পৃঃ ১১৮।

২৮.৫.১. রসুল(সাঃ) ক্ববৃর-এর ভিতরের চিত্র :

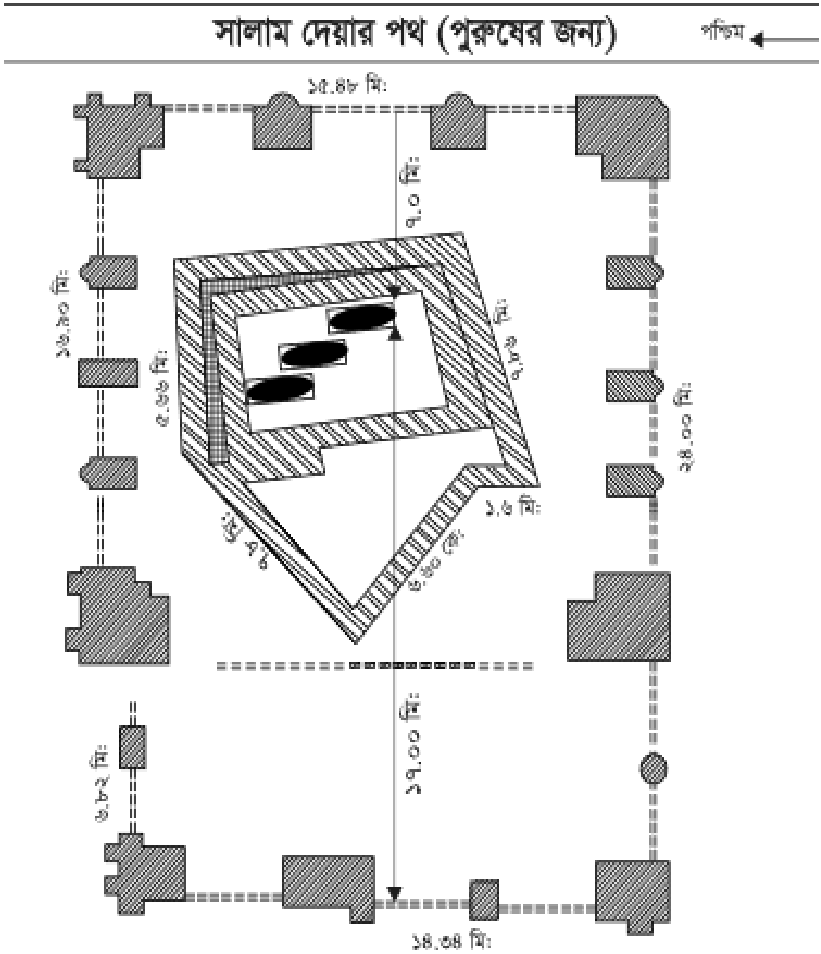

(নক্সা নং ১)

(রসুল(সাঃ) **এর ক্ববৃর ভিতরের চিত্র)**

সূত্রঃ বই-আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা(বঙ্গানুবাদ)

২৮.৫.২. হুজরাহ্ নাবাবীয়া'র দেয়াল স্পর্শ করা সম্পর্কে :

হুজরাহ্ নাবাবী'য়া একটি জড় বস্তু যা স্পর্শ করা জায়িয নেই। আবু হামিদ গাজ্জালী(রহি.) বলেন, 'নিশ্চয় পবিত্র স্থানসমূহকে স্পর্শ করা ও চুমু দেয়া ইহুদী ও খৃষ্টানদের অভ্যাস'।[৪২৪] সুতরাং হুজ্‌রাহ্'র দেয়াল, মিহ্‌রাব, মিম্বার, পিলার, দরজা, বেড়া বা প্রাচীরকে স্পর্শ করা বা চুমু দেয়া জায়িয নেই। কেননা এটি শির্কের ওয়াসীলাহ্ বা মাধ্যম।

২৮.৬. নাবী কারীম(সাঃ)-এর ক্বব্‌র যিয়ারত-এর সময় নিষিদ্ধ কর্মসমুহ :

যিয়ারত অর্থ সাক্ষাত করা, দেখা করা, বেড়ানো ইত্যাদি বুঝায়। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ক্বব্‌র হুজ্‌রাহ্'র অভ্যন্তরে অবস্থিত। যিয়ারত-এর সময় ক্বব্‌র-এর দেয়ালসমূহ স্পর্শ অথবা চুম্বন করা অথবা জড়িয়ে ধরা ইত্যাদি না জায়িয কাজ এবং যা হকপন্থী মুসলিম-দের কাছে অবৈধ বা শারি'আত সিদ্ধ নয়। বরং এটা এক প্রকার শির্‌ক। ক্বব্‌র ত্বওয়াফ্ করা, উহার সম্মুখে মাথা নত করা এবং সাজ্‌দাহ্ করা হরম।

বিপদ মুক্তি অথবা কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ্(সাঃ)-এর কাছে প্রার্থনাও করা যাবে না। বলা যাবে না যে, হে আল্লাহ্'র রসুল(সাঃ) আমাকে অমুক বিপদ থেকে মুক্ত করুন অথবা আর্থিক স্বচ্ছলতা দান করুন। কেননা এজাতীয় কথা বলাও শির্‌ক।

গুনাহ্ মাফ্ করানোর জন্য রসুলুল্লাহ্(সাঃ)-কে আল্লাহ্'র কাছে দু'আ করতে বলাও ঠিক নয়। কেননা রসুলুল্লাহ্(সাঃ)-এর ওফাত্-এর পূর্বে এরূপ করা যেতো কিন্তু ওফাত্-এর পর এ ধরণের আর কোনো অবকাশ নেই। মৃত্যুর পর মানুষের সকল কাজ রহিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একটি স্পষ্ট হাদীছ রয়েছে[৪২৫] এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা ক্বুর্‌আন আল্ কারীম-এ উল্লেখ করেছেন-

"আর আমি নাবীদেরকে বিশেষ করে এ জন্যই প্রেরণ করেছি, যেন তাদের আনুগত্য করা হয় আল্লাহ্'র আদেশে; আর যদি তারা নিজেদের ক্ষতি করার পর অনুতপ্ত হয়ে আপনার নিকট আসত, অনন্তর আল্লাহ্'র দরবারে ক্ষমা চাইত এবং রসুল(সাঃ) ও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন, তবে নিশ্চয় তারা আল্লাহ্'কে পেত তাওবাহ্ কবুলকারী দয়াময়"।[৪২৬]

২৮.৬.১. নাবী কারীম(সাঃ)-এর ক্বব্‌র যিয়ারত্ :

আল্লাহ্'র রসুল(সাঃ)-এর পূর্ণ নাম হলো **'মুহাম্মদ বিন্ আব্দুল্লাহ্ বিন্ আব্দুল মুত্তালিব বিন্ হাশিম'**। মহানবী হযরত মুহাম্মদ(সাঃ)-এর ক্বব্‌র যিয়ারত

---

৪২৪. আস্‌রারুল হাজ্জ, পৃ: ১৫৭, আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা(বঙ্গানুবাদ), পৃ: ১৩১।

৪২৫. সহীহ্ মুসলিম, হা/৪২২৩।

৪২৬. সূরা আন্ নিসা(৪): ৬৪

সর্ব্বসম্মতভাবে শ্রেষ্ঠ ছাওয়াব-এর কাজ। আপনার মানসিক তৃপ্তি ও মনের প্রশান্তি লাভের জন্য এর চেয়ে শ্রেয়তর ও বড় মাধ্যম আর হে। মাস্‌জিদ-ই নাবাবী-তে স্বলাত আদায় ও যিয়ারত্‌-এর উদ্দেশ্যে মাদীনা'য় যাওয়া সুন্নাত। মাস্‌জিদে প্রবেশ করে প্রথমে স্বলাত আদায় না করেই ক্কবর যিয়ারত্‌ করতে যাওয়া যাবে না। মাস্‌জিদ-ই নাববী-তে স্বলাত আদায়ের ফাজিলাত অনেক বেশী।

রসুলুল্লাহ্‌(সাঃ) বলেছেন, "যে আমার ক্কব্‌র যিয়ারত্‌ করবে, আমার শাফা'আত তার জন্য প্রাপ্য হবে"(হাদীছটি যাল)।[৪২৭]

রসুলুল্লাহ্‌(সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ছাওয়াব-এর উদ্দেশ্যে মাদীনা'য় আমার সাথে সাক্ষাত করবে, ক্বিয়ামাত্‌-এর দিন আমি তার সাক্ষী এবং শাফা'আত-কারী হবো"(হাদীছটি যাল)।[৪২৮]

রসুলুল্লাহ্‌(সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌ পর্যন্ত এসে হজ্জ করে গেল, অথচ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গেল না, সে ব্যক্তি যেন আমার উপরে যুলুম করে গেল'(হাদীছটি যাল)।[৪২৯]

২৮.৬.২. নাবী কারীম(সাঃ) ও তাঁর দুই সাহাবী'র ক্কব্‌র-এ সালাম পেশ করার নিয়ম :

যিয়ারত-কারী হুজ্‌রাহ্‌ নাবাবী'র পশ্চিম সাইড গেট নং **১** (বাবে সালাম, নক্সা নং-২, **ডি-১**) দিয়ে প্রবেশ করে রসুল(সাঃ) ও দুই সাহাবী'র ক্কব্‌র-এর নিকট আসবে। অতঃপর ক্বিব্‌লাহ্‌'র দিকে পিঠ করে নাবী কারীম(সাঃ)-এর ক্কব্‌র-কে সামনে রেখে এমন আদবের সাথে দাঁড়াতে হবে, যেন রসুলুল্লাহ্‌(সাঃ) আপনার সামনে। এ সময় দাঁড়ানোর সুযোগ না পেলে চলমান অবস্থাতেই রসুলুল্লাহ্‌(সাঃ)-এর প্রতি সালাম পেশ করুন, পৃথিবীর যাবতীয় চিন্তাভাবনা থেকে দিলকে মুক্ত করে একমন, একদিল হয়ে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে সালাম পেশ করতে হবে।

(১) এখানে অর্থাৎ ক্কব্‌র-এর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নাবী-কে(সম্বোধন করে) সালাম দেয়ার সময় **'ইয়া রসুলুল্লাহ্‌'** বা **'ইয়া হাবীবাল্লাহ্‌'** ইত্যাদি সম্মোধন করে সালাম পেশ করতে হবে।

---

৪২৭. হাইসামী, মাজ্‌মাউয যাওয়াইদ ৪/২; আল্‌বানী, ইর্‌ওয়াহ্‌ ৪/৩৩৯; হাদীসের নামে জালিয়াতি, হাদীস নং ১, পৃঃ ৫৭৯।

৪২৮. বায়হাক্কী, শু'আবুল ঈমান ৩/৪৮৯-৪৯০; শাওকানী, নাইলুল আউতার ৫/১৭৯; হাদীসের নামে জালিয়াতি, হাদীস নং ৫, পৃঃ ৫৮৩।

৪২৯. আল্লামা নাসিরুদ্দীন আল্‌বানী, যা'ঈফাহ্‌ ১/১১৯; হাদীসের নামে জালিয়াতি, হাদীস নং ১০, পৃঃ ৫৮৮; আল্‌ মাদীনা আল্‌ মুনাওয়ারা(বঙ্গানুবাদ), পৃঃ ১৫৬।

(২) আর পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে নাবী'র কাছে সালাম পাঠাতে হলে শুরুতে(প্রার্থনাজ্ঞপক ক্রিয়া দ্বারা) **'আল্ ল-হুম্মা স্বলি'আলা- ....'**/(অতীত কালের ক্রিয়া দ্বারা)**'স্বল্‌লাল্ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম'** বলতে হবে অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্! আমার সালাম আপনার নাবী'র কাছে পৌঁছে দিন ......' রসুলুল্লাহ্(সা:)-এর সম্মান ও মর্যাদার কথা স্মরণ করে মধ্যম আওয়াজে সালাম পেশ করতে হবে, উচ্চ:স্বরে সালাম পেশ করা যাবে না। সালাম এভাবে পাঠ করুন -

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ۔

উচ্চারণ : "আস্ স্বলা-তু ওয়াস্ সালা-মু 'আলাইকা আইয়্যুহন্নাবীউ ওয়া রহ্মাতুল্ ল-হি ওয়া বারকা-তুহু"।

বাংলা অর্থ- 'হে নাবী আপনার প্রতি শান্তি, রহ্মাত (এখানে 'স্বলাত' অর্থ রহ্মাত) ও বারকাত সমূহ বর্ষিত হউক'।

ব্যাখ্যা : 'স্বলাত' শব্দটি যখন আল্লাহ্'র ক্ষেত্রে বান্দাদের জন্য ব্যবহার করা হয় তখন এর অর্থ হয় **'রহ্মাত, অনুগ্রহ'**। আর যখন এটি ফিরিশতাদের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হয় **'দু'আ, ইস্‌তিগ্‌ফার'**(ফাত্হুল কাদীর)।

রসুলুল্লাহ্(সা:)-এর গুণাবলির সাথে সংগতিপূর্ণ আরো বলা যেতে পারে-

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ۔

উচ্চারণ : "আস্ স্বলা-তু ওয়াস্ সালা-মু 'আলাইকা ইয়া- রসু-লাল্ ল-হ্"।

বাংলা অর্থ- 'আপনার উপর রহ্মাত ও শান্তি বর্ষিত হউক হে আল্লাহ্'র রসুল'।[৪৩০]

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ۔

উচ্চারণ : "আস্ স্বলা-তু ওয়াস্ সালা-মু 'আলাইকা ইয়া- হবী-বাল্ ল-হ্"।

বাংলা অর্থ- 'আপনার উপর রহ্মাত ও শান্তি বর্ষিত হউক হে আল্লাহ্'র হাবীব'।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ۔

উচ্চারণ : "আস্ স্বলা-তু ওয়াস্ সালা-মু 'আলাইকা ইয়া- রহ্ মাতাল্ লিল্ 'আ-লামী--ন্"।

---

৪৩০. বায়হাক্বী, হা/১০৩৬৬; আব্দুর রাযযাক, হজ্জ ও উমরা, পৃ.১২৩।

বাংলা অর্থ- 'আপনার উপর রহ্‌মাত ও শান্তি বর্ষিত হউক হে আল্লাহ্'র শান্তির দূত'।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ۔

উচ্চারণ : "আস্ স্বলা-তু ওয়াস্ সালা-মু 'আলাইকা ইয়া- সায়্যিদাল্ মুর্‌সালী--ন্"।

বাংলা অর্থ- 'আপনার উপর রহ্‌মাত ও শান্তি বর্ষিত হউক হে প্রেরিত রসুলগণের সর্দার'।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ۔

উচ্চারণ : "আস্ স্বলা-তু ওয়াস্ সালা-মু 'আলাইকা ইয়া- খ-তামান্ নাবী-য়্যী--ন্"।

বাংলা অর্থ- 'আপনার উপর রহ্‌মাত ও শান্তি বর্ষিত হউক হে আল্লাহ্'র শেষ নাবী'।[৪৩১]

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ۔

উচ্চারণ : "আস্ স্বলা-তু ওয়াস্ সালা-মু 'আলাইকা ইয়া- শাফী-য়্যীল্ মুয্‌নিবী--ন্"।

বাংলা অর্থ- 'আপনার উপর রহ্‌মাত ও শান্তি বর্ষিত হউক হে সুপারিশকারীর অধিকারী'।

তারপর ডানদিকে সরে গিয়ে হযরত আবা বাকার্ সিদ্দীক্ব(রা:)-এর চেহারা বরাবর দাঁড়িয়ে পাঠ করুন -

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَالِفَتَ رَسُوْلُ اللهِ اَبَا بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ،

وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ۔

উচ্চারণ : "আস্ সালা-মু 'আলাইকা ইয়া- খ-লিফাতা রসু-লুল্ ল-হি আবা-বাক্‌রিনিস্ সিদ্দীক্ব্, ওয়া রহ্‌মাতুল্ ল-হি ওয়া বারকা-তুহু"।

বাংলা অর্থ- 'হে আল্লাহ্'র রসুল(সা:)-এর খলিফা আবা বাকার সিদ্দীক্ব(রা:)! আপনার উপর শান্তি, রহ্‌মাত্ ও বারকাত্ অবতীর্ণ হোক'।[৪৩২]

তারপর ডানদিকে সরে গিয়ে হযরত 'উমার্ ফারুক(রা:)-এর চেহারা বরাবর দাঁড়িয়ে পাঠ করুন -

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ الْفَارُوْقِ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

---

৪৩১. সূরা আল্ আহ্‌যাব(৩৩): ৪০

৪৩২. বায়হাক্বী, হা/১০৩৬৬; আব্দুর রাযযাক, হজ্জ ও উমরা, পৃ.১২৩।

উচ্চারণ : “আস্ সালা-মু ‘আলাইকা ইয়া- আমীরল্ মু‘অ্মিনী-না ‘উমারল্ ফা-রু--ক্ব্, রহ্মাতুল্ ল-হি ওয়া বারকা-তুহু”।

বাংলা অর্থ- “হে আমীরুল মু‘অ্মিনীন উমার্ ফারুক্ব(রঃ)! আপনার উপর শান্তি, রহ্মাত্ ও বারকাত্ অবতীর্ণ হোক”।[৪৩৩]

এরপর পূর্ব দিকের আল্ বাক্বী দরজা/গেট নং **৪১** দিয়ে বাইরে চলে আসুন। এ সময় ক্বিবলাহ্’মুখী হয়ে বা ক্ববর-এর দিকে মুখ করে দু‘আ করার কোন প্রয়োজন নেই। ক্ববর যিয়ারত্ শেষ করে বাহিরে এসে ২(দুই) রক্‘আত নাফল স্বলাত আদায় করে আল্লাহ্’র কাছে দু‘আ প্রার্থনা করুন। এখানে আর অন্য কোন ‘আমাল নেই।

২৮.৬.৩. রসুল(সাঃ) সালাম-এর জবাব কিভাবে দেন :

রসুলুল্লাহ্(সাঃ)-এর ক্ববর এর কাছে এসে সালাম দেয়া বা পৃথিবীর যে স্থান থেকেই সালাম দেয়া হোক, তিনি সালাম-এর জবাব কিভাবে দেন? রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কর্তৃক সালাম-এর জবাব দেয়ার বিষয়টি **‘আলামি বার্যাখি’** সংশ্লিষ্ট। তাঁর নিকটে সালাম পৌঁছে দেয়া হলে তিনি **‘আলামি বার্যাখি’**ই এর জবাব দিয়ে থাকেন। কেমনে দেন আল্লাহ্ তায়ালা’য় ভাল জানেন। এটা মানুষের জানা বা মানুষের চিন্তা সংশ্লিষ্টের অজানা বিষয়। তাবলে রসুলুল্লাহ্(সাঃ) ক্ববর-এ জীবিত আছেন এবং সকলের সালাম শুনেন ও জবাব দেন সাধারণ ভাবনায় একথা সঠিক নয় বা এটা হলো আল্লাহ্ আমাদের বুঝবার যে জ্ঞান দিয়েছেন তার বাহিরে।

তবে এ ব্যাপারে একটি হাদীছ-এ দেখা যায় যে, আবু হুরইরাহ্(র.) হতে বর্ণিত, রসুল(সাঃ) বলেছেন, “কেউ আমার উপর সালাম পাঠ করলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা আমার কাছে আমার ‘রুহ্’ ফিরিয়ে দেন যাতে আমি তার সালাম-এর উত্তর দিতে পারি”।[৪৩৪]

২৮.৭. মহিলারা কিভাবে রসুল(সাঃ)-এর ক্ববর যিয়ারত্ এবং ‘রিয়াদ্বুন জান্নাত্’-এ স্বলাত আদায় করবেন :

মহিলাদের জন্য ফাজ্‌র, যুহ্‌র ও ‘ঈশা এ তিন ওয়াক্বত্ স্বলাত আদায়ের পর বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে করে ক্ববর যিয়ারত্ ও ‘রিয়াদ্বুন জান্নাহ্’ এর মাঝামাঝি পার্টিশন দিয়ে ২(দুই) রক্‘আত স্বলাত আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

---

৪৩৩. বায়হাক্বী, আস্-সুনানুল কুব্‌রা, হা/১০৫৭০।

৪৩৪. সুনানে আবু দাউদ, হা/২০৪১; মিশকাত, হা/৯২৫; সহীহুল আল্ জামি‘, হা/৫৬৭৯; বায়হাক্বী’র দা‘ওয়াতে কাবীর, হা/১৭৮।

মহিলাদের ভিতরে প্রবেশ করতে হবে উত্তর দিকের(পূর্ব সাইডে) **গেট নং ২৫ অথবা ২৬** দিয়ে। ভিতরে প্রবেশের আগে কয়েকজন মিলে একটি গ্রুপ করে নিলে ভালো হয়, প্রয়োজন হলে কোন একটি পিলারকে নির্দ্দিষ্ট করে নিবেন।

কোন কারণে যদি দল থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বা যাতে হারিয়ে না যায়, সেজন্য সে এ পিলারের নিকট এসে দাঁড়িয়ে থাকবে। ভিতরে প্রবেশ করার পর অপ্রয়োজনীয় কোন কথা-বার্তা না বলে নির্দ্দিষ্ট একটি জায়গায় বসুন এবং রসুল(সাঃ)-এর প্রতি সালাম ও দরুদ পাঠ করতে থাকুন। এরপর আপনার গ্রুপের পালা আসলে 'রিয়াদ্বুন জান্নাহ্'তে প্রবেশ করে ২(দুই) রক্'আত নাফল স্বলাত আদায় করে বের হয়ে আসুন।

২৮.৮. রসুল(সাঃ)-এর ক্ববর-এ অন্য জনের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছানোর হুকুম কি :

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নু মাস্‌উদ(র.) বলেন রসুল(সাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্'র একদল মালা'ইকা রয়েছে, যারা পৃথিবীতে বিচরণ করে। তারা আমার উম্মতের সালাম আমার নিকটে পৌঁছিয়ে দেয়'।[৪৩৫]

হজ্জ বা 'উম্‌রাহ্ গমনের সময় অনেকে বলে থাকেন, 'মাদীনা'য় রসুল(সাঃ)-এর ক্ববর-এ আমার সালাম পৌঁছে দিয়েন'। এটা জায়িয নেই এবং এ সম্পর্কে কোন হাদীছও নেই। আর এভাবে সালাম দেয়া বা পাঠানোর পদ্ধতি সঠিক নয়, কারণ উপরের হাদীছটি প্রমাণ করে, আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে মালাইকা রয়েছে যারা মানুষের সালাম রসুল(সাঃ)-এর নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। আর আপনি যদি কোন মানুষের মাধ্যমে সালাম পাঠান তাহলে সেটা তো একজন মানুষের মাধ্যমে পাঠানো হলো, তাহলে সালাম পাঠানোর পদ্ধতি কোনটা শ্রেষ্ঠ হলো ফেরেশতাদের মাধ্যমে পাঠানো না মানুষের মাধ্যমে পাঠানো ?

অতএব মনের মধ্যে এধরণের চিন্তা-চেতনা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এটা কোন অধিক ছাওয়াব পাওয়ার মাধ্যম নয়! এটা একটা বিদ্'আতী আক্বীদাহ্। কারো সালাম পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য কোন মানুষ লাগবে না।

২৮.৯. মাস্‌জিদ-ই নাবাবী যিয়ারত্ কালীন ভুল-ত্রুটি :

(১) মাদীনা যিয়ারত্ হজ্জ-এর অংশ হিসাবে মনে করা বা রসুলুল্লাহ্(সাঃ)-এর ক্ববর যিয়ারত্ ওয়াজিব মনে করা।

(২) মাস্‌জিদ-ই নাববী-তে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক(যেমন অনেকেই যাল হাদীছ-এর আলোকে ৪০ ওয়াক্ত্ বলে থাকেন) স্বলাত আদায় ওয়াজিব মনে করা।

---

৪৩৫. নাসাঈ, হা/১২৮২; মিশকাত, হা/৯২৪।

(২) মাস্‌জিদ-ই নাববী'র ভেতর রসুলুল্লাহ্(সাঃ)-এর মিহ্‌রাব-এ ও 'উসমানী মিহ্‌রব-এ ২(দুই) রক্'আত স্বলাত আদায় করা এবং একে বারকাত-ময় মনে করা।

(৩) মাস্‌জিদ-ই নাববী'র দেয়াল, রসুলুল্লাহ্(সাঃ)-এর মিহ্‌রাব ও মিম্বার বারকাত-এর উদ্দেশ্যে স্পর্শ করা, কিংবা এতে চুম্বন করা।

(৪) রসুলুল্লাহ্(সাঃ)-এর ক্ববর'কে সামনে রেখে দু'হাত উর্দ্ধে তুলে দু'আ করার যে পদ্ধতি কিছু সংখ্যক যিয়ারত্-কারী করে থাকেন তা সম্পূর্ণ বিদ্'আত।

(৫) রসুলুল্লাহ্(সাঃ)-এর ক্ববর-কে **রওজাহ্** বলা যাবে না(এ ভূল ধারণাটি বহু বছর ধরে মানুষের মাঝে প্রচলিত রয়েছে, শুধু এ উপমহাদেশ নয় পৃথিবীর বহু দেশের মানুষ এ ধারণা পোষণ করে থাকে) বা **'ক্ববর মুবারক'**ও বলা যাবে না (কারণ 'মুবারক' অর্থ বারকাত-ময় বা কল্যাণময়)।

কারণ 'রওজাহ্' মানে ক্ববর নয়। রওজা/রওজাহ্ হলো রসুলুল্লাহ্(সাঃ)-এর বাড়ী(হুজ্‌রাহ্ নাবাবী) আর মিম্বার-এর মাঝখানের স্থানটিকে সংক্ষেপে **'রওজায়ি জান্নাহ্'** বা 'রিয়াদ্বুন জান্নাহ্' বলা হয়(এ বইয়ের শেষে নক্সা নং-২, **১৯** লাইন টানা সম্পূর্ণ অংশটি দেখুন)।

(৬) 'উহুদ পাহাড়ের বিভিন্ন গুহায় যাওয়া, অনুরুপ ভাবে মাক্কা'র গারে হেরা ও গারে সাওর্-এ যাওয়া এবং সেখানে ছেঁড়া কাপড় ও নেকড়া বাঁধা আর এমন জাতীয় দু'আ করা যাতে আল্লাহ্'র অনুমতি নেই। এ ব্যাপারে অতিরিক্ত কষ্ট করা এগুলো সবই বিদ্'আত। শারী'আত-এ এর কোন ভিত্তি নেই।

(৭) এমন কতিপয় স্থানের যিয়ারত্ করা এবং সেখানে এ ধারণা পোষণ করা যে, এগুলো রসুলুল্লাহ্(সাঃ)-এর নিদর্শন। যেমন- উষ্ট্রী বসার স্থান, আংটির কুপ বা হযরত 'উসমান(রঃ)-এর কুপ ইত্যাদি। আর বারকাত্ লাভের আশায় এ সমস্ত স্থান থেকে মাটি সংগ্রহ করা।

(৮) বাক্বী'ইল্ গারক্বদ্(বাক্বী ক্ববরস্থান) ও 'উহুদের যুদ্ধে শহীদের ক্ববর স্থানে গিয়ে তাঁদের ক্ববর যিয়ারত্ কালে ক্ববর-এ শায়িত ব্যক্তিদের আহ্বান করা এবং কল্যাণ-বারকাত্ লাভের আশায় সেখানে টাকা পয়সা নিক্ষেপ করা।

(৯) সাত মাস্‌জিদ নামক স্থানে গিয়ে ফাজিলাত লাভের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি মাস্‌জিদ-এ ২(দুই) রক্'আত করে স্বলাত আদায় করা। মাদীনা'য় থাকাকালীন সময়ে খালি পায়ে চলা এ বিশ্বাসে যে মাদীনা'য় জুতা পরিধান করা উচিৎ নয় বা পাপের কাজ।

২৯. মাদীনা মুনাওয়ারা'র দর্শনীয় স্থান সমুহ

২৯.১. ক্ববর সমুহ :

২৯.১.১. বাক্বী-'ইল্ গারক্বদ্দ(بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ) :

বাক্বী'ইল্ গার্ক্বাদ্ মাস্‌জিদ-এ নাববী'র পূর্ব পাশে অবস্থিত। রসুলুল্লাহ্(সা:) যখন ক্ববরস্থান হিসাবে এ স্থানটিকে নির্বাচন করেন, তখন উক্ত স্থানে একটি গাছ ছিল এবং সে গাছটির নাম ছিল 'গার্‌ক্বদ্দ্' ।[৪৩৬] গাছটি ছিল বিভিন্ন রং বিশিষ্ট এক প্রকার কাঁটাগাছ। তার ফল লাল রং-এর হয়ে থাকে। এ গাছটি সাধারণত: মরুভূমি এলাকায় অল্প পানিতে বেঁচে থাকে।

এখানে নাবী(সা:)-এর তিন কন্যা ও পুত্র ইব্‌রাহীম, হযরত ফাতিমা(র.), হযরত উম্মে কুলসুম(র.), হযরত রুকাইয়া(র.), হযরত জয়নব(র.), মা হালিমা, বিবি খদিজা(র.) ও মায়মুনা ব্যতীত সকল স্ত্রীগণ, তাঁর চাচা হযরত আব্বাস(র.) এবং দুই ফুফু, হযরত সাফিয়া(র.), হযরত আতিকা(র.)। এছাড়াও হযরত হাসান(র.), হযরত ফাতিমা বিন্‌তে আসাদ(র.), হযরত আলী(র:) এর মাতা ও হযরত 'উসমান বিন্ আফ্‌ফান(র:), হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাসউদ(র.), হযরত সা'দ ইব্‌নু মা'আজ(র.) সহ অগণিত সাহাবা(র.), তাবি'ঈন, আওলিয়া কিরাম সহ অসংখ্য ক্ববর রয়েছে। ইমাম মালিক(রহি.)-এর বর্ণনা মতে, প্রায় ১০ হাজার সাহাবা এ ক্ববর-এ শায়িত আছেন। **বাক্বী'ইল্ গার্‌ক্বাদ্**-এ সমাহিত মুমিনগণের প্রতি সালাম দেয়ার সুন্নাত তরিকা হলো অনির্দ্দিষ্টভাবে সবাইকে একসাথে সালাম দেয়া ও তাঁদের জন্য দু'আ করা। এক হাদীছ-এ এসেছে, ক্ববর যিয়ারত্ করতে গেলে রসুলুল্লাহ্(সা:) তাঁদেরকে শিখাতেন এবং তাঁদের মধ্যে একজন বলতেন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَآءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ـ

উচ্চারণ : "আস্ সালা-মু 'আলাইকুম আহ্‌লাদ্ দিইয়া-রি মিনাল্ মু'অ্‌মিনী-না ওয়াল্ মুস্‌লিমী-না ওয়া ইন্না- ইন্ শা--আল্ ল-হু বিকুম লা-হিক্বু--ন্, নাস্ আলুল্ ল-হা লানা- ওয়া লাকুমুল্ 'আ-ফিয়াহ্"।

বাংলা অর্থ : 'হে অত্র জায়গার ক্ববর বাসী মু'অ্‌মিন ও মুসলিমগণ! আপনাদের প্রতি সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি ইন্ শা-- আল্লাহ্! আমরা আমাদের ও আপনাদের জন্য আল্লাহ্'র

৪৩৬. আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা(বঙ্গানুবাদ), পৃ: ১৬৮।

কাছে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি’[৪৩৭] (হে আল্লাহ্! বাক্বী‘ইল্ গার্‌ক্বাদ্ বাসীদেরকে মাফ্ করে দিন)।

ক্ববর যিয়ারত-এর সময় এরূপ সংক্ষিপ্ত সালাম ও দু‘আ পাঠ করাই সুন্নাত। এ সময় ক্বুর্‌আন তিলাওয়াত্ বা ক্বুর্‌আন-এর কিছু সূরা পাঠ করে ‘বখশে দেয়া’ বা ছাওয়াব পাঠানোর কথা কোন সহীহ্ হাদীছে বর্ণিত হয় নাই।

হাজীদের ক্ববর যিয়ারত্ ও দর্শনের জন্য প্রতিদিন ফাজ্‌র ও ‘আস্বর স্বলাত-এর পর ক্ববরস্থান খুলে দেয়া হয়।

প্রতিদিন বাক্বী‘ইল্ গার্‌ক্বাদ্ যিয়ারত্ করা যাবে না। প্রতি স্বলাত-এর পর ক্ববরে সালাম দেয়া যাবে না। ক্ববর যিয়ারত্ করে বের হওয়ার সময় মাথা নত করা যাবে না।

২৯.১.২. ক্ববর যিয়ারত্ সম্পর্কে রসুল(সাঃ)-এর নির্দেশনা :

আবু হুরইরাহ্(র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘রসুলুল্লাহ্(সাঃ) তাঁর মায়ের ক্ববর যিয়ারত্ করতে গেলেন। তিনি ...... বলেন, ‘তোমরা ক্ববর যিয়ারত্ কর। কেননা ক্ববর যিয়ারত তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়’।[৪৩৮]

রসুলুল্লাহ্(সাঃ) শহীদদের ক্ববর যিয়ারত করেছেন।[৪৩৯]

২৯.১.৩. ক্ববর যিয়ারত্-এর আদব বা দু‘আ পেশে বিধি-নিষেধ :

আবেগ তাড়িত হয়ে ক্ববর বাসীদের ওয়াসীলাহ্ বানিয়ে দু‘আ করা সঠিক নয় অর্থাৎ এরুপ বলা যে, ‘হে আল্লাহ্ বাক্বী‘ইল্ গার্‌ক্বাদ্ ক্ববরস্থান-এ(‘জান্নাতুল বাক্বী’ বলা ভূল, কারণ আরবী ‘জান্নাত’ অর্থ হচ্ছে ‘বাগান’, আর ‘বাক্বী’ হচ্ছে আল্লাহ্’র একটি নাম অর্থ-‘যিনি সর্বদা আছেন বা সৃষ্টি ধ্বংসের পরেও যিনি থাকবেন’) শায়িত বুজুর্গ ব্যক্তিদের ওয়াসীলাহ্’য় আমাকে ক্ষমা করে দিন’ যা মারাত্মক ধরণের অপরাধ। হাদীছ-এ যে ভাবে বর্ণনা আছে সেটুকু বলাতেই কল্যাণ ও বারকাত্ নিহিত রয়েছে অর্থাৎ সকল প্রকারের শিরকী আক্বীদাহ্ ও বিদ‘আত্-ই ‘আমাল থেকে মুক্ত মন নিয়ে কেবল মৃতের জন্য দু‘আ এবং আখিরাত্-কে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে ক্ববর যিয়ারত করবেন। ক্বিব্‌লামুখী হয়ে দু’হাত তুলে দু‘আ করবে, ক্ববর-এর দিকে হাত তুলে নয়![৪৪০] ক্ববর যিয়ারত্ করে বের হওয়ার সময় মাথা নত করা যাবে না।

২৯.২. মাস্‌জিদ সমুহ :

২৯.২.১. মাস্‌জিদ-ই সাহাবা :

মাস্‌জিদ-এ নাববী’র উত্তর গেট দিয়ে বেরিয়েই সাহাবা’দের মাস্‌জিদ। পাশাপাশি দু’টি এবং একটি, একটু দূরে একই ডিজাইনে করা তিনটি মাস্‌জিদ। এগুলোকে ‘সাহাবা মাস্‌জিদ’ বলা হয়।

---

৪৩৭. সহীহ্ মুসলিম, হা/৯৭৫; নাসাঈ, হা/২০৪০; মিশকাত, হা/১৭৬৪; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/১৫৪৭।

৪৩৮. মুসলিম, হা/২১৪৯; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/১৫৬৯-৭০; নাসাঈ, হা/২০৩৪; আবু দাউদ, হা/৩২৩৪।

৪৩৯. বায়হাক্বী, হা/১০৩৯৪।

৪৪০. সহীহ্ মুসলিম, হা/১২১৮।

২৯.২.২. মাস্‌জিদ-ই ‘উবাই :

এটা বাক্বী‘ইল্ গার্ক্বাদ্-এর সন্নিকটে অবস্থিত। এখানে হযরত ‘উবাই ইব্‌নু কা‘ব্(র.)-এর বাড়ী ছিল। নাবী কারীম(সা:) প্রায়ই এখানে গমন করতেন এবং স্বলাত আদায় করতেন।

২৯.২.৩. মাস্‌জিদ-ই ক্বুবা’(قُبَاءَ) :

ক্বুবা মূলত একটি প্রাচীন কুপের নাম ছিল। ক্বুবা’ মাস্‌জিদ মাস্‌জিদ-ই নাববী থেকে প্রায় ৩কি:মি: দূরে দক্ষিণে অবস্থিত। হযরত মুহাম্মদ(সা:) মাদীনা’য় হিজ্‌রাত-এর সময় যখন মাদীনা’র কাছাকাছি আসলেন এবং ক্বুবাা’য় পৌঁছে তিনি আবু আইয়ুব আনসারী(র.)-এর ঘরে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং এ স্থানে প্রায় ১২দিন ছিলেন। প্রথম দিন থেকেই এখানে স্বলাত আদায় শুরু করেন এবং পরবর্তীতে সে স্থানে তিনি নিজ হস্তে ভিত্তি স্থাপন করে মাস্‌জিদ নির্মাণ করেন। ইহাই হলো বিশ্বের ইসলাম-এর ইতিহাসে **সর্ব প্রথম মাস্‌জিদ**। ইহা মাস্‌জিদ আল্ হর-ম, মাস্‌জিদ আল্-আক্ব্স্ব এবং মাস্‌জিদ-ই নাববী’র পর সমস্ত মাস্‌জিদ হতে উত্তম। রসুলুল্লাহ্(সা:) বলেছেন, “বাসা/হোটেল থেকে উযু করে মাস্‌জিদ-ই ক্বুবা’য় দু’রক্‘আত স্বলাত আদায়ের ছাওয়াব এক ‘উম্‌রাহ্’র সমান”।[৪৪১] মাস্‌জিদ-ই কুব্বা’য় প্রবেশ করে দু’রক্‘আত নাফল স্বলাত আদায় শেষ করে আপনি বের হয়ে যাবেন, এখানে আর অন্য কোন ‘আমাল নেই।

বাদশাহ্ ফাহাদ্ বিন্ আব্দূল আজিজ ১৪০৭ হিজরীতে সর্বশেষ সংস্কার কাজ শেষ করেন। ফলে এর আয়তন দাঁড়ায় ১৩,৫০০স্কয়ার মিটার এবং বর্তমানে প্রায় ২০,০০০ মুছল্লী একত্রে স্বলাত আদায় করতে পারেন।

২৯.২.৪. মাস্‌জিদ-ই জুমু‘আহ্(جُمُعَةٌ):

এটা কুব্বা’র নতুন রাস্তা হতে পূর্ব দিকে যানুনা উপত্যকায় ‘বুস্তানুল জাযা‘অ্ অর্থাৎ এটা মাদীনা’র বানি সালিম সম্প্রদায়ের এলাকা ছিল। রসুলুল্লাহ্(সা:) হিজ্‌রাত-এর সময় মাক্কা থেকে মাদীনা যাবার পথে উক্ত স্থানে একশত সাহাবা’কে নিয়ে প্রথম জুমু‘আহ্’র স্বলাত আদায় করেন এবং সেখানেই এ মাস্‌জিদ’টি নির্মিত হয়।

বাদশাহ্ ফাহাদ্ বিন্ আব্দুল আজিজ ১৪০৯ হিজরীতে মাস্‌জিদ’টির সর্বশেষ সংস্কার কাজ শেষ করেন।

---

৪৪১. ইব্‌নু মাযাহ্, হা/১৪১১-১২; তিরমিযী, হা/৩২৪; নাসাঈ, হা/৬৯৯; বায়হাক্বী, হা/১০৫৯৪; আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা(বঙ্গানুবাদ), পৃ: ১৫৯।

২৯.২.৫. মাস্‌জিদ-ই গামামাহ্ বা মুসাল্লাহ্ :

এটাকে 'মাস্‌জিদ-ই মুসাল্লাহ্'ও বলা হয়। রসুলুল্লাহ্(সা:) প্রথম 'ঈদ-এর স্বলাত ও শেষ জীবনের 'ঈদ-এর স্বলাত গুলো মাস্‌জিদ-ই গামামাহ্'র স্থানে আদায় করেন। এ স্থানে রসুলুল্লাহ্(সা:) বৃষ্টির জন্য স্বলাত পড়েছেন বলে একে মাস্‌জিদ-ই 'গামামাহ্'(অর্থ মেঘ) বলা হয়। এটিও মাস্‌জিদ-ই নাববী'র দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

২৯.২.৬. মাস্‌জিদ-ই আবু বাকার(রঃ) :

এটি মাস্‌জিদ-ই গামামাহ্'র উত্তরে অবস্থিত। হযরত আবু বাকার্(রঃ) খলিফা থাকাকালে এ মাস্‌জিদ-এ 'ঈদ-এর স্বলাত পড়ান। তাই এটি মাস্‌জিদ-ই আবু বাকার(রঃ) হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

২৯.২.৭. মাস্‌জিদ-ই আলী(রঃ) :

এটাও মাস্‌জিদ-ই গামামাহ্'র কাছাকাছি অবস্থিত। হযরত 'উসমান(রঃ) যখন গৃহে অন্তরীণ ছিলেন, তখন হযরত আলী(রঃ) এখানে 'ঈদ-এর স্বলাত আদায় করেছিলেন। এ কারণেই সম্ভবতঃ এ মাস্‌জিদ-এর নাম হয়েছে মাস্‌জিদ-ই আলী(রঃ)।

২৯.২.৮. মাস্‌জিদ-ই 'উমার(রঃ) :

এ মাস্‌জিদ'টি মাস্‌জিদ-ই গামামাহ্'র সামান্য দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে হযরত 'উমার(রঃ) কখনও কখনও স্বলাত আদায় করেছেন। আবার কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, রসুলুল্লাহ্(সা:) ও এখানে 'ঈদ-এর স্বলাত পড়েছেন।

২৯.২..৯. মাস্‌জিদ-ই হযরত বিলাল(র.) :

মাস্‌জিদ-ই নাববী'র দক্ষিণ দিকে এ মাসজিদ'টি অবস্থিত। মাস্‌জিদ-ই নাববী'র দক্ষিণ বাউন্ডারী ওয়াল গেট নং ৩৬৫ থেকে ৫/৬ মিনিটে সহজে পায়ে হেঁটে মাস্‌জিদে যাওয়া যায় এবং এ মাস্‌জিদে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তত স্বলাত আদায় হয়ে থাকে। হযরত বিলাল(র.) ছিলেন মুসলিমদের প্রথম মুয়াজ্জিন।

এ মাস্‌জিদের নীচ তলায় প্রচুর স্বর্ণের দোকান রয়েছে এবং বেসমেন্ট ফ্লোরের দোকানগুলোতে সবধরণের জিনিসপত্র কিনতে পাওয়া যায়।

২৯.২.১০. ক্বিব্‌লাহ্ পরিবর্তন ও মাস্‌জিদ-ই ক্বিব্‌লাতা'ঈন :

২৯.২.১০.১. ক্বিব্‌লাহ্ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট ও তার বর্ণনা :

ক্বিব্‌লাহ্ পরিবর্তনের আয়াতটি হিজ্‌রাত-এর ১৬-১৭ মাস পরে দ্বিতীয় হিজরীর রজব বা শা'বান মাসে নাযিল হয়। ইব্‌নু স্ব'দ বর্ণনা করেছেন, রসুল(সা:) একটি দাওয়াত উপলক্ষে 'উম্মি বিশ্‌র ইব্‌নু বারা ইব্‌নু মা'রুর-এর ঘরে গিয়েছিলেন। সেখানে 'যুহ্‌র স্বলাত'-এর সময় হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেখানে স্বলাত-এ লোকদের ইমামাতি করতেছিলেন। ২ রক্‌আ'ত স্বলাত আদায় হয়ে গিয়েছিল, এমন সময়ে

তৃতীয় রক্‌আ'ত-এ ওহী'র মাধ্যমে সূরা বাক্বরাহ্(২): ১৪৪ নং আয়াতটি নাযিল হল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ও তাঁর সাথে জামা'আত-এ শামিলকৃত মুসল্লীরা বায়তুল মুক্বাদ্দাস্-এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কা'বা'র দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।[৪৪২]

এরপর মাদীনা ও মাদীনার আশেপাশে এ নির্দেশটি সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেয়া হল। আনাস্ ইব্‌নু মালিক বলেন, এ খবরটি কুব্বা'য় পৌঁছাল পরের দিন ফাজ্‌র-এর স্বলাত-এর সময়। লোকেরা ১ রক্'আত স্বলাত শেষ করেছিল, এমন সময় জনৈক ব্যক্তি ভোর বেলা 'বানু সালমাহ্' গোত্রের এলাকা দিয়ে অতিক্রম কালে তাদের কানে আওয়াজ পৌঁছাল সাবধান! ক্বিব্‌লাহ্ বদলে গেছে। এখন কা'বা'র দিকে ক্বিব্‌লাহ্ নির্দিষ্ট হয়েছে। এ কথা শুনার সাথে সাথেই সমগ্র জামা'আত কা'বার দিকে মুখ ফিরালো।[৪৪৩]

২৯.২.১০.২. মাস্‌জিদ-ই ক্বিব্‌লাতা'ঈন :

'মাস্‌জিদ-ই ক্বিবলাতা'ঈন' বা 'দুই ক্বিব্‌লাহ্‌ধারী মাস্‌জিদ'। এটা মাদীনা মুনাওয়ারা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৪কিমিঃ দূরত্বে অবস্থিত। কোন কোন মানুষ এটিকে **'মাস্‌জিদ-ই ক্বিবলাতা'ঈন'** বলে থাকেন। কারণ হিসাবে তারা বলেন, এ মাসজিদ-এ সাহাবাগণ স্বলাত আদায় করা অবস্থায় মাস্‌জিদ-ই আল্-আক্ব্‌স্বা'র দিক থেকে মাসজিদুল হর-ম এর দিকে ক্বিবলাহ্ পরিবর্তন হওয়ার খবর আসে। অত:পর তাঁরা উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে ঘুরে যান।

'মাস্‌জিদ-ই ক্বিবলাতা'ঈন' ক্বিবলাহ্ পরিবর্তন হওয়ার স্থান এ কথার কোন প্রমাণ নেই। সামহুদী(রহি.) বলেন, 'এটা ঐ সমস্ত মাস্‌জিদ-এর অন্তর্ভূক্ত যেগুলোর হাকীক্বাত বা মূল ইতিহাস জানা যায় না'।

আবার উপরের তাফসীরের বর্ণনা বা অন্য কোন বর্ণনা থেকেও পাওয়া যায় না যে, ক্বিবলাহ্ পরিবর্তন হওয়ার স্থান বা রসুল(সা:) যে স্থানে যুহ্‌র-এর স্বলাত আদায়কালীন সময়ে আয়াত নাযিল হয়েছিল পরবর্তীতে সে স্থানেই এ মাসজিদ'টি নির্মিত হয়েছে। আরো দেখা যায় যে, আয়াত নাযিল হওয়ার পর এর সংবাদ বিভিন্ন মাস্‌জিদ-এ পৌঁছতে বিভিন্ন সময়ে লেগেছে। কারণ দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের কোন ব্যবস্থাই সে সময় ছিল না। সে সময় মাস্‌জিদ-ই নাবাবী, মাস্‌জিদ-ই কুব্বা'সহ সকল মাস্‌জিদ-এই যখন যেখানে স্বলাত-রত অবস্থায় সংবাদ

---

৪৪২. সূরা আল্ বাক্বরহ্(২): ১৪৪, তাফসীরে ড. আবু বাকার মোহাম্মদ জাকারিয়া (হাফি:) ; তাবাকাতি ইব্‌নু স্ব'দ্, ১/২৪২।

৪৪৩. সূরা আল্ বাক্বরহ্(২): ১৪৪, তাফসীরে ড. আবু বাকার মোহাম্মদ জাকারিয়া (হাফি:); সহীহ্ মুসলিম, হা/১০৬৫-৬৭।

পৌঁছেছে তখনই ক্বিবলাহ্ পরিবর্তন করে দ্বিতীয় ক্বিবলাহ্'র দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় সম্পন্ন হয়েছে।[৪৪৪]

দ্বিতীয় হিজরীতে 'সাওয়াদ্ বিন্ গানাম' গোত্রের লোকেরা মাসজিদ-টি নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে খলিফা 'উমার ইব্‌নু আব্দুল আজিজ(রঃ), শাহিন সুজা জামালী, 'উসমানী'য় সুলতান সোলায়মান, বাদশাহ্ আব্দুল আজিজ ও ফাহাদ বিন্ আব্দুল আজিজ মাস্‌জিদ-এর সংস্কার কাজ করেন। সর্বশেষ ফাহাদ বিন্ আব্দুল আজিজ আধুনিকায়ন করেন।

২৯.২.১১. মাস্‌জিদ-ই ফাতাহ্ বা আহ্‌যাব :

এটা সিলা'অ্ পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে এবং মাস্‌জিদ'টি ভূমি থেকে প্রায় সাড়ে চার মিটার উঁচুতে অবস্থিত। সেটা ছিল ৫ম হিজরীর ঘটনা। খন্দক যুদ্ধের সময় কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এখানে গর্ত খনন করা হয়েছিল এবং রসুলুল্লাহ্(সাঃ) এখানে আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে খন্দকের যুদ্ধের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। এখানে স্বলাত আদায় করতেন এবং মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের জন্য দু'আ করতেন। জাবির ইব্‌নু আবদুল্লাহ্(র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই নাবী(সাঃ) মাস্‌জিদ আল্ ফাতাহ্-তে তিন দিন অবস্থান করে দু'আ করেন সোম, মঙ্গল ও বুধবার। বুধবার দুই স্বলাত-এর মধ্যবর্তী সময়ে আল্লাহ্ পাক তাঁর দু'আ কবুল করেন এবং মুসলিম-দেরকে বিজয়ী করেন।[৪৪৫]

সর্ব প্রথম হযরত 'উমার ইব্‌নু আব্দুল আজিজ(র.) এ মাস্‌জিদ'টি নির্মাণ করেন।

২৯.২.১২. মাস্‌জিদ-ই সাল্‌মান ফার্‌সী(র.) :

এটি মাস্‌জিদ-ই ফাতাহ্ থেকে দক্ষিণে নীচে অবস্থিত। খন্দক যুদ্ধের খন্দকের পরিকল্পনাকারী সাহাবী হযরত সাল্‌মান ফার্‌সী(র.)-এর নামে মাস্‌জিদ'টির নামকরণ করা হয়। খন্দক যুদ্ধের সময় এখানেও রসুলুল্লাহ্(সাঃ) স্বলাত আদায় করেছেন। এ মাস্‌জিদ'টিও সর্ব প্রথম হযরত 'উমার ইব্‌নু আব্দুল আজিজ(র.) নির্মাণ করেন।

২৯.২.১৩. মাস্‌জিদ-ই শায়্‌খ'ঈন :

নাবী কারীম(সাঃ) 'উহুদ যুদ্ধে গমন কালে শুক্রবার 'আস্বর, মাগ্‌রিব ও 'ঈশা'র স্বলাত এখানে আদায় করেন এবং রাত্রী যাপন করে শনিবার সকালে এখান থেকে 'উহুদ প্রান্তরে গমন করেন। এখানেই রসুলুল্লাহ্(সাঃ) সৈনিক নির্বাচন করেন এবং ছোট সাহাবীদেরকে ফেরত পাঠান। এ মাস্‌জিদ'টি 'মাস্‌জিদুল মুছ্‌তারাহ্' থেকে ৩০০মিটার দক্ষিণে চৌরাস্তা থেকে ২০মিটার পূর্বে অবস্থিত।

---

৪৪৪. ওয়াফাউল ওয়াফা-৩/৪৬; আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা(বঙ্গানুবাদ), পৃঃ ১৮৮।

৪৪৫. মুসনাদে আহমাদ, হা/১৪১৫৩।

২৯.২.১৪. মাস্‌জিদ-ই 'ইযাবাহ্ :

এটা মাস্‌জিদ-ই নাববী'র পূর্ব পার্শ্বে মাত্র ৫৮০মিটার দূরত্বে এবং 'বাক্বী'ইল্ গার্‌ক্বাদ্' থেকে দক্ষিণে মাত্র ৩৮৫মিটার দূরত্বে অবস্থিত। অর্থাৎ বর্তমান আনসার হসপিটালের নিকটে অবস্থিত। এখানে 'বানী মুয়াবিয়া ইব্‌নু 'আউফ্'গণ বসবাস করত। নাবী কারীম(সা:) একদা এখানে আগমন করেন এবং স্বলাত আদায় করার পর দীর্ঘক্ষণ দু'আ-য় লিপ্ত থাকেন। মহানাবী(সা:) যেখানে উম্মতের জন্য কেঁদেছিলেন। অত:পর তিনি বলেন, 'আমি আমার রব্ব্ সমীপে তিনটি আবেদন করেছি'।

এক : আমার উম্মতকে যেন দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস করা না হয়।

দুই : আমার উম্মতকে যেন পাইকারী ভাবে পানিতে নিমজ্জিত করে হত্যা করা না হয়।

উপরোক্ত দুটি দু'আ-ই আল্লাহ্ তায়ালা কবুল করেন।

তৃতীয় : আমার উম্মতের মধ্যে যেন পারস্পরিক বিরোধ ও গৃহযুদ্ধ না হয়। এ দু'আ-টি আল্লাহ্ তায়ালা কবুল করেন নাই।

বাদশাহ্ ফাহাদ্ বিন্ আব্দুল আজিজ সর্বশেষ ১৪১৮হিজরী(১৯৯৭ইং) সনে মাস্‌জিদ'টি পূণ:নির্মাণ করেন।

২৯.২.১৫. মাস্‌জিদ-ই সাজ্‌দাহ্(سَجْدَة) :

নাবী কারীম(সা:) এখানে দু'রক্'আত স্বলাত আদায় করেছিলেন এবং সাজ্‌দাহ্ শুক্‌র আদায় খুব দীর্ঘ করেছিলেন। দীর্ঘ সাজ্‌দাহ্ থেকে মাথা তুলে তিনি উপস্থিত হযরত আব্দুর রহ্‌মান ইব্‌নু 'আউফ্(র.)-কে বলেছিলেন যে, 'জিব্বরীল(আ:) এসে আমাকে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- 'যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দরুদ পাঠ করে আমি তার প্রতি রহ্‌মাত করি, যে ব্যক্তি আপনাকে সালাম করে আমি তাকে সালাম করি। তাই আমি শুক্‌র আদায় করণার্থে সাজ্‌দাহ্ করলাম'। এ মাস্‌জিদ'টি মাস্‌জিদ-এ নাববী'র পূর্ব পাশ দিয়ে উত্তর দিকে যে রাস্তাটি গিয়েছে তার কিছূটা সামনে গিয়ে চৌরাস্তা পার হয়ে সামনে ডান দিকে রাস্তা মোড় নেয়ার সময় ডান দিকে অবস্থিত।

২৯.২.১৬. মাস্‌জিদ-ই সাব'আ বা সাত মাস্‌জিদ :

'সাব'আ বা সাত মাস্‌জিদ' মাদীনা থেকে পশ্চিম-উত্তরে অবস্থিত সাল' পাহাড়ের পিছনে আলাদা আলাদা কয়েকটি ছোট ছোট মাস্‌জিদ। ইতিহাসে এ মাস্‌জিদ-এর নাম যত দিন থেকে পাওয়া যায় তত দিন থেকে এর সংখ্যা ৪টি। তবে কতিপয় মানুষ এটিকে **'সাব'আ বা সাত মাস্‌জিদ'** নামে নাম করণ করেছে। এ সকল মাস্‌জিদ-এর সঠিক কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। নুরুদ্দীন সামহুদী (রহি.) বলেন, 'এ গুলোর কোন সঠিক ইতিহাস আমি পাই নাই'।[৪৪৬]

---

৪৪৬. ওয়াফাউল ওয়াফা-৩/৪৩; আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা(বঙ্গানুবাদ), পৃ: ১৮৯।

হাদীছ-এ এ মাস্‌জিদ-এর কোন বর্ণনা না থাকায় এটি যিয়ারত্‌ করা শারী‘আত সম্মত নয় বরং এটা যিয়ারত্‌ করা বিদ্‌‘আত।

২৯.৩. কয়েকটি যুদ্ধের বিবরণ :

২৯.৩.১. বাদ্‌র (بَدْرٍ) যুদ্ধ :

২(দ্বিতীয়) হিজরী, ১৭ই রমাযান(১৩ই মার্চ্চ, ৬২৪খৃষ্টাব্দ) এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এটা ছিল মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ। বাদ্‌র হলো মাক্‌কা-মাদীনা ও সিরিয়ার রাজপথের কেন্দ্রস্থল এবং মাদীনা’র এলাকাধীন(মাদীনা থেকে প্রায় ১৮০কি:মি: দূরত্বে অবস্থিত)। এ যুদ্ধে আবু যেহেল কুরাইশ্‌ বাহিনীর ১০০ অশ্বারোহী, ৭০০ উষ্টারোহীসহ এক হাজার সদস্যের সৈন্যদল ছিল। অপরপক্ষে মুসলমানদের ছিল মাত্র ২ জন অশ্বারোহী ও ৭০ জন উষ্টারোহীসহ সর্বমোট ৩১৩ জন। যুদ্ধে কুরাইশ পক্ষের ৭০ জন নিহত এবং ৭০ জন বন্দী হয় এবং মুসলমানদের পক্ষে ১৪ জন মাত্র শহীদ হন।

এ যুদ্ধের জন্য করণীয় বিষয়াদি আল্লাহ্‌ তায়ালা ক্বুর্‌আন আল্‌ কারীম-এর বিভিন্ন সূরা’য় উল্লেখ করেছেন।[৪৪৭]

নাবী কারীম(সা:)-এর নেতৃত্বে এ যুদ্ধে মুসলমানগণ বিপুলভাবে বিজয় লাভ করে।

২৯.৩.২. ‘উহুদ যুদ্ধ :

৩(তৃতীয়) হিজরীর ৭ই শাউওয়াল(২৩ই মার্চ্চ, ৬২৫খৃষ্টাব্দ) এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটি ইসলামের দ্বিতীয় যুদ্ধ। মাস্‌জিদ-ই নাবাবী হতে প্রায় ৩ কি:মি: দূরে আয়্‌নাই উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। দুই মাথাওয়ালা একটি পাহাড়(উচ্চতা ৯০০ফুট, ৭ মাইল লম্বা ও ২-৩ মাইল চওড়া)। এ যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩০০০ এবং মুসলমানদের পক্ষে ছিল মাত্র ৭০০জন। এ যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনীর মাত্র ২৩ জন সৈন্য নিহত হয়। এটা রসুলুল্লাহ্‌(সা:)- এর দান্দান শহীদ হওয়ার স্থান। এ যুদ্ধে হামযা(র.)-সহ ৭০জন সাহাবী শহীদ হয়েছেন, তাঁদের অনেকেই ‘উহুদ প্রান্তরে শায়িত আছেন। তাঁদের ক্ববর যিয়ারত্‌ করবেন। সামনের দিকে(অর্থাৎ গাইডরা যে দিকে দাঁড়িয়ে থাকে) হাতের বামে প্রথমে যে ক্ববর-টি দৃষ্টি গোচর হবে সেখানে ৩ জন সাহাবী শহীদের ক্ববর।

তিনাদের মধ্যে ১ম জন হলেন রসুল(সা:)-এর চাচা আমির হামযা(র.) যিনি ক্বিয়ামাত-এর দিন ‘সাইয়্যিদুশ-শুহাদা’ অর্থাৎ শহীদদের সর্দার হবেন, ২য় জন আমির হামযা(র.)-এর ভাগ্নে ও তৃতীয় জন হচ্ছেন মুস্‌‘আব বিন্‌ ‘উমায়ির(র.)।

---

৪৪৭. সূরা আল্‌ ইমরান(৩): ১৩,১২১-১২৬; সূরা আল্‌ আন্‌ফাল(৮): ৫-১৮, ৪১-৪৪, ৪৮; বুখারী, হা/৩৯৫৭-৫৯; তিরমিযী, হা/১৫৯৮।

আর দূরে যে গণক্কব্‌র'টি রয়েছে সেখানে ৬৭জন সাহাবী শহীদ ক্কব্‌রস্থ রয়েছেন। এ যুদ্ধের ঘটনা আল্লাহ্ তায়ালা ক্কুর্‌আন আল্ কারীম-এর বিভিন্ন আয়াত-এ উল্লেখ করেছেন।[৪৪৮]

এ যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হয়েছিল।

২৯.৩.৩. খন্দক বা আহ্‌যাব যুদ্ধ :

৫(পঞ্চম) হিজরীর যুল্‌ক্কাদাহ্(মার্চ্চ/এপ্রিল, ৬২৭খৃষ্টাব্দ) মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মাদীনা হতে প্রায় ৩ কি:মি: দূরত্বে খন্দক যুদ্ধের মায়দান অবস্থিত। এ যুদ্ধে তিন হাজার সাহাবী ২০দিন পরিশ্রম করে ১৫ ফুট চওড়া খন্দক/পরীখা খননের কাজ সমাপ্ত করেছিলেন। মাক্‌কা'র কাফির এবং মাদীনা'র ইহুদী ও অন্যান্য কিছু গোত্র মিলে প্রায় ১২/১৫ হাজারের এক বিশাল বাহিনী গড়ে তোলে। এ কারণেই বিভিন্ন দল লইয়া গঠিত বলিয়া এ যুদ্ধের নাম 'গায্‌ওয়ায়ি আহ্‌যাব' বা দলবহুল যুদ্ধ। আবার এ যুদ্ধের অপর নাম 'গায্‌ওয়ায়ি খন্দক'।

এ যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করেছিল।[৪৪৯]

২৯.৩.৪. হুদায়বিয়া'র সন্ধি :

৬ষ্ঠ হিজরীর যুল্‌ক্কাদাহ্(মার্চ্চ, ৬২৮খৃষ্টাব্দ) মাসে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে ১৪০০শত মুসলমান সঙ্গী নিয়ে রসুল(সা:) হুদায়বিয়া(মাক্‌কা থেকে জিদ্দার দিকে ১৬কি:মি: দূরত্বে, যেখানে হরম সীমানার চিহ্ন স্বরুপ মিনার নির্মিত হয়েছে) এসে ছাউনি ফেলেন। এ খবর শুনে কুরাঈশরা বাধা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলো এবং পরবর্তীতে ৭টি শর্তের মাধ্যমে মাদীনা বাসী ও কুরাঈশ গোত্রের মধ্যে সম্পাদিত একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়(বর্ণনা অনুযায়ী ৯/১০মাসের জন্য চুক্তিটি হয়েছিল)। যথা -

(১) এ বছর হজ্জ না করেই মুসলমানদের হুদায়বিয়া থেকে ফিরে যেতে হবে।
(২) পরের বছর হজ্জ করা যাবে।
(৩) তিন দিনের বেশী মাক্‌কা'য় থাকা যাবে না।
(৪) সঙ্গে সীমিত আকারে কোষবদ্ধ অবস্থায় অস্ত্র রাখা যাবে।
(৫) মাক্‌কা'র কোনও মুসলমানকে মাদীনা'য় নিয়ে যাওয়া যাবে না।
(৬) তবে মাদীনা'র লোক মাক্‌কা'য় আসতে পারবে।
(৭) ১০ বছর কোনও পক্ষই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে না।

এটি পথে মাক্‌কা গেটের আগেই ডান দিকে পড়বে এবং মাক্‌কা থেকে ১৫ কি:মি: দূরে অবস্থিত। এখানে একটি বড় মাস্‌জিদ আছে। একটি কূপ বা বৃক্ষের নাম হুদায়বিয়া। উহার নাম অনুসারে স্থানটির নাম **'হুদায়বিয়া'** হয়।

---

৪৪৮. সূরা আল্ ইমরান(৩): ১২১-১২৭, ১৪০-১৪৩, ১৫২-১৫৫, ১৬৫-১৭১; বুখারী, হা/৩৯৮৬।
৪৪৯. বুখারী, হা/৪০৯৮-৪১০৩।

এ সন্ধিটি মুসলমানদের জন্য একটি অবমাননাকর সন্ধি ছিল এবং চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মাক্কা'র কুরাঈশরা এ চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। এ সন্ধির ঘটনা আল্লাহ্ তায়ালা ক্কুর্আন আল্ কারীম-এ উল্লেখ করেছেন।[৪৫০]

২৯.৩.৫. খয়্বার যুদ্ধ :

৭ (সপ্তম) হিজরীর মাহর্রাম(মে/জুন, ৬২৮খৃষ্টাব্দ) মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সিরিয়া প্রান্তরে এক বিশাল শ্যামল ভূখন্ডের নাম ছিল খয়্বার। মাদীনা'র 'বানু কানুইকা' ও 'বানু নাযীর' গোত্রের ইহুদীরা এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। 'আমালিক বংশের দুই ভ্রাতার নাম 'ইয়াস্রিব' ও 'খয়্বার'। তাদের নামানুসারে তাদের স্ব স্ব বসত অঞ্চলের নাম ইয়াস্রিব ও খয়্বার হয়। মাদীনা হতে ১৬২ কি:মি: উত্তরে অবস্থিত খয়্বার। যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে ২০০ অশ্বারোহী ও ১৪০০ পদাতিক সৈন্য অংশ গ্রহণ করেছিল এবং ইহুদীদের পক্ষে প্রায় বিশ হাজার সৈন্য ছিল। এ যুদ্ধে ইহুদীদের মৃতের সংখ্যা ৯২ জন এবং মুসলমানদের সংখ্যা ১৯ জন ছিল।[৪৫১]

এ যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করেছিল।

২৯.৩.৬. মু'তার যুদ্ধ :

৮(অষ্টম) হিজরীতে(সেপ্টেম্বর, ৬২৯খৃষ্টাব্দ) মুসলিম ও রোমান-দের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধ এবং তখন রোম সম্রাট ছিলেন 'হিরাক্লিয়াস'। এ যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে প্রায় ত্রিশ হাজার এবং খৃষ্টানদের পক্ষে প্রায় ২(দুই) লক্ষের মত সৈন্য অংশ গ্রহণ করেছিল।[৪৫২]

এ যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করেছিল।

২৯.৩.৭. মাক্কা বিজয় :

মাক্কা বিজয়ের ঘটনা আল্লাহ্ তায়ালা ক্কুর্আন আল্ কারীম-এ উল্লেখ করেছেন।[৪৫৩]

৮(অষ্টম) হিজরীর ১৭ই রমাযান(৮ই জানুয়ারী, ৬৩০খৃষ্টাব্দ) মাক্কা বিজয় সংঘটিত হয়। রমাযান মাসের ৭ তারিখে 'উম্‌রাহ্'র উদ্দেশ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা:) মাদীনা থেকে দশ হাজার সাহাবী'র দল নিয়ে মাক্কা পানে রওয়ানা হয়েছিলেন। মাক্কা বিজয়ের সময় ৭০ জন কাফির নিহত হয়।

---

৪৫০. সূরা আল্ ফাতাহ্(৪৮): ১; বুখারী, হা/৪১৫০-৫৪, ৪১৮০-৮১, ৪২৫১।

৪৫১. বুখারী, হা/৪১৯৪, ৪২০৩; তিরমিযী, হা/১৫৫০।

৪৫২. বুখারী, হা/৪২৬৫-৬৬, ৪৪১৪ (ফুটনোট-৮৬)।

৪৫৩. সূরা আন্ নাস্বর(১১০): ১; বুখারী, হা/৪২৭৫-৭৬; মুসলিম, হা/৩০২৪।

২৯.৩.৮. হুনাইন যুদ্ধ :

এ যুদ্ধের ঘটনা আল্লাহ্ তায়ালা ক্বুর্আন আল্ কারীম-এ উল্লেখ করেছেন।[৪৫৪] ৮(অষ্টম) হিজরী, ৩রা শাউওয়াল(২৪-২৫শে জানুয়ারী, ৬৩০খৃষ্টাব্দ) মাক্কা থেকে তায়িফ্-এর পথে রাস্তায় এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আরবদের সাথে ইসলামের এটাই ছিল শেষ যুদ্ধ।

২৯.৩.৯. তাবুক যুদ্ধ :

৯(নবম) হিজরীর ৮ই রমাযান(১৮সেপ্টেম্বর, ৬৩০খৃষ্টাব্দ) মাসে রোমানরা মু'তার যুদ্ধের' পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মুসলিম-দের সাথে এ যুদ্ধে লিপ্ত হয়।[৪৫৫] মাদীনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থান মাদীনা থেকে ৬৯০কি:মি: দূরত্বে। এ যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার এবং খৃষ্টানদের পক্ষে প্রায় ১(এক) লক্ষের মত সৈন্য অংশ গ্রহণ করেছিল। এটা ছিল রসুল(সা:)-এর জীবনের শেষ যুদ্ধ।

এ যুদ্ধের ঘটনা আল্লাহ্ তায়ালা ক্বুর্আন আল্ কারীম-এর বিভিন্ন আয়াত-এ উল্লেখ করেছেন।[৪৫৬]

এ যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করেছিল।

---

৪৫৪. সূরা আত্ তাওবাহ্(৯): ২৫,২৬

৪৫৫. সূরা আত্ তাওবাহ্(৯): ৩৯; বুখারী, হা/৪৪১৬-১৮।

৪৫৬. সূরা আত্ তাওবাহ্(৯): ৪২-৫৯, ৮১-৮৩, ৯০-৯৬।

৩০. হজ্জ সমাপন ও দেশে প্রত্যাবর্তন

(১) হজ্জ শেষে ব্যালটী হাজীগণকে দেশে ফিরার ২দিন পূর্বে বিমান অফিসে টিকেট জমা দিয়ে বিমানের আসন নিশ্চিত করতে হবে(এখন আর এ নিয়ম কার্যকরী নেই, বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই এ সংক্রান্ত সব কার্যক্রম অন লাইন ভিত্তিক করা হয়েছে)।

(২) নন-ব্যালটী হাজীগণ কমপক্ষে ৩ দিন পূর্বে তাদের ফেরৎ আসার টিকিটের তারিখ বিমান অফিস হতে নিশ্চিত করিয়ে নেবেন(এখন আর এ নিয়ম কার্যকরী নেই, বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই এ সংক্রান্ত সব কার্যক্রম অন লাইন ভিত্তিক করা হয়েছে)।

(৩) হজ্জ সমাপনকারী হাজীগণ যমযম-এর পানি ছাড়া নির্দ্ধারিত ৩০কেজি পরিমাণ মালামাল বিমানে আনতে পারবেন এবং এর বেশী হলে প্রতি কেজির জন্য আলাদা মাশুল প্রদান করতে হবে(যা অত্যাধিক উচ্চ হার)।

৩০.১. বাড়ী প্রত্যাবর্তনের আদব :

৩০.১.১. বাড়ীর নিকটে পৌঁছা :

সাফার্ থেকে ফিরার পর নিজ মহল্লা বা শহর দৃষ্টিগোচর হলে রসুল(সা:) পড়তেন,

'اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ـ

উচ্চারণ : "আ- ইবু-না তা-ইবু-না 'আ-বিদু-না লিরব্বানা- হ-মিদু--ন্"।

বাংলা অর্থ : 'আমরা(এখন সাফার্ হতে) প্রত্যাবর্তন করলাম, তাওবাহ্-কারী, 'ইবাদাত্-কারী এবং আমাদের রব্ব্-এর প্রশংসাকারীরুপে'।[৪৫৭]

শহরে বা মহল্লায় প্রবেশ করে সম্ভব হলে মাস্জিদ-এ গমন পূর্বক(মাকরুহ্ সময় ছাড়া) ২ রক্'আত স্বলাত আদায় করবেন।[৪৫৮] গৃহে প্রবেশকালে বলবেন-

تَوْبًا تَوْبًا لِّرَبِّنَا اَوْبًا لَّا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا ـ

উচ্চারণ : "তাওবান্ তাওবাল্ লিরাব্বানা- আওবাল্ লা- য়্যুগা-দিরু 'আলাইনা- হওবা-"।

বাংলা অর্থ : 'তাওবাহ্! হে তাওবাহ্ কবুলকারী একমাত্র প্রতিপালক, আমার কোন গুনাহ্ অবশিষ্ট রাখিও না'।[৪৫৯]

---

৪৫৭. সহীহ্ বুখারী, হা/৫৯৬৮; সহীহ্ মুসলিম, হা/৩১৭১; ইফা: হা/৫৪৩০; আধ: প্রকা: হা/৫৫৩৫; মিশকাত, হা/২৪২০; আবু দাউদ, হা/২৫৯৯; ইব্নু হিব্বান, হা/২৬৯৬; মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৩৭৪; হিসনুল মুসলিম, 'নিত্যদিন' অধ্যায়-৯৬।

৪৫৮. সহীহ্ বুখারী, হা/৩০৮৯।

তারপর গৃহে প্রবেশ করে ২রক্'আত স্বলাত আদায় করবেন এবং আল্লাহ্ পাক যে শান্তি ও নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে যে সাফার্ সমাধা করিয়েছেন সে জন্য শুক্‌র আদায় করবেন।

৩০.১.২. আত্মীয়-স্বজন ও এলাকাবাসীর করণীয় :

হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী হাজীদের স্বাগত জানানো :

শায়খ ছালিহ্ আল্-মুনাজ্জিদ(হাফি:) বলেন, 'হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী হাজীর জন্য সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করা এবং সে উপলক্ষে খাবার তৈরী করে মানুষকে খাওয়ান জায়িয'।

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নু আব্বাস(র.) হতে বর্ণিত, নাবী কারীম(সা:) মাক্‌কা'য় এলে আব্দুল মুত্তালিব গোত্রীয় কয়েকজন তরুণ তাঁকে স্বাগত জানায়। তিনি একজনকে তাঁর সাওয়ারীর সামনে ও অন্যজনকে পেছনে তুলে নেন'।[৪৬০]

জাবীর ইব্‌নু আব্দুল্লাহ্(র.) বলেন, 'আল্লাহ্'র রসুল(সা:) যখন মাদীনা'য় ফিরতেন, তখন তিনি একটি উট অথবা একটি গরু যাবাহ্ করতেন'।[৪৬১]

উপরোক্ত হাদীছ-এর ব্যাখ্যায় ইব্‌নু বাত্বল(রহি.) বলেন, 'সাফার থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মানুষকে খাওয়ান মুস্তাহাব এবং এটি সালাফী-দের 'আমাল-এর অন্তর্ভূক্ত'।[৪৬২]

অনুরুপভাবে হাজীদের নিকট দু'আ'র আবেদন করা জায়িয। সালাফী-ছালিহীন হাজীদের দু'আ'কে খুবই গুরুত্ব দিতেন'।[৪৬৩]

---

৪৫৯. সহীহ্ বুখারী- ৭/১৬৩; সহীহ্ মুসলিম- ২/৯৮০।

৪৬০. সহীহ্ বুখারী, হা/১৭৯৮, ৫৯৬৬, ৫৯৬৮।

৪৬১. সহীহ্ বুখারী, হা/৩০৮৯।

৪৬২. ফাত্হুল বারী, ৬/১৯৪ পৃ.।

৪৬৩. আল্-ইক্বনা'আ ১/৩৯৭ পৃ.; মাত্বালীবু আওলান নূহা ২/৪৪৪ পৃ.।

চতুর্থ অধ্যায়

বিবিধ

৩১. অন্যান্য কতিপয় বিষয়ের পর্যালোচনা ও কিছু সমস্যার বিবরণ

৩১.১. সাউদী আরবে বাংলাদেশীদের অবদান বা কীর্তি :

৩১.১.১. জিদ্দা হজ্জ টার্মিনাল নির্মাণ :

জিদ্দা এয়ারপোর্ট-এর দক্ষিণ দিকের টার্মিনালটি আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং উত্তর দিকের টার্মিনালটিই হজ্জ টার্মিনাল। এ হজ্জ টার্মিনালের আয়তন প্রায় সাড়ে চার লক্ষ বর্গ মিটার এবং তাঁবু(২১০টি) আকৃতির হজ্জ টার্মিনালের ভবন নির্মাণের পরিকল্পনাকারী ও রুপকার হলেন বাংলাদেশের স্থপতি **প্রকৌশলী ড. ফজলুর রহমান খান**। তাঁর জন্ম ৩ এপ্রিল, ১৯২৯ইং, জেলা-মাদারীপুর, থানা-শিবচর, বাংলাদেশ। তিনি ১৯৫০ইং সনে আহ্‌সান উল্লাহ্ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮২ইং সনের মার্চ্চ মাসে টার্মিনাল নির্মাণ কালীন সময়ে কার্যোপলক্ষে তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল হয়ে সাউদী আরব রওনা হন এবং সাউদী আরব পৌঁছার পর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন।

৩১.১.২. মিনা'র বর্তমান জাম্‌রাহ্ নির্মাণ প্রসঙ্গে :

বর্তমান জাম্‌রাহ্ বা কংকর মারার স্থান যে ভাবে নির্মাণ করা হয়েছে পূর্বে এখানে কোন ভবন ছিল না, শুধু পিলারের মত করে ৩টি স্তম্ভ নির্মাণ করা ছিল। হাজীদেরকে পাথর মারতে এবং কংকর মেরে একই পথে ফিরতে হতো, ফলে প্রচন্ড ভীড়ের কারণে পদপৃষ্ঠ হয়ে প্রায় প্রতি বছরই অনেক হাজী সাহেব মারা যেতেন।

বাংলাদেশের কৃতি সন্তান **প্রকৌশলী মুহাম্মদ ইব্রাহিম**(জন্ম- ১৯৪১ সন, গ্রাম-কৃষ্ণগোবিন্দপুর, জেলাঃ চাপাইনবাবগঞ্জ) ১৯৯৪ ইং সনে সপরিবারে হজ্জব্রত পালন করতে যান এবং তিনার সন্মুখে পদপৃষ্ঠ হয়ে সে বছর প্রায় ২৭০জন হাজী মৃত্যু বরণ করেন।

তিনি সাউদী আরব বসেই পরিকল্পনা করেন কিভাবে এ জাম্‌রাহ্'র উন্নতি বিধান করা যায় এবং যাতে কংকর নিক্ষেপ করতে এসে কোন মানুষের মৃত্যু না ঘটে। তিনি মিনাতে বসেই একটা খসড়া নক্সা প্রণয়ন করেন এবং হজ্জ সমাপ্ত

শেষে দেশে ফিরে আসার পর তাঁর প্ল্যান বাংলাদেশ সরকারের কাছে জমা দেন। বাংলাদেশ সরকার প্রকৌশলী মুহাম্মদ ইব্রাহিম-এর পরিকল্পনা সাউদী দূতাবাস (বাংলাদেশ)-এ পাঠিয়ে দিলে সাউদী দূতাবাস সেটা সাউদী সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন। সাউদী সরকার তিনার জাম্‌রাহ্'র নক্সা ও পরিকল্পনা অনুমোদন করেন এবং কাজের তত্ত্বাবধান করার জন্য 'প্রকৌশলী মুহাম্মদ ইব্রাহিম'কে অনুরোধ করেন।

তখন তিনি প্রধান প্রকৌশলী(সিভিল), বিসিআইসি, বাংলাদেশে কর্মরত ছিলেন এবং ১৯৬৮সনে রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক সম্পন্ন করেন।

'প্রকৌশলী মুহাম্মদ ইব্রাহিম'-এর তত্ত্বাবধানে নতুন নক্সা অনুযায়ী পুরাতন জাম্‌রাহ্ ভেঙ্গে দিয়ে ২০০৬সনে কাজ শুরু এবং ২০০৭সন পর্যন্ত ভবনের মেসমেন্ট ও ১ম তলা নির্মিত হয় এবং ২০১০সনে ৫ম তলা পর্যন্ত কাজ সমাপ্ত হয়। নির্মাণকৃত ভবনের ছাদগুলোকে অনেক প্রশস্থ করা হয়েছে, কংকর নিক্ষেপের স্তম্ভ গুলোকে ৫ম তলার ছাদ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে(ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে এটা ১২ তলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হতে পারে) এবং প্রতিটি তলায় উঠবার জন্য বৈদ্যুতিক সিড়িঁর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমান ব্যবস্থায় স্তম্ভের চর্তুদিকে দাঁড়িয়েই কংকর নিক্ষেপ করা যায়। ফলে একসঙ্গে অনেক মানুষ কংকর নিক্ষেপ করতে পারে। কংকর মারার সময় ভীড়ের চাপ কমানোর জন্য ২০০৮ইং থেকে সাউদী সরকার কর্তৃক প্রত্যেকটি দেশের হাজীদের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে সময় নির্দ্ধারণ করে দেয়া হয়। আপনাকে মিনার দিক দিয়ে শুরু করে অর্থাৎ প্রথম জাম্‌রাহ্, দ্বিতীয় জাম্‌রাহ্ এবং সর্বশেষ তৃতীয় জাম্‌রাহ্-তে কংকর মেরে মাক্‌কা'র দিক দিয়ে বের হয়ে যেতে হবে। কারণ প্রতিটি তলা থেকে কংকর মেরে বের হওয়ার সময় পৃথক পৃথক রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যেতে হয়।

প্রকৌশলী মুহাম্মদ ইব্রাহিম ৮ই জুলাই, ২০১৭ইং সনে ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।

৩১.১.৩. কা'বা'র গিলাফ্ বা 'কিস্‌ওয়া' ক্যালিওগ্রাফী :

১৩৮৭হিজরী হতে সাউদী সরকার তুরস্ক থেকে গিলাফ্ আমদানী বন্ধ করে দেন এবং তখন থেকে মাক্‌কা-বাসী নিজেরাই গিলাফ্ প্রস্তুত শুরু করেন। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে যে ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে বা নেতৃত্বে **'কিস্‌ওয়া বা কা'বা'র গিলাফ্'** তৈরীর সাউদী কারখানায় **গিলাফ্** তৈরী করা হয় তিনি একজন বাংলাদেশী এবং তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান(চীফ) ক্যালিওগ্রাফা'র হিসাবে ১৪২৩হিজরী (২০০১ইং) হতে কর্মরত আছেন। নাম- শায়্খ মুখ্‌তার আলম শিকদার(হাফি:),

জন্ম ১৯৬২ইং, পিতা- মোফিজুর রহমান মীর ইসমাইল শিকদার, গ্রাম-রশিদগুনা, উপজেলা-লোহাগড়া, জেলা-চট্টগ্রাম।

পিতা মোফিজুর রহমান শিকদার, সাউদী সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'ফার্মাসিস্ট' হিসাবে চাকুরী করার সুবাদে **১৯৬৭**ইং সনে তিনি সপরিবারে সাউদী আরব চলে যান এবং শিশুপুত্র 'মুখ্‌তার আলম' প্রথম শ্রেণী থেকেই মাক্‌কা'য় পড়াশুনা শুরু করে এবং মাত্র ৯(নয়) মাসে তিনি ক্বুর্‌আন আল্‌ কারীম-এ হাফিজ হন। ৪র্থ শ্রেণীতে পড়াকালীন সময় থেকেই 'মুখ্‌তার আলম' ক্যালিওগ্রাফী'র উপর শিক্ষা গ্রহণ শুরু করে। তিনি **'উম্মুল ক্বুর্‌আন বিশ্ববিদ্যালয়, মাক্‌কা'** থেকে ক্যালিওগ্রাফী'র উপর স্নাতক ও মাস্টার ডিগ্রী অর্জন করেন।

বর্তমান বিশ্বে এ্যারাবিক ক্যালিওগ্রাফা'র হিসাবে তিনার সমকক্ষ আর কেউ নেই, তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ, বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্য গৌরব বয়ে এনেছেন। ২০০৯-১০ইং সনের দিকে কোন এক সময় মুখ্‌তার আলম-এর পিতা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি সাউদী নাগরিকত্বের জন্য দরখাস্ত করেছ'? 'মুখ্‌তার আলম' জবাবে বলেন, সাউদী সরকার তো বিদেশীদের নাগরিকত্ব দেয় না! তখন তার পিতা বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি সাউদী সরকার তোমাকে নাগরিকত্ব দিয়েছে। মাত্র **১১-১২**বছরের মধ্যেই পিতার স্বপ্ন সত্যে প্রমাণিত হলো। বিগত ৪০/৪৫ বছর ধরে তিনার কর্মের স্বীকৃতি স্বরুপ সাউদী সরকার **'শায়্‌খ মুখ্‌তার আলম শিকদার(হাফি:)**-কে সাউদী নাগরিকত্ব প্রদান করেছেন (বিগত **১১/১১/২০২১**ইং তারিখে) এবং তিনিই সর্ব প্রথম বিদেশী **সাউদী** নাগরিকত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি। হে আল্লাহ্! আপনি আপনার বান্দা **'শায়্‌খ মুখ্‌তার আলম শিকদার(হাফি:)**-কে আপনার ঘরের(কা'বা'র) খিদ্‌মাত করার সুস্থ দীর্ঘ জীবন দান করুন। আমিন!

৩১.১.৪. 'আরাফাত মাঠের নীম গাছ প্রসঙ্গে :

১৯৭৭ইং সনের ঘটনা। কোন এক সময়ে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহ্‌মান সরকারী সাফার্‌-এ সাউদী আরব যান এবং সঙ্গে করে কয়েকটি নীম গাছের চারা নিয়ে যান(যে নীম গাছের বীচি হয় না, উল্লেখ্য যে আমাদের দেশে বীচিওয়ালা ও বীচি ছাড়া দু'ধরণের গাছই দেখতে পাওয়া যায়) এবং সে সময়ের সাউদী বাদশাহ্ ফাহ্‌দ বিন্‌ আব্দুল আজিজ-কে 'আরাফাত-এর মাঠে চারাগুলোকে লাগানোর প্রস্তবনাসহ উপহার হিসাবে প্রদান করেন। প্রস্তাবনার আলোকে কয়েক বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে সাউদী সরকার পরবর্তীতে **১৯৮৩**ইং সনের দিকে ব্যাপক পরিমাণে নীম গাছের চারা 'আরাফাত-এর মাঠে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং যে প্রক্রিয়া অদ্যাবধি চলমান আছে। পূর্বের

লাগানো গাছগুলো বর্তমানে অনেকটা বড় হয়ে গেছে এবং হজ্জ কালীন সময়ে নির্জন মরূভূমির মাঠে হাজীরা প্রচন্ড রৌদ্রের প্রখরতার ভিতরেও গাছের ছায়ার শীতলতা উপভোগ করেন।

৩১.১.৫. বাংলাদেশী ক্লীনার :

হজ্জ-এর সময় আপনি মাক্‌কা, মিনা, আরাফাহ্, মুয্‌দালিফাহ্ ও মাদীনা যেখানেই যান সেখানেই গায়ে হলুদ অথবা নীল ইউনিফরম পরিহিত বাংলাদেশী ক্লীনার দেখতে পাবেন। বাংলায় কথাবার্তা বলতে আপনার কোনই অসুবিধা হবে না। তাছাড়া বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ট্যাক্সি চালনা কাজেও অনেক বাংলাদেশীকে দেখতে পাবেন।

৩১.২. হজ্জ-এর সময় মাক্‌কা'য় অবস্থান সম্পর্কে :

মাস্‌জিদুল হর-ম হতে মাক্‌কা শহরের চর্তুদিকেই হাজীদের অবস্থানের জন্য বিভিন্ন মানের আবাসিক হোটেল ৫/৭ কিমিঃ দূরত্ব পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। আপনি সরকারী বা বেসরকারী যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই হজ্জ করতে যান আপনি কত দূরত্বে বা কোন মানের হোটেলে অবস্থান করবেন তা নির্ভর করছে আপনার আর্থিক সামর্থ্যের উপর। **মা**স্‌জিদুল হর-ম থেকে অল্প বা কম দূরত্বে থাকতে হলে আপনাকে বেশী অর্থ ব্যয় করতে হবে।

আপনার হোটেলের দূরত্ব যদি ১-১.৫কি:মিঃ এর বেশী হয় তাহলে আপনি হোটেল থেকে প্রতি ওয়াক্ত্-এ **মা**স্‌জিদুল হর-ম এ জামা'আত-এ স্বলাত আদায় করতে যেতে পারবেন না এবং মনে রাখবেন জামা'আত-এ স্বলাত আদায় করার ছাওয়াব সাতাশ গুণ বেশী। হোটেল যদি ২কি:মিঃ এর বেশী দুরত্বে হয় তাহলে আপনাকে বাসে চড়ে **মা**স্‌জিদুল হর-ম এ যাতায়াত করতে হবে। আর বাসে করে এসে **মা**স্‌জিদুল হর-ম এ ৫(পাঁচ) ওয়াক্ত্ স্বলাত আদায় করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। অতএব শ্রেণী বা ক্যাটাগরী ঠিক করার আগে উপরের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখবেন।

৩১.৩. আল্ মাস্‌জিদুল হর-ম এ প্রথম প্রবেশ ও বের হওয়া প্রসঙ্গে :

যখন মাক্‌কা'য় গিয়ে প্রথম আল্ মাস্‌জিদুল হর-ম এ প্রবেশ করবেন তখন হারিয়ে যাওয়ার সম্ভবনা বেশী। সেজন্য আল্ মাস্‌জিদুল হর-ম এ প্রবেশের পূর্বে নিজ দলের লোকজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ঠিক করে নিন কোনটা বা কত গেট নম্বর/দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেন এবং কেউ যদি হারিয়ে যায় তাহলে সে এসে কোন নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করবেন। আল্ মাস্‌জিদুল হর-ম এর পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ(তবে এখানে দিকের চাইতে গেট নম্বর অনুযায়ী প্রবেশ ও বের হওয়াই সুবিধাজনক) যে দিক দিয়েই প্রবেশ করুন না কেন সে দিকের

একটি নির্দিষ্ট স্থানকে চিহ্নিত করে রাখুন দলের যে কেউ হারিয়ে গেলে তিনিই সেখানে এসে অপেক্ষা করবেন।

৩১.৪. স্বলাত আদায় কারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা :

এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখুন অনু: ১৬.৩, পৃ: ৯২।

৩১.৫. ত্বওয়াফ্-এর কারণে অন্য স্বলাত আদায়কারীর অসুবিধা সৃষ্টি করা :

অনেক হাজী সাহেবরা ফার্‌জ স্বলাত-এর আযান হওয়ার পর ইক্বামাত্ শুরু হওয়া পর্যন্ত ত্বওয়াফ্ অব্যাহত রাখেন যার কারণে পূর্ব থেকে যারা স্বলাত-এর জন্য জায়গা নিয়ে কাতার করে বসে আছেন তাদের ডিঙ্গিয়ে যেতে হয় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের ভীড়ের কারণে তখন একে অপরের ঘাড়ের উপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে অতিক্রম করতে হয় এবং এ ভাবে একে অপরকে কষ্ট দিয়ে থাকে। এমতাবস্থায় জামা'আত দাঁড়িয়ে যাওয়ার কারণে এদিক ওদিক কোথাও যখন জায়গা পাওয়া যায় না, তখন অপরের সাজ্‌দাহ্'র জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়ে নিজে তো স্বলাত আদায় করতে পারছে না আবার অন্যের স্বলাত-এর ব্যাঘাত সৃষ্টি করে অত্যাধিক পাপের ভাগীদার হচ্ছে। অতএব হাজী সাহেবদের কাছে অনুরোধ আযান দেয়ার কিছু সময়ের মধ্যেই ত্বওয়াফ্ বন্ধ করে দিয়ে(বিশেষ করে নীচে মাত্বফ্ এরিয়ার মধ্যে যারা ত্বওয়াফ্ অবস্থায় থাকেন) স্বলাত-এর জন্য স্থান গ্রহণ করা উচিৎ যাতে অপর ভাইয়ের অসুবিধা সৃষ্টি করে নিজে পাপের ভাগীদার না হন।

৩১.৬. হুইল চেয়ার ব্যবহার সম্পর্কে :

যারা শারীরিক ভাবে নিজে অক্ষম তাদের জন্য তৃতীয় তলায় হুইল চেয়ারে করে ত্বওয়াফ্ করার নির্দিষ্ট সীমানা রয়েছে(২০১৮ইং সনের বর্ণনা মতে)। কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে অনেক সময় মাত্বফ্, দ্বিতীয়তলা এবং দ্বিতীয় তলার ছাদের উপর দিয়েও হুইল চেয়ারে করে ত্বওয়াফ্ করানো হয়ে থাকে। ফলে অনেকে পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছেন অবশ্যই এটা পরিহার করা উচিত।

৩১.৭. বিভিন্ন স্থানে টয়লেট সুযোগ-সুবিধা :

৩১.৭.১. আল্ মাস্‌জিদুল হর-ম এলাকায় :

৩১.৭.১.১. যমযম টাওয়ারের (ক্লক টাওয়ার) সামনে টয়লেট নং ৩(পুরুষ) এবং টয়লেট নং ৪,৫(মেয়েদের) রয়েছে(যা গেট নং ১-৭ পর্যন্ত এর কাছে হয়)।

মিস্‌ফালা রোড (অথাৎ ক্লক টাওয়ার ও আবু বাকার(রা:)-এর ভবনের মাঝখান দিয়ে যে রাস্তাটি প্রবেশ করেছে) হয়ে মাস্‌জিদুল হর-ম চত্বরে প্রবেশের সময় বামদিকে পুরুষদের জন্য আন্ডার গ্রাউন্ডে দ্বিতল বিশিষ্ট টয়লেট রয়েছে(যা গেট নং ৮৯- ৯৪ পর্যন্ত এর কাছে হয়)।

৩১.৭.১.২. 'দার আল্ তৌহিদ ইন্টারকন্টিনেনটাল হোটেল' এর দক্ষিণে টয়লেট নং ৬,৭(পুরুষ) এবং পূর্বদিকের টয়লেট নং ৮(পুরুষদের জন্য) রয়েছে। এ টয়লেটটি গেট নং ৭৮-৮৮ পর্যন্ত এর কাছে হয়।

৩১.৭.১.৩. মার্ওয়াহ্ পাহাড় থেকে সোজা দক্ষিণ দিকে যেখানে আবু যেহেলের বাড়ী ছিল সে স্থানটিকে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য হর-ম এলাকায় সবচেয়ে বড় আকারের বহুতল ভবন বিশিষ্ট টয়লেট রয়েছে।

৩১.৭.১.৪. উত্তর দিকে বর্দ্ধিত ভবনের কাছাকাছি পশ্চিমে ২(দুই)টি টয়লেট(মেয়েদের) এবং ১(এক)টি টয়লেট(পুরুষদের জন্য)।

৩১.৭.২. মিনা ও আরাফাহ্'র মায়দান :

মিনা ও 'আরাফাত্-এর মায়দান-এ কয়েকটি তাঁবু মিলে পাশাপাশি অনেকগুলো টয়লেট রয়েছে এবং ৫/১০মিনিট লাইনে দাঁড়িয়ে থাকলেই সুযোগ পাওয়া যায়। তেমন খুব একটা অসুবিধা হয় না।

৩১.৭.৩. মুয্দালিফাহ্'র মায়দান :

মুয্দালিফাহ্'র মায়দান-এ প্রয়োজনের তুলনায় টয়লেট সংখ্যা কম। ফলে আপনাকে ২৫/৩০মিনিটেরও অধিক সময় ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হতে পারে যা কষ্টকর(২০০৮ইং সনের বর্ণনা মতে)।

৩১.৭.৪. মাস্জিদ-ই নাবাবী এলাকায় :

মাস্জিদ-ই নাবাবী'র চর্তুপাশে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আন্ডার গ্রাউন্ডে দ্বিতল/তিন তলা বিশিষ্ট আলাদা আলাদা উযুখানা, গোসলখানা ও পেশাবখানা আছে। বাহির থেকে দেখতে সেগুলো ঘরের মত দেখায়। টয়লেটে বদনা থাকে না, সেখানে কলের সাথে চিকন পাইপ লাগানো থাকে। ব্যবহারের আগে এক হাত দিয়ে পাইপের মাথা ধরে অন্য হাত দিয়ে সুইচ দিতে হয়, নচেৎ কল খুললে পাইপটি সাপের মত এদিক-সেদিক ঘুরে গা ভিজিয়ে দিতে পারে। নিম্নে দিক অনুযায়ী কোন দরজা/গেট নং বরাবর কোন টয়লেটটি কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো। যথা -

৩১.৭.৪.১. উত্তর দিকে :

(ক) **পুরুষদের জন্য** দরজা/গেট নং **১৯**,২০ বরাবর টয়লেট নং ২২৫,২২৬; গেট নং **২৩** বরাবর টয়লেট নং ২২৭,২২৮ টয়লেট রয়েছে।

(খ) **মেয়েদের জন্য** দরজা/গেট নং ২৫,**২৬** বরাবর টয়লেট নং ২২**৯**,২৩০ টয়লেট রয়েছে।

৩১.৭.৪.২. পূর্বে দিকে :

(ক) **পুরুষদের জন্য** দরজা/গেট নং ২৮ বরাবর টয়লেট নং **২৩২**; গেট নং ২৯,৩০ বরাবর টয়লেট নং ২৩৪; গেট নং ৩৩,৩৪ বরাবর টয়লেট নং **২৩৬** রয়েছে।

(খ) **মেয়েদের জন্য** দরজা/গেট নং ২৮ বরাবর টয়লেট নং ২৩১; গেট নং ২৯,৩০ বরাবর টয়লেট নং **২৩৩** রয়েছে।

৩১.৭.৪.৩. দক্ষিণ দিকে :

(ক) **পুরুষদের জন্য** দরজা/গেট নং **৩৭** বরাবর টয়লেট নং **২০১**,২০২ গেট নং **৩৮** বরাবর হুইল চেয়ার ওয়ালাদের, গেট নং **৪-এ** ও **৪-বি** বরাবর টয়লেট নং **২০৫**,২০৬; গেট নং **৫-সি** ও **৫-ডি** বরাবর টয়লেট নং ২০৭,২০৮ এবং গেট নং **৬-বি** বরাবর টয়লেট নং ২০৯,২১০ (দক্ষিণ-পশ্চিম কর্ণার) রয়েছে।

৩১.৭.৪.৪. পশ্চিম দিকে :

(ক) **পুরুষদের জন্য** দরজা/গেট নং ৬ বরাবর টয়লেট নং **২১১**,**২১২** এবং গেট নং ৭ বরাবর টয়লেট নং **২১৩**,২১৪; পশ্চিম-উত্তর কর্ণার বরাবর টয়লেট নং ২১৯,২২০ ও ২২১,২২২ রয়েছে।

(খ) **মেয়েদের জন্য** দরজা/গেট নং **১২** বরাবর টয়লেট নং **২১৫**,**২১৬** এবং গেট নং **১৫** বরাবর টয়লেট নং **২১৭**,**২১৮** রয়েছে।

৩১.৮. মাক্‌কা-আরাফাহ্ মেট্রো ট্রেন :

সাউদী আরবের পবিত্র মাক্‌কা নগরীর সাথে মিনা, আরাফাহ্ ও মুয্‌দালিফাহ্ হজ্জ যাত্রীদের সহজ যাতায়াতের সুবিধার্থে ২০১০ইং হতে মেট্রো রেলপথ চালু করা হয়েছে। মেট্রো রেলপথ দিয়ে প্রতি ঘন্টায় ৭২ হাজার হজ্জ-যাত্রী একসাথে যাতায়াত করতে পারে। মিনা, আরাফাহ্ ও মুয্‌দালিফাহ্ মিলে মোট ৯টি স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে।

৩১.৯. মাক্‌কা থেকে মাদীনা'র পথে সুযোগ-সুবিধা :

আপনি মাক্‌কা'য় হজ্জ আদায় শেষে বা পূর্বে যখনই সড়কপথে মাদীনা মুনাওয়ারা'র উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন তখন দীর্ঘ ৪৫০ কিমিঃ দূরত্বের পথে কয়েক কিলোমিটার পর পর দেখতে পাবেন পেট্রোল পাম্প, খাবার হোটেল, টয়লেট ও স্বলাত আদায়ের জন্য মাস্‌জিদ। আর রাস্তার দু'পার্শ্বে কিছুদূর পর পর দেখতে পাবেন ক্বুর্‌আন-এর ছোট ছোট বিভিন্ন আয়াত দ্বারা লিখিত তাস্‌বীহ্ ও দু'আ-দরুদ সম্বলিত সাইনবোর্ড। যেমন-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ, سُبْحَانَ اللّٰهِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

ইত্যাদি।

৩১.১০. মাদীনা’য় আবাসিক হোটেল ও মার্কেট :

মাস্‌জিদ-ই নাবাবী’র উত্তর বাউন্ডারীর বাহিরে ১০/১২তলা বিশিষ্ট অনেক ৫/৪/৩ স্টার আবাসিক হোটেল আছে এবং নীচ তলায় মার্কেট রয়েছে। মার্কেটে সব ধরণের জিনিসপত্র কিনতে পাওয়া যায়।

৩১.১১. মাস্‌জিদ-এ নাবাবী’র মেঝেতে কূপের চিহ্ন :

আপনি যদি ‘বাবে ফাহ্‌দ’ দরজা দিয়ে মাস্‌জিদ-ই নাবাবী-তে প্রবেশ করেন, তাহলে উত্তরের ওয়াল থেকে প্রায় ১৫মিটার দূরত্বে ভিতরের মেঝেতে পূর্ব-পশ্চিম লম্বালম্বি ১মিটার চওড়া আকৃতির লাল কার্পেট দিয়ে ঢাকা পাশাপাশি ১মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার ৩টি স্থান আলাদা ভাবে পৃথক রংয়ের টাইলস দিয়ে চিহ্নিত করা রয়েছে(দু’টি পিলারের মাঝামাঝি স্থানে)। এ চিহ্নিত স্থানে ‘সাহাবী ত্বাল্‌হা (র.)’-এর মালিকাধীন পানির কূপ ছিল এবং নাবী কারীম(সা:) এ কূপের পানি বেশ কয়েকবার পান করেছেন। ত্বাল্‌হা(র.) যখন সুরা আল্ ইম্‌রান-এর ৯২তম আয়াত শ্রবণ করেন(বাংলা অর্থ- ‘তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত সর্ব্বোচ্চ সীমার তাক্ব্‌ওয়া হাসিল করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সব থেকে প্রিয় বস্তু আল্লাহ্’র রাস্তায় দান করে দিবে’) তখন তিনি আল্লাহ্’র রেজামন্দি হাসিল করার উদ্দেশ্যে এ কূপটিসহ আরো একটি বাগান স্বদাক্বত্ হিসাবে দিয়ে দেন। এ কূপটি **‘বিরহা’** কূপ নামে খ্যাত ছিল।

৩১.১২. মাক্‌কা-মাদীনা’য় খাবার হোটেল :

আপনি মাক্‌কা বা মাদীনা’য় যে স্থানের আবাসিক হোটেলেই(৫/৪/৩ স্টার ছাড়া) অবস্থান করুন না কেন সেস্থানেই প্রচুর বাংলাদেশী খাবার হোটেল পাবেন। প্রতিটি খাবার হোটেলেই জিনিসপত্রের দাম প্রায় একই রকম। হোটেল গুলোতে আপনি রুটি, পরাটা, ডাউল, ভাত, সব্‌জি, মাছ, মাংশ সবই পাবেন। তবে সব্‌জি আর মাছের দাম প্রায় সমান। আবার ১ রিয়াল(২০১৮ইং সনের বর্ণনা মতে) দিয়ে রুটি/পরটা ৩/১টা পর্যন্ত পাওয়া যায়। সকালের নাস্তা আপনি ৭ রিয়েল থেকে শুরু করে ১০রিয়েল পর্যন্ত খরচ করতে পারেন। খাবারের মান অনুসারে দুপুর ও রাত্রের খাবার খেতে ১০রিয়েল থেকে ২০রিয়েল পর্যন্ত খরচ করতে হতে পারে।

৩১.১৩. মিরাকেল :

৩১.১৩.১. কথিত ‘আবাবিল’ পাখী : মাক্‌কা’য় আপনি যখন কা‘বা ঘর ত্বওয়াফ্ করবেন বা মাত্বফ্ এরিয়ার মধ্যে স্বলাত আদায়ের জন্য বসে থাকবেন তখন লক্ষ্য করবেন যে মাত্বফ্ এরিয়া, কা‘বা ঘরের উপর ও মাস্‌জিদুল হর-ম এর ছাদের উপরসহ চড়ই বা চামচিকার মত ছোট ছোট আকৃতির এক প্রকারের কালো রংয়ের পাখী দিন-রাত্রি সর্ব্বক্ষণ উড়ে বেড়ায়। আবার কোন কোন সময়

মাস্‌জিদুল হর-ম এর ভিতরেও ঢুকে পড়ে। তবে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার যে আপনি কোথাও তাদের(পাখীর) পায়খানা দেখতে পাবেন না। অনেকে এটাকে ‘আবাবিল’ পাখী নামে অভিহিত করে থাকেন যা ভুল, কারণ হলো ‘আবাবিল’ কোন পাখীর নাম নয়, ‘আবাবিল’ শব্দের অর্থ হলো ঝাঁকে ঝাঁকে বা দলে দলে।[৪৬৪] শুধু মাগ্‌রিব-এর আযানের পর কিছু সময়ের জন্য উড়তে দেখা যায় না।

৩১.১৩.২. সবুজ গম্বুজ-এর উপর দিয়ে কোন কিছু অতিক্রম না করা : মাদীনা মুনাওয়ারা মাস্‌জিদ-ই নাবাবী-তে নাবী কারীম(সা:)-এর ক্বব্‌র বরাবর ছাদের উপর যে সবুজ রংয়ের চিহ্নিত গম্বুজটি রয়েছে উহার উপর দিয়ে কোন পাখী কোন সময়ই উড়ে যায় না, এটা মাঝে মধ্যে দৃষ্টি গোচর হয় এবং অনেক হাজী সাহেব এ দৃশ্য দেখেছেন। পাখীরা গম্বুজটির কাছাকাছি স্থানে পৌঁছে গেলে ডানে বামে ভাগ হয়ে গম্বুজটি অতিক্রম করে চলে যায়, কোন সময়ই গম্বুজটির উপর দিয়ে অতিক্রম করে না। এটা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌’র নির্দেশ ছাড়া হয় না! এ দৃশ্যটা ‘বাক্বী‘ইল্‌ গার্‌ক্বাদ’ গোরস্থান এর ভিতর থেকে ভালোভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।

৩১.১৩.৩. সাউদী বাদশাহ’র বাড়ীতে যমযম-এর কূপ থেকে পানি সরবরাহ্‌ নিতে না পারা প্রসঙ্গে :

বিশ্বস্থ সূত্র থেকে(অর্থাৎ উক্ত কাজে কর্মরত বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার/ ওয়ার্কার) জানা যায় যে, কোন এক সময় সাউদী বাদশাহ’র রাজপ্রাসাদে যমযম-এর কূপ থেকে সরাসরি পানি সরবরাহ্‌ নেয়ার জন্য একটি পৃথক পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয় এবং তাতে মটর ও বৈদ্যুতিক সংযোগসহ সব কিছুই সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়। কিন্তু পানি উঠানোর জন্য সকল চেষ্টায় ব্যর্থ হয় অর্থাৎ পূর্ববর্তী সব লাইনেই পানি সরবরাহ্‌ ঠিকই থাকে, তবে এ লাইনে এক ফোটাও পানি উত্তোলিত হয় না এবং এ বিষয়টা গোপন রাখা হয়।

এ ঘটনা থেকে এটা পরিষ্কার যে **যমযম-এর পানি আল্লাহ্‌ সুব্বহানুতায়ালা তাঁর মেহমান ‘হজ্জ ও ‘উমরাহ্‌’ আদায়কারীদের জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছেন কোন রাজা-বাদশাহ্‌’র ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নয়।**

৩১.১৪. রসুলুল্লাহ্‌(সা:) ক্বব্‌র থেকে লাশ চুরির খৃষ্টান ষড়যন্ত্র :

দুর্বল আব্বাসী শাসনামলের শেষ দিকে খৃষ্টানরা মুসলিম এলাকায় আক্রমণ করে। মুসলিমদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে তারা ধারণা করে যে, মুসলিমদের শক্তির উৎস হচ্ছে তাদের নাবী’র ক্বব্‌র। যদিও এটা তাদের ভুল ধারণা। কেননা, মুসলিমরা কোন ক্বব্‌র ও লাশকে নিজেদের শক্তির উৎস বলে মনে করে না। তাদের

---

৪৬৪. সূরা আল্‌-ফীল(১০৫): ৩

শক্তির উৎস হচ্ছেন মহান আল্লাহ্ তায়ালা। তারা তাদের(খৃষ্টানরা) এ ভূল ধারণার ভিত্তিতে ক্বব্‌র থেকে রসুলুল্লাহ্(সা:)-এর লাশ চুরির এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে।

তারা এ ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করে স্পেনের ২(দুই) জন খৃষ্টানের উপর যারা মরক্কোর মুসলিম বেশে মাদীনা'য় প্রবেশ করে। ৫৫৭ হিজরী মোতাবেক ১১৬৪খৃষ্টাব্দে তারা হুজ্‌রাহ্ নাবাবী'য়ার দক্ষিণ পাশে মাস্‌জিদ-ই নাবাবী'র বাইরে **আলী 'উমা'**র ঘরে অবস্থান গ্রহণ করে। এ ঘরটি **'দিয়ারুল 'উশ্‌রাহ্'** নামেও পরিচিত ছিল। বর্তমানে অবশ্য উক্ত ঘরের আর কোন অস্তিত্ব নেই। মাস্‌জিদ-ই নাবাবী সম্প্রসারণের কারণে তা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। আসানওয়ী'র মতে তারা হুজ্‌রাহ্ নাবাবী'য়ার নিকট একটি রেবাতে অবস্থান গ্রহণ করে।

তারা লোকদের সাথে সুসম্পর্ক, নেক কাজ, স্বলাত ও বাক্বী'ইল্ গার্‌ক্বাদ **গোর**স্থান যিয়ারত্-এর মাধ্যমে নিজেদেরকে পরহেযগার ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। বাহ্যিকভাবে তারা খুবই নেককার লোক। অথচ গোপনে তারা নিজেদের কক্ষে হুজ্‌রাহ্ নাবাবী'য়ার দিকে একটি সুড়ঙ্গ তৈরীর কাজ করতে থাকে এবং অল্প অল্প করে মাটি বাহিরে নিরাপদ স্থানে ফেলে দেয়। কোন সময় তাদের রেবাতে একটি কূপে এবং কোন সময় চামড়ার ব্যাগের মুখ ভর্তি করে বাক্বী'ইল্ গার্‌ক্বাদ(জান্নাতুল বাক্বী) ক্বব্‌রস্থান যিয়ারত্-এর নামে সেখানে মাটি নিক্ষেপ করে। দীর্ঘদিন যাবত এভাবে কাজ করে তারা প্রায় ক্বব্‌র-এর অনেক কাছে পৌঁছে যায়।

সিরিয়ার সুলতান নুরুদ্দীন মাহ্‌মুদ জংকী তখন মাদীনা শাসন করতেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন, রসুলুল্লাহ্(সা:) সোনালী চুল বিশিষ্ট ২জন লোকের দিকে ইশারা দিয়ে বলেন, হে মাহমুদ আমাকে এ দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা কর। তিনি ঘুম থেকে জেগে ঘাবড়ে গেলেন। উযু করে স্বলাত আদায় পর পুন:রায় ঘুমিয়ে পড়লেন। আবারও একই স্বপ্ন। এ ভাবে তিনবার স্বপ্ন দেখেন। তৃতীয় বার ঘুম থেকে জেগে তিনি প্রধানমন্ত্রী **জামালউদ্দীন মোসেলী**'কে ডাকেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও দ্বীনদার মন্ত্রী। তিনি তার কাছে স্বপ্নের বৃত্তান্ত খুলে বলেন। তিনি আর দেরী না করে অবিলম্বে মাদীনা রওনা করার এবং স্বপ্নের বিষয় গোপন রাখার পরামর্শ দেন। সুলতান ও মন্ত্রীর ২০সদস্য বিশিষ্ট এক কাফেলা বহু অর্থ সম্পদসহ মাদীনা'র উদ্দেশ্যে রওনা করে। **মাতারী**'র মতে কাফেলায় ১ হাজার উট ও ঘোড়া ছিল। সিরিয়া থেকে একটানা ১৬দিন সাফার্-এর পর তিনারা মাদীনা'য় পৌঁছলেন। তিনি মাদীনা'য় পৌঁছে মাস্‌জিদ-ই নাবাবী-তে স্বলাত আদায় করেন এবং নাবী(সা:)-এর ক্বব্‌র যিয়ারত্ করেন। তারপর বসে চিন্তা করতে থাকেন কি করা যায়! প্রধানমন্ত্রী জামালউদ্দীন জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি ঐ

লোক দু'টাকে দেখলে চিনতে পারবেন? সুলতান বলেন, হাঁ! তারপর মন্ত্রী সকল মাদীনা বাসীকে মাস্‌জিদ-ই নাবাবী-তে ডাকলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, সুলতান মাদীনা-বাসীদের জন্য বহু অর্থ সম্পদ এনেছেন। প্রত্যেকেই এসে যেন তার উপহার নিয়ে যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুলতান তার প্রত্যাশিত উক্ত দুই ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন না। সুলতান জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে আর এমন কেউ কি বাকী আছে যারা উপহার নিতে আসেনি? তারা বললো, হাঁ! ২জন মরক্কোবাসী বুজর্গব্যক্তি আছেন, যারা কারুর কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করেন না। বাদশাহ্ তাদের ২জনকে হাজির করার নির্দেশ দেন। তারা উপস্থিত হলে সুলতান তাদেরকে দেখেই চিনলেন যে, তারাই সেই দুর্বৃত্ত যাদের প্রতি স্বপ্নে রসুলুল্লাহ্(সাঃ) ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সুলতান জিজ্ঞাসা করেন তোমরা কোন দেশের লোক? তারা বলে, আমরা মরক্কোর অধিবাসী আমরা হজ্জ করতে এসেছি। তিনি তাদেরকে সত্য কথা বলার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু তারা একই উত্তর দেয়। তিনি তাদেরকে নিজ লোকের কাছে রেখে তাদের থাকার ঘরে যান। তার সাথে কিছু সংখ্যক মাদীনা-বাসীও ঐ ঘরে যায়। তারা ঘরে বিপুল অর্থ সম্পদ, ২টা ক্বুর্‌আন মাজীদ এবং তাকের উপর কিছু কিতাব দেখতে পান। এছাড়া আর কিছু দেখতে পেলেন না। তিনি ঘরে বারবার ঘুরতে থাকেন। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। আল্লাহ্ তার অন্তর খুলে দেন। তিনি তাদের বিছানা তুলে দেখেন নিচে একটি কাঠের তক্তা। কাঠটি তুলে দেখেন, এর নীচে রয়েছে ক্বব্‌র অভিমুখী এক সুড়ঙ্গ যা মাস্‌জিদ-এর দেয়াল ভেদ করে চলে গেছে। এতে সুলতানসহ মাদীনা-বাসীরা হতভম্ব হয়ে যান। মাদীনা-বাসীরা যাদেরকে অত্যন্ত পরহেযগার লোক মনে করতো এ হচ্ছে তাদের কান্ড। সুলতান নুরুদ্দীন তাদেরকে ভীষণ মার-ধর করেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা তাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করে। তারা বলে তারা মূলতঃ খৃষ্টান। আমাদেরকে খৃষ্টান সম্রাটগণ বিরাট অর্থের বিনিময়ে এ কাজ করার জন্য পাঠিয়েছে, আমরা যেন মুসলমানদের নাবী'র লাশ আমাদের দেশে নিয়ে যাই। তাদের স্বীকারুক্তির মাধ্যমে ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়ার পর হুজ্‌রাহ্ নাবাবী'য়ার পূর্বে তাদের গর্দান দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

তারপর সুলতান নুরুদ্দীন মাহ্‌মুদ জংকী হুজ্‌রাহ্ নাবাবী'য়ার চারিদিকে গভীর গর্ত খনন করার জন্য নির্দেশ দেন, যেন তা এত নীচ পর্যন্ত পৌঁছে যেখানে পানির স্তর বিদ্যমান। তিনি বিপুল পরিমাণ শিশা গলিয়ে গর্তে মজবুত ভিত্তি তৈরী করেন এবং ভূমির উপরিভাগে পর্যন্ত পাকা করেন।

এ লোমহর্ষক ঘটনা যারা বর্ণনা করেছেন, তারা হচ্ছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক 'জামালউদ্দীন আসানওয়ী' ও 'জামালউদ্দীন মাতারী'। তাদের বরাত দিয়ে **আল্লামা**

নূরুদ্দিন সামহুদী(রহি.) তার **অফা-আল্-অফা** বইতে এবং বার্‌যানজী তার নিজ বইতে এ ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।[৪৬৫]

৩১.১৫. মহানাবী(সাঃ)-এর বিদায় হজ্জ-এর সংক্ষিপ্ত ভাষণ :

১০(দশম) হিজরী, যুল্‌হিজ্জাহ্ মাসের ৯ তারিখ শুক্রবার রসুল কারীম(সাঃ) 'আরাফাত্ মায়দান-এ জাবালি রহ্‌মাত-এর পাদদেশে নিজের বাহনে আরোহিত অবস্থায় 'আস্বর স্বলাত-এর সময় প্রায় লক্ষাধিক সাহাবী'র উদ্দেশ্যে বিদায় হজ্জ-এর ঐতিহাসিক ভাষণটি দিয়েছিলেন।[৪৬৬]

হে লোক সকল! আমার মনে হচ্ছে যে, আমি এবং তোমরা আর কখনও এ মাজ্‌লিস-এ একত্রিত হতে পারবনা।

নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত ও সম্পদ এবং তোমাদের মান-মর্যাদা তোমাদের পরস্পরের নিকট এমন পূতঃপবিত্র যেমনটি এ দিন, এ শহর এবং এ মাস তোমাদের নিকট পবিত্র। তোমরা নিশ্চয়ই অচিরেই তোমাদের রব্ব্-এর সাথে মিলিত হবে। তখন তিনি তোমাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। সাবধান! আমার পরে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়োনা যে, একে অপরের গলা কাটতে শুরু করবে।

সাবধান! অজ্ঞতা যুগের সব কিছু আমার পায়ের নীচে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছি এবং জাহিলি যুগের সকল রক্তের দাবী রহিত করা হলো। সর্বপ্রথম আমি আমার কাবীলা'র রক্তের অর্থাৎ রাবী'আ ইব্‌নুল হারীস'-এর পুত্রের রক্তের দাবীকে রহিত ঘোষণা করছি। সে বানু সা'দ গোত্রের দুগ্ধ পানকারী ছিল, তখন তাকে হুযাইলী'রা হত্যা করেছিল। জাহিলি যুগের সুদও প্রথা রহিত করা হলো। সর্বপ্রথম আমি আমার কাবীলা'র দাবী অর্থাৎ চাচা আব্বাস ইব্‌নু আব্‌দিল মুত্তালিব-এর সুদ মাফ করে দিলাম। সুতরাং সকল সুদ আজ রহিত করা হলো।

(হে মানবমন্ডলী!) তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহ্'কে ভয় কর। নিশ্চয়ই তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্'র আমানাত স্বরূপ গ্রহণ করে নিয়েছ এবং আল্লাহ্'র শারী'আত অনুযায়ী তাদের লজ্জাস্থানকে নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছ। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হল তারা যেন এমন কাউকেও তোমাদের বিছানায় বসতে অনুমতি না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা(উক্ত অন্যায় কাজ) করেই ফেলে তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন যে, তোমরা তাদেরকে হালকাভাবে প্রহার করবে। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো, তোমরা তাদেরকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে অন্ন-বস্ত্র প্রদান করবে।

---

৪৬৫. সৌদী আরব- রাহে মক্কা রাহে মদীনা, পৃঃ ২৩০।

৪৬৬. বুখারী, হা/১৬২৫; মুসলিম, হা/২৮১৭; ইব্‌নু মাযাহ্, হা/৩০৭৪; বিদায় হজ্জের ভাষণ, পৃঃ ১৫;।

(হে লোকসকল!) আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর তাহলে পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহ্'র কিতাব।

(হে মানবমন্ডলী) আমার পরে কোন নাবী নেই এবং তোমাদের পরে কোন উম্মাত নেই। সাবধান! তোমরা তোমাদের রব্ব-এর 'ইবাদাত্ করবে, পাঁচ ওয়াক্ত্ স্বলাত আদায় করবে, রমাযান মাসে স্বিয়াম পালন করবে, তোমাদের সম্পদের যাকাত খুশি মনে প্রদান করবে এবং তোমাদের রব্ব-এর ঘরের হজ্জ করবে, আর তোমাদের শাসনকর্তাদের আনুগত্য করবে। তাহলে তোমরা তোমাদের রব্ব-এর দেয়া জান্নাত-এ প্রবেশ করবে।

(হে লোকসকল!) ক্বিয়ামাত-এর দিন তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (বলত!) সে দিন তোমরা কি জবাব দিবে ? তারা সমঃস্বরে বললেন, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আমাদের নিকট আল্লাহ্'র আহ্‌কাম পৌঁছে দিয়েছেন, রিসালাত্ ও নুবুওয়াত্-এর হক আদায় করেছেন এবং আমাদেরকে সর্ব বিষয়ে উপদেশ দান করেছেন"। ঐ সময় নাবী(সাল্‌লাল্ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শাহাদাত অঙ্গুলী আকাশের দিকে উঠিয়ে এবং জনগণের দিকে ঝুকিয়ে ঝুকিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ্! সাক্ষী থেকো, হে আল্লাহ্! সাক্ষী থেকো, হে আল্লাহ্! সাক্ষী থেকো"। যেনে রেখ যে, 'যারা এখানে উপস্থিত আছ তারা যেন আমার এ সকল বাণী অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেয়। সম্ভবতঃ যাদের কাছে বাণী পৌঁছে দেয়া হয়, তাদের মধ্যে এমন অনেক লোক থাকে যারা শ্রোতাদের চেয়ে তা বেশী বুঝদার হতে পারে'।[৪৬৭]

বিদায় হজ্জ সম্পন্ন করে মাদীনা'য় ফিরে যান এবং ১২ই রবিউল আউওয়াল (উল্লেখিত তারিখের ব্যাপারে অনেক মতভেদ রয়েছে) মোতাবেক ৮ই জুন সোমবার, ৬৩২খৃষ্টাব্দে সন্ধ্যা ৬টার সময় মাদীনা'য় ইন্তেকাল করেন।

বিদায় হজ্জ-এর পর নাবী কারীম(সাঃ) মাত্র ৮০দিন জীবিত ছিলেন।[৪৬৮]

৩১.১৬. কখন থেকে মাস্‌জিদুল হর-ম এ এক ইমামের পিছনে স্বলাত আদায় শুরু হয় :

মাস্‌জিদুল হর-ম এ চারি মায্‌হাব-এর প্রতি ইমামের জন্য স্বতন্ত্র ছায়া ঘর নির্মিত ছিল। একটি ছায়া ঘর আরেকটি ছায়া ঘর অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর ও সুসজ্জিত হওয়ার কারণে কখনও হানাফী ও শাফি'ঈ মায্‌হাব দ্বয়ের অথবা অন্যান্য মায্‌হাবী লোকদের মধ্যে উহার দখল নিয়ে বিরোধও দেখা দিত। কা'বা ঘরের চর্তুদিকে চারি মায্‌হাব-এর ইমাম-গণের মুস্বল্লা ছিল। কা'বা ঘর ও **মাস্‌জিদুল হর-**

৪৬৭. ইব্‌নু মাযাহ্/৩০৫৬; তিরমিযী, হা/২৬৫৬-৫৮; আবু দাউদ, হা/৩৬৬০; দারিমী, হা/২২৭-৩০।
৪৬৮. তাফসীরে ড. আবু বাকার মোহাম্মদ যাকারিয়া(হাফিঃ), সূরা আন্ নাস্বর(১১০): ১

ম এর দক্ষিণ-পূর্ব বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে **হান্‌বাল্ মায্‌হাব**-এর ইমাম-এর মুস্বল্লা, কা'বা ঘর ও **মাস্‌জিদুল হর-ম** এর দক্ষিণ-পশ্চিম বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে **মালিকী মায্‌**হাব-এর ইমাম-এর মুস্বল্লা, কা'বা ঘর ও **মাস্‌জিদুল হর-ম** এর উত্তর-পশ্চিম বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে **হানাফী মায্‌হাব**-এর ইমাম-এর মুস্বল্লা এবং কা'বা ঘর ও **মাস্‌জিদুল হরা-ম** এর উত্তর-পূর্ব বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে **শাফি'ই মায্‌হাব**-এর ইমাম-এর মুস্বল্লা ছিল এবং মাযহাবী প্রথা প্রায় ৮০১হিজরী(১৩৮০খৃষ্টাব্দ) থেকে ১৩৪৩হিজরী পর্যন্ত চালু ছিল।

উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগে আরব-এর অধিকাংশ অঞ্চলসহ বর্তমান সাউদী আরব-এর 'হিজাজ(উত্তর-পশ্চিম), আসির(দক্ষিণ-পশ্চিম), নাজ্‌দ এবং আল্-হাসা' অঞ্চলগুলো কোন কোন সময় বাগদাদ-এর 'আব্বাসীয় খিলাফাত', মিস্বরী'য় সুলতান 'মামলুক' ও 'ফাতেমীয় খিলাফাত' এবং 'আইউবীয়' রাজবংশের শাসনাধীনের অধিভুক্ত ছিল এবং 'মাক্‌কা' ১২৬৯খৃষ্টাব্দে মিস্বরী'য় সুলতান 'মামলুক'-এর শাসনাধীনে ছিল।

ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে 'মাদীনা(শাসক ১ম সেলিম) ও হিজাজ'সহ আরব অঞ্চলগুলো অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায় এবং তারা তাদের সাম্রাজ্যকে আরো বিস্তৃতি করে, তখন তাদের রাজধানী ছিল 'কন্সটানটিনোপল' অর্থাৎ বর্তমান 'ইস্তাম্বুল'।

১৭৪৪খৃষ্টাব্দে 'রিয়াদ' নিকটবর্তী 'আদ্-দারিয়াহ্' শহরের এক গোষ্ঠীভিত্তিক শাসক **'মুহাম্মদ ইব্‌নু সাউদ'**-এর সহিত ততকালীন ধর্মীয় পন্ডিত **'মোহাম্মদ ইব্‌নু আব্দ আল্-ওহ্‌হাব'**(১৭০৩-১৭৯২ইং)-এর সহিত সুসম্পর্ক থাকায় সাউদী আরব-এর আল্ সাউদ পরিবারের সাথে একটি মৈত্রীবন্ধন তৈরী হয় এবং তারা ছিলেন ইমাম 'আহ্‌মাদ ইব্‌নু হান্‌বাল'-এর অনুসারী সুন্নী মুসলিম। ধর্মীয় পন্ডিত **'মোহাম্মদ ইব্‌নু আব্দ আল্-ওহ্‌হাব'**-এর সাথে সুসম্পর্ক থাকায় তার পরামর্শ ও সহযোগীতায় পরিচালিত শাসন আমলেই রাষ্ট্রীয় আইন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রচলিত চার মায্‌হাবী সকল মুস্বল্লা'কে বিলুপ্ত ঘোষণা ও অন্যান্য মতালম্বীদের বিদ্'আত-ই সকল কর্মকান্ড সমূহকে দমন করার ফলে ইসলাম এক নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠে এবং আরব বিশ্বকে এক মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন।

কারণ 'আলি ইব্‌নু আবি তালিব(র.) থেকে বর্ণিত(সহীহ্ মুসলিমে সংকলিত) তিনি বলেন, 'রসুল(সা:) সকল প্রতিমা ও মূর্তি ধ্বংস এবং উঁচু ক্ববর-কে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন'।[৪৬৯]

---

৪৬৯. সহীহ্ মুসলিম, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৫৯, হা/২১১৫; আবু দাউদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৯১৪-১৫, হা/৩২১২।

সে সময় আরব বিশ্বে বিদ্'আত-ই ও কুসংস্কারী কার্যকলাপ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ক্বব্‌র ও মাজারে দু'আ চাওয়ার কুপ্রথা ব্যাপক বিস্তর লাভ করেছিল (যে কুপ্রথা বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে এখনো বিদ্যমান রয়েছে)। বিধায় সেখান থেকে ইসলাম-কে তার মূল সুন্নাহ্'র পথে ফিরিয়ে আনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল অর্থাৎ এ আন্দোলন বা সংস্কারের নামই হলো **'ওহ্‌হাবী সংস্কার'**(নামে খ্যাত)।

উল্লেখ্য যে, ১৭৪৪ সন থেকেই ইব্‌নু সাউদ পরিবারের উত্থান এবং ওয়াহাবী আন্দোলনের হাত ধরেই প্রথম সাউদী রাষ্ট্রের গুড়া পত্তন শুরু হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোম্যান শাসনের পতন হলে ১৯২৪-২৫খৃষ্টাব্দে ইব্‌নু সাউদ বংশের শাসক **'আব্দুল আজিজ-২ মুহাম্মদ ইব্‌নু সাউদ'(পিতা**- আব্দুল রহ্‌মান বিন্ ফায়সাল-১)-এর অধীনে আসে। **'মোহাম্মদ ইব্‌নু আব্দ আল্-ওহ্‌হাব'**-এর বংশধর ও অনুসারীরা মূলত ইসলাম বিরোধী প্রথাগুলোর উপর আঘাত হানে এবং পবিত্র মাক্‌কা ও মাদীনা'র ক্বব্‌র-স্থানে সাহাবীগণ ও অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের ক্বব্‌র-এর উপর নির্মিত সৌধ সমূহ ধ্বংশ করে ফেলে দেয়।[৪৭০] তবে মুস্বল্লা-গুলোকে পরবর্তীতে মাত্বফ্ চত্বর সংস্কারের সময় ১৯৫০দশকের মধ্যে কোন এক সময় ভেঙ্গে ফেলা হয়। 'আব্দুল আজিজ-২ মুহাম্মদ ইব্‌নু সাউদ' আনুমানিক ত্রিশ বৎসর কাল(১৯২৫-১৯৫৩খৃষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন(এটাই হলো সংক্ষিপ্ত ইতিহাস)।

৩১.১৭. মাত্বফ্ ও মাস্‌জিদ-ই নাবাবী চত্বরে স্থাপিত শীতল টাইলস-এর ইতিহাস :

আমরা যারা হজ্জ বা 'উম্‌রাহ্ পালন করতে মাক্‌কা'য় গিয়েছি তারা সবাই দেখেছি যে সাউদী আরবে কি প্রখর রৌদ্রের তাপ! কিন্তু মাত্বফ্ চত্বরে যে টাইলস বসানো রয়েছে আমরা যখন ত্বওয়াফ্-এর জন্য চত্বরে বারবার চক্কর দেই তখন প্রখর রৌদ্রের তাপ কিন্তু পায়ে অনুভব করি না, বরঞ্চ শীতলতা অনুভূত হয় এর কারণ কি ? এ টাইলস তৈরীর পিছনে যে ব্যক্তিটির নাম জড়িয়ে রয়েছে, আমরা কজনইবা তাঁকে চিনি বা জানি!

তিনি একজন মিস্বরীয় **স্থপতি প্রকৌশলী ড. মোহাম্মদ কামাল ইসমাইল** (১৯০৮-২০০৮ইং)। একজন প্রচার বিমুখ মানুষ হিসাবে লোকচোক্ষুর অন্তরালে থাকতেই নিজে বেশী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। মিস্বরের ইতিহাসে তিনিই ছিলেন প্রথম সর্বকনিষ্ঠ শিক্ষার্থী যিনি হাইস্কুল শেষে 'রয়েল স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং'-এ ভর্তি হয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন। ইউরোপে পাঠানো ছাত্রদের ভেতরেও তিনি ছিলেন

---

৪৭০. Wikipedia; সৌদী আরব-রাহে মক্কা রাহে মদীনা, পৃঃ ৭০, ৭৬, ১৬৬; মাযহাব-অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, পৃ. ১৯৪-৯৫।

সর্বকনিষ্ঠ, ইসলামি আর্কিটেকচার-এর উপর তিনটি ডক্টরেট ডিগ্রীপ্রাপ্ত প্রথম মিস্বরীয় প্রকৌশলী।

ড. মোহাম্মদ কামাল ইসমাইল প্রথম প্রকৌশলী, যিনি হারামাইন(মাক্‌কা-মাদীনা) সম্প্রসারণ প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিজের কাঁধে তুলে নেন। এ সুবিশাল কর্মযজ্ঞ তত্ত্বাবধান করার জন্য সাউদী(পঞ্চম তম) বাদশাহ্ ফাহ্‌াদ বিন্ আব্দুল আজিজ (১৯২১-২০০৫ইং) এবং বিন্ লাদেন গ্রুপের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও তিনি কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই এবং মোটা অঙ্কের চেক উনি ফিরিয়ে দেন। তাঁর সততা ও কাজের প্রতি আন্তরিকতা তাঁকে বাদশাহ্‌সহ সকলের প্রিয়পাত্র ও বিশেষ আস্থাভাজন করে তোলে।

তিনি বাকার বিন্ লাদেনকে বলেছিলেন, এ দু'টি পবিত্র মাস্‌জিদ-এর কাজের জন্য পারিশ্রমিক নিলে শেষ বিচারের দিনে আমি কোন মুখে আল্লাহ্'র সামনে গিয়ে দাঁড়াবো ?

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ৪৪বছর বয়সে বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রী সন্তান জন্ম দিয়ে মারা যান। এরপর তিনি আর বিয়ে করেননি। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর পুরোটা জীবন আল্লাহ্'র ঘর রক্ষণাবেক্ষণ কাজে উৎসর্গ করেন। অর্থ-বিত্ত, খ্যাতি-যশ মিডিয়ার লাইম লাইট থেকে দূরে সরে থেকে তিনি তাঁর ১০০বছরের জীবনের অধিকাংশ সময়টা মাক্‌কা-মাদীনা'র দুই মাস্‌জিদ-এর সেবায় সময় অতিবাহিত করে গেছেন।

মাক্‌কা-মাদীনা'র দুই মাস্‌জিদ-এর মার্বেলের কাজের সঙ্গে উনার জীবনের একটি বিস্ময়কর ঘটনা রয়েছে। উনি চেয়েছিলেন মাস্‌জিদুল হর-ম এর মাত্বফ্ চত্বরের মেঝে এমন এক ধরণের মার্বেল পাথর দিয়ে আচ্ছাদিত করে দিতে যার বিশেষ তাপ শোষণ ক্ষমতা রয়েছে এবং ত্বওয়াফ্-কারীরা যেন গরম অনুভব না করে। এ বিশেষ ধরণের মার্বেল সহজলোভ্য ছিলনা। এ ধরণের মার্বেল ছিল পুরো পৃথিবীতে কেবলমাত্র **গ্রিস-এর ছোট্ট একটি পাহাড়ে**।

'ড. মোহাম্মদ কামাল ইসমাইল' **গ্রিসে** গিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে মার্বেল কেনার চুক্তিস্বক্ষর করে মাক্‌কা-য় ফিরে এলেন এবং সাদা মার্বেলের ডেলিভারিও চলে এলো। যথাসময়ে বিশেষ নক্সায় মাত্বফ্ চত্বর এলাকায় সাদা মার্বেলের কাজ সম্পন্ন হলো। এর ঠিক ১৫ বছর পরে সাউদী সরকার তাঁকে মাস্‌জিদ-ই নাবাবী'র বাহিরে চারিদিকের চত্বরও একইভাবে সাদা মার্বেল দিয়ে ঢেকে দিতে বললেন। কিন্তু 'ড. মোহাম্মদ কামাল ইসমাইল' দিশেহারা বোধ করলেন! কেননা ওই বিশেষ ধরণের মার্বেল জানামতে কেবলমাত্র **গ্রিসের** ওই ছোট্ট পাহাড় ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না এবং সেখানে যতটুকু ছিল তার অর্ধেক ইতিমধ্যেই কিনে

মাস্‌জিদুল হর-ম এর কাজে লাগানো হয়ে গেছে। যেটুকু মার্বেল অবশিষ্ট ছিল সেটা মাস্‌জিদ-ই নাবাবী’র প্রশস্ত চত্বরের তুলনায় সামান্য!

‘ড. মোহাম্মদ কামাল ইসমাইল’ পুণ:রায় **গ্রিসে** গেলেন এবং সেই কোম্পানীর সি.ই.ও-র সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইলেন, ওই পাহাড় আর কতটুকু পাথর অবশিষ্ট আছে ? সি.ই.ও জানালেন, ১৫ বছর আগে উনি কেনার পরপরই পাহাড়ের বাকি অংশটুকুও বিক্রি হয়ে যায়! একথা শুনে তিনি এতটাই বিমর্ষ হলেন যে, তাঁর কফি খাওয়া শেষ করতে পারলেন না! সিদ্ধান্ত নিলেন পরের ফ্লাইটেই মাক্‌কা’য় ফিরে যাবেন। অফিস ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগে কী মনে করে যেন অফিস সেক্রেটারীর কাছে গিয়ে সেই ক্রেতার নাম-ঠিকানা জানতে চাইলেন। যিনি অবশিষ্ট মার্বেলগুলো কিনেছিলেন।

যদিও এটা অনেক দুরুহ্‌ কাজ, তবুও উনার পুণ: পুণ: অনুরোধে সে পুরানো রেকর্ডপত্র চেক করে পরে জানাবে বলে কথা দিলো। নিজের নাম এবং ফোন নম্বর রেখে বেরিয়ে আসার সময় ড. কামাল মনে মনে ভাবলেন কে কিনেছে ১৫ বছর পরে তা জেনেই-বা লাভ কী ?

পরদিন এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার কিছুক্ষণ আগে অফিস সেক্রেটারী ফোনে জানাল, সেই ক্রেতার নাম-ঠিকানা খুঁজে পাওয়া গেছে! কামাল ধীর গতিতে অফিসের দিকে যেতে যেতে ভাবলেন- ঠিকানা পেয়েই-বা লাভ কী ? মাঝে তো অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেছে ... ...।

অফিসে পৌঁছলে সেক্রেটারী তাঁকে ওই ক্রেতার নাম-ঠিকানা দিলেন। ঠিকানা হাতে নিয়ে ‘ড. মোহাম্মদ কামাল ইসমাইল’-এর হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল, যখন তিনি দেখলেন- বাকি মার্বেলের ক্রেতা একটি সাউদী কোম্পানী!

ড. কামাল সেদিনই সাউদী আরব ফিরে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি ‘কোম্পানীর ডিরেক্টর এ্যাডমিন’-এর সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইলেন- মার্বেলগুলো দিয়ে তাঁরা কি কাজ করেছেন, যা অনেক আগে **গ্রীস** থেকে কিনেছিলেন ?

‘ডিরেক্টর এ্যাডমিন’ প্রথমে কিছুই মনে করতে পারলেন না। কোম্পানীর স্টক রুমে যোগাযোগ করে জানতে চাইলেন- ১৫ বছর আগে **গ্রীস** থেকে আনা সাদা মার্বেলগুলো দিয়ে আপনারা কি কাজ করেছিলেন ? তারা খোঁজ করে জানালো- সেই সাদা মার্বেল পুরোটাই স্টকে পড়ে আছে, কোথাও কোন কাজে ব্যবহার করা হয়নি!

এ কথা শুনে ড. কামাল শিশুর মত ফোঁপাতে শুরু করলেন। কান্নার কারণ জানতে চাইলে তিনি পুরো ঘটনা কোম্পানীর মালিককে খুলে বললেন। ড. কামাল

ওই কোম্পানীকে সাউদী সরকারের পক্ষ থেকে একটি ব্লাংক চেক দিয়ে ইচ্ছেমতো অংক বসিয়ে নিতে বললেন। কিন্তু কোম্পানীর মালিক যখন জানতে পারলেন যে, এ সাদা মার্বেল রসুল(সা:)-এর মাস্‌জিদ চত্বর বাঁধানোর জন্য ব্যবহৃত হবে, তৎক্ষণাৎ তিনি এর বিনিময় নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, 'আল্লাহ্ সুব্বহানুতায়ালা আমাকে দিয়ে এটা কিনিয়েছিলেন আবার তিনিই আমাকে এর কথা ভূলিয়ে দিয়েছিলেন; কেননা এ মার্বেল রসুল(সা:)-এর মাসজিদ-র উদ্দেশ্যেই এসেছে ... ...'।[৪৭১]

৩১.১৮. 'উম্‌রাহ্‌কারী, হজ্জযাত্রী বা হাজীদের কেউ মুত্যু বরণ করলে কোথায় ক্ববর দেয়া হয় :

৩১.১৮.১. কোন 'উম্‌রাহ্‌কারী, হজ্জযাত্রী বা হাজী মাক্‌কা মুকাররমা'য় মুত্যু বরণ করলে :

যে কোন 'উম্‌রাহ্‌কারী, হজ্জযাত্রী বা হাজী মাক্‌কা মুকাররমা'য় মুত্যু বরণ করলে তাকে আল্ মা'আলা ক্ববরস্থানে ক্ববর দেয়া হয়।

৩১.১৮.২. কোন 'উম্‌রাহ্‌কারী, হজ্জযাত্রী বা হাজী মাদীনা মুনাওয়ারা'য় মুত্যু বরণ করলে :

যে কোন 'উম্‌রাহ্‌কারী, হজ্জযাত্রী বা হাজী মাদীনা মুনাওয়ারা'য় মুত্যু বরণ করলে তাকে বাক্বী'ইল্ গারক্বাদ(জান্নাতুল বাক্বী) ক্ববরস্থানে ক্ববর দেয়া হয়।

৩১.১৮.৩. আল্ মা'আলা ক্ববরস্থানে কি ভাবে মৃতকে ক্ববর দেয়া হয় :

অনেকের হয়তো জানার আগ্রহ রয়েছে যে মাক্‌কা'র কোথাও তো মাটি নেই সমস্ত জায়গাতেই শুধু পাথর আর পাথর। আমাদের দেশের মত করে তো মানুষকে ক্ববর দেয়া সম্ভব নয়, অতএব কি ভাবে দেয়া হয় ? একদিন **ফাজ্‌র স্বলাত আদায়ের পর 'আল্ মা'লা** ক্ববরস্থান' **পরিদর্শনে গিয়েছিলাম** এবং আমার সে সৌভাগ্য হয়েছিল কিভাবে মুরদাকে ক্ববর দেয়া হয়। নীচে অর্থাৎ উপরের সারফেস থেকে প্রায় ৭/৮ ফুট গভীরে বেড তৈরী করা আছে এবং মইয়ের সাহায্যে মুর্‌দাকে নীচে নামিয়ে সমতল বেডে শুইয়ে দেয়া(তবে আমাদের দেশের মত সোজাসুজি ভাবে নয়, ডান দিকে কাত করে) হয়। তারপর প্রতিটি মুর্‌দা'র ক্ববর-এর মাথা বরাবর ১.৫/২.৫ফুট আকৃতির কংক্রিট স্ল্যাবের ঢাকনা দিয়ে রাখা হয় এবং উপরে নামফলকে নাম ও তারিখ লেখা থাকে। এভাবেই ২/৩বছর পর পর উক্ত স্থানে আবার আরেক জনকে ক্ববর দেয়া হয়।

---

৪৭১. Internet থেকে সংগৃহীত।

৩১.১৯. মাক্‌কা ও মাদীনা'য় অসুস্থ হাজীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা :

৩১.১৯.১. মাক্‌কা মুকার্‌রামা :

(১) মাস্‌জিদুল হর-ম এর বাহির চত্বর এরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সাউদী সরকার পরিচালিত হাজীদের জন্য জরুরী চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র রয়েছে। আপনি এ চিকিৎসা কেন্দ্রে জরুরী সেবা নিতে পারবেন।

(২) মিস্‌ফালাহ্ রোডের দক্ষিণে ব্রিজের পশ্চিম দিকে বাংলাদেশ হজ্জ মিশন অফিস ও চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে এবং উক্ত চিকিৎসা কেন্দ্রে জরুরী সেবা নিতে পারবেন।

(৩) তাছাড়া বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লে আপনি নিম্নবর্ণিত হাসপাতাল গুলোতে বিনা মূল্যে হাজীদের চিকিৎসা সেবা দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। যথা -

(১) কিং আব্দুল আজিজ হাসপাতাল

(২) কিং ফাহাদ হাসপাতাল ও

(৩) নুর হাসপাতাল

যে কোন হাসপাতালে যাওয়ার সময় আপনাকে মূল পাসপোর্ট সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

৩১.১৯.২. মাদীনা মুনাওয়ারা :

মাস্‌জিদ-ই নাবাবী'র **পূর্বে বাউন্ডারী গেট নং ৩৫৬**-এর বাহিরে হাজীদের জন্য জরুরী চিকিৎসা কেন্দ্র **'বাবে জিব্‌রীল মেডিক্যাল সেন্টার'** রয়েছে। আপনি এ চিকিৎসা কেন্দ্রে বিনা মূল্যে জরুরী সেবা ও ঔষধ নিতে পারবেন। তবে পাসপোর্ট সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

৩১.১৯.৩. ভ্রমণ কালীন সময়ের জন্য ডাক্তারী প্রেসকিপশন :

যারা বিভিন্ন অসুখে আক্রান্ত আছেন তিনাদের উচিত হবে, কে কোন অসুখে আক্রান্ত তার একটি তালিকা ও এ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে রাখা। যাতে সাউদী আরবে গিয়ে চিকিৎসা নিতে সুবিধা হয়। তাছাড়া প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সঙ্গে নিবেন এবং যাদের কোন অসুখ-বিসুখ নেই বা শারীরিক ভাবে সুস্থ তিনারা নিম্নবর্ণিত ঔষধগুলো সঙ্গে রাখতে পারেন। কারণ বাংলাদেশে যে ঔষুধের দাম এক টাকা সাউদী'তে সে ঔষুধের দাম ৩০/৩৫ টাকা। যথা -

(১) গা ব্যথা/জ্বর হলে খাবেন

Ace plus 500 - (২০ টা)

(২) যদি খুব পাতলা পায়খানা বা আমাশায় হয়, তাহলে

Amodis/Filmet 500-১টা করে দিনে তিনবার খাবার পরে খাবেন ৫ দিন (১৫ টা)।

(৩) সর্দি/হাঁচি অথবা এলার্জি দেখা দিলে

Fexo 120 - ১টা করে দিনে ২ বার (সকাল ও রাত্রি) খাবেন ৫/৭ দিন (১০/১৪ টা)। অথবা

Loratin Fast- ১ টা করে দিনে ২ বার চুষে খেতে হবে ১০দিন (২০ টা)।

(৪) যদি জ্বর থাকে, তাহলে

Napa 500 - ১টা করে দিনে ২ বার (সকাল ও রাত্রি) খাবেন

(৫) যদি খুব কাশি হয়, থাকলে

Zimax/Trevox 500 – ১টা করে দিনে ২ বার (সকাল ও রাত্রি) খাবেন ৫/৭ দিন (১০/১৪ টা)।

(৬) যদি জয়েন্টে ব্যাথা হয়, তাহলে

Inflam 400 – ১ টা করে দিনে তিনবার খাবার পরে খাবেন ৩দিন।

(৭) যদি পেটে গ্যাস বেশী হয়, তাহলে

Sergel 20/Seclo 20/Prazo 20/Losectill 20 – ১ টা করে দিনে ২ বার (সকাল ও রাত্রি) খাবার আধা ঘন্টা আগে খাবেন। ঔষধ ছাড়াও

(৭) এ্যান্টিসেপটিক ক্রীম- ১টি

(৮) স্যাভলন- ১টি

(৯) তুলা ব্যান্ডিজ- ১টি

(১০) ওরস্যালাইন- ৮/১০টি প্যাকেট সঙ্গে নিবেন।

৩১.২০. অন্যান্য যে সব সেবা রয়েছে :

৩১.২০.১. লাগেজ লকারস্ :

লাগেজ লকারসগুলো প্রতিদিন ২৪ ঘন্টায় খোলা থাকে এবং এখানে দরকারী বা মূল্যবান যে কোন জিনিস সংরক্ষিত করে রাখা যাবে।

(১) দক্ষিণে বাউন্ডারী গেট নং ৩৬৯-এর কাছাকাছি **লকারস্ নং-১**

(২) বাউন্ডারী গেট নং ৩০৬-এর কাছাকাছি **লকারস্ নং-২**

(৩) উত্তর দিকে মাস্‌জিদ-ই নাবাবী’র গেট নং ১৮ বরাবর কাছাকাছি **লকারস্ নং-৩**

(৪) দক্ষিণ-পূর্ব কর্ণার বাউন্ডারী গেট নং ৩৬৫-এর কাছাকাছি **লকারস্ নং-৬**

৩১.২০.২. হজ্জ ও ‘উমরাহ্ সার্ভিস সেন্টার :

(১) দক্ষিণ দিকে টয়লেট নং ২০১,২০২-এর কাছাকাছি।

(২) উত্তর দিকে টয়লেট নং ২২৫,২২৬-এর কাছাকাছি।

৩১.২১. তায়িফ্ ভ্রমন :

তায়িফ্ হলো মাক্‌কা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ১১৩কি:মি: দূরত্বে অবস্থিত। নাবী কারীম রসুলুল্লাহ্(সা:)-এর নানা বা মামা বাড়ী। রসুলুল্লাহ্(সা:)-এর জীবনে

নুবুওয়াত-এর ১০ম বছরটি ছিল অত্যন্ত কষ্টের সময়। সে বছর চাচা আবু তালিব ইন্তিকাল করেন এবং তার এক মাস পরেই তাঁর জীবন সঙ্গিনী হযরত খদীজা (র.)-ও ইন্তিকাল করেন। পর পর দু'জনকে হারানোর ফলে রসুল(সা:) অসহায় হয়ে পড়েন এবং এ সুযোগে মাক্‌কা'র কাফিররা তাঁর বিরোধিতা ও শক্রুতায় অত্যাধিক সাহসী হয়ে উঠে। কাফিরদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত নাবী কারীম(সা:) তায়িফ্ যাত্রার সিদ্ধন্ত গ্রহণ করেন। কারণ তিনি ছোট বেলায় সেখানেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন। সে সময় তায়িফ্ যাত্রার উপযোগী কোন যানবাহনও তিনার কাছে ছিল না। শেষ পর্যন্ত রসুল(সা:) হযরত জায়িদ ইব্‌নু হারিস(র.)-কে সঙ্গে নিয়ে মাক্‌কা থেকে পায়ে হেঁটেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তায়িফ্-এ পৌঁছে রসুল(সা:) সেখানে প্রায় এক মাস অবস্থান করলেন। এ সময় তিনি 'সাকীফ্' গোত্রের সরদার ও গন্যমাণ্য ব্যক্তিদের সাথে দেখা করে কথাবার্তা বললেন এবং ইসলাম-এর দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা তা মানতে অস্বীকার করলো এবং কড়া ভাষায় জানালো যে এখান থেকে যদি তিনি ফেরৎ না যান, তাহলে তায়িফ্-এর যুবকদেরকে দিয়ে শায়েস্তা করা হবে। রসুল(সা:) সেখানে একদিন অপেক্ষা করলেন, ফলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে যুবকদেরকে লেলিয়ে দিলো এবং তিনি তায়িফ্ থেকে ফেরৎ আসার পথে পিছন দিক থেকে যুবকরা পাথর নিক্ষেপ করে রক্তাক্ত করলো। রসুল(সা:) তায়িফ্ থেকে বের হয়ে এসে একটি বাগানের প্রচীরের ছায়ায় বসে পড়েন এবং আল্লাহ্'র নিকট কাতর কন্ঠে প্রার্থনা করে নিজের অসহায়ত্বের কথা বর্ণনা করেন। দু:খ-ভারাক্রান্ত অবস্থায় তায়িফ্ থেকে মাক্‌কা প্রত্যাবর্তনকালে **'কার্‌নাল্ মানাঝিল্'** নামক স্থানে এসে উপস্থিত হলে তখন আকাশে একখন্ড মেঘের উপস্থিতি অনুভব করলেন এবং উপরের দিকে দৃষ্টি দিতেই জিব্‌রাইল(আ:)-কে দেখতে পেলেন। তিনি ডেকে বললেন, 'আপনার জাতির লোকেরা আপনার দ্বীনের দাওয়াত্-এর জওয়াবে যা কিছু বলেছে আল্লাহ্ তায়ালা সব কিছু শুনেছেন। জিব্ব্রীল(আ:) বললেন যে, "আল্লাহ্ আমাকে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, আপনি চাইলে তায়িফ্ বাসীদেরকে দু'পাহাড় দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে বলেছেন"। দয়ার নাবী রসুল(সা:) এতে রাজী হলেন না এবং বললেন যে, 'এ ক্কাওম-কে যদি ধ্বংস করে দেয়া হয় তাহলে আমি কার কাছে দ্বীনের দাওয়াত দেব! আজকে হয়তো এরা তাদের ভূল বুঝতে পারছে না, হয়তো তাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা একদিন তাদের ভূল বুঝতে পারবে এবং আল্লাহ্'র প্রতি ঈমান আনবে'।[৪৭২]

৪৭২. তাফ্হীমুল কুর্‌আন খন্ড নং ১৪, পৃ: ১৭০-১৭২; বুখারী; মুসলিম; বাদউল খাল্‌ক্ক; যিক্‌রুল মালাইকা; কিতাবুল মাগাযী।

উপরোক্ত ঘটনা প্রবাহগুলো ছিলো দিনের বেলার এবং তায়িফ্-এর ঘটনার খবর ইতিমধ্যে মাক্কা'য় পৌঁছে গেছে। আর আল্লাহ্ সুব্বহানুতায়ালা এ সময় সূরা 'আল্ আহ্‌ক্কফ্'(৪৬) নাযিল করেন।

সময় সুযোগ করে নিয়ে অবশ্যই তায়িফ্ ভ্রমন করবেন। কারণ তায়িফ্ ভ্রমন করলে আপনি একসাথে দুটি কাজ করতে পারছেন। **একটা হলো** রসুল(সাঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত অনেক পুরাতন স্থাপনা দেখতে পাবেন, তার মধ্যে বাথ্‌না স্ট্রীটে রয়েছে রসুলুল্লাহ্(সাঃ)-এর নিজ হাতে নির্মাণ করা একটি ছোট্ট মাস্‌জিদ এবং এ মাস্‌জিদ-টি একটি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। বর্ণিত রোডে হযরত আলী(রঃ)-এর নামেও একটি পুরাতন মাস্‌জিদ রয়েছে। উক্ত মাস্‌জিদ-দ্বয়ে কোন স্বলাত হয় না স্মৃতি স্বরুপ বর্তমানে ঘেরাও দিয়ে রাখা হয়েছে।

অন্যটি হলো আপনি মীক্কাত মাস্‌জিদ **'আল্ সাইল্ আল্-কাবির'** হতে ইহ্‌রাম বেঁধে আর একটা নাফল 'উম্‌রাহ্ করতে পারবেন।

৩১.২২. ওয়াদিয়ে জিন বা (তথাকথিত) জিন পল্লী :

মাদীনা থেকে প্রায় ৩৫/৩৬কি:মিঃ দূরত্বে অবস্থিত। এ এলাকাটি চর্তুদিকে পাহাড় সন্নিবিষ্ট এবং পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট গর্ত লক্ষ্য করা যায়। এ জায়গাটি দেখার জন্য প্রতিদিন অনেক মানুষ ভীড় করে থাকে। বাস, মাইক্রো বাস বা টেক্সি ভাড়া করে এ স্থানে যাওয়া যায়(টেক্সি ভাড়া রিজার্ভ ১০০ রিয়েল)। এখানকার প্রধান আকর্ষণ তথাকথিত জিন পল্লী বা জিনের পাহাড় নয়, আপনি যে যানবাহনে করে উক্ত এলাকা পরিদর্শনে যাবেন সেটা চালানো বা উক্ত এলাকায় যানবাহনটি কেমন অদ্ভুৎ আচরণ করে সেটাই হলো মূল আকর্ষণ। যানবাহনে যে ঘটনাটি ঘটে সেটা হলো, আপনি যে বাহনে করে উক্ত এলাকায় প্রবেশ করলেন সেটা লক্ষ্য করে দেখবেন, মিরাকেল কোন কিছু ঘটছে না। কিন্তু আপনি যখনই উক্ত এলাকা থেকে মাদীনা ফেরৎ আসার জন্য গাড়ী রাস্তায় নামিয়ে আপনি গাড়ীতে উঠে বসেছেন, এখন গাড়ী চালকের কাজ হলো গাড়ী স্টার্ট দিয়ে গিয়ারে ফেলে আস্তে আস্তে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু এ মুহুর্তে যে অদ্ভুৎ ঘটনাটি ঘটবে তাহলো, গাড়ী চালককে গাড়ী স্টার্ট দিয়ে গিয়ার দিতে হবে না, গাড়ী চালক শুধু গিয়ারটি নিউট্রলে দিয়ে স্টায়ারিং ধরে রাখবে দেখবেন আপনার গাড়ী নিজে নেজেই চলতে শুরু করেছে এবং গাড়ীর স্পীড ধীরে ধীরে ১০০-১২০কি:মি: পর্যন্ত উঠে গেছে(স্পীড বেশী বাড়লে গাড়ী চালককে তা নিয়ন্ত্রনের জন্য ব্রেকে পা দিতে হতে পারে) এবং এটা শুরু থেকে প্রায় ৯কি:মিঃ দূরত্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবং এরপর স্পীড আস্তে আস্তে আবার কমতে শুরু করবে এবং এক পর্যায়ে আপনার গাড়ী থেমে যাবে। এ ঘটনাটিই হলো এখানকার মূল আকর্ষণ।

এখন প্রশ্ন হলো এটা কেন হচ্ছে বা কি কারণে এটা হচ্ছে, এ বিষয়ে কোন সঠিক তথ্য এখন পর্যন্ত কেউ দিতে পারে নাই।

আরো রয়েছে সেখানে মোটর সাইকেল ও বাচ্চাদের চালানোর জন্য তিন চাকাওয়ালা যান। আবার আপনি যদি পরীক্ষা করার জন্য প্লাস্টিক-এর পানির বোতল রাস্তার নীচের দিক থেকে ছেড়ে দেন বা পানি ঢেলে দেন তাহলে দেখতে পাবেন যে বোতল বা পানি নীচের দিকে না নেমে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে।

৩১.২৩. কোথায় কিভাবে ভ্রমন করবেন এবং দেখবেন :

৩১.২৩.১. মাক্‌কা এলাকা :

(১) নাবী কারীম(সা:)-এর জন্মস্থান : এ স্থানটি মাস্‌জিদুল হর-ম এর পূর্ব দিকের চত্বরের পূর্বে অবস্থিত। বর্তমানে এ স্থানে দ্বিতল বিশিষ্ট একটি ভবনে পাঠাগার বানিয়ে রাখা হয়েছে।

(২) আল্ মা'আলা- ক্কব্‌র-স্থান : মাস্‌জিদ আল্ হর-ম এর পূর্ব-উত্তর দিকে মাক্‌কা'র বিখ্যাত **আল্ মা'আলা-**ক্কব্‌র স্থান।

(৩) পাহাড় :

গারে হেরা(জাবালি হিরা) : এ পাহাড়েই নাবী কারীম(সা:) নুবুওয়াত লাভের পূর্বে 'ইবাদত্-বন্দেগীতে মগ্ন থাকতেন।

গারে সাওর(জাবালি সাওর) : হিযরত-এর সময় কুরা'ঈশ-দের নিষ্ঠুর আক্রমণ হতে রক্ষা পাবার জন্য এ পাহাড়েই নাবী কারীম(সা:) এবং আবু বাকার সিদ্দীক(র:) তিন দিন তিন রাত অবস্থান করেছিলেন।

জাবালি রহ্‌মাত : এটা 'আরাফাত্ ময়দান-এ অবস্থিত। নাবী হযরত মুহাম্মদ (স্বল্‌লাল্ ল-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজ্জ-এর ভাষণটিও এখান থেকেই দিয়েছিলেন।

(৪) মাস্‌জিদ :

মাস্‌জিদ-ই জিন্ : এটি **আল্** মা'আল্লা'র(ক্কব্‌রস্থান)-এর গেট থেকে একটু দক্ষিণে রাস্তার ডান পার্শ্বে অবস্থিত (অর্থাৎ মাস্‌জিদুল হর-ম থেকে আল্ মা'আল্লা'র দিকে যাওয়ার পথে হাতের বাম দিকে রাস্তার পাশে পড়বে)।

মাস্‌জিদ-ই তান্'ঈম বা আয়িশা মাস্‌জিদ : এটা মাক্‌কা মুকার্‌রামা হতে ৬কি:মি: উত্তরে হরম এরিয়ার বাহিরে অবস্থিত।

'মাস্‌জিদ-ই নামিরাহ্' বা **'মাস্‌জিদ-ই ইব্‌রাহীম' :** এটা 'আরাফাত্-এর মাঠে অবস্থিত।

মাস্‌জিদ-ই মাশ্‌‘আরুল্ হর-ম : মুয্‌দালিফাহ্’র মাঠে অবস্থিত। হজ্জ-এর দিন সারা রাত্রি এ মাঠে অবস্থান করতে হয়।

মাস্‌জিদ-ই খায়্‌ফ : এটা মিনার সবচাইতে বড় মাস্‌জিদ। ইহা মিনার উত্তর দিকে **‘যাব’** পাহাড়ের পার্শ্বদেশে আবস্থিত।

(৫) তায়িফ্ ভ্রমন :

তায়িফ্ হলো মাক্‌কা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ১১৩কি:মি: দূরত্বে অবস্থিত। নাবী কারীম রসুলুল্লাহ্(সা:)-এর নানা বা মামা বাড়ী।

৩১.২৩.২. মাদীনা মুনাওয়ারা এলাকা :

(১) বাক্বী-‘ইল্ গারক্বদ্দ্ : মাস্‌জিদ-এ নাববী’র পূর্ব পাশে অবস্থিত। রসুলুল্লাহ্(সা:) যখন ক্বব্‌রস্থান হিসাবে এ স্থানটিকে নির্বাচন করেন, তখন উক্ত স্থানে একটি গাছ ছিল এবং সে গাছটির নাম ছিল ‘গার্‌ক্বদ্দ্’।

(২) পাহাড় ও যুদ্ধের স্থান :

বাদ্‌র যুদ্ধ : এটা ছিল মুসলিমদের প্রথম যুদ্ধ। বাদ্‌র প্রান্তর হলো মাক্‌কা-মাদীনা ও সিরিয়ার রাজপথের কেন্দ্রস্থল এবং মাদীনা’র এলাকাধীন(মাদীনা থেকে প্রায় ১৮০কি:মি: দূরত্বে অবস্থিত)।

‘উহুদ পাহাড় : এটি ছিল ইসলামের দ্বিতীয় যুদ্ধ। মাস্‌জিদ-ই নাবাবী হতে প্রায় ৩ কি:মি: দূরে আয়্‌নাই উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত।

খন্দক বা আহ্‌যাব যুদ্ধ : মাদীনা হতে প্রায় ৩ কি:মি: দূরত্বে খন্দক যুদ্ধের পাহাড় বা মায়দান অবস্থিত।

(৩) মাস্‌জিদ :

মাস্‌জিদ-ই ক্বুবা’ : ক্বুবা মূলত একটি প্রাচীন কুপের নাম ছিল। ক্বুবা মাস্‌জিদ মাস্‌জিদ-ই নাববী থেকে প্রায় ৩কি:মি: দূরে দক্ষিণে অবস্থিত।

‘মাস্‌জিদ-ই ক্বিবলাতা’ঈন’ বা ‘দুই ক্বিব্‌লাহ্‌ধারী মাস্‌জিদ’: এটা মাদীনা মুনাওয়ারা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৪কিমি: দূরত্বে অবস্থিত।

(৪) ওয়াদিয়ে জিন বা (তথাকথিত) জিন পল্লী : এটা মাদীনা থেকে প্রায় ৩৫/৩৬কি:মি: দূরত্বে অবস্থিত।

(৫) মাদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্বুর্‌আন ছাপা :

মাদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্বুর্‌আন ছাপা প্রকল্প দেখে আসতে পারেন। এখানে প্রতি মিনিটে ৫০০ কপির মতো ক্বুর্‌আন আল্ কারীম ছাপা হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য যে, মাদীনা’র দুইটি মাস্‌জিদ (১) মাস্‌জিদ-ই নাবাবী ও (২) মাস্‌জিদ-ই ক্বুবা’ এবং দুইটি ক্ববরস্থান (১) বাক্বী ক্ববরস্থান ও (২) ‘উহুদ যুদ্ধে শহীদগণের ক্ববরস্থান ব্যতীত অন্য কোন মাস্‌জিদ বা ক্ববরস্থান যিযারাত করা যাবে না।[৪৭৩]

৩১.২৪. বিভিন্ন সময়ে হজ্জ অনুষ্ঠিত না হওয়ার কারণ ও তার বর্ণনা :

ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, ২৫১-১৪০৭ ও ১৪৪১-৪২হিজরী পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে ৪০(চল্লিশ) বছরেরও অধিক বার বা সময় পরিপূর্ণভাবে হজ্জ পালিত হয় নাই। যা মুসলিম উম্মাহ্’র হজ্জ আদায়কারীদের জন্য একটি কালো অধ্যায় হিসাবে ইতিহাসে পরিচিত। কারণের মধ্যে যেসমস্ত বিষয়গুলো উল্লেখ রয়েছে তাহলো রাজনৈতিক ক্ষমতার দন্দ ও অস্থিতিশীলতা, প্লেগ ও কলেরাসহ অন্যান্য প্রচন্ড মহামারী রোগ, আর্থিক সমস্যা ও সর্বশেষ কোভিড-১৯ মহামারী ইত্যাদি। নিম্নে কয়েকটি সময়ের উল্লেখ করা হলো। যথা-

(১) **৮৬৫খৃ.(২৫১ হিজরী) :** আব্বসী খিলাফাত্-এর বাগদাদী(ইরাক) শাসক ও ইসমাইল বিন্ ইউসুফ(‘আল্-সাফাক’ নামে পরিচিত) শাসকদ্বয়ের মধ্যে দন্দ চলে আসছিল। ২৫১হিজরী’র হজ্জ বাতিলের জন্য ইসমাইল বিন্ ইউসুফ ও তার বাহিনী মাক্‌কা-কে বাইপাস করে সরাসরি পবিত্র ‘আরাফাত্ মাউন্টেনে গিয়ে হজ্জ-যাত্রীদের উপর আক্রমণ করে হাজার হাজার হজ্জ-যাত্রীকে হত্যা করে (এটাই **“মাউন্ট ‘আরাফাত্ ম্যাসাকার”** নামে খ্যাত)।

(২) **৯৩০খৃ.(৩১৭হিজরী) :** ইসমাইলী শিয়া চরমপন্থী উপগোষ্টী সম্প্রদায়ভুক্ত ‘বাহ্‌রাইন’ শাসক আবু তাহির(আবু তাহির আল্-জান্নাবী) ছিলেন ‘সুন্নী মুসলিম’ বিরোধী। আবু তাহির ও তার ‘কিরামাতিয়ান’ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস বা ভূল ধারণা ছিল যে মাক্‌কা’য় যারা হজ্জ করে তারা ইসলামী প্রাগৈতিহাসিক যুগের মত ‘কালো পাথর’(হাজরি আস্‌ওয়াদ)-এর পূজা-উপসনা করে। এ বিশ্বাস থেকেই আবু তাহির ও তার বাহিনী সজ্জিত করে ৯৩০খৃষ্টাব্দে ‘মাক্‌কা’ আক্রমণ করে চরম দূর্বৃত্তপূর্ণ কর্মকান্ড করে এবং প্রায় ৩০,০০০(ত্রিশ) হাজার হজ্জ-যাত্রীকে হত্যা করে ‘যমযম’ কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে। তারা পবিত্র স্থানগুলো তছনছ করে দেয়। কা’বা-র দরজা, ‘কালো পাথর বা হাজরি আস্‌ওয়াদ’ লুট করে বাহ্‌রাইন-এর পারস্য উপসাগর অঞ্চলের একটি দ্বীপে(**‘আল-হাসা’**) নিয়ে যায়। শাসক আবু তাহির-এর জীবদ্দশায় বহুবার দেন-দরবার করেও ‘কালো পাথর’ ফেরত প্রদান করে নাই। কথিত আছে যে সে(আবু তাহির) প্রতিদিন ‘হাজরি আস্‌ওয়াদ’-এর উপর প্রস্রাব করতো। আবু তাহির ৯৪৪ খৃষ্টাব্দে মারা যায়।

৪৭৩. ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম ২৭/৩৮১; আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা(বঙ্গানুবাদ), পৃ: ১৮৭।

এদিকে আব্বাসী খিলাফাতীয় শাসিত(৭৫০-১২৫৮পর্যন্ত) সুবিশাল(মুঘল সাম্রাজ্য) সাম্রাজ্য ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে এবং উক্ত শাসনামলে ৯৫২ইং সনে ১২০,০০০দিনার-এর বিনিময়ের মাধ্যমে 'কালো পাথর' ফেরত দেয় এবং যার কারণে ৯৩০-৯৫২ইং সন পর্যন্ত ২০/২২বছর কোন হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় নাই।

(৩) **৯৮৩খৃ.(৩৭২হিজরী) :** দুই বিবাদমান খিলাফাতী শাসক সুন্নী মুসলিম পন্থী আব্বাসী শাসক(ইরাক ও সিরিয়া) 'বানু আব্বাস' এবং শিয়া পন্থী ফাতিমী শাসক(মিস্বর) **'বানু 'উবাইদ'** শাসন করতো। ফাতিমী খিলাফাত্ মিস্বরী'য়রা দাবী করলো আমরাই ইসলাম-এর মূল অনুসারী, আর এদিকে ইরাক ও সিরিয়ার শাসক (বাগদাদী)-এর বিরোধীতা করলো। ফলে মুসলিম-দের হজ্জ করতে মাক্কা যাওয়া-আসার রাস্তা নিয়ে উভয় গ্রুপের মধ্যে বিবাদ চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। যার কারণে প্রায় দীর্ঘ(৩৭২-৩৭৯হিজরী পর্যন্ত) ৮বছর স্থায়ী এ বিবাদে হজ্জ-ও বন্ধ থাকে।

(৪) **১০০০খৃষ্টাব্দ(৩৯০ হিজরী) :** ফাতিমী খিলাফাত্ শাসনামলের(৯০৯-১১৭১পর্যন্ত) হিজাজ অঞ্চলের শাসক হজ্জ-যাত্রী প্রতি ৭.৫০দিনার করে কর আরোপ করেছিল এবং যারা কর পরিশোধ করতে পারতো না, তাদের প্রতি টর্চার করা হতো। যে কারণে থাকা খাওয়াসহ ইত্যাদি খরচ অত্যাধিক বেশী বলে অভিযোগ করে মিস্বরী'য়রা হজ্জ থেকে ফেরৎ চলে যায়।

(৫) **১০৩৭খৃ.(৪২৮হিজরী) :** এ বছর ইরাক থেকে কোন হজ্জ-যাত্রী ছিল না। শুধু মিস্বর ও অন্যান্য এলাকার হজ্জ-যাত্রী ছিল।

(৬) **১০৩৯খৃষ্টাব্দ(৪৩০হিজরী) :** ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে ইরাক, মিস্বর ও উত্তর আরবীয় এলাকা থেকে কেউ হজ্জ করতে আসে নাই।

(৭) **১০৯৯খৃষ্টাব্দ(৪৯২হিজরী) :** বিশ্বব্যাপী মুসলিম শাসকদের মধ্যে অনৈক্য, দন্দ ও বিবাদ-বিভেদে লিপ্ত থাকার সুযোগে এ বছর 'ক্রুসেড' জিরুযালিম দখল করে নেয়। ফলে আর হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় নাই।

(৮) **১১৬৮খৃষ্টাব্দ(৫৬৩ হিজরী) :** ফাতিমী খিলাফাত্(১১৬৮ খৃষ্টাব্দে) শাসনের পতন হলে মিস্বরী'য়রা আর হিজাজে(Red Sea Shore) প্রবেশ করতে না পারার কারণে হজ্জ করতে আসতে পারে নাই। ১০ম শতক থেকে **হিজাজ** মূলত শুধুমাত্র মাক্কা ও মাদীনা পবিত্র দুই শহর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রিক একটি উন্নত রাজ্য বা অঞ্চল হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। যেহেতু এডেন সমুদ্র বন্দরও এখানে অবস্থিত ছিল। যে কোন হজ্জ-যাত্রী সমুদ্র পথে আসলে হিজাজ-এই প্রথম অবস্থান নিতে হতো। হিজাজ-এর অবস্থান হলো বর্তমান সাউদী আরব-এর

উত্তর-পশ্চিমে(Red Sea)-এর পূর্ব পার্শ্ব উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি এলাকা সাগর তীর বরাবর।

(৯) **১২৫৩খৃ.(৬৫১হিজরী) :** ইরাকী'রা ১০বছর পর্যন্ত হজ্জ করতে আসে নাই। বিজয়ী খলিফা'র মৃত্যুর পর এ বছর ইরাকী'রা(বাগদাদ) হজ্জ-এ ফিরে আসে।

(১০) **১২৫৬-১২৬০ খৃষ্টাব্দ :** চাপা উত্তেজনা ও সংঘাত বিরোধের ভয়ে মানুষ হিজাজ এলাকা থেকে বের হয়ে হজ্জ সম্পাদনের জন্য মাক্কা আসতে পারে নাই।

(১১) **১৭৯৮-১৮০১খৃষ্টাব্দ :** অটোমান সাম্রাজ্যের ফরাসী সেনাপ্রধান ও শাসক নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সেনা আক্রমনের ভয়ে মিস্বর ও সিরিয়া থেকে মাক্কা আসার পথ নিরাপদ না থাকার কারণে কোন হজ্জ-যাত্রী হজ্জ-এ আসতে পারে নাই।

(১২) **১৮১৪ খৃ.(১২২৯হিজরী) :** হিজাজ এলাকায় প্লেগ মহামারী অসুখে প্রায় ৮,০০০ হাজার হজ্জ-যাত্রী মারা যায়।

(১৩) **১৮৩১খৃ.(১২৪৬হিজরী) :** এ বছর ইন্ডিয়া থেকে আগত হজ্জ যাত্রীদের মধ্যে থেকে **'বিউবোনিক প্লেগ'**(bubonic plague) নামে এক ধরণের মহামারী রোগে আক্রান্ত হলে সেটা মাক্কা-তেও ছড়িয়ে পড়ে এবং এ রোগে প্রায় ৩/৪ভাগ মানুষ মৃত্যু বরণ করে।

(১৪) **১৮৩৭-১৮৪০খৃষ্টাব্দ :** ধারাবাহিক মহামারীর কারণে ১৮৩৭সনে আবারও প্লেগ রোগে মাক্কা'তে হজ্জ যাত্রীরা আক্রান্ত হয়, ফলে ১৮৪০সন পর্যন্ত হজ্জ বন্ধ থাকে।

(১৫) **১৮৪৬-১৮৫০খৃষ্টাব্দ :** ১৮৪৬ সনে আবার কলেরায় আক্রান্ত হয় এবং প্রায় ১৫,০০০জন হজ্জ যাত্রী মারা যায় এবং এ মহামারী পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়লে এবং এ মহামারীর প্রকোপ ১৮৫০সন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

(১৬) **১৮৫৮-১৮৯৫খৃষ্টাব্দ :** ধারাবাহিক মহামারী লেগেই ছিল অর্থাৎ ২/১ বছর একটু কমলে পরবর্তী বছরে আবার বৃদ্ধি পায়।

১৮৫৮সনে মিস্বরী'য় হজ্জ যাত্রীদের মাধ্যমে মাক্কা'তেও কলেরার বিস্তার ঘটে। কারণ এ বছর সিভিয়ার কলেরার প্রকোপ বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করেছিল। রোগ বিস্তার নিরাময় কল্পে 'রেড সী বর্ডার' এডেন বন্দর(হিজাজ) এলাকায় 'কোয়ারেনটাইন'(quarantine)-এর ব্যবস্থ্ গ্রহণ করা হয়। তারপরও লোকজন ভয়ে হিজাজ থেকে পালিয়ে মিস্বর-এর দিকে চলে যেতে থাকে।

১৮৬৪সনের হজ্জ মৌসুমেও প্রতিদিন **১০০০**জন করে হজ্জ যাত্রী মৃত্যু বরণ করে।

আবার **১৮৭১**সনের মহামারীর কারণে মাদীনা থেকে মিস্বর সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ডাক্তার পাঠানোর ব্যাপারে এবং আরো অনুরোধ জানানো হয় মাক্‌কা-মাদীনা'র পথে রোগ নিরাময় কেন্দ্র 'কোয়ারেনটাইন'-এর ব্যবস্থ্ গ্রহণ করার জন্য।

১৮৯২সনের হজ্জ মৌসুমেও কলেরা মহামারীতে 'আরাফাত্‌ মাঠে আক্রান্ত হয় এবং সেটা মিনা'র ময়দান পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে এবং এতো লোক মারা যাচ্ছিল যে ডেড বডিগুলো বহণ করার মত কোন ব্যবস্থ্াই ছিল না।

১৮৯৫সনে মাদীনা হতে আগত একটি বহর(কনভয়) থেকে 'আরাফাত্‌ মায়দান-এ 'টাইফয়েড ও ডিসেন্ট্রী' মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়লেও সপ্তাহ খানেক-এর মধ্যে এটার প্রকোপ কমে আসতে থাকে, ফলে পরবর্তীতে সেটা আর মিনা পর্যন্ত আক্রান্ত হয় নাই।

(১৭) **১৯৮৭খৃ.(১৪০৭হিজরী) :** এ বছর প্রায় ১০,০০০জন হজ্জ-যাত্রী meningities(মস্তিস্ক ঝিল্লীর প্রদাহ্‌) অসুখে আক্রান্ত হয়েছিল।[৪৭৪]

(১৮) **২০২০খৃ.(১৪৪১হিজরী) : কভিড-১৯**(করোনা ভাইরাস)-এ এ বছর বিশ্বব্যাপী প্রায় **৬.৮০**(৯ই যুল্‌হিজ্জাহ্‌ পর্যন্ত) লক্ষ মানুষ মৃত্যু বরণ করে এবং **১৭৫.২৫**লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয় এবং **৩১** শে ডিসেম্বর/২০২০ইং পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছিল ৮,৩৯,৬৬,৮৪**১**জন এবং মৃত্যু হয়েছিল **১**৮,৩৬,৮৩৬ জনের। তন্মধ্যে বাংলাদেশে মৃতের সংখ্যা ছিল ৭৫৫৯জন এবং সাউদী আরবে মৃতের সংখ্যা ছিল ৬২২৩জন।[৪৭৫]

যে কারণে সাউদী আরব সরকার এ বছর হজ্জ আদায়ের ব্যাপারে কড়াকড়ি নিয়ম আরোপ করে। ফলে সাউদী আরব ছাড়া বাহিরের কোন দেশ থেকে কোন হজ্জ-যাত্রী হজ্জ আদায় করার জন্য সাউদী আরব যেতে পারে নাই অর্থাৎ শুধুমাত্র সাউদী আরব ও সে দেশে বসবাসকারীরা ছাড়া(আনু: মাত্র ১০,০০০ মানুষ হজ্জ আদায় করার সুযোগ পায়) অন্য কোন দেশের মানুষ হজ্জ পালন করতে পারে নাই।

---

৪৭৪. Wikipedia(History of Hajj) ; `The Pilgriame a Hunderd Years Ago‘ by Abdul Aziz Dolchem(Russian Traveller) ; History of Islam; History of Bharian; History of Hajj disruptions etc.

৪৭৫. From Worldometer corona statistics data.

(১৯) **২০২১খৃ.(১৪৪২হিজরী) : কভিড-১৯**(করোনা ভাইরাস) এ বছর বিশ্বব্যাপী আরো বিস্তার লাভ করে এবং শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৪১,২৮,৯৩২(৯ই যুল্‌হিজ্জাহ্ বা ১৯শে, জুলাই/২১ইং পর্যন্ত) জন মানুষ মৃত্যু বরণ করে এবং ২০২০ইং সনের শুরু থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর/২০২১ইং পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৮৬,৮৯৮,৪৬৬জন এবং মৃত্যু হয়েছিল ৫৪,৫৪,১৩৫ জনের। তন্মধ্যে বাংলাদেশে মৃতের সংখ্যা ছিল ২৮,০৭২জন এবং সাউদী আরবে মৃতের সংখ্যা ছিল ৮,৮৭৫ জন।[৪৭৬]

করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বিশ্বব্যাপী চলমান থাকায় এ বছরও অর্থাৎ শুধুমাত্র সাউদী আরব ও সে দেশে বসবাসকারীরা ছাড়া(আনু: মাত্র ৬০,০০০ মানুষ হজ্জ আদায় করার সুযোগ পায়) অন্য কোন দেশের মানুষ হজ্জ পালন করতে পারে নাই।

---

৪৭৬. From Worldometer corona statistics data.

৩২. সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি

১) ক্বুর্‌আন আল্ কারীম।
২) আমালে ক্বোরআণ, এপ্রিল/১৯৭৫ ইং।
৩) সহীহ্ নামায ও দোওয়া শিক্ষা(১ম খন্ড), ডিসেম্বর/১৯৮৩ইং।
৪) তায্‌কিরাতুল আওলিয়া, জুন/১৯৮৫ইং।
৫) কা‘বা শরীফের ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর/১৯৮৫ইং।
৬) সাইয়েদুল মুরসালীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে/১৯৮৬ইং।
৭) আরকানে আরবা‘আ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভে/১৯৮৭ইং।
৮) সহীহ্ বুখারী(বাংলা তরজমা), আল্ হাদিস প্রজেক্ট।
৯) সহীহ্ মুসলিম(বাংলা তরজমা), আল্ হাদিস প্রজেক্ট।
১০) সুনানে আন্ নাসায়ী(বাংলা তরজমা), আল্ হাদিস প্রজেক্ট।
১১) সুনানে আবু দাউদ(বাংলা তরজমা), আল্ হাদিস প্রজেক্ট।
১২) জামি‘ আত্ তিরমিযী(বাংলা তরজমা), আল্ হাদিস প্রজেক্ট।
১৩) সুনানে ইব্‌নে মাজাহ্(বাংলা তরজমা), আল্ হাদিস প্রজেক্ট।
১৪) মুয়াত্তা ইমাম মালিক(বাংলা তরজমা), আল্ হাদিস প্রজেক্ট।
১৫) রিয়াদুস সালেহিন, সংকলক: ইমাম নববী(বাংলা তরজমা), আল্ হাদিস প্রজেক্ট।
১৬) আল্ লু‘লু ওয়াল মারজান, সংকলক: আল্লামা ফুয়াদ আল্ বাকী(বাংলা তরজমা), আল্ হাদিস প্রজেক্ট।
১৭) হাদিস সম্ভার, সংকলক: আব্দুল হামিদ ফাইযি(বাংলা তরজমা), আল্ হাদিস প্রজেক্ট।
১৮) সিলসিলাহ্ সহিহাহ্, সংকলক: আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী(বাংলা তরজমা), আল্ হাদিস প্রজেক্ট।
১৯) জাল জয়িফ হাদিস সিরিজ, সংকলক: আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী(বাংলা তরজমা), আল্ হাদিস প্রজেক্ট।
২০) মিশকাতুল মাসাবিহ, সংকলক: আল্লামা খতীব তাবরেযী(বাংলা তরজমা), আল্ হাদিস প্রজেক্ট।
২১) বিশ্বনবী, অক্টোম্বর/১৯৯৬ইং।
২২) ফাজায়েলে হজ্জ, মে/১৯৯৭ইং।
২৩) কালিমা, নামায, রোযা, যাকাত, হজ, ওমরাহ্ ও জিয়ারত নির্দেশিকা এবং চল্লিশ হাদীস, সেপ্টেম্বর/১৯৯৮ ইং।
২৪) হজ: উমরা: যিয়ারত, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ডিসে/১৯৯৮ইং।
২৫) হজ্জ ও মাসায়েল, মূল: হযরত মাও: আলহাজ্জ আল্ ক্বারী সাঈদ আহমদ, ভারত; ৫ম মুদ্রণ ও অনুবাদ মো: আব্দুল লতিফ চৌধুরী, বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী/২০০১ ইং।
২৬) সৌদী আরব: রাহে মক্কা রাহে মদীনা, সেপ্টেম্বর/২০০১ইং।
২৭) দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভে/২০০২ইং।
২৮) হিসনুল মুসলিম, সাঈদ ইব্‌নু আলী আল্-কাহ্‌তানী, আল্-হারামাইন সংস্করণ(বাংলা), জুলাই/২০০৩ইং।
২৯) পবিত্র মক্কা-মদীনার পথে, ২০০৫ইং।

৩০) সহীহ্ মুসলিম(বঙ্গানুবাদ), অনুবাদ- মাওলানা ওবায়দুল হক ও মাওঃ শাব্বীর আহমাদ শিবলী, বর্দ্ধিত সংস্করণ, এপ্রিল/২০০৫ইং।
৩১) তাফহীমুল কুরআন(বাংলা), মাওঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম(রহি.), ১১তম প্রকাশ, খন্ড নং ১৪, ডিসেম্বর/২০০৫ইং।
৩২) এক নজরে হজ ও ওমরাহ্।
৩৩) আহকামে যিন্দেগী, এপ্রিল/২০০৬ইং।
৩৪) হজ্জ, উম্‌রাহ্ ও মাসজিদে রাসুল(সাঃ), সৌদি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, রিয়াদ/১৪২৯ হিজরী (২০০৭ইং)।
৩৫) কোরআনের কিছু বাণী, জুন/২০০৭ইং।
৩৬) বুলুগুল মারাম(প্রথম খন্ড) হাদীস, দারুস সালাম(রিয়াদ, সৌদি আরব),
প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর/২০০৭ইং।
৩৭) হজ, উমরা ও যিয়ারত গাইড, অক্টো/২০০৭ইং।
৩৮) প্রথম আলো, হজ সংখ্যা নভেম্বর/২০০৭ইং)।
৩৯) কিতাবুল হজ্জ, মরহুম আল্‌হাজ্জ শেখ গোলাম মুহীউদ্দীন, আগস্ট/২০০৮ইং।
৪০) মদিনা মুনাওয়ারা ঐতিহাসিক স্থান পরিচিতি, ইমতিয়াজ আহ্‌মাদ(লন্ডন), ২০০৯ইং।
৪১) বিদায় হজ্বের ভাষণ(প্রসঙ্গঃ ফাত্‌ওয়া), সংকলন- মাওলানা আ,শ,ম, নজরুল ইসলাম, ডিসেম্বর/২০১০ইং।
৪২) দ্বীন-ইসলাম-এর জানা-অজানা, ড. ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ, জুন/২০১২ইং।
৪৩) হাদীসের নামে জালিয়াতি, ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর(রহিঃ), ৫ম সংস্করণ, এপ্রিল /২০১৭ইং।
৪৪) হজ্জের আধ্যাত্মিক শিক্ষা, ড.খন্দকার আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর(রহিঃ), ফেব্রুয়ারী/২০১৮ইং।
৪৫) আল্ মাদীনা আল্ মুনাওয়ারা, ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মদ আল্ কাসেম(ইমাম ও খতীব, মাস্‌জিদে নাবাবী), এপ্রিল/২০১৮ইং।
৪৬) আল্লাহুম্মা লাব্বাইক হজ্জ ওমরাহ যিয়ারত, মুফতী মুহাম্মদ হাবীব ছামদানী, এপ্রিল/২০১৮ইং।
৪৭) তাফসীরুল উশ্‌রিল আখীর, সৌদি আরব, ২০১৮ইং।
৪৮) প্রশ্নোত্তরে আরকানুল ইসলাম, ড. মুযাফফর বিন্ মুহসিন ও অন্যান্য, জুলাই/২০১৮ইং।
৪৯) আইনে রাসুল(ছাঃ) দো'আ অধ্যায়, আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, ৪র্থ সংস্করণ, ডিসেম্বর/২০১৮ইং।
৫০) তাফসীরে ড. আবু বাকার মোহাম্মদ যাকারিয়া(হাফিঃ)।
৫১) মাসিক ইতিছাম, সংখ্যা আগস্ট/২০২০- ডিসেম্বর/২০২১ইং।
৫২) হজ্জ ও উমরা, আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল/২০২২ইং।

মসজিদে নববী'র প্রাচীন অংশের নক্সা

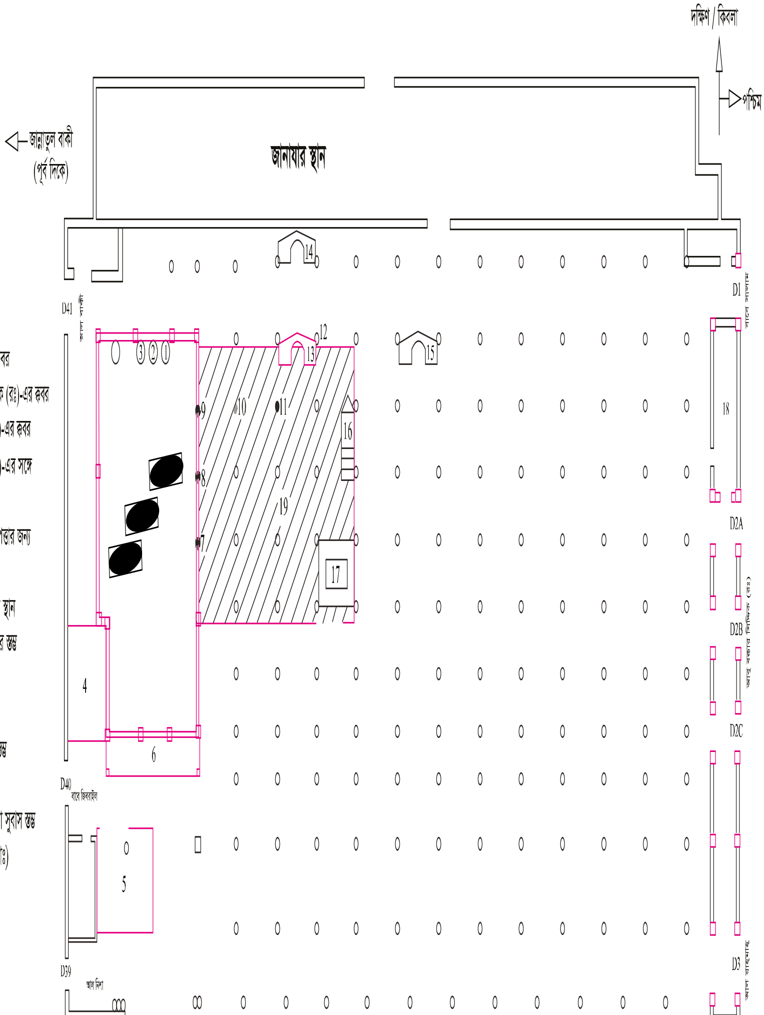

পরিচিতি:

১। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কবর
২। হযরত আবু বাকার সিদ্দিক (রাঃ)-এর কবর
৩। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর কবর
৪। হযরত জিবরাইল (আঃ)-এর সঙ্গে কথোপকথনের স্থান
৫। আহলে ছুফ্‌ফা বা নিরাপত্তার জন্য নির্মিত চত্বর
৬। তাহাজ্জুত নামাজ পড়ার স্থান
৭। উফুদ বা প্রতিনিধি বর্গের স্তম্ভ
৮। হারাস বা পাহারার স্তম্ভ
৯। সারীর বা খাটের স্তম্ভ
১০। আবু লুবাবা বা তওবা স্তম্ভ
১১। আয়িশা (রাঃ) স্তম্ভ
১২। হান্নানা বা মুখাল্লাকাহ্‌ বা সুবাস স্তম্ভ
১৩। মিহ্‌রাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)
১৪। বর্তমান মিহ্‌রাব
১৫। মিহ্‌রাবে উসমানী
১৬। মিম্বার
১৭। আজানের স্থান
১৮। আবু বাকার সিদ্দিক (রাঃ)-এর ঘরের স্থান
১৯। রিয়াজুল জান্নাহ্‌ এরিয়া

নক্সাঃ ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আকছেদ আলী।

নক্সা নং ২